বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা

সম্পাদনা—সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

(৮)

দি মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স

বিশ্বসাহিত্যগ্রন্থমালা

॥ **পঙ্কিল** ॥ আলেকজান্দার কুপরিন রচিত উপন্যাস Yama the Pit-এর অনুবাদ করেছেন শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীসুকুমার গুপ্ত। রুশিয়ার বারবনিতাদের কলঙ্কময় করুণ কাহিনী।

॥ **গান্ধী ও স্ট্যালিন** ॥ বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক লুই ফিশারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যসংবলিত তুলনামূলক গ্রন্থ Gandhi and Stalin-এর অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী কমলা দত্ত।

॥ **১৪ই ডিসেম্বর** ॥ দমীত্রি মেরেঝকোবস্কী প্রণীত December the Fourteenth-এর অনুবাদ করেছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় ও শ্রীঅশোক ঘোষ। বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত জারশাসিত রুশিয়ার ভয়াল কথাচিত্র।

॥ **কার্ডিনালের প্রণয়িনী** ॥ ইতালীর ভূতপূর্ব ভাগ্যনিয়ন্তা বেনিতো মুসোলিনীর একমাত্র উপন্যাস L' Amante de Cardinale-এর অনুবাদ করেছেন শ্রীপরেশকান্ত গাঙ্গুলী। পোপশাসিত সমাজের বাস্তব কথাচিত্র।

॥ **কমিউনিজ্‌ম** ॥ রাজনৈতিক চিন্তানায়ক অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কীর বইয়ের অনুমোদিত অনুবাদ।

॥ **রুডিন** ॥ ইবান তুর্গেনেফ রচিত রুশিয়ার সামাজিক চিত্র Rudin-এর অনুবাদ করেছেন শ্রীশৌরীন চৌধুরী।

॥ **থেরেস** ॥ বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী লেখক এমিল জোলা রচিত উপন্যাস Theresa Raquin-এর অনুবাদ করেছেন শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। কামনাদগ্ধ নর-নারীর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী।

—ক্রমশঃ প্রকাশ্য—

D. H. Lawrence-এর *Sons & Lovers*; Stanley Unwin-এর *The Truth About Publishing*; Somerset Maugham-এর *Of Human Bondage*

দি মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স

রচনা

সমারসেট মম

অনুবাদ

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা

সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

রীডার্স কর্নার

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ—রথযাত্রা ১৩৬৭
মূল্য ৫·০০ টাকা

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুমুখ মিত্র

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

সম্পাদকের কথা—

বাংলা সাহিত্যের শ্রেণী-বিচারে, বর্তমানে বিদেশী অনুবাদ-সাহিত্যও একটি স্বতন্ত্র স্থান দাবি করে। এ কথা বলছি এই কারণে যে আজ এর সংখ্যা আর নগণ্য নয়। একদিন যা ছিল ব্যক্তিবিশেষ লেখকের চিত্তবিনোদন মাত্র, বা তাঁর একটি খেয়ালের খেলা, আজ তা তাঁর উপ-জীব্য হয়েছে। এর প্রধান কারণ, অনুবাদ নামটি শুনলেই সাধারণ পাঠকের মনে যে বিতৃষ্ণার ভাব জাগত, আজ নিশ্চয় তা জাগে না, জাগ্‌লে অনুবাদের কাজে লেখকেরা পণ্ডশ্রম করতেন না, আর প্রকাশকেরাও তা প্রকাশ ক'রে অর্থদণ্ড দিতেন না।

অনুবাদ কথাটি যে-অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, ভাষান্তর-করণ—অর্থাৎ, এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় রূপান্তর। ভারতের প্রাচীন ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত এবং সমস্ত ধর্ম গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই কারণে বাংলা সাহিত্যের আদিকালে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদই নিঃসঙ্কোচ প্রবেশাধিকার পেয়েছিল—প্রয়োজনের তাগিদে, কারুর খেয়ালের বশে নয়। বাংলাদেশ ভারতেরই অংশ, অতএব ভারতের যা ঐতিহ্য বাংলাদেশও তার অংশীদার। এই কারণে বাংলাদেশের জন-সাধারণের প্রয়োজনে বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে এ অপরি-হার্যতার প্রশ্ন ওঠে না। তাই বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ কতকগুলি বিশেষ ঘটনার ফল বলা যায়।—

প্রথমেই হচ্ছে, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের স্বতঃই পরিচয় ঘটে, এবং তার ফলে, ইংরেজী সাহিত্যের ভাষান্তরকরণের দিকে আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিত সাহিত্যিকদের, এমন কি যাঁরা সাহিত্যিক নন্ তাঁদেরও কারুর কারুর, ইংরেজী বই, বিশেষ ক'রে সেক্সপীয়রের রচনাবলী, অনুবাদ করার ঝোঁক হয়। কিন্তু এই অনুবাদগুলি সেরকম প্রচারলাভ করতে পারে নি, কারণ যাঁরা ইংরেজী ভাষাজ্ঞ তাঁরা এগুলি পড়তেন না, আর যাঁরা ইংরেজী ভাষাজ্ঞ নন্ তাঁদের কাছে এর কোনও আকর্ষণ ছিল না।

কালক্রমে জনসাধারণের মধ্যে যখন শিক্ষার বিস্তার ঘটল, এবং বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হ'ল তখন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কন্‌তিনেন্তের সাহিত্য অনুবাদ করারও একটা ঝোঁক এল, এবং এর প্রধান সুযোগ ছিল ঐ শ্রেণীর ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থগুলি। অতএব গ্রন্থের ভাষা যা-ই হোক না কেন, তা না জানলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্য খুবই নির্ভরযোগ্য। তবুও জনসাধারণের মধ্যে এর তেমন প্রসারতা ঘটে নি, যদিও এর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তবে এ কথা অবিসংবাদী সত্য যে, এটি বিশেষ প্রকট হয়েছিল শিশু-সাহিত্য বিভাগে। বল্‌তে গেলে, বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটির মূল হ'ল অনুবাদ এবং অনুবাদের রসেই এর পুষ্টি।

বস্তুতঃ যা অনুবাদ-সাহিত্যকে যথার্থ শক্তিদান করেছে তা হচ্ছে যুদ্ধোত্তর যুগের দৃষ্টিভঙ্গী। মানুষ তার ভৌগোলিক ব্যবধানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে চিন্তারাজ্যে পরস্পরে মিলিত হওয়ার জন্যে প্রয়াসী হয়ে উঠেছে, তাই সাহিত্যই হয়েছে তার মিলনের যোগসূত্র।

অতএব অনুবাদকের কাজটি এখন যে গুরুত্ব লাভ করেছে তাতে অনুবাদকও সৃজনধর্মী শিল্পীর সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছেন। একটা জাতির

প্রধান পরিচয় তার সাহিত্য, অতএব সেই সাহিত্যের বিকৃত রূপান্তর মানে সেই জাতির প্রতি অবমাননা। যাতে এই অনাচার না ঘটে, তার প্রতি প্রত্যেক দায়িত্বশীল অনুবাদকের সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এই কারণে শুধু তাঁদেরই কোন বিদেশী ভাষার অনুবাদ করার অধিকার জন্মাতে পারে যাঁরা সেই ভাষাটি যথার্থ আয়ত্ত করতে পেরেছেন। তা না হ'লে Sir Walter Scott অনুবাদকে উপলক্ষ ক'রে যে পরিহাসটি করেছেন তা-ই সত্য হয়ে উঠবে। তাঁর মতে—"In most translations, the noble transmutation is from gold into lead."

এ ছাড়াও আর একটি কথা বলবার আছে। শুধু ভাষাজ্ঞান থাকলেই সেই ভাষার অনুবাদক হওয়া যায় না, এর সঙ্গে চাই সত্যকার সাহিত্যিক রসবোধ, যা না হ'লে অনুবাদ্য বস্তুর নিগূঢ় সত্তাকে উদ্ঘাটিত করা সম্ভব হয় না। এ কথা প্রত্যেক ভাষাজ্ঞই স্বীকার করবেন যে, অভিধানে যে শব্দার্থ লিখিত থাকে, প্রয়োগে সেই শব্দের যথেষ্ট ব্যাপ্তি ঘটে—যাকে বলা যায়, প্রত্যেক প্রচলিত শব্দই তার সংসর্গজাত অর্থেই অধিক শক্তিশালী। এই কারণে অনুবাদ্য বস্তুর নিগূঢ় সত্তার প্রকাশে অনুবাদকের যথেষ্ট বিচক্ষণতার প্রয়োজন। যা-তা ভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করলে তা আর যাই হোক্, অনুবাদ হয় না। প্রত্যেক অনুবাদকের এই কথাটা স্মরণ রাখা উচিত যে—"the greater the literary merit of the original the greater the need for literary gift on the part of the translator."

—সৌমিত্র

অনুবাদকের কথা—

"দি মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স" মমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এর বাংলা অনুবাদও তাই অবান্তর নয়, অবাঞ্ছিতও নয়।

অনেক প্রখ্যাত সমালোচকের মতে আবার এইটিই হোল মমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। প্রকাশ্যে সমর্থন না করলেও, মম কোনদিন এ অভি-মতের প্রতিবাদও করেন নি। আবার অনেকের মতে, অমর শিল্পী পল গগাঁর জীবন-চরিতই নাকি "দি মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স।"

মম বলেন, উপন্যাসমাত্রই কারো বা কারো জীবনোপাখ্যান। তবে উপন্যাস কখনও নিছক জীবন-চরিত বা ইতিহাস নয়। নিছক ফটোগ্রাফ আর্ট নয়, ক্র্যাফট্। আর্ট হয়ে ওঠে সে তখনই, যখন হুবহু প্রতিচ্ছবি না হয়ে তার বাইরের এতাবৎ-অজানা শোভন সুন্দর কোন কিছুর সন্ধান দেয়। একের জীবনও তেমনি যখন একাকীত্বের সঙ্কীর্ণ পরিধি ছাড়িয়ে বৃহত্তর, মহত্তর ও রসোত্তীর্ণ পরিণতি পায় কথাসাহিত্যিকের লেখনীতে, তখন সেই জীবন-বেদ হয়ে ওঠে সার্থক উপন্যাস।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ-অলঙ্কারে "দি মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স"-এর সর্বাঙ্গ ঝলমল।

"দি মুন্ অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স"-এর অনুবাদে সমারসেট মমকে আমি ধুতি চাদরে বাঙালী সঙ সাজাইনি। বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাঁকে বাংলা কথা বলিয়েছি, কেরী সাহেবের বাংলা নয়, বাঙালীর বাংলা।

ইংরাজী শব্দগুলির বেলায় উৎপত্তিগত সঠিক উচ্চারণের বদলে সর্বজনবোধ্য চলতি উচ্চারণই ব্যবহার করেছি। এতে ব্যাকরণ যদি ক্ষুণ্ণ হয়েও থাকে, দুর্বোধ্যতা বেঁচেছে, রসহানিও ঘটেনি।

এ-অনুবাদ আদৌ আমার দ্বারা সম্ভব হোত না যদি না প্রকাশক-বন্ধু শ্রীযুত সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র আমাকে সমানে উৎসাহ দিয়ে চালু না রাখতেন। ঋণ শোধ হবার নয়। সে চেষ্টাও করবো না।

—অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থকার সম্পর্কে—

বর্তমানকালের ইংরাজী সাহিত্যে সমারসেট মমের মত এমন বহুমুখী প্রতিভার শিল্পী সত্যই বিরল। সাহিত্যের বোধহয় এমন কোন শ্রেণী-বিচার নেই যেখানে মমের সৃজনী শক্তির পরিচয় মেলে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের আদিকালে তাঁকে যশ ও অর্থ দুই-ই এনে দিয়েছিল তা হচ্ছে তাঁর নাট্য-সৃষ্টি। যদিও চব্বিশ বৎসর বয়সকাল থেকেই তিনি গল্প উপন্যাস রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন—এবং কিছুটা যশ ও অর্থ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এমন একদিন এসেছিল যখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্কট তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে প্রায় ছারখার ক'রে দেবার উপক্রম করেছিল। এই সঙ্কটকালে—বয়স যখন তাঁর তিরিশের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছে, তাঁর একখানি নাটক মঞ্চস্থ হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এই নাটকের অভিনয়-সাফল্যই মমের ভাগ্য পরিবর্তনের হেতু। এতদিন সাহিত্যের সেবায় তাঁর যে যশ ও অর্থ লাভ হয়েছিল, এর কাছে সে সব নগণ্য হয় গেল। কারণ, এই সময়কার তিনখানি নাটক তাঁকে প্রভূত যশ ও অর্থ এনে-দিয়েছিল।

দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত হয়ে মম এখন নূতন উদ্যমে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন, এবং দশ বছরের মধ্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল, তারই সূত্র ধ'রে আজ তিনি বিশ্বসাহিত্যের প্রতীক।

মমের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে, জীবনের দশ বৎসরকাল তাঁর ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ ঘটেনি। এর কারণ, তাঁর পিতা কর্মপোলক্ষে যখন প্যারীতে বৃটিশ দৌত্যকার্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেই সময় প্যারীতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মমের জন্ম হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ মমের বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর, সেই সময়েই দু'এক বছরের হেরফেরে তাঁর পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়! নিরুপায় অবস্থায়

মম ইংলণ্ডে তাঁর খুল্লতাতের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং এইখানেই থাকাকালে তিনি সর্বপ্রথম শিক্ষালাভের জন্য 'কিংস স্কুলে' ভর্তি হন।

এর পরের ইতিহাস হ'ল অতীব বিচিত্র। ঠিক বৃত্তি হিসেবে জীবনে কি যে গ্রহণ করলে তাঁর জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে, তা তিনি কিছুতেই স্থির করতে না পেরে একটার পর একটা যেমন তিনি শিক্ষার ক্ষেত্র—কর্মের ক্ষেত্র পরিবর্তন করতে লাগলেন তেমনি নানা দেশে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এইরূপ অব্যবস্থিত অবস্থার মধ্যেই তিনি নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। এ ছাড়া চিত্রাঙ্কন বিদ্যা—চিকিৎসা বিদ্যাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে রইল না। মজার কথা এই, তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রী লাভ ক'রে ইংলণ্ডের একটি হাসপাতালে চিকিৎসকের পদের সহিত জড়িত থেকে অর্থ উপার্জন করবারও সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অস্থিরচিত্ততা তাঁকে এ কাজে বেশীদিন আট্‌কে রাখতে পারে নি, কারণ অকস্মাৎ একদিন এই কর্ম পরিত্যাগ ক'রে তিনি স্পেনে চলে গেলেন। এখানে থাকাকালে —এবং পূর্বেও, তিনি যে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁর কোন উপন্যাস গল্পই তেমন সমাদর লাভ করতে পারে নি। অর্থও কিছু উপার্জন করেছিলেন—এবং খ্যাতিও কিছু লাভ হয়েছিল, কিন্তু তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। স্পেনে অবস্থানকালেই তাঁর জীবনে চরম বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, এবং তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ফিরে এসে তিনি না পারলেন একটা চাকুরির সংস্থান করতে, না পারলেন কোন প্রকাশককে তাঁর একখানা উপন্যাস প্রকাশ করাতে রাজী করতে। সর্বত্র উমেদারির আর অন্ত ছিল না, কিন্তু ভাগ্যের প্রসন্নতা আর ঘটল না। নিদারুণ নৈরাশ্যে মম ভেঙ্গে পড়লেন।

মানুষের জীবনে ভাগ্য যে কখন কি খেলা খেলবে তা যদি মানুষ

আগেভাগে জানতে পারত, তাহলে বেঁচে থাকাটা অনেকটা সহজ হ'ত। কিন্তু ভাগদেবীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা মানুষের সাধ্যাতীত—মমও এর ব্যতিক্রম নন্!

১৯০৪ সাল! মমের জীবনে এ বৎসরটি চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে, কারণ এই বৎসরই তাঁর 'এ ম্যান্ অফ অনার' নাটকের মঞ্চ-সাফল্য তাঁর জীবনে যে তরঙ্গভঙ্গ ঘটালে, তার আর ছেদ ঘটে নি। উত্তরোত্তর যশ মান খ্যাতি যেমন একদিকে বৃদ্ধি পেতে লাগল, তেমনি বৃদ্ধি পেতে লাগল তাঁর সমৃদ্ধি। সেদিনের সেই অনাথ বালক যে কালে বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী হয়ে ইংলণ্ডের গৌরবোজ্জ্বল সাহিত্যাকাশে দীপ্যমান হবেন, এ কথা কে ভেবেছিল! কেউ ভাবে নি—এ কথা ঠিক। কিন্তু মমের অস্থিরচিত্ততা তো উন্মাদের চিত্তবৈকল্য ছিল না—এ যে শিল্পীর সৃষ্টির অন্তর্বেদনা—যার পূর্ণ রূপ তাঁর 'দি মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স'এর মিঃ স্ট্রিকল্যাণ্ড-এর চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শোনা যায় 'অদ্ভুত-প্রকৃতি' নিরঙ্কুশ ফরাসী শিল্পী Paul Gauguin-এর জীবন-বেদীতে মম তাঁর এই উপন্যাসখানি গড়ে তুলেছেন; এবং এটাই তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, মানব জীবনের স্থূল সুখ-দুঃখের হাত থেকে কোন শিল্পীই মুক্তিলাভ করতে না পারলেও, এ পৃথিবীতে যিনি যথার্থ শিল্পী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর জীবন-সাধনা কখনই রক্তমাংসের দাবির চাহিদা মেটাতেই ক্ষয় হয়ে যায় না। কোথায় যে আত্মার একটা আকুলতা থাকে—সৃষ্টির পূর্ণতম সৌন্দর্যের বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত যে সেই আকুলতার বিরাম নেই—এই চরম সত্যোপলব্ধিই হচ্ছে মমের শিল্পী-জীবনের বাণী—যা এই উপন্যাসখানিরও মর্মকথা।

॥ এক ॥

চার্লস্ স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের অসাধারণত্ব আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত হ'লেও তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে মনেই হয়নি যে তাঁর মধ্যে কোনও অসাধারণত্বের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। কোনও ভাগ্যবান রাজনীতিজ্ঞ কিম্বা বিজয়ী সৈন্যের অসাধারণত্বের কথা আমি বলছি না, কারণ আমি জানি যে সেখানে মানুষের অসাধারণত্ব নির্ভর করে তার পদমর্যাদার উপরে। এ ধরনের অসাধারণত্ব আবার ঘটনানুযায়ী পরিবর্তনশীল। তাই দপ্তরখানার বাইরে মহামন্ত্রী যেমন শুধুমাত্র একজন জাঁদ্রেল বক্তা ছাড়া আর কিছু নন, তেম্‌নি সৈন্যবিহীন সেনাপতিও যাত্রাদলের সাজানো বীরপুরুষ মাত্র। চার্লস্ স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের প্রতিভা কিন্তু ছিল যথার্থই সহজাত। পছন্দ না হ'লেও তাঁর শিল্পকলার আকর্ষণকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না। বিরক্তিকর অথচ মর্মস্পর্শী তাঁর শিল্পকলা। সেদিন স্ট্রিক্ল্যাণ্ড বিদ্রূপই কুড়িয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর স্থান সাধারণ নিন্দা-প্রশংসার অনেক উপরে। তাঁর সেদিনের দোষগুলিকে আজ তাঁর প্রতিভার পক্ষে আবশ্যকীয় গুণ ব'লে স্বীকার করা হয়। আজও হয়ত শিল্পকলার ক্ষেত্রে স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের সঠিক স্থাননির্দেশ নিয়ে আলোচনার অবকাশ থাক্‌তে পারে;—আজও দেখা যায় তাঁর গুণ-মুগ্ধরা যেমন তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর, তেমনি তাঁর নিন্দুকের দলও নিন্দায় পঞ্চমুখ। তবু একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে প্রতিভা তাঁর সত্যই ছিল। আমার ধারণায়, শিল্পক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তিত্বই প্রধান জিনিস। ব্যক্তিত্ব যদি মৌলিক হয়, তাহ'লে শিল্পীর সহস্র অপরাধও ক্ষমা ক'রতে আমি প্রস্তুত। রীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভেলাকোয়েৎ-এর (Velasquez) সুনাম ম্লান হ'য়ে এলেও আমার মতে এল্ গ্রেসো-র (El Greco) চাইতে তিনি বড় শিল্পী। তাঁর 'ক্রেতান্' (Cretan) করুণ ও ইন্দ্রিয়ানুগ হ'লেও তার

মধ্যে তাঁর মনের অবিনশ্বর শুদ্ধির বিচিত্র ইঙ্গিত পাই। শিল্পী, চিত্রকর, কবি, এবং সঙ্গীতজ্ঞের যতকিছু সৌন্দর্যময় ও মহান দান মানুষের রুচিজ্ঞানকে যথার্থই তৃপ্তি দিয়ে থাকে, কিন্তু আসলে মানুষের সেই রুচিজ্ঞানও যৌনানুভূতির বর্বরতাজাত। এহেন গোপন তত্ত্বের খোঁজ নিতে হ'লে এমন একটা রহস্য-সমাকুল গোলকধাঁধার সামনে পড়তে হয়, যার সঠিক সমাধান সারা জগৎ আজও ক'রে উঠতে পারে নি। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের তুচ্ছতম দানের মধ্যেও এমন একটা বিচিত্র বেদনাময় ও জটিল ব্যক্তিত্বের সন্ধান মেলে, যার জন্যে, পছন্দ না হ'লেও, তাঁর ছবির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেউ উদাসীন থাকতে পারে না। আর তাই বোধ হয় স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের জীবন ও চরিত্রের কথা জানবার জন্য সবারই এত অধীর আগ্রহ।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মৃত্যুর প্রায় চার বছর পরে ম্যরিস্ হ্যুরেই সর্বপ্রথম একটি প্রবন্ধ লিখে এই অজ্ঞাত চিত্রকরকে বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে প্রখর ঔজ্জ্বল্যের মাঝে টেনে আনেন। পরে অবশ্য আরও বহু লেখক টীকা-টিপ্পনী সমেত তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন। বহুদিন পরে এমন একটা অসামান্য প্রতিভার খোঁজ পেয়ে সমালোচকেরা মুখর হ'য়ে ওঠেন আলোচনায়। বাস্তবিকই, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের অনস্বীকার্য্য প্রতিভায় অভিভূত হ'য়ে অনেকে হয়ত তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন ;—তাঁর দাবী আর প্রাপ্য নিয়ে অনেক মতদ্বৈধও দেখা গিয়েছিল সেদিন। আজ কিন্তু স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর প্রাপ্য উপযুক্ত সম্মানের আসনে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। শিল্পকলার ইতিহাসে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের অভ্যুদয় ও প্রসিদ্ধি একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা। তাঁর যাবতীয় কার্য্যাবলীর মধ্যে মাত্র যতটুকুর সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক সম্বন্ধ, সেইটুকু ছাড়া আর কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমি নারাজ। যে-সব চিত্রকরেরা স-গর্বে গলাবাজী ক'রে বলে থাকেন যে যেহেতু আনাড়ীরা তাঁদের চিত্রকলার কিছুই বুঝতে পারে না, তাই তাদের উচিত চুপ ক'রে থেকে শুধুমাত্র চেক-বইয়ের উদরতায় শিল্প সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা,—তাঁদের সঙ্গে আমি মোটেই একমত নই। এঁদের অপরূপ ধারণা, হাতে-কলমে-শিল্পী ভিন্ন পরিপূর্ণ শিল্পোপলব্ধি সম্ভব নয়। এঁরা ভুলে যান যে শিল্পের উৎপত্তি

ভাবাহুভূতি হ'তে, আর যে-কোনও ভাবই সর্বজনবোধ্য। অবশ্য, একথাটা এঁরা ব'ল্তে পারেন যে আঙ্গিক সম্বন্ধে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে শিল্পের প্রকৃত মর্য্যাদা সম্বন্ধে সবসময় কোন কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রসংগক্রমে একথা আমি নিজেও স্বীকার করি যে চিত্রাঙ্কন-ব্যাপারে আমি নেহাতই আনাড়ী। আমার ভাগ্য ব'লতে হবে, যে, আমাকে এহেন শ্রমসাধ্য সাধনা থেকে রেহাই দেবার জন্য আমারই একজন প্রতিভাবান লেখক ও গুণী চিত্রকর বন্ধু এড্‌ওয়ার্ড লেগাট্ তাঁর একখানা বইয়ে চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের প্রতিভার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন।

ম্যরিস হ্যুরে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধটীতে চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে যতটুকু খবর দিয়েছিলেন, তাতে অনুসন্ধিৎসুদের আকুল পিপাসা আরো বেড়ে ওঠে। নিঃস্বার্থ শিল্পানুরাগীর প্রেরণায় এহেন একটী সুমহান মৌলিক প্রতিভার দিকে গুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল ম্যরিস্ হ্যুরের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু, নিজে একজন উঁচুদরের সাংবাদিক হয়েও তাঁর একথা ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি যে সাধারণ মানবমনের কৌতূহল কত সহজে তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তুলতে পারে। তাই, এই সময়ে হঠাৎ দলে দলে লেখক ও চিত্রকরেরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেন যে তাঁরাও প্রত্যেকে কোনও না কোনও সময়ে অন্ততঃ একবারও সেদিনের এই অখ্যাতনামা অথচ অসামান্য চিত্রকর স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন ;—কেউ-বা লণ্ডনে, কেউ হয়ত মন্তোমাত্রের কোনও ভোজনালয়ে। ফলে, ফ্রান্স ও আমেরিকার পত্র-পত্রিকাগুলি এই সময়ে চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে অজস্র রচনায় ভ'রে উঠতে থাকে। তার কোনটীতে অতীত স্মৃতি, কোনটীতে গুণগান, কোনটীতে আবার স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের দুর্নাম আর কেচ্ছা। কৌতূহলী পাঠক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় গোগ্রাসে গিল্‌তে থাকে সেই সব।

গল্প করা মানুষের স্বভাব। তাই, প্রসিদ্ধ লোকেদের জীবনে যেকোন চিত্তাকর্ষক বা রহস্যময় ঘটনার সন্ধান পেলেই তারা নিজেদের খেয়াল-মাফিক্ একটা গল্প গ'ড়ে তুল্‌তে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির মাঝে এটা হয়ত মানুষের একটুখানি বৈচিত্র্য-

কামনা। এমনিধারা বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহে এক সময় গল্পের নায়ক হ'য়ে ওঠে অবিস্মরণীয়। রসিক দার্শনিকপ্রবর হয়তো একথা শুনে মৃদু হেসে জানাবেন যে, এ-পথের সাহায্য না নিয়েও স্যর্ ওয়াল্টার র‍্যালে অনাবিষ্কৃত দেশসমূহে ইংরাজ জাতির নাম বয়ে নিয়ে গিয়ে আজও অম্লানভাবে বিরাজ করছেন মানুষের মনে। কথাটা সত্য,—কিন্তু চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর জীবনটা অন্ধকারের অন্তরালেই কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই দেখা যায় যে, যাঁরাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন তাঁরা সবাই শুধুমাত্র তাঁদের অকিঞ্চিৎকর স্মৃতির উপর পালিশ্ চড়িয়েছেন যথেচ্ছভাবে। তাই আরও মনে হয় যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছে তার বাইরেও আরও হয়ত বিচিত্রতর অনেক কিছু রয়ে গিয়েছে। তাঁর বৈচিত্র্যময় দুঃসহ জীবনযাত্রা, তাঁর নিদারুণ স্বভাব, তাঁর করুণতম পরিণতির কথাও তাই সঠিকভাবে সবার জানা নেই। ঘটনাচক্রে ক্রমে ক্রমে তাঁর সম্বন্ধে এমন একটা আজ্‌গুবি গল্প গড়ে উঠেছে যার সমালোচনা ক'রতে যে কোন গুণী ঐতিহাসিকের প্রকৃতই দ্বিধা আসা স্বাভাবিক।

কিন্তু রেভারেণ্ড রবার্ট স্ট্রিকল্যাণ্ডকে কোনমতেই গুণী ঐতিহাসিক বলা চলে না। তাঁর বাবার শেষজীবনের বৃত্তান্ত লিখে সর্বসাধারণের মন থেকে এমন কতকগুলি চল্‌তি ভুল ধারণার উচ্ছেদ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যা তৎকালীন-জীবিত কতকগুলি লোকের কাছে নিতান্তই কষ্টদায়ক ব'লে মনে হোত। পাঁচজনের কুড়িয়ে-পাওয়া বিবরণী থেকে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের যে কিম্ভূতকিমাকার জীবন-কথা গ'ড়ে উঠেছিল, তা' সত্যিই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের পক্ষে ছিল হানিকর। বইখানি পড়বার সময়ে আমি যেমন আমোদ পেয়েছি, তেমনি বইখানায় সস্তাপ্যাঁচের অভাব দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছাড়ার অবকাশও পেয়েছি। রেভারেণ্ড স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের বইটিতে একজন সহৃদয়, অক্লান্তস্বভাব ও মানসিক-স্থিতিবান চমৎকার পিতা ও স্বামীর চরিত্র ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞান-চর্চার ফলস্বরূপ আধুনিক পাদ্‌রীরা সাধারণতঃ যে কোন জিনিসকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই এবং ব্যাখ্যা ক'রে দেখ্‌তে চান,—কিন্তু নিজের বাবার জীবন-কথা রচনা ক'র্‌তে গিয়ে প্রকৃত সন্তানরূপে রেভারেণ্ড স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড-এর যে চাতুর্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে, তাতে গীর্জ্জার পাদ্‌রীর মর্য্যাদা উজ্জ্বলতর

হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এর ফলে, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের পেশীবহুল পায়ের ডিমগুলি পর্য্যন্ত যেন episcopal আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে গেছে ব'লে মনে হয়। উদ্যমটি প্রশংসনীয় হলেও এমন অনিশ্চিতকর লুকোচুরির দরকার ছিল না। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের উপর বিতৃষ্ণা এবং তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর জন্য করুণাবোধ হয়ত অনেককে তাঁর শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে। তাই, ছেলের এ হেন অর্থসূচক প্রয়াস তার পিতার বহু অনুরক্তকে হতাশ করেছে বলা চলে। তাই হয়ত স্ট্রিকুলাণ্ডের অন্যতম সেরা ছবি "সামারিয়ার নারী" তার প্রথম খরিদ্দারের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার ক্রিষ্টির দোকানে আবার নিলামের সময় ন' মাস আগের তুলনায় দুশো পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড কম দামে বিক্রি হ'য়ে যায়। গল্পপ্রিয় মানুষের মনের উপর রেভারেণ্ড স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের বিচিত্র চরিত্রটি যে নৈরাশ্যের ভার চাপিয়ে দেয়, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের প্রকৃত ক্ষমতা ও মৌলিকত্ব হয়ত তার তলায় চাপা প'ড়ে যায়। তাই হয়ত এমনটা সম্ভব হোল। এর পরেই Dr. Weitbrecht Rotholz এর লেখা জীবনকথাটি শিল্পানুরাগী প্রত্যেকের মনেই অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে।

Dr. Weitbrecht Rotholz হচ্ছেন সেই দলের ঐতিহাসিক যাঁরা বিশ্বাস করেন যে মানুষের চরিত্র যতটা খারাপ হ'তে পারে, ততটা পর্যন্ত না হ'য়ে তার পরেও তা আরো খারাপের দিকে ঝুঁকেছে। অবশ্য এঁদের এহেন মতাবলম্বী হওয়ার একটা সুবিধা আছে। যে-সমস্ত লেখকেরা হয়ত কিছুটা ঈর্ষামিশ্রিত আনন্দের ঝোঁকে রূপকথার রাজপুত্র-সদৃশ চরিত্রগুলিকে শান্তশিষ্ট গার্হস্থ্যধর্মী ক'রে আঁকেন, তাঁদের চাইতে এঁদের লেখা প'ড়ে পাঠক আনন্দ পায় বেশী। ব্যক্তিগতভাবে আমি তো ভাবতেই পারি না যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গ'ড়ে উঠেছিল এন্থনি ও ক্লিওপেত্রার ব্যাপারটা এবং আরও অজস্র প্রমাণ না দেখিয়ে একথাও কেউ আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না যে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের মত তিবেরিয়াস্‌ও ছিলেন একজন দোষহীন সম্রাট। Weitbrecht Rotholz রেভারেণ্ড রবার্ট স্ট্রিকল্যাণ্ডের লেখা অতি সাধারণ জীবনচরিতটিকে নিয়ে এমন ভাবে নাড়াচাড়া ক'রেছেন যে, পুরোহিত বেচারার উপর সত্যই অনুকম্পা আসে। ডাক্তারের মতে,

রেভারেণ্ডের লেখা বইটির চমৎকার স্মৃতিগুলি ছলনামাত্র, ঘটনাসন্নিবেশ-গুলি ডাহা মিথ্যা, আর স্থানবিশেষে তার নীরবতাটুকু জুয়াচুরি মাত্র। যে-কোন গ্রন্থকারের পক্ষে নিন্দার্হ এহেন খুঁতগুলির উপর ভর ক'রে,—(Reticence) যা' হয়ত একজন পিতৃভক্ত সন্তানের বেলায় ক্ষমার্হ,—সমস্ত এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতটাকে লজ্জাহীনতা, হামবড়ামি, ছলনা, প্রতারণা, এমনকি তাদের রচনা অক্ষমতার দোষে পর্য্যন্ত দোষী করতে ডাক্তারের বাধেনি। প্যারী থেকে পত্নীর কাছে লেখা চার্লস স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের একখানা চিঠির প্রতিচ্ছবি ডাক্তার প্রকাশ ক'রেছিলেন। তাতে লেখা ছিল—

"ভগবান যেন বউটাকে আমার জাহান্নমে পাঠান। বড্ড ভালো মেয়ে ও। একটু উচ্ছন্নে যাওয়া ওর দরকার।"

রেভারেণ্ড কিন্তু সমস্ত কথা বাদ দিয়ে শুধু উল্লেখ করেন—

"বড্ড ভালো মেয়ে ও।"

আমার তো মনে হয় যে তাঁর বাবা ও মায়ের মধ্যে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেটুকুকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করাটা রেভারেণ্ডের পক্ষে সত্যসত্যই একটা হঠকারিতা। বিশেষতঃ, এমন যখন নয় যে গীর্জ্জাগুলি তাদের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলিতেও অবাঞ্ছনীয় ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ ক'রে কোনদিন কোনও নির্দ্দেশ দিয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে Dr. Weitbrecht Rotholz চার্ল্‌স্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের একজন গোঁড়া ভক্ত। তাঁর পক্ষে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের দোষগুলি চাপা দেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু যেহেতু ডাক্তার কলানুরাগী Psycho-pathologist হওয়ায় মানুষের অবচেতন মনের কোন রহস্যই তাঁর কাছে অজানা নয়, তাই মানুষের নিরীহ দৃষ্টির আড়ালে যাকিছু জঘন্য প্রবৃত্তি লুকানো থাকে তা তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিকে কোনমতেই এড়াতে পারে নি। অতি-সাধারণ ব্যাপার হতে গভীর নিহিতার্থ খুঁজে বা'র করায় তাঁর জুড়ি মেলে না। যা' অব্যক্ত, তাও ধরা পড়ে mystic-দের চোখে; কিন্তু মনোচিকিৎসকের কাছে অবর্ণনীয়ও অতি-পরিস্ফুট। যে অপূর্ব্ব সাধনায় এই জ্ঞানী গ্রন্থকার রেভারেণ্ড-অঙ্কিত চরিত্রের

প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত হ'তে কলঙ্কের ইঙ্গিত প্রকাশ ক'রেছেন, তা' লক্ষ্য ক'রে সত্যই বিস্ময়বিমুগ্ধ হ'তে হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের চারিত্রিক বহু নিষ্ঠুরতা ও নীচতার প্রমাণ তিনি টেনে বা'র করেন। কর্তব্যনিষ্ঠ সন্তান রেভারেণ্ডের বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে যখনই তিনি অনুল্লিখিত কোনও ঘটনাকে একসাথে মেশাতে সক্ষম হ'য়েছেন, তখনই যেন তিনি সার্থক অনুসন্ধিৎসুর মত উল্লসিত হ'য়ে উঠেছেন।

মোটের উপর, ডাক্তারের রচনাটি অপূর্ব্ব সম্পদ। তুচ্ছতম কোন কিছুও তাঁর নজর এড়ায়নি। মনে হয়, চার্লস্ স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের যদি কাপড়-কাচার দরুন কোন দেনা থাকতো, কিম্বা কারো কাছ হ'তে কর্জ্জ-নেওয়া একটি অর্দ্ধ-মুদ্রাও যদি তাঁর শোধ দিতে বাকী থাকতো, তাহলে সেই সমস্ত ব্যাপারেরও আনুপূর্ব্বিক বিবরণী মিলত ডাক্তারের এই বইখানিতে।

॥ দুই ॥

চার্লস্ স্ট্রিকৃল্যাণ্ড সম্বন্ধে এতকথা লেখা হবার পরও আবার আমার হয়ত কোন কিছু লেখার দরকার ছিল না। চিত্রকরের স্মৃতিস্তম্ভ হচ্চে তাঁর দান। তবে একথাও সত্য যে অনেকের চাইতে আমি তাঁর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠভাবে মেশ্‌বার সুযোগ পেয়েছিলাম। চিত্রকর হবার আগে হতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর প্যারী-প্রবাসের দুঃখময় বছরগুলিতেও তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হোত। তবু, আকস্মিক যুদ্ধের ব্যাপারে আমাকে তাহিতিতে গিয়ে প'ড়্‌তে না হ'লে হয়ত আমি এ স্মৃতির মালা গাঁথতে ব'স্‌তাম না। জীবনের শেষ ক'টা দিন তাহিতিতে দারুণ উচ্ছৃঙ্খলতায় কাটান স্ট্রিকৃল্যাণ্ড। পরে সেখানে তাঁর পরিচিত অনেকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে আমার। এরই ফলে, স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন করুণতম দিকটিতে কিছু আলোকপাত করা আমার পক্ষে সম্ভব। যাঁরা স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের প্রতিভায় বিশ্বাসী, তাঁদের

কাছে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের পরিচিত জীবিত লোকেদের বিবৃতি হয়ত অবান্তর মনে নাও হ'তে পারে। এল্ গ্রেসো-র যে-কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আমিও যখন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলাম, তখন তাঁর স্মৃতিতর্পণের অধিকার আমারই বা কেন থাকবে না।

হয়ত এ ধরনের ওজরের আমার কোন দরকার নেই। কে যেন একজন জ্ঞানবৃদ্ধ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ভাল-না-লাগা অন্ততঃ দু'টো কাজ প্রতিদিন মানুষকে তার নিজের মঙ্গলের জন্য ক'রে যাওয়া উচিত। অন্ধ ভক্তের মত আমি চিরকাল তাঁর এই নির্দেশ দু'টি মেনে এসেছি—নিদ্রা আর নিদ্রা হ'তে জাগরণ। উপরন্তু আমার মধ্যে বোধ হয় খানিকটা তপস্যা-প্রবণতা লুকানো আছে;—তাই দিনদিন আমি অধিকতর ভাবে রিপু-দমন ক'রে এসেছি। 'টাইম্‌স্'-এর সাহিত্য-সংখ্যাগুলি পড়্‌তে আমার কোনদিন ভুল হয়নি। নিয়ত অজস্র বই লেখা হ'চ্ছে। তার উপকারিতাও অনস্বীকার্য্য। অসীম আশা বুকে নিয়ে লেখক তার গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে ফলাফলের জন্য অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে। দৈবাৎ হয়ত সেই অজস্রের ভিতর থেকে কোনটা উত্‌রেও যায়। তবু, এ সফলতা যেন ক্ষণিক। হয়ত কোনও একজন পাঠককে তার কোন যাত্রাপথের একঘেয়েমি থেকে মাত্র ক'টি ঘণ্টা নিষ্কৃতি দেবার জন্য লেখককে কত দুঃখময় অভিজ্ঞতা, কত মনোবেদনার ইতিহাস যে উজাড় ক'রে দিতে হয়, তার সন্ধান ক'জন রাখে? সমালোচনা ক'রলে হয়ত দেখা যায় যে এহেন বইগুলির মধ্যে অনেক-গুলি সত্যই সুলিখিত এবং সুচিন্তিতও বটে। হয়ত বা কোনও কোনটি সারা জীবনের সাধনার ফল। দেখে শুনে আমার তো মনে হয় যে, লেখকমাত্রেরই উচিত যাবতীয় নিন্দা-প্রশংসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে শুধু লেখার আনন্দেই লিখে যাওয়া।

নূতন প্রেরণা সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ দেখা দিয়েছে। আজকের তরুণদল পূজা করতে আরম্ভ ক'রেছে এমন একটি দেবতার, যার অস্তিত্ব আমাদের মত প্রাচীনপন্থীদের এতকাল অজ্ঞাত ছিল। ওদের যাত্রাপথের কিছু কিছু আভাসও হয়ত আমরা পাই। নিজেদের সামর্থ্যে দ্বার ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে প'ড়ে উচ্চ কলরোলে এই তরুণদল

আমাদের আসন দখল ক'রে নিয়েছে। ওদের কলরোলে আজ আকাশ-বাতাস মুখর হ'য়ে উঠেছে। ওদের অগ্রগামীদের ভিতর থেকে কয়েকজনে হাস্যাস্পদভাবে ওদেরই নকল ক'রে আজও যুঝ্‌তে চান। বলেন,—"আজো আমাদের দিন চ'লে যায়নি!"

নিজেদের কণ্ঠে এঁরাও আন্‌বার চেষ্টা করেন উদাত্তস্বর, কিন্তু সে স্বর চাপা প'ড়ে যায় রণ-কোলাহলে। তাঁরা যেন বিগতদিনের বিদূষক। আজো মুখে রঙকালি মেখে বৃথাই চেষ্টা করেন তাঁদের জীবনের বিগত বসন্তকে টেনে আন্‌তে। এঁদের ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধ হাসির মাঝে যেন একটুখানি বিদ্রূপের ছোঁয়া। হয়ত এঁদের মনে পড়ে সেই দিনগুলির কথা, যেদিন এঁদের যাত্রা-পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকৃতো অজস্র স্তুতিমুখর ভক্ত। বিরুদ্ধবাদীও ছিল তার মধ্যে। একথাও এঁদের অজানা নয় যে জাগতিক অনিবার্য নিয়মানুসারে বর্তমানের এই তরুণদল অম্‌নিভাবেই এগিয়ে যাবে এঁদের ছাড়িয়ে। এ যেন ঘড়ির দোলক। একই আবর্তন-পথে বার বার তার যাতায়াত;—তবু প্রতি-বারেই তার অভিযান নব-আবর্তনে।

অনেক সময় দেখা যায় যে হাস্যাস্পদভাবে অপাংক্তেয় হ'য়েও অনেকে অচেনা নূতন যুগের মাঝে যেন জোর ক'রে একটু জায়গা দখল ক'রে থাকৃতে চান বেশ কিছুকাল ধ'রে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজও এমন কে আছে, যে ভাবে জর্জ ক্র্যাবের কথা? অথচ একদিন তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত কবি। আজকের জটিল জগতে যা' প্রায় অসম্ভব, তাও সেদিন সত্য হ'য়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। সেদিনের সকলেই একবাক্যে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল তাঁর প্রতিভাকে। আলেকজান্দার পোপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তিনি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে নীতি-কাহিনী শোনাতেন।

এমন সময়ে এলো ফরাসী-বিপ্লব আর নেপোলিয়ঁর যুদ্ধাভিযান। কবি গেয়ে উঠ্‌ল নূতন গান। ক্র্যাব্ তখনও লিখে চল্‌লেন তাঁর নীতি-শ্লোকগাথা। আমার মনে হয়, তৎকালীন বিশ্ব-আলোড়নকারী সেই সব নূতন কবিদের লেখা প'ড়ে তাঁর মনে নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধার উদয় হ'য়ে থাকৃবে। হয়ত এর কারণও কিছু ছিল। কিন্তু, সেদিন কীত্‌স্

আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের গাথা, কোল্‌রিজের মাত্র দু'একটি কবিতা আর শেলীর দান এক অসীম অনাবিষ্কৃত আনন্দলোকের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিল।

এই নবীনদলের অজস্র লেখা আমি প'ড়েছি। এঁদের মধ্যেও আমি মাঝে মাঝে সন্ধান পেয়েছি কীৎসের চাইতে তেজস্বীতর, শেলীর চাইতেও অধিকতর অপার্থিব সম্পদশালী এমন সব প্রতিভার, যাদের কথা বিশ্বজন হয়ত চিরদিন সানন্দে স্মরণ করবে।

এদের চাকচিক্য, এদের অবিসংবাদিত যৌবনোচ্ছ্বাস, এদের অপরূপ গঠনবিন্যাস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আশাবাদী। তবু এদের সব কিছু প্রাচুর্য্য আমার কাছে একান্ত অকিঞ্চিৎকর ঠেকে। এরা জানে অনেক, ভাবে অনেক,—তবু যেভাবে এরা আমাদের উপর পিছন হ'তে আক্রমণ চালায়, যেভাবে এরা ধাক্কা মেরে আমাদের স্থানচ্যুত ক'রতে চায়,—তা' আমি মোটেই সহ্য ক'রতে পারি না। এদের কামনায় যেন রক্তাল্পতার দোষ,—স্বপ্নে যেন মাধুরিমার অভাব। তাই এরা আমার চিত্ত জয় ক'রতে পারেনি। আমি এখন অপাংক্তেয়;—তবু আমি আজও লিখে যাবো অজস্র ছন্দোবদ্ধ নীতি-কাহিনী। আর কোনও কামনায় নয়,—শুধু নিজের আনন্দের জন্যই।

॥ তিন ॥

কথাগুলি একান্তই প্রাসঙ্গিক।

আমি যখন প্রথম বই লিখি, তখন আমার বয়স খুব কম। তবু ভাগ্যবলে সেটার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আর তাই হয়ত আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য অনেকে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে।

যেদিন প্রথম লণ্ডনের সাহিত্য-জগতের সঙ্গে আমার সকুণ্ঠ অথচ সাগ্রহ পরিচয় ঘটে, সেদিনের স্মৃতি আজও আমার কাছে ঈষৎ বিষাদ-

ময়। বহুদিন যাবৎ তার সঙ্গে আমার আর কোনও সংস্রব নেই। জায়গাটারও পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিনের সেই হ্যাম্পস্টেড, নটিং হিল্ গেট্, হাই ষ্ট্রীট্ আর কেন্‌সিংটন-এর স্থান আজ দখল ক'রে নিয়েছে চেল্‌সিয়া আর ব্লুম্‌স্‌বেরী।

তখনকার দিনে বয়সটা চল্লিশের মধ্যে হ'লেই খাতির পাওয়া যেত,—কিন্তু আজকের দিনে পঁচিশের বেশী হওয়াটা যেন বিশ্রী ব্যাপার। তখনকার দিনে মানসিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রতে আমাদের যেন লজ্জাবোধ হোত। মনে হোত, হয়ত হাস্যাস্পদ হ'য়ে উঠব অপরের কাছে, কিম্বা হয়তো অজান্তে প্রকাশ ক'রে ফেল্‌বো কোন ধৃষ্টতা। স্বীকার করি যে সেদিনের সেই সমস্ত ভদ্র-সম্মিলনে হয়ত সত্যিই সব সময় মার্জ্জিত প্রসঙ্গের চর্চ্চা হোত না। তাহলেও, আজকের মত সেখানে অকালপক্ক যথেচ্ছাচারের স্থান ছিল ব'লেও আমার মনে পড়ে না। খেয়াল-খুশিগুলোকে রুচিসঙ্গতভাবে দাবিয়ে রাখাটাকে মিথ্যাচার ব'লে আমাদের কোনদিন মনে হয়নি। কোদালকে 'রক্তাক্ত শাবল' ব'লে জাহির ক'রবার ইচ্ছাও সেদিন কারো মনে জাগেনি। নারী সম্বন্ধেও আজকের তুলনায় সেদিনের ধারণা ছিল ভিন্নতর।

আমার বাসাটা ছিল ভিক্টোরিয়া স্টেশনের কাছে। সেখান থেকে বাসে চেপে সাহিত্য-মন্দিরগুলির দিকে আমার লম্বা অভিযানগুলোর কথা আজো বেশ মনে পড়ে। শঙ্কিত হৃদয়ে রাস্তার এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত পায়চারি ক'রতে ক'রতে দরজার ঘণ্টা বাজাবার জন্য মনে মনে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা কর্‌তাম। তারপর হয়ত দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ে সত্যিই এক সময় দরজা ঠেলে ঢুকে পড়্‌তাম জনপূর্ণ কোনও একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে। এক এক ক'রে সেখানকার সমবেত গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হ'তাম। আমার বই সম্বন্ধে তাঁদের মুখে দরদী কথা শুনে পরম আপ্যায়িত বোধ কর্‌তাম নিজেকে। তাঁরাও যে আমার কাছ থেকে জ্ঞানগর্ভ কিছু শোন্‌বার প্রত্যাশা ক'রছেন, তাও বুঝ্‌তে পারতাম;—কিন্তু সভা ভাঙ্গবার আগে পর্যন্ত তেমন কোনও কথা আমার মনেই আস্‌তো না।

বাটি বাটি চা, মোটা ক'রে কাটা রুটি আর মাখন নিয়ে ব্যস্ত থাকার

অভিনয়ে নিজের চিত্তচাঞ্চল্যকে ঢাকা দেবার চেষ্টা ক'র্‌তাম। ইচ্ছা হোত, সবার দৃষ্টি এড়িয়ে নিশ্চিন্তভাবে সেই সব বিখ্যাত প্রভুদের শুধু দেখ্‌তে আর তাঁদের মাতব্বরী কথাবার্তা শুন্‌তে।

একটি অনমনীয় বিশালবপু মহিলার কথা আজও আমার মনে পড়ে। নাকটা তাঁর প্রকাণ্ড, চোখদুটীতে তীক্ষ্ণ হিংস্র দৃষ্টি, গায়ের জামাটা যেন যুদ্ধের সাজোঁয়া, দাঁতগুলি ইঁদুরের মত ক্ষুদে ক্ষুদে সুতীক্ষ্ণ, অথচ গলার আওয়াজটা ছিল তাঁর মোলায়েম। আমি সবিস্ময়ে ও সশ্রদ্ধভাবে চেয়ে দেখ্‌তাম, কীভাবে একান্ত নিস্পৃহভাবে তাঁরা দস্তানাবৃত হাতে ক'রে মাখনলিপ্ত রুটি তুলে নিয়ে চিবিয়ে খেতেন,—কেমন করে তাঁরা আবার সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিচ্ছেন মনে করে আঙ্গুলগুলোকে চেয়ারের গায়েই মুছে ফেল্‌তেন। আস্‌বাবপত্রের পক্ষে এ অভ্যাসটা যে ক্ষতিকর তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত গৃহ-কর্ত্রীও আবার পালাক্রমে অপরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়ে এর শোধ তুলে নিতেন। এঁদের অনেকেই সেজে আস্‌তেন বেশ কায়দাদুরস্তভাবে। প্রায়ই তাঁদের বল্‌তে শোনা যেত যে বইলেখার দোহাই দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার সেজে থাক্‌বার কোন মানে হয় না। বরং, ফিট্‌ফাট্‌ এবং কায়দাদুরস্তভাবে থাকায় লাভ বেশী। অন্ততঃ সম্পাদকের প্রত্যাখ্যান থেকে অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনা থাকে তাতে। অনেকে আবার কোনও কথায় কর্ণপাত না করে ঝুটো চেক্‌নাইদার পোশাক আর বিশ্রী গহনা চাপিয়ে আস্‌তেন। মোটের উপর, এঁদের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল না একেবারেই। সবাই এঁরা নিজেকে লেখক হিসাবে অত্যন্ত নগণ্য বলে নিজেদের মধ্যে প্রচার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তেন। ইচ্ছাটা যেন, দুনিয়ার আরো-পাঁচজনের মত নিজেদেরও অতি সাধারণ লোক বলে বিজ্ঞাপিত করা। সর্ব্বসময় যেন ক্লান্তির ভারে তাঁদের অবসন্ন ব'লে মনে হোত। এর আগে লেখকদের সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ঘটেনি। তাই, এঁরা আমার কাছে বিলক্ষণ বিস্ময়ের উপাদান হ'য়ে উঠেছিলেন। তবু এঁদের সবটুকুকেই খাঁটি বলে আমার মনে হয়নি।

তাঁদের কথাবার্তা আমার কাছে চমকপ্রদ ঠেক্‌তো। গভীর বিস্ময়ে আমি শুনে যেতাম কীভাবে তাঁরা তাঁদেরই সমধর্ম্মী অন্য একজন

লেখকের অনুপস্থিতিতে সুতীক্ষ্ণ কৌতুকে তাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌তেন। আমার নিজের মধ্যে এহেন অনর্গল প্রকাশ-শক্তির অভাব লক্ষ্য ক'রে দুঃখ হোত মনে মনে। তখনকার কালে কথা বলাটাও একটা কলাবিদ্যা হিসাবে গণ্য হোত। একটা ভাল বিদ্রূপাত্মক বুক্‌নির দাম ছিল তখন অনেক। তৎকালীন সেইসব হাসির ছড়াগুলো,—আজও গোম্‌ড়ামুখে হাসি ফোটাবার ক্ষমতা যা'র ম্লান হ'য়ে যায়নি—তা' এইসব ভদ্র ও শিক্ষিত সম্মিলনগুলিকে কৌতুকোজ্জ্বল ক'রে তুল্‌তো। ছড়াগুলির কোনটিই আজ আর মনে নেই ব'লে আপসোস হয়।

আলোচনা সবচেয়ে ভালভাবে জ'মে উঠ্‌ত যখন সেটা উপস্থিত হোত ব্যবসা-প্রসঙ্গে। আমার মনে হয়, সাহিত্যের উল্টোপিঠটাই বোধহয় ব্যবসাদারি। তাই, নূতন কোন বইয়ের বিষয়-বস্তু নিয়ে আলোচনা শেষ হলেই স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগতো, তার কতগুলো বিক্রি হ'য়েছে, কতটাকা গ্রন্থকার পেয়েছেন তা' থেকে এবং আরো কত তাঁর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে,—ইত্যাদি। এর পরেই উঠ্‌তো প্রকাশকদের কথা। তুলনা চল্‌তো, কোন্ কৃপণের তুলনায় অপর কোন্ প্রকাশকের হাত কত বেশী দরাজ। কোন্ ধরনের প্রকাশকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত লেখকের, তা' নিয়ে তর্ক চল্‌তো। যারা মোটা পারিশ্রমিক দেয় শুধু,—না যারা লেখকদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে? কার বিজ্ঞাপন ভাল, কার খারাপ? কে প্রগতিপন্থী, আর কেই বা বস্তা-পচার দলে? কোন্ দালাল কার কাছ হ'তে কতটা পারিশ্রমিক আদায় করেছে? কোন্ সম্পাদক কী ধরনের রচনা পছন্দ করেন? তার দক্ষিণা কত? তাড়াতাড়ি দক্ষিণাটা হস্তগত হয় কিনা?

আমার কাছে সবকিছুই আশ্চর্য্য ও রহস্যজনক ঠেক্‌তো। যেন আমি মিশে যেতাম একদল রহস্য-পন্থীর মাঝে।

॥ চার ॥

এঁদের মধ্যে রোজ্ ওয়াটারফোর্ডের কাছ থেকেই আমি সবচেয়ে বেশী সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলাম। তাঁর মধ্যে যুগপৎ ঠাঁই পেয়েছিল পুরুষালী জ্ঞান আর মেয়েলী একগুঁয়েমি। তাঁর লেখা বইগুলি তাই মৌলিকত্ব সত্ত্বেও বিরক্তিজনকভাবে ব্যর্থ। এঁরই বাড়ীতে একদিন চার্লস্ স্ট্রিকল্যাণ্ডের স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। চায়ের আসরের নিমন্ত্রিত অভ্যাগততে সেদিন কুমারী ওয়াটারফোর্ডের ছোট ঘরটি প্রায় ভর্তি। সবাই বাক্যালাপে মত্ত। আমি শুধু সেখানে একা বিব্রতভাবে নীরবে ব'সেছিলাম। আলোচনারত দলগুলির মাঝে গিয়ে পড়্তে কেমন যেন দ্বিধাবোধ হ'তে থাকে আমার। কুমারী ওয়াটারফোর্ড আদর্শ অতিথি-সেবিকা। আমার বিব্রতাবস্থা দেখে উঠে এসে বলেন,—"শ্রীমতী স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাপ করুন্ না। উনি তো আপনার বইয়ের নামে পাগল।"

জিজ্ঞাসা করি,—"কী করেন উনি?"

নিজের অজ্ঞতার কথা আমার অজানা নয়। তবু আলাপ করবার আগে জেনে নিতে ইচ্ছা হয় যে শ্রীমতী স্ট্রিকল্যাণ্ডও একজন প্রসিদ্ধ লেখিকা কি না?

চোখের ইশারায় আমাকে সতর্ক ক'রে উত্তরটাকে জোরালো করবার জন্য রোজ্ ওয়াটারফোর্ড জানান,—"বৈকালীন প্রীতিভোজ দেওয়া ওঁর স্বভাব। কিছুক্ষণ বক্বক্ ক'রলে আপনাকেও নিমন্ত্রণ ক'রে ব'স্বেন।"

রোজ্ ওয়াটারফোর্ড স্বভাবটা খানিকটা মানবদ্বেষী। জীবনটা তাঁর কাছে উপন্যাস রচনার একটা যথাযোগ্য অবসর,—আর মানুষ তাঁর কাছে সেই উপন্যাসের উপাদান মাত্র। তাঁর প্রতিভার প্রশংসা শুন্তে পেলে মাঝে মাঝে এম্নিভাবে সাহিত্যরসিকদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ ক'রে অকৃপণভাবে আপ্যায়িত কর্‌তে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত।

অপরের মহাজন-প্রীতির দুর্ব্বলতাটুকুকে খোস্‌মেজাজে উপেক্ষা ক'রে নিজেকে তিনি তাঁদের কাছে একজন শিষ্টতাসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য লেখিকা-রূপে জাহির করবার চেষ্টা ক'রতেন।

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কাছে উপস্থিত হ'য়ে প্রায় দশ মিনিট কাল ধ'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাই। একমাত্র মধুর কণ্ঠস্বর ছাড়া তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নজরে পড়ে না। ওয়েস্টমিনিস্টারে অসমাপ্ত গীর্জ্জাটার দৃষ্টিসীমার মধ্যে একটা ভাড়াটে বাসায় তাঁর বাস। একই পাড়ার পড়্‌শী হিসাবে আলাপ বন্ধুত্বে দানা বেঁধে উঠ্‌তে দেরি হয় না। সমুদ্রচারী এবং সেণ্ট্‌-জেম্‌স্‌ প্রমোদোদ্যানচারী লোকগুলির কাছেও "আর্ম্মি এ্যাণ্ড্‌ নেভি স্টোর্স"-টাও হয়ত এমনি কারণেই একটা মিলন-ক্ষেত্র বিশেষ। শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড্‌ আমার ঠিকানা চেয়ে নেন।

এর দিনকয়েক পরেই তাঁর কাছ থেকে একটা ভোজের নিমন্ত্রণ আসে।

নিমন্ত্রণের সংখ্যা আমার খুব কম থাকায় খুশি হ'য়েই আমি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। নির্দিষ্ট দিনটিতে যা'তে সাত্‌তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হ'য়ে না পড়ি সেই আশঙ্কায় সময় কাটাবার জন্য গীর্জ্জাটাকে বারতিনেক পাক্‌ দিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই, তখন অনেকটা দেরি হ'য়ে গেছে। দেখতে পাই, নিমন্ত্রিতেরা সবাই ততক্ষণে উপস্থিত। কুমারী ওয়াটারফোর্ড ছাড়াও শ্রীমতী জে, রিচার্ড টুইনিড্‌ এবং জর্জ রোড্‌কে উপস্থিত দেখ্‌তে পাই। সবাই লেখক। প্রথম বসন্তের ছোঁয়ায় দিনটিও যেমন চমৎকার,—তেমনি আমাদের মেজাজও খুশিতে ভরা। অনেককিছু নিয়েই আলোচনা চ'ল্‌তে থাকে আমাদের।

কুমারী ওয়াটারফোর্ড তাঁর প্রথম যৌবনের,—অর্থাৎ, যখন হয়ত তিনি উদ্ভিজ্জ সবুজ রঙের জামায় বনফুল গুঁজে সম্মিলনে যেতেন তখনকার,—রুচির সঙ্গে তাঁর পরবর্তীকালের চঞ্চলতার সংযোগে প্যারী-ফ্রক্‌, উঁচু-গোড়ালির জুতা আর একটি নূতন টুপি চাপিয়ে সেজে এসেছিলেন। ফলে, তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখাতে থাকে। এর আগে তাঁকে বন্ধুদের সম্বন্ধে অতটা খুঁতখুঁতে হ'য়ে উঠ্‌তে আর কোনদিন দেখিনি। সবার

ঔৎসুক্যকে ইচ্ছা ক'রেই খুঁচিয়ে তোল্‌বার জন্যই বোধ হয় শ্রীমতী জে ঘরের টেবিলের তুষারশুভ্র আচ্ছাদন-বস্ত্রের আর ফুলদানীর গোলাপী রঙের মৃদু পেলবতার সঙ্গে তাল রেখে সটান ফিস্‌ফিস্ ক'রে নিচুস্বরে কথা ব'লে চলেন। রিচার্ড টুইনিড্‌ অদ্ভুত এলোমেলো ভাবে বক্‌বক্ ক'রে চলেন, আর জর্জ রোড্‌ নিজের মাতব্বরি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে বোধ হয় সেটা জাহির করা অনাবশ্যক বিবেচনায় কোনরকম উচ্চবাচ্য না ক'রে শুধুমাত্র মুখে খানা পোরার জন্যই হাঁ ক'রতে থাকেন। শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে বেশী কথা ব'ল্‌তে শোনা যায় না। তবু তাঁর মধ্যে এমন একটা আনন্দময় সম্পদের পরিচয় মেলে যার বলে তিনি আলোচনাগুলিকে চালু ক'রে রাখতে থাকেন বরাবর। যখনই আলোচনা থেমে যাবার উপক্রম হয়, তখনি তাঁকে যথার্থ প্রয়োজনীয় টীকাটির জোগান দিয়ে তাকে আবার আরম্ভ ক'রবার সুযোগ ক'রে দিতে দেখা যায়। বয়স তাঁর প্রায় সাঁইত্রিশ,—মোটা না হ'লেও চেহারাটা বেশ পুরন্ত লম্বা। সুন্দরী তাঁকে বলা চলে না—না চ'ল্‌লেও, প্রধানতঃ তাঁর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটা চোখ দুটির জন্য তার মুখশ্রীটি মনোরম ব'লে মনে হ'তে থাকে। গায়ের রঙটা খানিক ফ্যাকাসে, মাথার গাঢ়বর্ণের চুলগুলি চমৎকার ক'রে বাঁধা। কক্ষস্থ তিনটি মহিলার মধ্যে শুধু তাঁরই মুখটি দেখা যায় প্রসাধন-আলিপন-মুক্ত। ফলে, আর দু'জনের পাশে তাঁকে উল্লেখযোগ্যভাবে অকপট ও অনাড়ম্বর ব'লে মনে হ'তে থাকে।

খানাঘরটি তৎকালীন সুরুচিসঙ্গতভাবে সাজানো হ'লেও তার তীক্ষ্ণতা বড় বেশী চোখে ঠেক্‌তে থাকে। ঘরের ভিতরে সাদা রঙ করা কাঠের কাজ (Dado)। সবুজ প্রাচীরপত্রের উপর কালো ফ্রেমে বাঁধানো হুইস্‌লারের এচিং। ময়ূরের নক্সা-তোলা সবুজ রঙের পর্দাগুলো টান্ হ'য়ে ঝুল্‌তে থাকে,—মেঝেয় বিছানো সবুজ রঙের গাল্‌চে-গুলোয় পত্রবহুল গাছের ফাঁকে ফাঁকে হাল্কা রঙের ক্রীড়ারত খরগোসের নক্সা উইলিয়ম্ মরিসের প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। চিম্‌নিগুলোর উপরে নীলাভ মৃৎপাত্রের সমাবেশ। সে-সময়ে লণ্ডনের অন্ততঃ পাঁচশোটা খানাঘর ঠিক এম্‌নি স্থূল অথচ বিশুদ্ধ কলাসম্মতভাবে সাজানো দেখা যেত। মজ্‌লিশ ভাঙ্গার পর আমি আর সেই নতুন-টুপি-মাথায়

কুমারী ওয়াটারফোর্ড দু'জনেই দিনটিকে চিত্তপ্রফুল্লকর দেখে পার্কের ভিতর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে দিই।

চ'লতে চলতে এক সময়ে বলি,—"মজলিশ্‌টা জ'মেছিল চমৎকার!"

—"খানাগুলো কী আপনার ভালো লাগ্‌লো? আমি তো ওঁকে ব'লে এলাম যে সাহিত্যিকদের খাওয়াতে হ'লে আরও ভাল খানার দরকার।"

জবাব দিই,—"সত্যিই ওটা একটা মস্ত সদুপদেশ! কিন্তু, সাহিত্যিকদের সঙ্গে ওঁর দরকারটাই বা কীসের?"

—"আমোদ পাব আর কী! আগাগোড়া ভেবে দেখ্‌লে আমার তো মনে হয় যে যারা হ্যাম্পস্টেড্‌ থেকে আরম্ভ ক'রে চেনী-ওয়াক্‌-এর সস্তা আস্তানাগুলোয় পর্যন্ত নামজাদাদের সাথে মিশে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে চায়, শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড্‌ হ'লেন তাদের মধ্যে সব চেয়ে গোবেচারী। ওঁর যৌবনকালটা গ্রামাঞ্চলের নিরিবিলিতে কেটেছে। সেখানকার 'মুডির পাঠাগার' থেকে পড়বার জন্য যে-বইগুলো উনি আন্‌তেন সেগুলো যে ওঁর কাছে রোমাঞ্চকর ব'লে মনে হোত তাই নয়—ওঁকে লণ্ডনের রোমাঞ্চকর রহস্যময়তারও খোরাক জোগাত সেইগুলোই। যদিও সাধারণতঃ দেখা যায় যে ওঁর মত মেয়েরা বইয়ের চাইতে তার লেখক এবং শিল্পের চাইতে শিল্পীর পানে বেশী ক'রে ঝুঁকে থাক্‌তে চায়, তবু বইপড়ার নেশা সত্যিই ওঁর ছিল। এই বই-পড়ার ঝোঁকের ফলে নিত্যদিনের-সংস্পর্শবিহীন এমন একটা মন-গড়া জগতের অস্তিত্ব উনি মনে মনে কল্পনা করে নেন, যেখানে উনি ঘুরে বেড়াতে পারতেন ইচ্ছামত অবাধ স্বাধীনতায়। এর পরে লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ এলো ওঁর। এ যেন ওঁর কাছে এমন একটা রঙ্গমঞ্চের উপর উঠ্‌বার সুযোগ, যাকে এতদিন ধ'রে উনি মঞ্চের পাদপ্রদীপের ব্যবধান থেকেই দেখে এসেছেন। তাদের পানে নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন উনি। ওঁর মনে হোল, যেন তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও আপ্যায়নের ফাঁকে একসময় উনি সত্যিই তাদের দুর্গের ভিতরে ঢুক্‌তে সক্ষম হ'য়ে একটা বৃহত্তর জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন। তাদের নিত্যকার জীবনের বাঁধাধরা নিয়মগুলো

উনি স্বীকার ক'রে নিলেন বটে, কিন্তু নিজেকে উনি আদৌ তাদের ছাঁচে ঢেলে সাজ্‌লেন না। তাঁদের নৈতিক অসাধারণতা, তাঁদের বিচিত্র বেশবাস, তাঁদের অভাবনীয় মতবাদ ও সবকিছু প্রচলিতের বিরুদ্ধে ভিন্নমত,—সবকিছুই জোগাল ওঁকে আনন্দ ও খুশির খোরাক, তবু কিন্তু নিজে উনি র'য়ে গেলেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

জিজ্ঞাসা করি—"মিঃ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আছেন তো?"

—"আছে বৈকি! শেয়ার-মার্কেটের দালালী, না কী যেন করে শহরে। একটি নীরেট।"

—"ওঁদের মধ্যে মিল আছে তো?"

—"তা আছে। দু'জনেই দু'জনের প্রেমে উন্মত্ত। কোনদিন দ্বিপ্রাহরিক খানার নেমন্তন্ন হ'লে তার দেখা পাবেন। তবে সাধারণতঃ দ্বিপ্রাহরিক ভোজে উনি কাকেও বড় একটা ডাকেন না। কর্তা খুব শান্তপ্রকৃতির। সাহিত্য বা শিল্পের উপর ছিটেফোঁটা ঝোঁকও তার আছে ব'লে মনে হয় না।"

—"বুঝি না, কেন ভাল ভাল মেয়েরা অমন গবেটদের বিয়ে করে?"

—"কারণ, বুদ্ধিমান লোকেরা ভাল মেয়েদের বিয়ে ক'রতে চায় না।"

একথার কোন প্রত্যুত্তর জোগায় না মুখে।

তাই জিজ্ঞাসা করি শ্রীমতীর ছেলেমেয়ে আছে কি না।

—"আছে। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। দু'জনেই স্কুলে পড়ে।"

প্রসঙ্গটার ইতি ঘটে ওখানেই।

আমরা আবার প্রসঙ্গান্তরে ফিরে যাই।

॥ পাঁচ ॥

সারা গ্রীষ্মকালটা শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ ঘট্‌তে থাকে। প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে, হয় মিষ্টমধুর দ্বিপ্রাহরিক জলযোগে, নয়তো অপেক্ষাকৃত গুরুতর রকমের চায়ের আসরে, ডাক পড়্‌তে থাকে। ফলে, আমাদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য গ'ড়ে ওঠে। বয়সে আমি নিতান্ত নবীন ব'লেই বোধহয় উনি বন্ধুর সাহিত্য-পথে আমার প্রথম অভিযানগুলিতে খবর্দারি ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তেন। নিজের ছোটখাটো দুঃখের কাহিনীগুলির একটি আগ্রহশীল শ্রোতা ও উপদেষ্টা পেয়ে আমিও খুশি হ'য়ে উঠ্‌তাম। মনটা ছিল শ্রীমতীর সত্যই দরদী।

দরদী মনোবৃত্তি প্রীতিপ্রদ, সন্দেহ নেই। তবে এর অস্তিত্বের কথা প্রকাশ হ'য়ে গেলে এহেন দরদীদের উপর অপরের মন প্রায়ই বিষিয়ে ওঠে। তারা রেহাই পেতে চায় এঁদের কবল থেকে। কেননা, দেখা গিয়েছে যে দুর্ভাগা বন্ধুদের এঁরা প্রায়ই যেন একটা রাক্ষুসে আকাঙ্ক্ষায় আঁকড়ে ধ'রে তাদের কাছে নিজেদের দরদী কেরামত জাহির ক'র্‌তে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠেন। এ যেন তৈলখনিতে সহসা প্রবল তৈলোচ্ছ্বাস ;— বেগের প্রাবল্যে দুর্ভাগারা হাঁফিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে ওঠে। বহুজনের অঝোর আঁখিজল-সিক্ত এঁদের বুকে আমাদের সামান্য দু'এক ফোঁটা অশ্রু শিশিরবিন্দু মাত্র। অবশ্য, শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে তাঁর এই ক্ষমতাটিকে ব্যবহার ক'র্‌তেন। তিনি যেন দরদ বিলিয়েই কৃতার্থ।

যৌবনসুলভ চাপল্যে একদিন এসব কথা আমি কুমারী ওয়াটার-ফোর্ডের কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলি।

শুনে তিনি টিপ্পনী কাটেন,—"হুঁ! দুধ জিনিসটা ভালই,—বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি ক'ফোঁটা সুরাসার মেশানো থাকে। তবে গেরস্তর গরুর তাতে কোন দরকার নেই। কারণ, ফোলা-বাঁট তার অত্যন্ত অস্বস্তিকর।"

রোজ্ ওয়াটারফোর্ডের প্রতিটি কথায় গায়ে ফোস্কা পড়া অসম্ভব নয়। অত কটু কথা যেমন আর কাকেও ব'লতে শুনিনি, তেম্নি অমনভাবে গুছিয়ে ব'লতেও আর কাকেও দেখিনি।

শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের আর একটি ব্যাপার আমার বেশ ভালো লাগ্তো। পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে তিনি রমণীয় ক'রে তুল্তে পারতেন। তাঁর ঘরগুলি থাক্তো সব সময়ে ফিট্ফাট্, ফুলগুলি নিপুণভাবে সাজানো, বৈঠকখানায় ছিট্ কাপড়ের ঢাকাগুলি পর্যন্ত আড়ম্বরবিহীনভাবে সৌন্দর্যোজ্জ্বল। সুসজ্জিত ছোট্ট খানাঘরের টেবিল-গুলি সুদৃশ্য, খানাগুলিও উপাদেয়, এমন কি পরিচারিকা দুটি পর্যন্ত এমন কায়দাদুরস্ত যে তাদের যেন আত্মজন ব'লে মনে হোত। শ্রীমতী ষ্ট্রিক্ল্যাণ্ড সুগৃহিণী ও আদর্শ জননী। বৈঠকখানার দেয়ালে তাঁর ছেলেমেয়ের নানা ছবি টাঙ্গানো। ছেলের নাম রবার্ট;—বছর ষোল বয়স, রাগ্বীতে থাকে। ছবিতে দেখা যায়,—কখনও তার পরনে ফ্ল্যানেলের জামা আর মাথায় ক্রিকেট-খেলার-টুপি; কখনও-বা খাড়া কলারের উপর "টেল্-কোট্" চাপানো। মায়ের মত সূক্ষ্ম ও সুশ্রী ভ্রূর নিচে তারও চোখের দৃষ্টিতে চিন্তাশীলতার ছাপ। স্বাস্থ্যবান, ঝর্ঝরে এবং আট্পৌরে চেহারা তার।

ছবিটার পানে তাকিয়ে একদিন শ্রীমতী ব'লে ওঠেন,—"আমি জানি, ছেলে আমার চালাক-চতুর নয়। তবু, প্রকৃতিটা ওর সৎ। চমৎকার মিষ্টি ওর স্বভাব।"

মেয়ের বয়স চৌদ্দ। তার চুল মায়ের মত ঘন ও গাঢ় রঙের,—কাঁধের দু' পাশে চমৎকার লীলায়িত গুচ্ছে খ'সে পড়েছে। মায়েরই মত তা'র চোখ দুটিতেও অচঞ্চল সরলতার দরদী ছাপ। আমি জানাই,—"ঠিক আপনারই মত ওদের দু'জনকেও দেখ্তে।"

—"সত্যি। ওদের বাবার চাইতে ওরা আমার আদরই বেশী পেয়েছে।"

অনুযোগ তুলি,—"ওঁর সঙ্গে আজো আমার আলাপ করিয়ে দিলেন না কেন বলুন্ তো?"

—"সত্যি সত্যি আপনার সে ইচ্ছা হয় নাকি?"

শ্রীমতী হাসেন। মিষ্টি হাসি। মুখটা যেন একটু রক্তিম হ'য়ে ওঠে। ওঁর বয়সের মহিলাদের এভাবে ঘন ঘন আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌তে কদাচিৎ দেখা যায়। এই সরলতাই যেন ওঁর মাধুর্য। শ্রীমতী বলেন,—"জানেন না বোধ হয় যে উনি আদৌ সাহিত্যরসিক নন। একেবারে অরসিক।"

ওঁর কথাগুলিতে বিরাগের বদলে আন্তরিকতার সুরই ফুটে ওঠে। বোধ হয় স্বামীর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে পরিচিতদের বিতৃষ্ণা হ'তে তাঁকে রক্ষা করাই ওঁর উদ্দেশ্য।

—"শেয়ার-বাজারের একজন ঝুনো দালাল উনি। আমার তো মনে হয় যে ওঁর সঙ্গে মিশে আপনি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌বেন।"

জিজ্ঞাসা করি,—"আপনি নিজেও কি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নাকি?"

—"আমরা যে স্বামী-স্ত্রী ;—ভালবাসি ওঁকে।"

কথা শেষে শ্রীমতী সলজ্জভাবে হাসেন। হয়ত তাঁর মনে মনে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়ে থাকৃতে পারে যে রোজ্‌ ওয়াটারফোর্ডের কাছে তাঁর এই সমস্ত স্বীকৃতি ফাঁক ক'রে দিয়ে আমরা তাঁর স্বামীর নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠ্‌বো। তাই, ক্ষণিকের জন্য তাঁর মধ্যে যেন একটা দ্বিধা দেখা দেয়। পরক্ষণেই আবার তাঁর চোখদু'টি স্নিগ্ধতায় ছেয়ে যায়।

—"নিজেকে উনি মোটেই হোম্‌রা-চোম্‌রা ব'লে জাহির করেন না। রোজগারও হয়ত ওঁর তেমন বিশেষ কিছু নয়। তবু উনি সত্যিই ভাল,—সত্যিই দরদী।"

—"আপনার কথা শুনে ওঁর সঙ্গে পরিচিত হবার খুব লোভ হচ্ছে।

—"বেশ তো। একদিন তাহলে সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে এক সাথে আহার ক'রতে আস্‌বেন। তবে হাঁ, দায়িত্ব কিন্তু আপনার নিজের। সন্ধ্যাটা আপনার মাটি হ'য়ে গেলে তখন যেন আমায় দোষ দেবেন না।"

॥ ছয় ॥

অবশেষে যখন চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের দেখা পেলাম, তখন কিন্তু ঘটনাচক্রে আলাপটা মৌখিকের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঘনীভূত হবার কোন সুযোগ পেল না।

একদিন সকালে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কাছ হ'তে একখানি চিরকুট পেলাম। সেদিনের সান্ধ্যভোজে কে একজন অতিথি বাধ্য হ'য়ে অনুপস্থিত থাক্‌বেন। তাই তাঁর শূন্যস্থান পূরণ কর্‌বার অনুরোধ জানিয়ে আমাকে লেখেন,—

> "আগে থাক্‌তে সাবধান ক'রে দেওয়া ভাল যে বিরক্তির সীমা থাক্‌বে না আপনার। নেহাত গন্ধময় মজ্‌লিশ আমাদের। তবু আপনি এলে বাধিত হবো। অন্ততঃ, দু' জনে খানিকটা কথা ক'য়ে বাঁচ্‌বো।"

সামাজিকতার খাতিরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রতে হয়।

শ্রীমতী মধ্যস্থ হ'য়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। স্বামী তাঁর শুধু একবার মাত্র হাতটা আমার ধ'রে নিস্পৃহভাবে একটা ঝাঁকুনি দেন। তাঁর দিকে ফিরে শ্রীমতী হাল্কা রহস্যের সুরে ব'লে ওঠেন,—"ওঁর সন্দেহ-ভঞ্জন করবার জন্যই আমি ওঁকে ডেকে আনিয়েছি। দেখাতে চাই যে সত্যিই আমার একজন স্বামী আছেন।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কথা কন না। রসিকতার রসের সন্ধান না পেলে লোকে যেভাবে হাসে, তেম্‌নিভাবেই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড একচিম্‌টি মার্জিত হাসি ছুঁড়ে দেন। নবাগত অতিথিরা উপস্থিত হ'তে থাকেন। কাজেই, গৃহকর্ত্রী আমাকে একা কথা ব'লবার জন্য রেখে নবাগতদের অভ্যর্থনার জন্য উঠে যান। ক্রমে ক্রমে সবাই এসে উপস্থিত হন। সাগ্রহে খানার ডাকের জন্য অপেক্ষা ক'রতে ক'রতে আমার জন্য নির্ধারিত 'জুড়ি' মহিলাটির সাথে বাক্যালাপ ক'রে চলি। অথচ,

তারই ফাঁকে ফাঁকে একটা কথা আমার মনে উঁকি দিতে থাকে বারবার।

সত্যই! দায়ে প'ড়ে মানুষকে কত যে অস্বস্তিকর করণীয় বাধ্য-বাধকতার কাছেই না আত্মসমর্পণ ক'রে তার ক্ষণস্থায়ী জীবনের খানিকটা মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রতে হয়!

মজলিশ্‌টা দেখে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে থাকে,—কেনই বা গৃহকর্ত্রী কষ্ট ক'রে এঁদের নিমন্ত্রণ জানাতে গেলেন,—আর এঁরাই বা কেন আসবার কষ্টটুকু স্বীকার ক'রে নিলেন? দশটা মাত্র লোক। সবারই নিস্পৃহ ছাড়ো-ছাড়ো ভাব,—বিদায় নিতে পারলেই যেন বাঁচেন। অবশ্য মজলিশটা নেহাতই সামাজিক ব্যাপার। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড পরিবারের কাছে যেন কতকগুলি নিরাসক্ত লোকের নিমন্ত্রণ পাওনা ছিল। তাই, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড-রা যেমন নিমন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তেম্‌নি নিমন্ত্রিতেরাও এসেছেন অনন্যোপায় হয়ে। আরও বিশদভাবে কারণ অনুসন্ধান করলে হয়ত দেখ্‌তে পাওয়া যেত যে হয় সামান্য মুখ বদ্‌লাবার জন্য, নয়তো বাড়ীর ঝি-চাকরদের একটু আরাম-ভোগের ফুরসত দেবার জন্য,—কিম্বা হয়ত পাওনা-নিমন্ত্রণ অস্বীকার করার উপায় না থাকায় বাধ্য হ'য়েই আসতে হ'য়েছে নিমন্ত্রিতদের।

খানা-ঘরটী লোকে বোঝাই হ'য়ে ওঠে। একজন রাজসৈনিক এসেছেন তাঁর স্ত্রী সমভিব্যাহারে,—সস্ত্রীক একজন রাজকর্ম্মচারী, শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি কর্নেল ম্যাক্‌এণ্ড্রু। এছাড়া, পার্লামেণ্টের একজন সদস্যের স্ত্রীও তার মধ্যে বর্তমান। পার্লামেণ্টের এই সদস্যটী একটী অধিবেশনের জন্য আস্‌তে পারেন নি ব'লেই আমার নিমন্ত্রণ। ব্যক্তি মর্যাদায় মজলিশটী যেন নরক-গুল্‌জার। মহিলারা সেজে এসেছেন নিখুঁতভাবে। মনে মনে নিজেদের আকর্ষণীশক্তি সম্বন্ধে তাঁরা দৃঢ়বিশ্বাসী। পরিতুষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ্য আনন্দে তাঁরা ঝলমল্‌।

মজলিশ্‌টাকে চালু রাখবার জন্য ইচ্ছা ক'রেই সবাই অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কথা কইতে থাকেন। ফলে, ঘরের মধ্যে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। আলোচনারও কোনও নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ দেখা যায় না।

আহারের সাথে সাথে প্রত্যেকেই তাঁর আশপাশের প্রতিবেশী

অনর্গল কথা ব'লে চলেন। অজস্র রকমের আলোচনা চলতে থাকে তাঁদের মধ্যে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে আরম্ভ ক'রে গল্‌ফ্‌ খেলা, কাচ্চাবাচ্চার কথা, নূতন নাটক, রয়েল একাডেমির ছবি, আবহাওয়া, ছুটীর দিনের স্ফূর্তির খস্‌ড়া ;—কিছুই বাদ যায় না। আলোচনা একটা মুহূর্তের জন্যও না থামায় সোরগোল ক্রমশঃ আরও বেড়ে উঠতে থাকে। শ্রীমতী হয়ত মজলিশের সাফল্যে খুশি হ'য়ে উঠে থাকবেন। তাঁর স্বামীও সুষ্ঠু শালীনতা বজায় রেখে চলেন। কথা অবশ্য তিনি নিজে বেশী বলেন না। তাই বোধ হয় শেষের দিকে দেখতে পাই, তাঁর দু'পাশের মহিলা দু'টীর মুখ ভার হ'য়ে উঠেছে। তাঁদের কাছে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড হয়তো বিরক্তিজনক লোক ব'লে গণ্য হন। শ্রীমতী যে দু-একবার সশঙ্কভাবে স্বামীর পানে কটাক্ষ করেন, তাও দেখতে পাই।

আহার-পর্ব্বের শেষে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে কক্ষান্তরে প্রস্থান করেন।

দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড টেবিলের আর এক মুড়ায় গিয়ে রাজসৈনিক ও রাজকর্ম্মচারীটীর মাঝখানে ব'সে প'ড়ে আর একবার পানীয় 'পোর্ট' বিতরণ ক'রে আমাদের সিগার এগিয়ে দেন। রাজকর্ম্মচারীটি পানীয়ের প্রশংসা ক'রে ওঠেন। প্রত্যুত্তরে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জানান, কোথা হ'তে সেটা জোগাড় করা হয়েছে। আলোচনা আবার নূতন করে আঙ্গুর আর তামাকের চাষ নিয়ে আরম্ভ হয়। রাজ-সৈনিকটী তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়ে দেন সবাইকে। কর্নেল আরম্ভ করেন পোলো খেলার গল্প। আমার নিজের কোনও বক্তব্য খুঁজে না পাওয়ায় নীরবে শুধু ব'সে ব'সে মিথ্যা আগ্রহের ভান করে তাঁদের সবার কথা শুনে যেতে থাকি। আসলে কিন্তু আমার উপর কারো বিন্দুমাত্র নজর নেই দেখে সেই অবসরে ষ্ট্রিক-ল্যাণ্ডকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যাচাই ক'রে দেখতে থাকি আমি। কী জানি কেন, দেখা হবার আগে নিজের মনে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে আমার রোগা, আটপৌরে চেহারার লোক ব'লে একটা ধারণা জন্মেছিল। বস্তুতঃ নিধা.ত্রে পাই, তা' তিনি মোটেই নন। বরং বেশ লম্বা-চওড়া

চেহারা তাঁর। হাত-পায়ের পাতাগুলো প্রকাণ্ড, পরনে অগোছালো-ভাবে-চাপানো সান্ধ্যবেশ। মনে হয়, যেন একটা গাড়োয়ানকে উৎসবের পোশাকে সাজানো হ'য়েছে। বছর চল্লিশ বয়স,—দেখ্‌তে সুশ্রী না হ'লেও বিশ্রীও বলা চলে না। সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খানিকটা অস্বাভাবিকরকম বড় হওয়ার ফলে কতকটা ছাঁদহীন ঠেকে চোখে। চাঁচা ছোলা মুখটায় অস্বস্তিকর ন্যাড়া-ন্যাড়া ভাব। লাল্‌চে চুলগুলো ছোট-করে-ছাঁটা,—ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটী নীলাভ সবুজ। সব মিলিয়ে খানিকটা যেন কিম্ভূতকিমাকার ব'লে মনে হয়।

এতক্ষণে বুঝতে পারি যে ওঁর সম্বন্ধে শ্রীমতীর অমন দ্বিধাগ্রস্ত হবার কারণটা কী? সাহিত্য ও শিল্পজগতে স্থানলিপ্সু মহিলার কাছে বাহাদুরী পাবার যোগ্যতা তাঁর মোটেই নেই। কোনও সামাজিক অবদান তো তাঁর মধ্যে নেই-ই,—অবশ্য না থাকলেও পুরুষদের চ'লে যায়,—সাধারণ সঙ্গতিরও অভাব তাঁর মধ্যে। অতি মামুলি ধরনের বেরসিক গোবেচারী ভাল মানুষ। এতগুলি সদ্‌গুণের কদর করলেও তাঁর সঙ্গ পরিহার ক'রে চ'লবার চেষ্টা করাই যে-কোনও লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। একটা মূর্তিমান বরবাদ্‌। সামাজিক খাতির পাওয়া হয়তো তাঁর পক্ষে শক্ত নয়,—ব্যক্তিগতভাবে আদর্শ স্বামী বা পিতাও হয়তো তিনি হ'তে পারেন,—দালালীতেও তাঁর পশার থাকতে পারে; —তবু তাঁর সঙ্গে মিশে কোনও লোকই সময় নষ্ট করতে রাজী হবে ব'লে আমার মনে হয় না।

॥ সাত ॥

ধুলো উড়িয়ে ঋতুটা যেন বিদায় নিতে চায়। আমার চেনাশোনা সকলেই একটুখানি বাইরে ঘুরে আসবার জন্য তৈরি হতে থাকেন। শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডও সপরিবারে নরফোকের উপকূলে গিয়ে বাস ক'রবার আয়োজন ক'রতে থাকেন। ছেলেমেয়েরা তাঁর সেখানে সমুদ্র দেখতে পাবে, স্বামী মনের আনন্দে গল্‌ফ্ খেলতে পারবেন।

শরৎ এলে আবার মিলিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই।

শহরবাসের শেষদিনটিতে বাজারে আবার ছেলেমেয়ে-সমেত শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমার মত তিনিও লণ্ডন ছেড়ে যাবার আগে দরকারী কেনাকাটা সারতে এসে গরমে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। প্রস্তাব করি যে পার্কটায় গিয়ে বরফ কিনে খেলে মন্দ হয় না।

শ্রীমতী বোধহয় আমার কাছে ছেলেমেয়েদের জাহির করবার সুযোগ পেয়ে মনে মনে খুশি হ'য়ে উঠেছিলেন। তাই, হৃষ্টচিত্তেই আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ছেলেমেয়ের জন্য গুমোর করা সত্যিই তাঁর সাজে। ছবির তুলনায় প্রত্যক্ষভাবে তারা আরও বেশী চিত্তাকর্ষক। নিজের বয়সটার জন্য তাদের কাছে আমার বাধো-বাধো ঠেকলেও তারা কিন্তু এটা-সেটা নিয়ে অনর্গল ব'কে চলে। স্বাস্থ্যবান সুশ্রী ছেলেমেয়ে দু'টি। গাছের ছায়ায় তারা বেশ জমিয়ে তোলে।

ঘণ্টাখানেক বাদে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের জন্য একটা ভাড়াটে গাড়ীতে ওদের বোঝাই ক'রে দিয়ে আমি নিজের ক্লাবের দিকে আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করি। নিজের একাকীত্বের জন্যই বোধ হয় এই পরিচিত পরিবারটির মধ্যে সুখের আভাস পেয়ে কেমন যেন একটু হিংসা হ'তে থাকে মনে মনে। দেখে মনে হয়, ওরা সত্যই একে অন্যের অনুরক্ত। নিজেদের মধ্যে তারা অপরের দুর্বোধ্য ঘরোয়া মস্করা ক'রে আনন্দ সৃষ্টি ক'র্‌তে থাকে। হয়ত এমনও হ'তে পারে যে যাঁরা বাচনিক চাকচিক্যকে সবার উপরে ঠাঁই দেন, তাঁদের কাছেই চার্লস স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড

নীরস ব'লে গণ্য। কিন্তু, যার বলে মানুষ সফলতা পায়, আনন্দ সৃষ্টি ক'রতে পারে,—তাঁর মধ্যে সেই পারিপার্শ্বিক জ্ঞানের অভাব ছিল না এতটুকু। শ্রীমতী মাধুর্য্যময়ী, স্বামীকে ভালও বাসেন। মানসিক চিত্রপটে তাঁদের জীবনযাত্রার ছবি এঁকে চলি আমি,—অক্লেশে।...ছু'টি ছেলে-মেয়েই চমৎকার; জাতি ও বংশগত সম্পদের প্রাচুর্যে বিত্তশালী। স্বামীস্ত্রী হয়ত একদিন অজ্ঞাতে বৃদ্ধ হ'য়ে প'ড়বেন। দেখতে পাবেন, তাঁদের ছোট ছেলেমেয়ে ছু'টি ইতিমধ্যে কখন্ এক সময় উপযুক্ত হ'য়ে উঠেছে। বিয়ে হবে তাদের। ছেলেটির সঙ্গে একটি সুশ্রী মেয়ের,—তাদের স্বাস্থ্যবান সন্তানের ভবিষ্যত-জননী। মেয়েটির বিষে হবে একটি সুদর্শন স্বাস্থ্যবান পুরুষের সঙ্গে,—হয়ত-বা একজন সৈনিক। এমনিভাবে ধাপে ধাপে আনন্দময় সংসার-লীলার শেষে ওরাও হয়ত অবসর নেবে বংশধরদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে। পরিশেষে এমন একটি লগ্ন আস্‌বে যখন জীবনের সব ক'টা দিনগুলিকে পুপোপুরিভাবে উপভোগ করে ওরাও হয়ত বিশ্রাম নেবে মাটির নীচে শান্ত সমাধির কোলে।

এটাই হয়ত অজস্র দম্পতির কাহিনী। তবু এর মধ্যে একটা মধুময় গার্হস্থ্য জীবনের আভাস মেলে। যেন একটি শান্ত স্রোতস্বিনী, তরুচ্ছায়া-স্নিগ্ধ সবুজ তৃণভূমির উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বহে চ'লে একসময় মিশে যায় অনন্ত সাগরের সাথে। চিরদিনের সাগর তবু শান্ত, সমাহিত, অনাসক্ত,—যেন দেখেও দেখে না।...

আমার মধ্যে এম্‌নি একটা সহজাত কল্পনাশক্তি আজও আছে। তখনকার দিনে তা' ছিল আরো প্রখর। জগতের বেশীর ভাগ লোকেরই এহেন অনাড়ম্বর পরিণতি-কামনা আমার কাছে খানিকটা বিসদৃশ ব'লে মনে হোত। আমি বুঝ্‌তাম এর সামাজিক মর্যাদাটুকু। জান্‌তাম এর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যটুকু। তবু, আমার উষ্ণ রক্ত কামনা করৃত একটা বন্য জীবন। এহেন নিরুপদ্রব স্বাচ্ছন্দ্যে আমার সন্তুষ্টি ছিল না। মনের গহনে ছিল আমার বিপদকে বরণ ক'রে নেবার বাসনা। অদৃষ্ট-পূর্বের উত্তেজনার আশায় কোনও বাধাবিপত্তিকেই হয়ত এর জন্য আমি গ্রাহ্য ক'রতাম না,—তা সে উত্তুঙ্গ পর্বতমালাই হোক, কিম্বা মরীচিকাময় প্রান্তরই হোক।

॥ আট ॥

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডদের সম্বন্ধে যতটা লেখা হ'য়েছে তা' প'ড়ে আমি নিজেই বেশ বুঝ্‌তে পারি যে তা' রয়ে গেছে আবছা ধূমাচ্ছন্ন। আমি জানি যে এপর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে এমন কোনও লোক আমি চিত্রিত করতে পারিনি যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণে প্রাণরসে সরস হ'য়ে উঠেছে। অথচ যদি স্বীকার ক'রতে হয় যে এ-দোষটা একান্তই আমার, তাহ'লে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েও এমন কোনও বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাদের সম্পর্কে মনে ক'রতে পারি না যা' চরিত্রগুলিকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে। ওরা যেন পুরোনো পটচিত্রে-আঁকা মূর্তি,—ছবির পশ্চাদ্‌পট ; ওরা পৃথক নয়, —আবার দূরে দেখলে ওদের কোনও পৃথক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যা' নজরে পড়ে তা' শুধু যেন খানিকটা মনোরম রঙ। আমার মনের পটে ওদের ছাপ যে এর চেয়ে বেশী গভীর করে ওরা তুলতে পারেনি, এটাই হোল নিজের স্বপক্ষে আমার একমাত্র সাফাই।

সমাজসর্বস্ব প্রতিটি মানুষের মত ওদের চারদিকেও একটা আবছা কুয়াশার পর্দা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। ওরা যেন সমাজ-যন্ত্রের এক একটি ছোট ছোট কলকব্জা,—যেন শরীর-যন্ত্রের কোষ। ততদিনই ওদের দরকার যতদিন সুস্থ থেকে অসংখ্য টুকরার একীভূত সমাবেশে প্রয়োজনীয় একটি অখণ্ডের রূপ ওরা দিতে পারে।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডরা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি সাধারণ পরিবার। একটি নারী,—তাঁর মনোরম স্বভাবে স্থান পেয়েছে আতিথেয়তা আর সাহিত্যিক-মহলের মাঝারী পাণ্ডাদের প্রতি অল্প একটু নির্দোষ আনু-রক্তির খামখেয়াল। পুরুষটি হয়ত কিছু পরিমাণে নীরস-প্রকৃতি, অদৃষ্ট-নির্দিষ্ট জীবনগণ্ডীর মধ্যেই সে ক'রে চলে তার কর্তব্য-সাধনা। দু'টি ছেলেমেয়ে,—সুশ্রী, সুন্দর। এর চেয়ে সাধারণ আর কী হ'তে পারে ? ওদের এমন কোনও লক্ষণীয় দোষগুণের কথা আমার তো মনে পড়ে না, যা' কৌতূহলী জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

এর পরের ঘটনাগুলির কথা মনে হ'লে আমার নিজেরই নিজেকে

জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় যে সত্যই কী আমি এত মাথামোটা ছিলাম যে চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের অসাধারণত্বের ছিটে-ফোঁটাও সেদিন আমার নজরে পড়েনি? হয়ত ছিলাম। হয়ত সেদিন আর আজকের মাঝে ব্যবধানের বর্ষগুলিতে মানুষ-সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের গভীরতা বেড়ে উঠেছে। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ক্ষণে যদি আমি আজকের মতন হতাম, তাহ'লেও হয়ত সেদিন ওদের বিচার ক'রে এই রায়ই আমি দিতাম। প্রভেদের মধ্যে সেদিন শরৎকালের গোড়াতেই লণ্ডনে ফিরে এসে যে-খবর আমি পেয়েছিলাম তা' শুনে এখন হয়ত আর বিস্ময়াহত হতাম না। আমার এতদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আজ আমি বুঝেছি যে মানুষ হোল দুর্জ্ঞেয় অনির্ণেয়।

লণ্ডনে ফিরে আসার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমি গিয়ে উদয় হই জার্মিন স্ট্রীটে রোজ ওয়াটারফোর্ডের বাসায়।

আমাকে দেখে কুমারীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে বহুদৃষ্ট ঈর্ষার আভাটুকু যেন চিক্‌চিকিয়ে ওঠে। ভাবে বোধহয়, কোনও পরিচিত বন্ধুর সম্বন্ধে কোনও কেচ্ছার খবর খুঁচিয়ে তুলেছে তাঁর সাহিত্যরসিক নারীমনের সহজাত অনুভূতিকে।

—"চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?"

শুধু মুখখানিতে নয়, তাঁর সর্বাবয়বে মেলে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাস।

আমি ঘাড় নাড়ি নেতিবাচকভাবে।

ভেবে পাই না, বেচারা চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড শেয়ার-মার্কেটে দেউলিয়া হ'য়েছেন, না, চাপা পড়েছেন বাসের তলায়?

—"সর্বনেশে ব্যাপার! হাওয়া দিয়েছেন, বউকে ফেলে!"

জার্মিন্ স্ট্রীটে ব'সে সব খবর না পাওয়ার জন্য কুমারী ওয়াটার-ফোর্ডের মনে যে দুঃখের অবধি নেই, তা' বুঝে নিতে আমার কষ্ট হয় না। নিপুণ শিল্পীর মত আমার পানে বিমর্ষ মুখটি ফিরিয়ে তিনি জানান যে আর কোনও খবর তাঁর জানা নেই।

শুধু আমার কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—"সত্যি বলছি, আর কিচ্ছু জানি না।"

তারপর আবার নিরাসক্তভাবে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি তুলে বলেন,—“আর, শুনছিলাম যেন কোন্ চা-খানার একটা ছুঁড়িও তার কাজে ইস্তফা দিয়েছে।

কথাশেষে কুমারী একটুকরো অর্থপূর্ণ হাসি ছুঁড়ে দেন আমার দিকে।

খবরটা শুনে কৌতূহলী হয়ে ওঠার চেয়ে নিজেকে আমার বেশী বিপর্যস্ত বলে মনে হ'তে থাকে।

আমার তৎকালীন অভিজ্ঞতার স্বল্পতাহেতু পরিচিত লোকেদের মাঝে উপন্যাস-সুলভ ঘটনার অস্তিত্ব পেলে উত্তেজিত হ'য়ে উঠতাম। এখন এধরনের ঘটনা আমার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। তবু সেদিন আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময়াহত হ'য়ে উঠেছিলাম। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মত একজন চল্লিশ বছরের লোকও যে হৃদয়াবেগের কবলে পড়তে পারে তা ভাব্‌তে বিশ্রী লাগে। পরিপূর্ণ যৌবনের মাহাত্ম্য নিয়ে যে-কোনও পুরুষকে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত নিজেকে হাস্যাস্পদ করে না তুলেও প্রেমে পড়তে দেওয়া যেতে পারে বলেই ছিল আমার বিশ্বাস। ব্যক্তিগতভাবে খবরটা আমার কাছে খানিকটা নিরুৎসাহজনক হ'য়ে ওঠে। প্রবাস থেকে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে আমার প্রত্যাবর্তনকালের খবর দিয়ে আমি জানিয়েছিলাম যে তাঁর কাছ হ'তে প্রত্যুত্তরে কোনও নিষেধ না পেলে একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের চায়ের আসরে গিয়ে হাজির হবো। ঠিক সেই নির্দিষ্ট দিনটিতে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের আহ্বান না পেয়ে পেলাম এহেন দুঃসংবাদ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ি। ভাবতে চেষ্টা করি যে শ্রীমতী যথার্থই আমার দেখা চান কিনা? এমনও হয়ত হ'তে পারে যে তদানীন্তন ঝামেলার মধ্যে আমার চিঠির কথা তাঁর মন থেকে মুছে গেছে। হয়ত আমার না যাওয়াটাই বুদ্ধিসঙ্গত। কিম্বা, এমন তো হ'তে পারে আবার যে তিনি হয়ত এই সব ব্যাপার সম্বন্ধে চুপ ক'রে থাকতেই চান। এমন অবস্থায় নিজে থেকে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বিচিত্র খবরটা যে আমার কাছেও পৌঁছেচে তা' জাহির করা অত্যন্ত অশোভন হবে ব'লে আমার মনে হয়। একটি মহিলার মানসিক অবস্থাকে আহত ক'রে তোলা এবং তাঁকে এড়িয়ে চলার প্রশ্ন নিয়ে আমার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেয়। তাঁর দুঃখ-ব্যথার কথা আমি নিজেও বেশ অনুভব করতে থাকি।

বুঝতে পারি যে সে দুঃখকে যখন আমি লঘু করতে পার্‌বো না, তখন দেখা করারও আমার কোন সার্থকতা নেই। তবু, কীভাবে তিনি এত বড় ব্যথাটিকে গ্রহণ ক'রেছেন তা' দেখ্‌বার একটা লজ্জাকর আকাঙ্ক্ষাও জাগতে থাকে আমার মনে। কিংকর্তব্য ভেবে ঠিক করতে পারি না।

শেষ পর্যন্ত সহসা স্থির ক'রে ফেলি, আমি যাব। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে পরিচারিকাকে দিয়ে খবর পাঠাব শ্রীমতীকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসবার জন্য যে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের তাঁর অবসর হবে কি না? এর ফলে, আমাকে ফিরিয়ে দেবারও সুযোগ থাকবে তাঁর।

বানানো কথা ক'টি বিব্রতভাবে পরিচারিকাটির কাছে উজাড় ক'রে দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশ-পথটির একপাশে উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে আমি শক্তিসংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি।

কিছুক্ষণ পরে পরিচারিকাটি ফিরে আসে। তার আচরণে পারিবারিক বিষাদের একটি নিখুঁত ছবি আমার উত্তেজিত মনের কাছেও ধরা পড়ে।

—"আসুন্‌ আমার সঙ্গে।"—সে বলে।

তার সঙ্গে বৈঠকখানাঘরে এসে ঢুকি। জানালার পাখিগুলো ঈষৎ নামানো, ঘরটা প্রায়-অন্ধকার। দেখতে পাই, আলোর দিকে পিছু ফিরে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ব'সে আছেন। তাঁর ভগ্নীপতি কর্নেল ম্যাক্‌এ্যাণ্ড্রুকে চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে নিভন্ত আঁচে হাত গরম ক'রতে দেখতে পাই। কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকতে থাকে। মনে হয়, আমার আগমনটা হয়ত ওঁদের কাছে বিস্ময়কর হ'য়ে উঠেছে। হয়ত, বিদায় করে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেননি ব'লেই শ্রীমতী আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য হ'য়েছেন। অনভিপ্রেত আগমনের জন্য কর্নেলকে যেন আমার উপর বিরক্ত ব'লে মনে হয়।

নিজের নিরাসক্তি প্রকাশ করার জন্য বলি,—"আমি আসব ব'লে হয়ত মনেই করেননি, না?

—"মনে ছিল বৈকি? এখুনি চা নিয়ে আসছে এ্যানি!"

অন্ধকার ঘরের ভিতরেও লক্ষ্য করি, শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মুখখানি

ফুলে উঠেছে অশ্রুসিক্ত হ'য়ে। গাত্রত্বক তাঁর খুব চমৎকার কোনদিনই ছিল না,—এবার যেন রুক্ষ ঠেকে।

—"আমার ভগ্নীপতির কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে! সেই যে ছুটির আগেকার প্রীতিভোজে ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'য়েছিল।"

হস্তমর্দনের পালা শেষ করে নিই আমরা। নিদারুণ ক্ষুধা বোধ হ'তে থাকে আমার। বলবার মত কোনকিছুই পাই না। শ্রীমতী স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়ে আমায় বিপদ হ'তে রক্ষা করেন। জান্‌তে চান, সারা ছুটিটা কাটিয়েছি কী ক'রে? তাঁর প্রশ্নে নিজেকে কিছুটা আত্মস্থ ক'রে তুলে চা আসার আগে পর্যন্ত কোনমতে গল্প চালিয়ে যেতে থাকি। কর্নেল বাসনা জানান, সোডা-মিশ্রিত হুইস্কি পানের। বলেন,—তোমারও এক গ্লাস খাওয়া ভাল, এ্যামি!

—"থাক্! চা-ই বেশ!"

এতক্ষণের মধ্যে এটাই হোল শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সর্বপ্রথম মন্তব্য। শ্রীমতীকে গল্প শোনানোয় ব্যস্ত থাকার দরুন আর কোন কিছু লক্ষ্য ক'রতে পারিনি আমি। কর্নেলও আর কোন উচ্চবাচ্য না করে নীরবে চুল্লীটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। বিদায় নেওয়ার একটা সুষ্ঠু অজুহাত খুঁজে বার করাই আমার প্রধান সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠিক করতে পারি না, কেন শ্রীমতী এমন অবস্থাতেও আমাকে দেখা করার অনুমতি দিলেন? স্পষ্ট দেখতে পাই, গ্রীষ্মাবসানের পূর্বে ঘরের স্থানান্তরিত ফুল এবং অন্যান্য টুকিটাকিগুলো কিছুই যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা হয়নি। অতি-পরিচিত ঘরটিতে একটা জমাট্ বিষাদ বিরাজ কর্‌তে থাকে। বিশ্রী লাগে! মনে হয়, ঘরের দেওয়ালটার ওপাশে যেন কেউ ম'রে প'ড়ে আছে।

চা-পর্ব শেষ হয়।

শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করেন,—'সিগারেট চাই?'

বাক্সটার জন্য তিনি চারপাশে তাকাতে থাকেন। কোথাও দেখতে পান না সেটা। —"নেই হয়ত!"

অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি ঘর থেকে ছুটে বার হ'য়ে যান।

আমি সচকিত হ'য়ে উঠি।

আজ বুঝ্‌তে পারি যে সিগারেটের অভাব তাঁকে স্বামীর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতেই এবং ওই সামান্য আরামটুকু থেকেও অতঃপর বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে হয়ত তিনি সহসা ওভাবে আকুল হ'য়ে প'ড়েছিলেন। টের পেয়েছিলেন যে অতীত দিনগুলি তাঁর অতীতেই মিলিয়ে গেছে। ফলে, সামাজিকতার ভান রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে ওঠে।

উঠে দাঁড়িয়ে কর্নেলকে বলি,—"আমার এখন চলে যাওয়াই উচিত।"

—"ছোটলোকটা কীভাবে ওকে পথে বসিয়ে গেছে, তা শুনেছেন তো?" কর্নেল যেন সহসা ফেটে পড়েন।

অল্প একটু ইতস্ততঃ করে আমি জবাব দিই,—"জানেন তো লোকে কীভাবে ঘোঁট্ পাকায়? একটা কিছু হ'য়েছে বলে আভাস পেয়েছি মাত্র।"

—"উধাও হয়েছে সে আর একটা মেয়েকে নিয়ে। এ্যামিকে রেখে গেছে একেবারে নিঃস্ব করে।

ভেবে পাই না, কী বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে। তাই বলি,—"শুনে অত্যন্ত ব্যথা পেলাম!"

কর্নেল কিছু না ব'লে হুইস্কিটুকু গলায় ঢেলে দেন। দীর্ঘাকার কৃশ শরীর কর্নেলের। বয়স বছর পঞ্চাশ। মুখে ঝোলা-গোঁফ, মাথার চুলে পাক ধ'রেছে। চোখের তারা দু'টী ফিকে নীলাভ,—হাঁ-টা ছোট্ট। প্রথম যেদিন আমার এঁর সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন এঁর মুখে যেন বোকামির একটা ছাপ লক্ষ্য ক'রেছিলাম। সেদিন এঁকে বারবার সগর্বে সকলকেই জানাতে শুনেছিলাম যে সৈন্যবিভাগ ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত ইনি পোলো খেল্‌তেন সপ্তাহে তিনটি দিন।

বলি,—"এখানে থেকে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে আমার আর বিরক্ত করা উচিত নয়। তাঁকে জানাবেন, সত্যিই আমি ব্যথা পেয়েছি। আর, আমার দ্বারা কোন উপকার যদি তিনি সম্ভব ব'লে মনে করেন, আমি সানন্দ চিত্তে তা' করতে প্রস্তুত।"

কর্নেল আমার পানে দৃক্‌পাত না ক'রেই ব'লে চলেন,—'কী জানি,

কী উপায় এখন হবে ওর? এর ওপর আবার দুটো ছেলেমেয়ে আছে। গুষ্টিশুদ্ধ সবাই কি হাওয়া খেয়ে বাঁচবে? সতেরোটা বছর!"

—কী সতেরো বছর?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কর্নেল বলেন,—বিয়ে হয়েছে ওদের। ভায়রাভাই হ'লে কী হয়? ওটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না। ওকে কী আপনার ভদ্রলোক ব'লে মনে হয়? এ্যামির বিয়ে করাই উচিত হয়নি ওকে।

—"আর কী কোনও উপায় নেই এখন?"

—"এক বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়া এ্যামির এখন আর কিছু করার নেই। তাই আপনি আস্‌বার আগে আমি ওকে বুঝিয়ে বল্‌ছিলাম, দরখাস্ত ঠুকে দিতে। নিজের আর বাচ্চাদুটোর ভাল-র জন্যে এটা ওর করা উচিত। প্রাণ গেলেও যে সে ছোটলোকটা আমার সামনে আসতে চাইবে না। এলে, থাপ্পড়ের চোটে খাবি খাইয়ে দিতাম।"

মনে মনে আমি না ভেবে থাকৃতে পারি না যে স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের মত এমন একজন হৃষ্টপুষ্ট লোকের উপর নিজের যথেচ্ছ বাসনা ফলাতে যাওয়া কর্নেল ম্যাকৃএ্যাণ্ড্রুর পক্ষে খানিকটা বেগ-সাপেক্ষ। মুখে কিন্তু কিছুই বলি না। পাপীকে প্রত্যক্ষভাবে সাজা দিয়ে শুদ্ধ ক'রে তোলার যথোপযুক্ত সুযোগ হাতে না পেলে নীতিবাগীশ মানুষের পক্ষে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ওঠা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিদায় দেওয়ার জন্য মনে মনে আর একটা জুতসই ওজরের সন্ধান করতে থাকি। ইতিমধ্যে অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি মুছে, নাকের উপর পাউডার ঘ'ষে, শ্রীমতী স্ট্রিকৃল্যাণ্ড আবার ঘরে এসে ঢোকেন।

বলেন,—আমার উচ্ছ্বাসের জন্যে আমি লজ্জিত। আপনি এখনো চ'লে যাননি দেখে খুশি হলাম।

শ্রীমতী আসন গ্রহণ করেন। কী বলা উচিত, ভেবে পাই না। যে ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন সংস্পর্শ বা সম্পর্ক নেই, তা' নিয়ে আলোচনা করৃতে কেমন যেন দ্বিধাবোধ হতে থাকে। তখনও আমি জান্‌তাম না যে নিজেদের গোপন ব্যাপারের আলোচনার কামনা নারীর একটা বিরক্তিকর স্বভাব।

নিজেকে আত্মস্থ করার চেষ্টা ক'রে শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করেন,— "লোকে বলাবলি করছে ?"

তাঁর পারিবারিক বিবাদের সব কথা আমার অজানা নয় ব'লে ধ'রে নেওয়াতে ভিতরে আমি একটু মুষড়ে পড়ি।

—"সবেমাত্র আমি এখানে ফিরেছি। শুধ্ রোজ্ ওয়াটারফোর্ডের সঙ্গেই আমার যা দেখা হ'য়েছে এপর্যন্ত।"

হাতদুটিকে গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে শ্রীমতী অনুরোধ জানান,—"ঠিক কী শুন্‌লেন তার কাছে বলুন্ ?"

আমার দ্বিধা দেখে তিনি পীড়াপীড়ি ক'র্‌তে আরম্ভ করেন।

বলেন,—"বলুন না। আমি তো নিজে থেকে জানতে চাইছি।"

—"মানুষের গুজোব রটনার কথা তো আপনার অজানা নয়। অবশ্য রোজ্ ওয়াটারফোর্ডের কথা কেউ বড একটা বিশ্বাসও করেন না। বল্‌লেন্—আপনার স্বামী আপনাকে ত্যাগ ক'রেছেন!"

—"আর কিছু নয় ?"

চা-খানার মেয়েটি সম্পর্কে রোজ্ ওয়াটারফোর্ডের শেষ মন্তব্যটির পুনরুক্তি করা বাঞ্ছনীয় নয় মনে ক'রেই অগত্যা আমি মিথ্যার আশ্রয় নিই।

—"কাউকে সঙ্গে নিয়ে পালানোর কথা কিছু বলেনি ?"

—"না তো।"

—"ঐটুকুই আমি জান্‌তে চেয়েছিলাম।"

অল্প একটু বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ি আমি। আমার যে আশু বিদায় নেওয়া দরকার সেকথাটাই তখন সবকিছুকে ছাপিয়ে আমার মনে হ'তে থাকে।

শ্রীমতীর সাথে হস্তমর্দনের পালা সাঙ্গ ক'রে বিদায় নেওয়ার আগে তাঁকে জানিয়ে দিই যে তাঁর কোনরকম উপকারে লাগ্‌তে পারলে খুশি হবো।

শ্রীমতীর মুখে একটুকুরো পাণ্ডুর হাসি ফুটে ওঠে।

—"অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে! তবে, আমার আজকের অবস্থায় কেউ-ই হয়ত কিছু ক'রতে পারে না।"

সহানুভূতি প্রকাশ ক'রতে বাধো-বাধো ঠেকে।

বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে কর্নেলের দিকে ফিরি। তিনি কিন্তু হাত না বাড়িয়েই বলেন,—"আমিও এখুনি আসছি। আপনি যদি ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট্ পর্যন্ত হেঁটে যেতে চান, তাহ'লে আমিও যেতে পারি একসঙ্গে।"

বলি,—"বেশ তো! আসুন।"

॥ নয় ॥

রাস্তায় বার হয়েই কর্নেল বলেন,—"ব্যাপার বড় সঙ্গীন!"

বুঝি, যে-আলোচনাটি ইতিপূর্বে কয়েক ঘণ্টা ধরে তিনি শ্যালিকার সঙ্গে চালাচ্ছিলেন, নতুন ক'রে আর একবার তা সুরু করবার জন্যই তিনি আমার সঙ্গ নেন।

ব'লে চলেন,—"মেয়েটা যে কে, তা' আমরা আজো জানি না— বুঝ্লেন? এইটুকু শুধু জানি যে ইতরটা প্যারীতে পালিয়েছে।"

—"ওঁদের মধ্যে খুব মিল আছে ব'লেই আমার ধারণা ছিল।"

—"ছিলই তো! আপনি আসবার আগেই তো এ্যামি আমাকে বলছিল যে ওদের এতদিনকার বিবাহিত জীবনে ঝগড়া হয়নি কখনো। এ্যামিকে তো আপনি জানেনই। অমন ভালো মেয়ে হয় না দুনিয়ায়।"

আমার কাছে এতখানি গোপনীয়তা প্রকাশের পর ক'টি প্রশ্ন করায় আর কোন দোষ দেখতে পাই না।

—"আপনি কি ব'লতে চান যে শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের মনে কোন সন্দেহই দেখা দেয়নি কোনদিন?"

—"কিছু না। সারা আগস্ট মাসটা সে যখন নর্‌ফোকে তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছিল, তখনও সে যেন ঠিক আগের মানুষটি। আমি আর আমার স্ত্রী দু'তিনবার ওদের কাছে যাই—গল্‌ফও খেলি তার সঙ্গে। সেপ্টেম্বর মাসে তার ব্যবসায়ের অংশীদারকে ছুটি দেবার জন্য সে ফিরে আসে শহরে,—এ্যামি থাকে ওখানেই। দেড় মাসের

জন্যে ওরা একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল। মেয়াদ শেষ হবার মুখে এ্যামি তাকে ওর লণ্ডনে ফিরে আসবার সময়টা জানায় চিঠি লিখে। উত্তর পায়।—প্যারী থেকে। লিখে পাঠায় সে, যে, ওর সঙ্গে সে আর থাকবে না স্থির ক'রেছে।

—"অজুহাত ?"

—"কিছুই নয়। চিঠিটা আমিও দেখেছি। দশ লাইনের বেশী হবে না।"

—"আশ্চর্য !"

এইসময় রাস্তা পার হবার জন্য আমাদের কথা বন্ধ করতে হয়। কর্নেল ম্যাক্এ্যাণ্ড্রু যা শোনান তা' যেন নিতান্ত অসম্ভব ব'লে মনে হয়। মনে সন্দেহ দেখা দেয়, যে-কোন কারণেই হোক্ শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ড প্রকৃত ঘটনার অনেকখানিই গোপন ক'রে রেখেছেন। একথা স্বীকার করা কষ্টসাধ্য সে দীর্ঘ সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনের পরও কেউ তার স্ত্রীর কাছে সন্দেহজনক কোন ঘটনার অস্তিত্ব না রেখেই তাকে ত্যাগ ক'রে পালাতে পারে।

কর্নেল আবার আরম্ভ করেন,—"এভাবে একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কি অজুহাতই বা লোকে দিতে পারে ? আমার তো মনে হয়, সে ভেবেছিল তার স্ত্রী একদিন আপনা হতেই সব কথা টের পাবে। এমনি মানুষ সে।"

—"শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ড এখন কি করবেন ঠিক ক'রেছেন ?"

—"প্রথমে আমাদের প্রমাণ যোগাড় ক'রতে হবে। আমি নিজে যাচ্ছি প্যারীতে।"

—"ব্যবসাটার কি হবে ?"

—"সেদিকে খুব হুঁসিয়ার। গতবছর থেকে জাল গুটোতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল।

—"অংশীদারটিকে সে-কথা জানিয়েছিলেন কী ?"

—"একটি কথাও নয়।"

ব্যবসায়-ব্যাপারে কর্ণেল ম্যাক্এণ্ড্রুর জ্ঞানের গভীরতার পাশে আমি আনুপাতিক ভাবেই সমান অজ্ঞ। তাই ঠিক বুঝতে পারি না,

কোন্ সর্তে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের পক্ষে এভাবে ব্যবসা ত্যাগ করা সম্ভব? কর্নেলের কাছ হ'তে জানতে পারি যে পরিত্যক্ত অংশীদারটি অত্যন্ত রেগে উঠে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ব'লে শাসিয়েছেন। দেখা গিয়েছে নাকি যে নিষ্পত্তির জন্য স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে অন্ততঃ চার-পাঁচশো পাউণ্ড খেসারত-স্বরূপ গুনে দিতে হবে।

—"তবু বরাত জোর যে ব্যবসাটার আসবাব-পত্রগুলো সবই আছে এ্যামির নামে। যাই হোক্ না কেন, ওগুলো বরাবর ওরই থাকবে।"

—"তাই বুঝি ব'লছিলেন যে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের জন্য উনি কিছুই রেখে যান নি?"

—"ঠিক। মাত্র নগদ দু'তিন শো পাউণ্ড আর ওই আস্‌বাব গুলোই ওর সম্বল।"

—"তাহ'লে ওঁর এখন কি ক'রে চল্‌বে?"

—"ভগবান জানেন!"

ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিল হ'য়ে উঠতে থাকে।

উষ্মার সঙ্গে অতিশয়োক্তি মিশিয়ে কর্নেল আমার কাছে ব্যাপারটি প্রাঞ্জল করার পরিবর্তে আরো দুর্বোধ্য ক'রে তুলতে থাকেন। "আর্মি এ্যাণ্ড্ নেভি স্টোর্‌স্"-এর ঘড়িটার পানে তাকিয়ে সহসা কর্নেলের মনে পড়ে যায় যে ক্লাবে তাঁর তাস-খেলার কথা আছে। তাই, আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে তিনি সেণ্ট জেম্‌স্ পার্কটাকে অতিক্রম করবার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেন।

॥ দশ ॥

দিন দুই পরে একটি চিরকুট লিখে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড অনুরোধ জানান, সম্ভব হ'লে সেদিন রাত্রে আহারের পর তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে।

তাঁকে একা দেখতে পাই। অঙ্গের কৃষ্ণপরিচ্ছদ যেন মানসিক বিষাদের প্রতীক! তবু একটু আশ্চর্য না হ'য়েও পারি না। মনে হয়, যেন প্রকৃত শোকানুভূতি সত্ত্বেও তিনি ভুলে যাননি, কোন্‌টা তাঁকে কেমন মানায়?

আমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য বলেন,—"সেদিন আপনি বলে-ছিলেন যে দরকার হ'লে আমার জন্য যথাসাধ্য ক'রতে আপনি রাজী আছেন।"

—"সত্যিই তাই।"

—"প্যারীতে গিয়ে একবার চার্লির সঙ্গে দেখা ক'রবেন?"

—"আমি?"

পিছিয়ে পড়ি। মাত্র একটিবার আমি দেখেছি তাঁকে। বুঝতে পারি না, আমাকে দিয়ে শ্রীমতী ঠিক কী করিয়ে নিতে চান।

—"ফ্রেড অবশ্য যেতে চাইছে।"

"ফ্রেড" ওরফে কর্নেল ম্যাক্‌এ্যাণ্ড্রু।

—"কিন্তু ওকে আমি পাঠাতে চাই না। ও হয়ত ব্যাপারটাকে আগে খিঁচড়ে তুলবে। তাই ভাবছিলাম, আর কাকে পাঠানো যায়?"

তাঁর কণ্ঠস্বর অল্প কেঁপে ওঠে। মনে হয়, এক্ষেত্রে দ্বিধা ক'রলে সেটা বর্বরতা ব'লে মনে হবে।

—"কিন্তু আমি বোধ হয় আপনার স্বামীর সঙ্গে দশটা কথাও কইনি। তিনিও আমাকে ভাল ক'রে চেনেন না। হয়ত তিনি সটান আমাকে হাঁকিয়ে দেবেন।"

মৃদু হেসে শ্রীমতী বলেন,—"সেটা কী সত্যিই আপনার পক্ষে খুব বড় আঘাত হ'য়ে উঠবে?"

—"ঠিক কী ক'রতে বলেন আমাকে ?"

শ্রীমতী সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়ে বলেন,—"আমার মনে হয়,—ও যে আপনাকে ভাল ক'রে চেনে না, সেটা একরকম ভালই। ফ্রেড্‌কে ও কোনদিনই বিশেষ পছন্দ করতো না,—নির্বোধ বলেই মনে করতো। শুধু ফ্রেড্‌কে নয়, কোন সৈনিককেই ও ঠিক বুঝতো না। ফ্রেড্‌ যদি রেগে ওঠে, তাহ'লে একটা ঝগড়া বেধে মাঝ থেকে হিতের বদলে আরো অহিত ঘটতে পারে। আপনি আমার তরফ থেকে গেছেন শুনলে ও হয়ত অসম্মতি না জানিয়ে আপনার কথা শুনতেও পারে।"

বলি,—"দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ও বেশী দিনের নয়। বুঝতে পারছি না, এরকম ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু ভালভাবে জানা না থাকলে লোকে কি ভাবে এগোতে পারে ? পরের ব্যাপারে মাথা গলাতেও আমি চাই না। তার চেয়ে, আপনি কেন নিজেই গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না ?"

—"আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে সেখানে ও একা নেই।

অতঃপর আমাকে চুপ ক'রে যেতে হয়।

মানস নেত্রে দেখতে পাই, আমি যেন চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের দর্শন-প্রার্থী হ'য়ে আমার কার্ড পাঠিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। কার্ডখানি দু'টি আঙ্গুলে ধরে তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন।

—"আমার এতবড় সম্মানের হেতু ?"

—"আপনার স্ত্রীর সম্পর্কেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

—"বটে! আরো একটু বড় না হ'লে আপনি হয়ত নিজের চরকায় তেল দেওয়ার সদর্থটা বুঝতে পারবেন না। কৃপা ক'রে মাথাটা যদি অল্প একটু বাঁদিকে ঘোরান তাহ'লেই আপনার নজরে পড়বে দরজাটা। আচ্ছা,—নমস্কার!"

আগে হতেই বুঝতে পারি, মান বজায় রেখে সেখান থেকে বিদায় নেওয়া কষ্টসাধ্য হবে। শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের যাবতীয় ঝামেলা মিটে যাওয়ার পর লণ্ডনে ফিরে আসিনি বলে মনে মনে আপসোস হয়।

আড়চোখে একবার তাঁর পানে তাকাই। শ্রীমতী গভীর চিন্তায় মগ্ন। একটু পরেই আবার তিনি আমার পানে চোখ তুলে মৃদু হেসে বলেন,—"সমস্তটাকে যেন একান্ত অভাবনীয় ব'লে মনে হ'চ্ছে। সতেরো বছর হোল বিয়ে হ'য়েছে আমাদের। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে চার্লি এভাবে অপর কারো দিকে আকৃষ্ট হ'তে পারে। বরাবরই আমাদের মনের মিল ছিল খুব। অবশ্য, আমার নিজের এমন অনেক কিছুর উপর ঝোঁক ছিল, যার উপর ওর কোন টান ছিল না।"

—"জান্‌তে পেরেছেন কি কে—"

বুঝ্‌তে পারি না, ঠিক কি ভাবে কথাটা গুছিয়ে পাড়া যায়।

—"না। কেউ সঠিকভাবে জানে ব'লেও মনে হয় না। সেটাই তো হোল সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। সাধারণতঃ মানুষ কারো প্রেমে পড়লে, লোকে তাদের দু'জনকে এক সাথে বেড়াতে, খেতে, কিংবা ঐ ধরনের কোনও না কোনও অবস্থাতে দেখতে পেয়েই থাকে। হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা তখন দয়া ক'রে বেচারী স্ত্রীকে খবরটা পৌঁছে দিয়েও যায়। আমি কিন্তু কোন খবর পাইনি,—কিছুই নয়। ওর চিঠিটা যেন বজ্রাঘাতের মত দেখা দিল। হয়ত পরম সুখেই আছে ও।"

শ্রীমতী কেঁদে ফেলেন। তাঁর জন্য মনটা মমতায় ভ'রে ওঠে। একটু পরে খানিকটা শান্ত হন তিনি।

চোখ মুছে বলেন,—"নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করা এখন আর আমার সাজে না। শুধু ঠিক ক'রে নিতে হবে যে কি ক'রলে এখন সবচেয়ে ভাল হয়?

শ্রীমতী অনর্গল কথা ক'য়ে চলেন। এই হয়ত তাঁদের সদ্য-পিছনে-ফেলে-আসা দিনগুলির কথা,—পরক্ষণেই হয়ত তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী,—তারপর বিয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি টের পাই যে আমার মনের মধ্যে ওঁদের এমন একটা সঙ্গতিপূর্ণ ছবি ফুটে উঠ্‌তে থাকে, যা' মোটেই খাপছাড়া নয়।

একজন 'ভারতীয় বিধিজ্ঞের' মেয়ে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড। অবসর-গ্রহণের পর তাঁর বাবা দেশের একটি নিরালা অঞ্চলে বাসা বাঁধেন।

অতঃপর, প্রত্যেক বছর আগস্ট মাসে তিনি সপরিবারে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য ঈস্ট্‌বোর্নে বেড়াতে আসতেন। এই ঈস্টবোর্নেই কুড়ি বছর বয়সে চার্লস্‌ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে শ্রীমতীর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের বয়স তখন তেইশ। ওঁরা এক সাথে টেনিস খেলতেন, ঘুরে বেড়াতেন, স্থানীয় গাইয়েদের গান শুনতেন। এমনিভাবে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নিজে বিবাহের প্রস্তাব করার এক সপ্তাহ আগে শ্রীমতীই তাঁকে জীবনসঙ্গীরূপে স্বীকার ক'রতে মনস্থ করেন। বিয়ের পর ওঁরা লণ্ডন অঞ্চলে এসে বাস ক'রতে আরম্ভ করেন। প্রথমে হ্যাম্পস্টেডে,—তারপর অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাস শহরে। দু'টি ছেলেমেয়ে আসে ওঁদের কোলে।

—"ছেলেমেয়েকে ও খুব ভালবাসতো। আমার সম্বন্ধে সত্যিই যদি ওর ক্লান্তি এসে থাকে, তবু বুঝতে পারি না, কোন্‌ প্রাণে ছেলে-মেয়েদেরও ছেড়ে যেতে পারল? সব কিছু এমন অবিশ্বাস্য ঠেকে! এখনও যেন সত্যি ব'লে বিশ্বাস ক'রতে কষ্ট হয়।"

শেষে, স্বামীর·লেখা চিঠিখানা তিনি আমায় দেখান। কৌতূহল সত্ত্বেও নিজে থেকে কথাটা পাড়তে পারিনি।

লেখা আছে চিঠিতে…

"প্রিয় এ্যামি,

> বাসায় ফিরে তুমি সবকিছু ঠিক আছে দেখতে পাবে ব'লেই মনে হয়। এ্যানিকে আমি তোমার নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছি। তোমরা ফিরে এসে খানা তৈরী পাবে। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার থাকা হ'য়ে উঠলো না। এখন থেকে আমি আলাদা থাকবো ব'লে মনস্থির ক'রেছি। তাই, আজ সকালেই প্যারী যাত্রা ক'রছি। প্যারীতে পৌঁছে এই চিঠিখানা ডাকে দেব। আমি আর ফিরে আসবো না,—এটাই হোল আমার অটুট্‌ সিদ্ধান্ত।
>
> তোমার চিরদিনের
>
> চার্লস্‌ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড…"

—"আপসোস বা কৈফিয়তের একটা কথাও নেই। অমানুষিক ব'লে মনে হয় না?"

উত্তর দিই,—"ঘটনানুযায়ী চিঠিখানা খুবই বিচিত্র ঠেকে বৈকি!"

—"কৈফিয়ত একটাই মাত্র থাকতে পারে। ও হয়ত আত্মস্থ নেই। যে-মেয়েটির খপ্পরে ও পড়েছে, তাকে আমি চিনি না। তবে যেই হোক্ না কেন, সে যেন ওকে ভেঙে গড়েছে। মনে হয়, ব্যাপারটা গড়াচ্ছিল অনেকদিন থেকেই।"

—"একথা মনে হবার কারণ?"

—"খবরটা এনেছিল ফ্রেড্। আমার স্বামী ব'লত যে সপ্তায় তিনচার দিন সন্ধ্যায় ও ক্লাবে যেত ব্রিজ্ খেলতে। সেই ক্লাবেরই একজন চেনা সদস্যের কাছে কথায় কথায় ফ্রেড একদিন ব'লে বসে যে চার্লস্ খুব ভাল ব্রিজ খেলোয়াড়। তাতে সদস্যটি সাশ্চর্যে জানায় যে চার্লস্‌কে সে কোনদিন ব্রিজ ঘরে ঢুকতেও দেখেনি। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমি যখন মনে ক'রতাম যে চার্লস্ ব্রিজ ক্লাবে গেছে, তখন সে থাকতো মেয়েটার সঙ্গে।"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকার পর ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ায় আমি বলি—"রবার্টকে সব কথা খুলে বলা মুস্কিল হ'য়ে দাঁড়াবে।"

—"ওদের দু'জনের কাউকে আমি একটি কথাও জানাইনি। ওদের স্কুলে যাবার ঠিক আগের দিনটিতে আমরা শহরে ফিরে আসি। বুদ্ধি খাটিয়ে আমি ওদের বলেছি যে ওদের বাবা ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বাইরে গেছে।"

অতবড় আকস্মিক গোপনীয়তাকে মনের মধ্যে চেপে রেখে ছেলে-মেয়েদের কাছে নিজের স্বাভাবিক হৃষ্টতা বজায় রাখা কিংবা তাদের যাবতীয় সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করে দেওয়া শ্রীমতীর কাছে সহজসাধ্য হয়ে ওঠেনি। অশ্রুজড়িতকণ্ঠে শ্রীমতী আবার বলতে থাকেন, "কী যে হবে বেচারা ছেলেমেয়ে দু'টোর, কী ক'রে যে বাঁচবো আমরা,—তাই শুধু ভাবি।"

শ্রীমতী আত্মদমনের চেষ্টা করতে থাকেন। তার হাত দুটি বারে বারে মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে আবার খুলে যেতে থাকে। দৃশ্যটি নিদারুণ বেদনা-দায়ক হ'য়ে ওঠে।

—"আপনি যদি মনে করেন যে প্যারীতে গেলে আপনার কোনও

উপকার হবে, আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে, তার আগে আমার জানা দরকার ঠিক কী কাজ আপনি আমাকে করতে বলেন ?"

—"আমি শুধু চাই,—ও ফিরে আসুক !"

—"কর্ণেল ম্যাক্‌এণ্ড্রুর কথায় আমি ভেবেছিলাম যে আপনি ওঁর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করবেন ব'লে মনস্থির করেছেন।"

—"কক্ষণো নয়।"

আকস্মিক উষ্মাভরে শ্রীমতী বলে ওঠেন—"ওকে আমার হ'য়ে জানিয়ে দেবেন যে সেই মেয়েটাকে কোনদিন ও বিয়ে ক'রতে পারবে না। আমিও ঠিক ওর মত একগুঁয়ে। বিবাহ-বিচ্ছেদ আমি কোনদিন কর্ব না। ছেলেমেয়েদের কথা আমায় ভাবতে হবে না ?"

শেষের কথাক'টি তিনি বোধহয় তাঁর অজুহাত ব'লে জানাতে চান। তবু আমার মনে হয় যে মাতৃস্নেহের তুলনায় সেই অচেনা মেয়েটির উপর একটি স্বাভাবিক ঈর্ষাই যেন তার অধিকতর যুক্তিসংগত কারণ।

—"আজও কি আপনি ওঁকে ভালবাসেন ?"

—"বলতে পারি না। ও শুধু ফিরে আসুক। অতীতের সব কথা আমরা ভুলে যাব। সতেরো বছর হ'য়ে গেল আমাদের বিয়ে হয়েছে। উদারমনা মহিলা আমি। যা' ও ক'রে ফেলেছে, তার কথা নিজে থেকে ও বলতে না চাইলে আমিও কোনদিন শুনতে চাইব না। তবে ওকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে এ মোহ ওর থাকবে না। এখনও যদি ও ফিরে আসে তাহ'লে সবকিছু আবার আগের মত সহজ হ'য়ে যাবে, কেউ কিছু জানতেও পারবে না।"

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডও যে লোকের কথায় কান দেন, একথা মনে হ'তে আমি খানিকটা মনমরা হ'য়ে পড়ি। তখন জানতাম না যে নারীর জীবনে অপরের মন্তব্যের স্থান কতখানি! এর ফলে ওদের অগাধ বিশ্বাসের ভিত্তিও আল্গা হ'য়ে আসে।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ঠিকানা জানা ছিল। তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার ভদ্রলোক স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে তাঁর আত্মগোপনের জন্য একটি কড়া অথচ শ্লেষাত্মক চিঠি লেখেন তাঁর ব্যাঙ্কের ঠিকানায়। প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত লঘু রহস্যের

সঙ্গে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর অংশীদারটিকে জানিয়ে দেন, ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। আস্তানা তাঁর একটা হোটেলে।

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জানান,—"জায়গাটার নামও শুনিনি কোনদিন। ফ্রেড্‌ নাকি বেশ ভালভাবেই চেনে। বল্‌ছিল,—দারুণ খরচ পড়ে ওখানে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর মুখে গাঢ় রক্তিমাভা ফুটে ওঠে। অনুমান ক'রে নিতে আমার কষ্ট হয় না যে স্বামীর বর্তমান আচরণের কথা মনে পড়াতেই তাঁর এহেন ভাবান্তর ঘটে। হয়ত মানসনেত্রে তিনি দেখতে পান,—স্বামী তাঁর বাস করছেন দামী হোটেলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে,—একটার পর আরেকটা ঝকঝকে ভোজনাগারে আহার ক'রে চলেছেন,—সঙ্গে সঙ্গে হয়ত চলেছে ঘোড়দৌড়ের মেলা, সান্ধ্যক্রীড়া,—এমনিধারা আরো কত কী!

শ্রীমতী আবার আরম্ভ করেন,—"চল্লিশ বছর বয়স হোল ওর। এ বয়সে আর ওকে এসব করতে দেওয়া চলে না। ছেলে-ছোকরা হলেও না হয় বুঝতাম,—কিন্তু ওর মত বয়সের একজন মানুষ,—যার দু'টি প্রায় উপযুক্ত ছেলেমেয়ে বর্তমান,—তার এমন কাণ্ডের কথা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। এত অত্যাচার যে ওর নিজেরই শরীরে সইবে না।"

তাঁর বুকের মধ্যে বাধে রাগ ও ক্ষোভের দ্বন্দ্ব।

—"বলবেন,—সংসারটা কাঁদছে ওর জন্যে। সবকিছুই ঠিক আগেকার মত থেকেও যেন বদলে গেছে। ওকে ছেড়ে বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,—হয়ত শীঘ্রই আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। অতীতের কথা, আমাদের জীবনের খুঁটিনাটির কথা, সব ওকে মনে করিয়ে দেবেন। ছেলেমেয়েরা ফিরে এসে তাদের বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব দেব আমি তাদের? বলবেন—যেমন ছেড়ে গেছে, ঘরটা ওর আজও ঠিক তেমনি আছে,—অপেক্ষা করছে ওর জন্যে,—আমরাও!"

এতক্ষণে আমাকে কী করতে হবে তার নির্দেশ দেন শ্রীমতী।

তাঁর স্বামীর সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য আমাকে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করতে অনুরোধ জানান শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড। আকুল কান্নায় তিনি ভেঙে

পড়েন। ব্যথাহত হ'য়ে উঠি। স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের নিষ্ঠুরতার জন্য মনে মনে তাঁর উপর রাগও হ'তে থাকে। স্থির করি, তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সত্যসত্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। শ্রীমতীকে কথা দিই যে এক-দিন পরেই আমি প্যারী রওনা হবো এবং যতদিন পর্যন্ত না কিছু সুরাহা হয় ততদিন থাকবোও সেখানে।

ইতিমধ্যে বহুক্ষণ কেটে গিয়েছিল। অতখানি ভাবোচ্ছ্বাসের পর আমরা দুজনেই যেন ক্লান্তি বোধ করতে থাকি।

শ্রীমতীর কাছে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

॥ এগারো ॥

যাত্রাপথের নির্জনতায় শ্রীমতী স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের বিষাদময়তা হতে দূরে এসে আমি ঘটনাগুলিকে নূতন ক'রে স্থিরমস্তিষ্কে ভাবতে আরম্ভ করি। ক্রমশঃ যেন খবরগুলিতে অবিশ্বাসের সন্ধান মিলতে থাকে। শ্রীমতীর আচরণ-বৈপরীত্যে আমার যেন বিভ্রম লাগে। দুঃখ তাঁর আছে সত্য, —কিন্তু যেন শুধুমাত্র আমার সহানুভূতি উদ্রেক করবার জন্যই তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে তা' জাহির করেছেন ব'লে মনে হতে থাকে। কান্নার জন্য যে তিনি আগে হতেই তৈরি হয়েছিলেন, সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। তা' না হলে অতগুলো রুমাল তাঁর সঙ্গে থাকতো না। তাঁর ভবিষ্যৎদৃষ্টি প্রশংসনীয় হলেও, কথাগুলি মনে পড়ায় তাঁর অশ্রুজলের আবেদনক্ষমতা সহসা যেন আমার কাছে কমে যায়। ভেবে ঠিক করতেই পারিনা যে সত্যই তিনি প্রেমের জন্য স্বামীর প্রত্যাবর্তন কামনা করেন, না, ওটা শুধু তাঁর দরকার লোকের মুখ বন্ধ করাবার জন্য? তাঁর মানসিক বিষাদময় প্রেমাকুলতার মধ্যেও খাদ ছিল ব'লে আমার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। হয়ত, আমার তরুণ মনের সহানুভূতিটুকুকে ছল ক'রে আয়ত্ত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তখনও জানতাম না যে মানবচরিত্র কত জটিল! টের পাইনি তখনও যে আন্তরিকতার মাঝেও

কতখানি বিস্ময়কর ছলনা লুকিয়ে থাকতে পারে,—কতখানি নীচতা থাকতে পারে মহানুভবতায়,—আর কলুষতার মাঝেও থাকতে পারে কতখানি শুভ ?

তবু আমার বিদেশযাত্রার মাঝে আমি যেন একটা দুঃসাহসিক অভিযানের অস্তিত্ব টের পেতে থাকি। প্যারীতে পৌঁছে খুশিতে ভরে ওঠে মন। নিজেকে আমি একবার নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই ক'রে নিই। ভ্রান্ত স্বামীকে ক্ষমাশীলা স্ত্রীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্বস্ত বন্ধুর ভূমিকাটি আমার ভালই লাগে।

কারো মনের দ্বারে কোনরকম আবেদনের পক্ষে দ্বিপ্রাহরিক আহারের পূর্বের সময়টা ফলপ্রসূভাবে প্রশস্ত ক্ষণ নয় বলেই আমার মনে হয়। তাই স্থির করি, পরদিন সন্ধ্যায় স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড-এর সঙ্গে দেখা করব।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যেখানে বাস করেন ব'লে খবর পেয়েছিলাম, সেটার নাম হোতেল দ্য বেল্‌জি। নিজের হোটেলে আমি সেটার খোঁজ নেবার চেষ্টা ক'রে সাশ্চর্যে লক্ষ্য করি যে আমার পরিচারকটি অমন কোনও জায়গার নাম পর্যন্ত শোনেনি কোনদিন। শ্রীমতী স্ট্রিকল্যাণ্ড আমায় জানিয়েছিলেন যে রূ দ্য রিভোলির পিছন দিকে একটা প্রকাণ্ড সুদৃশ্য বাড়ী ওটা। পথ-পরিচিতি খুলে আমরা খুঁজতে আরম্ভ ক'রে দিই। ওই নামের একটা হোটেল পাওয়া যায় রূ দ্য ময়নেঁতে। তবে সে বাড়ীটা কায়দাদুরস্ত তো নয়ই,—এমন কি সম্ভ্রমসূচকও নয়।

ঘাড় নেড়ে আমি জানাই,—"উঁহু! এটা কক্ষণো নয়।"

পরিচারকটি নিরুৎসাহসূচক ঘাড় নাড়ে। প্যারীতে ও নামের আর একটাও হোটেল পাওয়া যায় না। মনে হয়, হয়তো ভেবেচিন্তে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নিজেই তাঁর ঠিকানা ভাঁড়িয়েছেন। তাঁর অংশীদারকে পাঠানো ঠিকানাটা,—যেটা আমারও সম্বল,—হয়ত একটা ধাপ্পা। কেন জানি না, আমার মনে একটা ধারণা দেখা দেয় যে একটি ক্রুদ্ধ শেয়ারের দালালকে ধাপ্পা দিয়ে প্যারীর একটা অখ্যাত পল্লীর একটা নগণ্য বাড়ীতে টেনে এনে রগড় করার জন্য স্ট্রিকল্যাণ্ডের পক্ষে এমন একটা ধাপ্পাবাজী দেওয়া অসম্ভব নয়। তবু নিজে গিয়ে যাচাই ক'রে দেখাই আমি স্থির করি।

পরদিন সন্ধ্যা ছ'টার সময় একটা গাড়ী ভাড়া ক'রে রু স্ত ময়নে'র মোড়ে এসে সেটাকে ছেড়ে দিই। উদ্দেশ্য, বাকী পথটুকু পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে ভিতরে ঢোকবার আগে জায়গাটাকে ভালভাবে লক্ষ্য করা। রাস্তাটার দু'ধারে স্থানীয় গরীবদের উপযোগী দোকানের সারি। প্রায় মাঝ বরাবর বাঁদিকে হোটেলটা। উঁচু, জরাজীর্ণ বাড়ীটা,—বহুদিন ধরে রঙ করা হয়নি। আমার নিজের হোটেলটি নগণ্য হ'লেও এটার তুলনায় ইন্দ্রালয় ব'লে মনে হয়। বিশ্রী নোংরা। তুলনায়, চারপাশের অন্যান্য বাড়ীগুলোকে যথেষ্ট পরিষ্কার দেখায়। ময়লা জানালাগুলো সব বন্ধ। এমন জায়গায় চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কখনো থাকতে পারেন ব'লে আমার মনে হয় না। বিশেষতঃ যখন তাঁর সঙ্গে সেই অজ্ঞাত মনোহারিনীটিও রয়েছে, যার জন্য স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কর্তব্য, মর্যাদা, সবকিছুতে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। নিজের বোকামির জন্য নিজেরই উপর রাগ হ'তে থাকে। কোন তল্লাস না নিয়েই হয়ত ফিরে যেতাম, শুধু শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কথা মনে করেই ভিতরে প্রবেশ করি।

দোকানের পাশের দিকে দরজটা খোলা।—মাথার উপর একটা পরিচয়-ফলকে লেখা—"ব্যুরেঁা আঁ প্রিমিয়ঁ।" সরু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই একটা কাচঢাকা ছোট্ট কুঠুরীর মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হই। ভিতরে একটা ডেস্ক্ আর খানকয়েক চেয়ার। কুঠুরীটার বাইরের দিকে একটা খালি বেঞ্চ,—বোধহয় চাকরটা ওটারই উপর শুয়ে কাটায় বিনিদ্র রজনী। আশপাশে কারও পাত্তা মেলে না। ছোট্ট একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার উপরে "পরিচারক" লেখা আছে দেখে সেটা বাজাতেই যেন সহসা মাটি ফুঁড়ে একজন পরিচারক এসে উদয় হয়। পরিচারকটি বয়সে তরুণ,—ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি,—গায়ে একটা পুরোহাতা সার্ট, অথচ পায়ে কার্পেটের চটি।

প্রশ্ন করি,—"বল্‌তে পারো, এখানে মিঃ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নামে কেউ থাকেন কিনা?"

—"সাত তলায়।—বত্রিশ নম্বর ঘর।"

বিস্ময়ের মাত্রাধিক্যে কয়েকটা মুহূর্ত আমি কোন কথাই বল্‌তে পারি না।

—"আছেন এখন?"

পরিচারকটি ডেস্কটির পানে তাকিয়ে বলে,—"চাবি তো দেখ্‌ছি না। উপরে যান,—দেখা হবে।"

ভেবেচিন্তে আবার জিজ্ঞাসা করি,—"মহিলাও আছেন নাকি কেউ? (Madame est la'?)

—"কর্তা একাই আছেন।" (Monsieur est gont).

আমি উপরে উঠতে আরম্ভ করি। পরিচারকটি সন্দেহজনক ভাবে তাকাতে থাকে আমার পানে। চারদিক হ'তে একটা দূষিত ছাতা-পড়া গন্ধ নাকে এসে পৌঁছতে থাকে। তিনধাপ উপরে ড্রেসিং গাউন-পরিহিতা আলুলায়িতকুন্তলা একটি মহিলা দ্বার খুলে নীরবে আমাকে দেখতে থাকেন। অবশেষে সাততলায় পৌঁছে বত্রিশ নম্বর ঘরটির দ্বারে করাঘাত করি। ভিতরে অল্প একটু শব্দ হয়। তারপর দরজাটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে চার্লস্‌ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নীরবে আমার সামনে এসে দাঁড়ান। আমাকে তিনি চিনতে পারেন না। নিজের নামটা জানাই তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে যথাসাধ্য সপ্রতিভ ক'রে তোলার চেষ্টা করি।

বলি,—"মনে পড়ছে না? গত জুলাই মাসে আপনার বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল।"

উৎসাহভরে তিনি বলেন,—"ভিতরে আসুন। খুশি হলাম আপনাকে দেখে। ওই কাঠের চেয়ারটায় বসুন।"

ঘরের ভিতরে ঢুকি এর পর।

ছোট্ট ঘরটা ফরাসীদের 'লুই ফিলিপের' কায়দায় আসবাবপত্রে বোঝাই ক'রে সাজানো। প্রকাণ্ড একটা তক্তাপোষের উপর লাল্‌চে রঙের হাঁসের পালকের তরংগায়িত বিছানা পাতা। একটা গোল টেবিল। প্রকাণ্ড একটা পোশাকের আলমারি, ছোট্ট—একটা প্রক্ষালণ-জলাধার, লাল-শালু-মোড়া দু'টি চেয়ারের উপর স্তূপীকৃত এটা-সেটা,—সবকিছু মিলে ঘরটাকে নোংরা ও দূষিত করে তুলেছে। একটা চেয়ারের উপর থেকে জামার কাঁড়ি টান মেরে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আমায় বসতে দেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন,—"বলুন, কী করতে পারি আমি আপনার জন্যে?"

ছোট্ট ঘরটার ভিতরে তাঁকে আমার স্মৃতির তুলনায় অনেক বড় দেখায়। গায়ে তাঁর একটা পুরানো নরফোক জ্যাকেট,—গোঁফদাড়ি কামানো হয়নি কয়েক সপ্তাহ ধরে। তাঁর সঙ্গে আমার শেষবারের সাক্ষাতের সময় বিষণ্ণতা সত্ত্বেও তাঁকে যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখেছিলাম। এখানে দেখি, ঠিক তার উল্টো। নোংরামি আর অগোছালো ভাব নিয়ে তিনি যেন ঘরের সাথে নিজেকে মানিয়ে তুলেছেন ব'লে মনে হয়। আমার মন্তব্যটা তাঁর কীরকম লাগবে তাই ভাবতে আরম্ভ করি।

বলি,—"আপনার স্ত্রীর তরফ থেকে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

—"দেখুন,—একটু আগে খানার পূর্বে একটু পানীয়ের দরকারে আমি বার হচ্ছিলাম। আসুন না আমার সঙ্গে। 'আবসিঁথ' (absinthe) চলে?"

—"গিলতে পারি কোনরকমে।"

—"তবে আসুন।"

আঝাড়া একটা চুড়ো-টুপী (Bowler Hat) মাথায় চাপিয়ে নেন তিনি।

—আমরা তো একসঙ্গে খেতেও পারি,—কী বলেন? আপনার কাছে তো আমার একটা খাওয়া পাওনা আছে।"

—"নিশ্চয়ই! তা', আপনি কী একা নাকি?"

এতক্ষণে শক্ত কথাটাকে এমন সোজা ক'রে পাড়তে পেরে মনে মনে খুশি হ'য়ে উঠি।

—"হাঁ। সত্যি বল্‌তে কী, গত তিনদিনের মধ্যে কারো সঙ্গে কথাই বলতে পাইনি। ফরাসী ভাষাটাও আবার আমার ঠিকমত চোস্ত নয়।"

তাঁর পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কথাগুলো শুনে বিস্মিত হই। চা-খানার সেই মেয়েটির তবে কি হোল? এরই মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বাধলো নাকি? না, মোহ কেটে গেছে? দেখেশুনে মনে হয় যে এহেন দুঃসাহসিকতার জন্য পুরো একটা বছরের প্রস্তুতির বস্তুতঃ কোনও প্রয়োজন হয়ত ছিল না।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা আভেন্যু দ্য ক্লিচি-তে এসে উপস্থিত হ'য়ে বড়গোছের একটা পানাগারের বারান্দায় একটা টেবিল দখল ক'রে ব'সে পড়ি দু'জনে।

॥ বারো ॥

আভেন্যু দ্য ক্লিচিতে তখন দারুণ ভীড়। লুব্ধ পথিকের দল রহস্যোত্তেজনাময় খোরাকের সন্ধানে বার হয়েছে দলে দলে। কেরানী, দোকানী-মেয়ে, বুড়োর দল (যেন বাল্‌জাকের উপন্যাসের পাতা থেকে বার হয়ে এসেছে), রাজ-পারিষদ, পেশাদার ছলনাময় মেয়েপুরুষ,— সবার দেখা মেলে তার মধ্যে। প্যারীর এইসব দুঃস্থ-পল্লীর রাস্তাগুলি রক্তোত্তেজক অভাবনীয়তার রসদে ঠাসা।

জিজ্ঞাসা করি, —"প্যারীর সবকিছু ভাল ক'রে চেনেন তো ?"

—"না। একবার শুধু যা আমাদের মধুচাঁদিনীর সময়ে এসেছিলাম।"

—"হোটেলটাকে তাহলে কী ক'রে খুঁজে বার করলেন ?"

—"কে যেন বাৎলে দিয়েছিল। খুঁজছিলামও একটা সস্তা হোটেল।"

"আব্‌সিঁথ্‌" দিয়ে যায়! যথা-আড়ম্বরে আমরাও গলিত চিনির উপর ক'ফোঁটা জল ফেলে নিই।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলি,—"এখন বোধহয় স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে আমার আগমনের উদ্দেশ্যটা কী ?"

চোখদুটি কুঁচকে তিনি জানান,—"আজ হোক আর কালই হোক, একজন কেউ যে আসবে তা' আমি জানতাম। এ্যামি তো একগাদা চিঠি লিখেছে।"

—"তা'হলে তো বেশ বুঝতেই পারছেন কী আমি বলতে চাই ?"

—"চিঠিগুলো আমি পড়িনি।"

সিগারেট ধরাবার ছলে একটা মুহূর্তের অবসর যোগাড় ক'রে নি আমি। কি ভাবে দৌত্য-কার্য আরম্ভ করা যায় ভেবে ঠিক করতে পারি না। যা কিছু করুণ বা বাছা বাছা উষ্ণ কথা ভেবে রেখেছিলাম, আভেন্যু' দ্য ক্লিচির পরিস্থিতিতে সব যেন অকেজো ব'লে মনে হ'তে থাকে।

সহসা হেসে উঠে তিনি বলেন,—"কাজটা বড্ড বেয়াড়া ঠেকছে, না?"

জবাব দিই,—"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"—তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে নিন। তারপর সন্ধ্যেটা ফুর্তিতে কাটানো যাবে।"

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে শেষ পর্যন্ত আমি ব'লে ফেলি,—"আপনার স্ত্রীর সীমাহীন দুঃখের কথা কি একবারও আপনার মনে হয় না?"

—"সব সয়ে যাবে।"

কী যে অসাধারণ নির্লিপ্ততার সঙ্গে তিনি এই কথাগুলি বল্লেন তা' আমার পক্ষে বর্ণনা করা অসাধ্য। মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠলেও তা' চেপে রাখি।

হেন্‌রী নামে আমার এক পাদ্‌রী কাকা ছিলেন। "বাড়তি আচার্য সমিতির" জন্য চাঁদা আদায় করতে যে সুরে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন, আমিও চেষ্টা ক'রে গলায় সেই সুর এনে বলি,—"আশা করি, খোলাখুলিভাবে কথা বললে কিছু মনে করবেন না।"

মৃদুহাস্যে তিনি ঘাড় নাড়েন।

—"এমন কিছু কি তিনি ক'রেছিলেন যার জন্যে আপনি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহারটা করলেন?"

—"না।"

—"তাঁর বিরুদ্ধে আপনার কোনও অভিযোগ আছে কী?"

—"কিচ্ছু না।"

—"তবে? সতেরো বছরের বিবাহিত-জীবনের পর তাঁকে এভাবে ত্যাগ ক'রে আসাটা কি অস্বাভাবিক ঠেকে না?"

—"হুঁ! অস্বাভাবিক।"

সবিস্ময়ে আমি তাঁর পানে তাকাই। আমার সমস্ত অভিযোগ এভাবে অম্লানে স্বীকার ক'রে নিয়ে তিনি আমাকে যেন দিশাহারা ক'রে তোলেন। এর ফলে আমার অবস্থাটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সীমা ছাড়িয়ে একেবারে জটিল হ'য়ে ওঠে। ধর্মের দোহাই, আবেদন, অনুরোধ, উপদেশ, তিরস্কার, ব্যঙ্গ, ভৎর্সনা,—কোন কিছুই হয়ত দরকার হ'লে বাদ দিতাম না;—কিন্তু সব গুলিয়ে যায় মাত্র ঐ একটি কথায়। দোষী যদি আপনা হ'তেই সব দোষ স্বীকার ক'রে নেয়, তাহলে উপদেষ্টার আর বলবার বাকী থাকে কী? এ ধরনের কোনও অভিজ্ঞতা আমার ছিল না,—কেননা, ব্যক্তিগতভাবে সব কিছুকে অস্বীকার করাই আমার অভ্যাস।

স্ট্রিক্ল্যাণ্ড জিজ্ঞাসা করেন,—"তার পর?"

ঠোঁট দুটোকে জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে বলি,—"সব কথা আপনি যখন স্বীকারই করছেন, তখন বলবার আর কী থাকতে পারে?"

—"ঠিক। আমারও তাই মনে হয়।"

বুঝতে পারি যে আমার দৌত্যকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে না। দিব্যি জালে জড়িয়ে পড়ছি ব'লে মনে হ'তে থাকে। বলি,—"ও কথা থাক। একটি মহিলাকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় ত্যাগ ক'রে আসা কারও চলতে পারে না।"

—"কেন পারবে না?"

—"সে তাহ'লে বাঁচবে কি করে?"

—"সতেরো বছর ধরে আমি তার ভার বহে এসেছি। এখন এই পরিবর্তনের ফলে, কেন সে নিজে চালাতে পারবে না?"

—"তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।"

—"চেষ্টা ক'রেই দেখুক না কেন?"

এ কথার জবাব অবশ্য আমি অনেক রকমে দিতে পারতাম। নারী জাতির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিবাহের ফলে নারীর সাথে পুরুষের অবশ্যস্বীকার্য বহু অব্যক্ত ও অপ্রকাশ্য চুক্তি, এমনি আরো অনেক কিছুর

কথাই উত্থাপন করা যেত, কিন্তু বুঝতে পারি যে একটা মাত্র বিষয়ই তখন বিশেষভাবে জানবার প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল।

তাই জিজ্ঞাসা করি,—"আপনি কি ওঁর কথা আর মোটেই ভাবেন না?"

উত্তর দেন,—"একতিল না।"

সংশ্লিষ্ট সকলকার পক্ষেই ব্যাপারটি গুরুতর হ'য়ে ওঠে। অথচ স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের জবাবগুলিতে এমন একটি উৎফুল্ল নির্লজ্জতার সন্ধান মেলে যে, হাসি চাপবার জন্য আমাকে ঠোঁট কামড়ে ধরতে হয়। তাঁর নির্লিপ্ত স্বভাবের কথা মনে ক'রে অতঃপর আমি নীতির দোহাই পাড়াই যুক্তি-সঙ্গত মনে করি।

বলি,—"ছেলেমেয়েদের কথাটাও তো ভাবতে হয়। তারা তো আপনার কোন ক্ষতি করেনি। আপনা হ'তে দুনিয়ায় আসতেও চায়নি। এখন এভাবে ছেঁটে ফেলতে চাইলে তারা যে পথে দাঁড়াবে।"

—"বহুকাল ধরে এমন তোফা আয়েস ভোগ করে এসেছে ওরা যা ওদের মত ছেলেমেয়েদের বেশীর ভাগেরই বরাতে হয়তো ছিঁটে-ফোঁটাও জোটে না। তাছাড়া, ওদের দেখাশোনা করার মত যে কেউ একজন জুটেও যেতে পারে। চাই কি, ম্যাক্ এণ্ড্রুরাও হয়ত ওদের পড়া-শোনার খরচ জুগিয়ে যেতে পারে।"

—"ওদের কি আপনি ভালবাসেন না? অমন চমৎকার ছেলেমেয়ে আপনার! আপনি কি বলতে চান যে ওদের সঙ্গে আপনার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না?"

—"যখন ছোট্ট ছিল, তখন আমি ওদের যথেষ্ট ভালোবাসতাম। এখন বড় হ'য়ে উঠেছে, তাই ওদের জন্য আর আমার বিশেষ কোনও মাথাব্যথা নেই।"

—"এটা নিছক অমানুষিকতা।"

—"তা সত্যি!"

—"একটুও লজ্জা হ'চ্ছে না আপনার?"

—"কিচ্ছু না।"

আরো একবার চেষ্টা ক'রে দেখি তাঁকে ফেরাবার জন্য।

—"সবাই আপনাকে একটি পাকা হারামজাদা ভাববে।"

—"ভাবুক গে।"

—"মানুষের ধিক্কার ও ঘৃণাতে কি আপনার কিছু আসে-যায় না?"

—"না!"

তাঁর ছোট কাটা কাটা জবাবগুলোর কাছে আমার সব জিজ্ঞাসাই ফেঁসে যায়। কিছুক্ষণ ধ'রে আমি নীরবে ভাবতে থাকি।

—"আমি ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে যাই যে, অপরের বিতৃষ্ণা কুড়িয়ে কি ক'রে মানুষ স্ফূর্তিতে বেঁচে থাকতে পারে? এসব কথা কি কোনদিন আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে না মনে করেন? সবার মধ্যে বিবেক বলেও একটা কিছু থাকে। দু'দিন বাদে আপনাকেও যে তার কবলে পড়তে হবে। মনে করুন, এর ফলে আপনার স্ত্রী মারা গেলেন। তখন কি আপনার আপসোসের কোনও সীমা থাকবে?

স্ট্রিকৃল্যাণ্ড কোনও জবাব দেন না। কিছুক্ষণ নীরবে আমি তাঁর জবাবের জন্য অপেক্ষা করি।

শেষ পর্যন্ত নিজেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে জিজ্ঞাসা করি,—"বলুন, এর জবাবে আপনি কি বলতে চান?"

—"বলতে চাই যে, আপনি একটি গবেট।"

ক্রোধোঞ্চ কণ্ঠে আমি বলে উঠি,—"আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সব রকমেই আপনাকে বাধ্য করা যেতে পারে তা জানেন? আইন ওঁদের স্বপক্ষে।"

—"আইন কি পাথরের গা থেকেও রক্ত বার করতে পারে? থাকলে তো নেবে? বোধহয় শ'খানেক পাউণ্ড সম্বল আমার।"

বিস্ময় আমার উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। তাঁর কথা থেকে আর্থিক শোচনীয়তার একটা স্পষ্ট আভাস মেলে।

—"ওটা ফুরোলে কি উপায় হবে তখন?"

—"কিছু রোজগার করতে হবে।"

স্ট্রিকৃল্যাণ্ডকে একেবারে শান্ত ব'লে মনে হয়। শুধু তাঁর চোখের দৃষ্টির মাঝে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আমাকে যেন হাস্যাস্পদ ক'রে তুলতে চায়। এর পরে যুৎসই গোছের কি একটা বলা যায় তাই ভাববার জন্য

কিছুক্ষণ আমি চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু কথা এবার বলেন তিনি নিজেই।

—"এ্যামি আবার বিয়ে করুক না কেন? ওর বয়সও এখন তেমন কিছু বেশী হয় নি, আর দেখতেও ওকে কিছু খারাপ নয়। আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, স্ত্রীহিসেবে ও বেশ ভাল নম্বরই পাবে। আমার সঙ্গে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চায়, আমি খুশি হ'য়েই ওকে মাল-মসলা যোগাড় ক'রে দিতে রাজী আছি।

এবার আসে আমার হাসবার পালা। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বড় চালাক,—হয়ত এতক্ষণ ধরে এটাই চাইছিলেন। মনে হয়, মেয়েটিকে নিয়ে পালানোর ব্যাপারটা তিনি যেন কোন কারণে চাপা দিতে চান। তাই এতক্ষণ ধরে সর্বপ্রযত্নে তার কথাটাকে এড়িয়ে চলেন দেখতে পাই।

দৃঢ়কণ্ঠে আমি উত্তর দিই,—"আপনার স্ত্রী জানিয়েছেন যে কোনও কারণেই তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রতে রাজী নন। ও সম্ভাবনাটা মন থেকে একেবারে বাদ দিতে পারেন।"

কথা শুনে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড অকপট বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমার পানে তাকিয়ে থাকেন। ঠোঁটের কোণ হ'তে হাসিটুকু মিলিয়ে যায়। পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে তিনি বলেন,—"কিন্তু সুধীবর, ওসব আমি গ্রাহ্যই করি না। ওর যা খুশি তাই করতে পারে। আমার তাতে কচুটা!"

আমি হেসে উঠি।

—"থাক—থাক! অত বোকা আমরা নিশ্চয়ই নই। আমরা জানতে পেরেছি যে একটা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আপনি এখানে পালিয়ে এসেছেন।"

প্রথমে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড একটু চমকে ওঠেন। তারপর উচ্চ হাস্যরোলে যেন ফেটে পড়েন। এত জোরে তিনি হাসতে আরম্ভ করেন যে, কাছাকাছির লোকেরা সবিস্ময়ে ফিরে তাকায় আমাদের পানে। অনেকে আবার তাঁর দেখাদেখি নিজেরাও হাসতে আরম্ভ করে।

—"এতে হাসবার কি আছে তা তো ভেবে পাই না।"

হাসতে হাসতে তিনি ব'লে ওঠেন,—"বেচারা! বেচারা এ্যামি!" একটু পরেই তাঁর চোখমুখে তীব্র ভৎর্সনা ফুটে ওঠে।

—"এত ছোট মন মেয়েদের ! ভালবাসা,—সব কিছুতেই প্রেম আর ভালবাসা ! ওরা ভাবে পুরুষ যখন ওদের ত্যাগ করে তখন সে আর একজনকে পেতে চায় ব'লেই করে ! কী ক'রে আপনি ভাবতে পারলেন যে, সামান্য একটা মেয়ের জন্যে এত কাণ্ড আমি করেছি ?"

—"মানে ? তাহ'লে অন্য একটা মেয়ের জন্য স্ত্রীকে আপনি ফেলে আসেন নি ?"

—"কখ্খনো না !"

—"দিব্যি করুন।"

জানি না, হঠাৎ এ কথাটা কেন ব'লে ফেলি।

—"দিব্যি ক'রেই ব'লছি।"

—"তবে কিসের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন আপনি ?"

—"আমি চাই ছবি আঁকতে।"

বহুক্ষণ পর্যন্ত অবুঝের মত তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে আমি ভাবতে শুরু করি যে তাঁর মাথায় কোনও ছিট দেখা দিয়েছে কি না ? তরুণ হ'লেও আধা-বয়সীদের দৃষ্টি নিয়ে আমি তাঁর পানে তাকিয়ে থাকি। বিস্ময়াঘাতে সবকিছু ভুলে যাই আমি।

—"চল্লিশ বছর বয়সে—"

—"বয়সটা বেড়ে গিয়ে দেরি হ'য়ে যাচ্ছে ব'লেই তো তাড়াতাড়ি এখুনি আরম্ভ ক'রতে চাই।"

—"আগে কখনো এঁকেছেন ?"

—"ছোটবেলা থেকেই চিত্রশিল্পী হবার শখ আমার। অথচ ওতে পয়সা নেই ব'লে আমার বাবা একরকম জোর ক'রে আমাকে ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দেন। বছরখানেক আগে থেকে আমি আবার একটু-আধটু আঁকবার চেষ্টা ক'রতে থাকি। গত বছরটায় মাঝে মাঝে রাত্রে দুয়েকটা ক্লাশে হাজিরও হ'য়েছিলাম।"

—"ওঃ ! আপনার স্ত্রীর কাছে ব্রিজ-ক্লাবে যাবার নাম ক'রে আপনি বুঝি ওখানে যেতেন ?"

—"ঠিক তাই।"

—"তাঁকে জানান নি কেন ?"

—"কথাটাকে নিজের মনে রাখাই ভাল ব'লে মনে হয়েছিল আমার।"

—"আঁকতে পারেন?"

—"এখনো পারিনি,—তবে পারবো। এই জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমি যা চাই, লণ্ডনে তা পাওয়া যায়নি। এখানে হয়তো যেতেও পারে।"

—"আপনার মত বয়সে আরম্ভ ক'রে কিছু হবে ব'লে মনে করেন? বেশীর ভাগ লোকেই এসব শুরু করে আঠারো বছর বয়স থেকে।"

—"আঠারো বছরের আমির তুলনায় আজ আমি আরো শীগগির শিখতে পারব।"

—"আপনার মধ্যে যে কোন প্রতিভা আছে, তার ঠিক কী?"

প্রায় মিনিটখানেক তিনি কোনও কথা বলেন না,—শুধু নীরবে চলমান জনস্রোতের পানে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে তিনি বলেন,—"ছবি আমায় আঁকতেই হবে।"

—"আপনি কি অনিশ্চিতকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছেন না?"

এবার তিনি আমার পানে ফিরে তাকান। তাঁর দৃষ্টির মাঝে একটা বিচিত্র কী যেন আমার অস্বস্তির কারণ হ'য়ে ওঠে।

—"কতো বয়স আপনার? তেইশ?"

প্রশ্নটা আমার কাছে অবান্তর ব'লে মনে হয়। আমি হয়ত অনিশ্চয়তার পিছনে ছুটতে পারি,—কিন্তু তাঁর মত একজন বিগত-যৌবন, মর্যাদাশীল ব্যবসায়ী,—যাঁর স্ত্রী ও দু'টি সন্তান বর্তমান,—তাঁর পক্ষে এটা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়। যা আমাকে মানায়, তা হয়তো তাঁর পক্ষে বেমানান হ'য়ে উঠতে পারে।

যুক্তির অবতারণা ক'রে আমি বলি,—"স্বীকার করি, হয়ত এমন একটা কিছু অলৌকিক ঘটে যেতে পারে যার ফলে আপনি একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী হ'য়ে উঠতেও পারেন। তবু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সে-রকম সম্ভাবনা লাখে হয়ত একটাই আসে। শেষ-

কালে যদি টের পান যে, মিথ্যে শুধু বেগার খেটেই এসেছেন, তখন আপসোসের অবধি থাকবে না।"

আগের কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে তিনি জানান,—"আঁকতে আমায় হবেই!"

—"ধরুন, আপনার প্রতিভা যদি প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর উপরে না যায়, তাহ'লেও কি তার জন্য সবকিছু এমনভাবে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত হবে মনে করেন? জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এরকম উৎকর্ষের হয়তো বিশেষ দরকার হয় না। যতটা দরকার, তা থাকলেই সেখানে চ'লে যেতে পারে। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে একথা অচল।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ব'লে ওঠেন,—"আপনি একটি মাথামোটা!"

—"কারণ না দেখালে আপনার কথা আমি মানতে রাজী নই।"

—"আপনাকে তো বলেছি যে ছবি আমাকে আঁকতেই হবে। ব্যস্! এর থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যখন জলে পড়ে, তখন তার সাঁতার কাটার ভালোমন্দে কিছু যায়-আসে না। যেমন ক'রে হোক, উদ্ধার পাওয়াটাই তখন বড় কথা। তা না হোলে ডুবে মরতে হয়।"

তাঁর কথার আন্তরিক উন্মাদনায় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়। মনে হয়, যেন একটা প্রবল, দুর্বার ও জয়েচ্ছু শক্তির দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে সুরু হয়েছে,—সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ ক'রে সে যেন বাইরে ফুটে বার হ'তে চায়। ঠিক বুঝতে পারি না। মনে হয়, একটা শয়তান যেন আশ্রয় নিয়েছে তাঁর মধ্যে,—সে যেন সহসা ক্ষেপে উঠে তাঁকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দেবে।

তবু তাঁকে অতি সাধারণ লোক ব'লেই মনে হ'তে থাকে। আমার সকৌতুক অচঞ্চল দৃষ্টির সামনে তাঁকে একটুও বিচলিত হ'তে দেখা যায় না। মনে মনে ভাবতে থাকি, আমার সামনে যে লোকটি ব'সে আছেন তাঁকে তখন দেখলে লোকে কী ভাববে? গায়ে সেই পুরানো নরফোক জ্যাকেট, মাথায় আঝাড়া চুড়ো-টুপি, পরনের পায়জামাটা যেন বস্তাবন্দী করা ছিল কতকাল, হাত দুটো অপরিষ্কার, অসংস্কৃত মুখে খোঁচা খোঁচা লাল্‌চে দাড়ি, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, লম্বা নাকটা যেন ঝগড়াটে-স্বভাবের প্রতীক, প্রকাণ্ড হাঁ, পুরু ঠোঁট দুটোতে ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিচয়,—সবকিছু

মিলে তাঁকে বিশ্রী দেখায়। অন্ততঃ আমার চোখে ইতিপূর্বে কখনো এঁর জুড়ি পড়েনি।

শেষবারের মত আমি জিজ্ঞাসা করি,—"তাহ'লে স্ত্রীর কাছে আপনি ফিরে যাবেন না ?"

—"কস্মিনকালেও নয়।"

—"যা হ'য়ে গেছে তা সবকিছু ভুলে গিয়ে তিনি আবার নূতন ক'রে জীবন আরম্ভ ক'রতে রাজী আছেন। কোনদিন কোনও অনুযোগ তিনি করবেন না আপনার কাছে।"

—"জাহান্নমে যাক সে।"

—"লোকে হয়তো এর জন্যে আপনাকে জঘন্য ইতর ব'লে মনে করবে। আপনার স্ত্রী-পুত্রকে হয়ত পথে পথে ভিক্ষা করতে হবে।"

—"ব'য়ে গেল !"

পরের কথাগুলিতে আরো তীক্ষ্ণতা আনবার জন্য একটু চুপ ক'রে থাকি আমি। ভেবে-চিন্তে নিয়ে আবার বলি,—"আপনি—আপনি একটি অতি ত্যাঁদড় ছোঁচা !"

—"ব্যস্ ! কথাটা ব'লে ফেলে এতক্ষণে বুকটা হাল্কা হয়েছে তো ? নিন ! এবার উঠুন। খেতে হবে।"

॥ তেরো ॥

এহেন প্রস্তাবটিকে পরিহার করা এবং সেইসঙ্গে আমার মনের উষ্মাও খানিকটা বাইরে প্রকাশ করাই হয়ত আমার উচিত ছিল। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মত স্বভাবের একটি লোকের সঙ্গে একসাথে খাওয়ার প্রস্তাবটাকে অগ্রাহ্য করার খবর পেলে কর্নেল ম্যাক্‌এণ্ড্ যে নিশ্চয়ই আমার উপর খুশি হ'য়ে উঠতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ হেন সদিচ্ছাকে সুষ্ঠ্ভাবে কার্যে পরিণত করা সম্বন্ধে সর্বক্ষণই আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে আমার সমস্ত মনোবল নিঃসন্দেহে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের

কাছে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতেই আমি যেন মুখ খুলে কথাগুলি বলতে একটা বিচিত্র দ্বিধা বোধ করতে থাকি। ফুলের আশায় পাথরের উপর জলসেচন করা বোধহয় একমাত্র কবি এবং সাধুসন্ন্যাসীদের পক্ষেই সম্ভব।

পানীয়ের দামটা আমিই মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়ি দু'জনে। জনবহুল ঝকৃঝকে অথচ সস্তা ভোজনাগারে গিয়ে আমরা পরম তৃপ্তিতে খানা শেষ ক'রে নিই। তারপর সেখান হ'তে উঠে আবার একটা সরাইখানায় এসে উপস্থিত হই আমরা কফি এবং পানীয়ের জন্য।

যে-জন্য আমার প্যারীতে আগমন, তার জন্য যা কিছু বলা চলে তা বলেও শ্রীমতী স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে না পারায় এক হিসাবে আমি যেন মনে মনে অপরাধী হ'য়ে থাকি। স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের নির্লিপ্ততাকে কিছুতেই জয় করতে পারি না। এর জন্য নারীসুলভ মনোভাবের দরকার। কেননা, একটা জিনিস নিয়ে অসীম অধ্যবসায়ে বারবার খোঁচানো তাদের পক্ষেই সম্ভব। নিজেকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি যে, স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের মানসিক অবস্থার কথাটা জানতে পারলেও হয়ত কিছু কাজ হ'তে পারে। তাই উত্তরোত্তর সেদিকেই গভীরভাবে ঝুঁকে পড়তে থাকি,—কিন্তু কাজটা বিশেষ সোজা ঠেকে না। স্ট্রিকৃল্যাণ্ড আদৌ অনর্গল বক্তা নন। তিনি কিছু বলতে চাইলে লক্ষ্য করতাম, কথাগুলি যেন তাঁর মানসিক অভিব্যক্তির মাধ্যম নয়। কতকগুলি চলতি বুকনি, শ্লীলতাবিহীন শব্দ আর অর্থহীন অসমাপ্ত দৈহিক ভঙ্গী থেকে তাঁর মনের উদ্দেশ্য বা বক্তব্য আন্দাজ ক'রে নিতে হয়। কোন বিষয়ে বিশেষ কিছু না বললেও তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন একটা কিছুর সন্ধান পাই যা তাঁকে পরিপূর্ণ রসহীনতার হাত থেকে রক্ষা করে। বোধহয় সেটা তাঁর আন্তরিকতা। প্যারীর সাথে সাক্ষাৎ তাঁর এই প্রথম হ'লেও শহরটাকে তিনি যেন অগ্রাহ্য ক'রে চলেন। (এর আগেকার সস্ত্রীক আগমনটা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।) শহরের বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যগুলি তাঁর উপর কোন রকম বিস্ময়ের রেখাপাত করতে পারে না। প্যারীতে আমি বোধহয় একশোবার এসেছি,—তবু প্যারী কখনও আমার উত্তেজনার খোরাক যোগাতে কার্পণ্য করেনি। এর পথে বার হ'লেই

আমার মনে হয়, আমি যেন কোন্ দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। অথচ, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নির্বিকার। পিছন ফিরে তাকালে আজ আমার মনে হয়, তাঁর সেদিনের দ্বন্দ্ববহুল আত্মদর্শনই হয়ত তাঁকে পারিপার্শ্বিক সবকিছুর উপর অন্ধ ক'রে তুলেছিল।

অকস্মাৎ একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে যায়।

সরাইখানাটিতে অনেকগুলি রূপোপজীবীনীকে দেখতে পাই। কেউবা পুরুষ সঙ্গে নিয়ে ব'সে—কেউবা একা। হঠাৎ নজর পড়ে, তাদের মধ্যে একজন আমাদের লক্ষ্য করছে। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে চোখ মিলতেই সে মুচকি হাসে। মনে হয়, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যেন তাকে দেখেও দেখেন না। অল্পক্ষণের জন্য মেয়েটি বাইরে চলে যায়,—কিন্তু প্রায় মিনিটখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে আমাদের টেবিলটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাকে একটা কোন পানীয় কিনে দেবার জন্য বিনীত আবেদন জানায়। তাকে বসতে দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিই,—কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের উপরই তার আসল ঝোঁক। তাকে জানিয়ে দিই যে ফরাসী ভাষায় স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের দৌড় গোটা দুই বুকনি পর্যন্ত। তবু সে তাঁর সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করতে থাকে,—খানিকটা ইশারায়,—কিছু-বা দোঁ-আঁশলা ফরাসীতে। বোধহয় কোন রকমে তার ধারণা হ'য়ে থাকবে যে, এর ফলে তার বক্তব্যটা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কাছে অপেক্ষাকৃত সোজা হ'য়ে উঠবে। এ ছাড়া প্রায় গোটা পাঁচ-ছয় ইংরাজী বুকনিও তাকে আওড়াতে দেখা যায়। যে সব কথাগুলি তার নিজের ভাষা ছাড়া ব্যক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেগুলিকে অনুবাদ ক'রে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানায়। উত্তরগুলির অর্থও সাগ্রহে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতে থাকে। প্রকাশ্য নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে বেশ খোসমেজাজে যেন কিছুটা মজা উপভোগ করতে দেখা যায়।

হেসে বলি,—"যাহোক, একটা লাভ হ'লো আপনার!"

—"খোশামুদি আমার ভাল লাগে না।"

তাঁর স্থানে আমি নিজে থাকলে নিস্পৃহতার পরিবর্তে চঞ্চল হ'য়ে উঠতাম। মেয়েটির চোখ দুটি হাসিতে ভরা,—মুখটি মনোরম, বয়সে

তরুণী। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে আকর্ষনীয় কী যে সে পায়, তাই ভাবতে থাকি আমি সবিস্ময়ে। নিজের মনোবাসনা সে লুকিয়েও রাখে না, আমাকেই তার অনুবাদ ক'রে দিতে হয়।

—"ও আপনার সঙ্গে বাড়ীতে যেতে চায়।"

তিনি জবাব দেন,—"আমি কাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই না।"

তাঁর জবাবটিকে আমি সাধ্যমত প্রীতিপ্রদভাবে অনুবাদ ক'রে দিই। এ ধরনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাটাকে আমার কাছে খানিকটা অবমাননাকর ব'লে মনে হয়। তবু তাঁর অস্বীকৃতিটাকে আমি অর্থাভাব ব'লেই মেয়েটির কাছে পেশ করি।

সে বলে,—"কিন্তু ওঁকে আমার বেশ লাগছে। বলুন,—এটা শুধু ভালোবাসার জন্যই।"

আমার অনুবাদ শুনে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড অধৈর্যভাবে কাঁধঝাড়া দিয়ে ওঠেন। বলেন,—"ওকে বলুন জাহান্নমে যেতে।"

আচরণেই তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। মেয়েটি একটি আকস্মিক আন্দোলনে মাথাটি পিছন দিকে সরিয়ে নেয়। তারপর আরক্তমুখে উঠে দাঁড়ায়।

বলে,—"Monsieur n'est pas poli."

পরক্ষণেই সে সরাইখানা ছেড়ে চ'লে যায়। আমিও ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে উঠি।

বলি,—"ওভাবে ওকে অপমান করার কোনও দরকার ছিল ব'লে মনে হয় না। যাই হোক না কেন, আপনাকে ও খানিকটা মর্যাদা দিতেই চেয়েছিল।"

কড়াভাবে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ব'লে ওঠেন,—"ওসব আমার ভাল লাগে না।"

সাশ্চর্যে আমি তাঁর পানে তাকাই। তাঁর রুক্ষমুখে ইন্দ্রিয়াসক্তির চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটে উঠতে দেখি সেখানে। বোধহয় মেয়েটি এই বর্বরতা দেখেই ওঁর পানে ঝুঁকে থাকবে।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আবার বলেন,—"চাইলে হয়ত লণ্ডনের সব মেয়েকেই আমি পেতে পারতাম। সেজন্যে আমি আসিনি এখানে।"

॥ চৌদ্দ ॥

লণ্ডনে ফেরবার সময় সারাটা পথ আমি শুধু স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কথাই ভাবতে থাকি। তাঁর স্ত্রীর কাছে আমার বক্তব্যগুলি সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করি। ফলাফল সন্তোষজনক হয়নি শুনে যে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সন্তুষ্ট হবেন তা মনে হয় না। নিজের উপর আমি নিজেই সন্তুষ্ট হ'তে পারি না। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আমাকে হতবুদ্ধি ক'রে দেন,—তাঁর উদ্দেশ্য কিছু বুঝতে পারি না। কি থেকে প্রথমে তাঁর মধ্যে চিত্রশিল্পী হবার বাসনা দেখা দেয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তার জবাব দিতে পারেন না,—হয়ত ইচ্ছা ক'রেই দেন না। সঠিক কিছু ধারণা করতে পারি না। মনে মনে স্থির করি যে, জীবনের একঘেয়েমির বিরুদ্ধে কোনদিন প্রকাশ্য অভিযোগ করেননি ব'লেই হয়ত তাঁর মধ্যে একটা অজ্ঞাত বিদ্রোহীভাব ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিচ্ছিল। যদি স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় যে, দুঃসহ বিরক্তির জন্যই কষ্টকর বাঁধন ছিঁড়ে তিনি চিত্রশিল্পী হবার মনস্থ ক'রে থাকেন, তাহ'লেও তা বোধগম্য বা ব্যক্ত হবার অবকাশ থাকত তাঁর মধ্যে। কিন্তু ব্যক্ত করা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের স্বভাববিরুদ্ধ। অবশেষে, স্বভাব ঔপন্যাসিক হিসাবে, আমি মনে মনে একটা কৈফিয়ত তৈরী ক'রে নিই। কার্যতঃ সেটা সুদূরসম্ভাবী ব'লে মনে হ'লেও ঐ একটা কৈফিয়তই আমার মনোমত হয়। মনে হয় যে, তাঁর মনের গভীর অতলে হয়তো একটি সৃষ্টিপ্রয়াস প্রাত্যহিক জীবনধারার অজ্ঞাতে চাপা প'ড়ে ছিল। প্রাণবন্ত দৈহিক তন্ত্রীগুলির ক্যান্সার রোগের আক্রমণের মত এই সৃষ্টির অনু-প্রেরণা হয়ত নির্দয়ভাবে বাড়তে বাড়তে এক সময় তাঁর সর্বসত্তাকে অধিকার ক'রে অপ্রতিরোধ্যভাবে তাঁকে কর্মোন্মুখ ক'রে তোলে। কোকিল অন্য পাখীর বাসায় ডিম পেড়ে রাখে। ডিম ফুটে বার হবার পর সে তার সহ-পালিত ভাইয়েদের বাসা থেকে টান মেরে বার ক'রে দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে-বাসায় একদিন সে আশ্রয় পেয়েছিল সেটাকেই ভেঙে ফেলে দেয়।

এহেন সৃষ্টিপ্রেরণা যে কি ক'রে স্থান পেল এমন একটি রসহীন শেয়ারের দালালের মধ্যে, যার ফলে নিজেকে ধ্বংস করার চেষ্টার সাথে সাথে তাঁর মুখাপেক্ষী আর সবারও উপর সে দুর্ভাগ্য তিনি ডেকে আনতে দ্বিধা করেন না, সেইটাই হ'লো আশ্চর্যের কথা। এ যেন সেই ঐশ্বরিক তেজের চাইতেও কম আশ্চর্যজনক নয়, যার প্রভাবে ধনবান ও ক্ষমতাশালী যে-কোন মানুষই সতর্ক প্রতিরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হার মেনে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ ও নারীর প্রেমকে উপেক্ষা ক'রে দুঃখ-বেদনাময় মঠাভিমুখী হ'য়ে ওঠে। মানুষের কথোপকথনের বিভিন্ন রূপ আছে এবং বিভিন্ন উপায়ে তাকে পেশ করাও চলে। অনেকের কাছে এ দেখা দেয় বন্যার বেগে, তোড়ে পাথরও হয়ত খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যেতে পারে। আবার অনেকের কাছে এ আসে ক্রমবর্ধমানরূপে,—নিরবচ্ছিন্ন জলবিন্দুপাতে ধীরে ধীরে পাষাণ ক্ষয়ে যায়। স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের মধ্যে আবেগ ও উন্মত্ততা দুয়েরই যোগাযোগ ঘটে একসাথে।

অথচ আমার বাস্তবধর্মী মনটি দেখতে চায়, যে-আকাঙ্ক্ষায় স্ট্রিক্ল্যাণ্ড উন্মত্ত, কার্যতও তা যুক্তিসঙ্গত কিনা? তাঁর ছবি সম্বন্ধে লণ্ডনের নৈশ-শিক্ষামন্দিরের তাঁর সহশিক্ষার্থীদের অভিমত কী জিজ্ঞাসা করায় তিনি সহাস্যে জানান,—"তারা ঠাট্টা করতো।"

—"এখানে কোন চিত্রশালায় যাতায়াত আরম্ভ ক'রেছেন কি?"

—"হুঁ! আজ সকালে ওস্তাদ এসেছিল। আমার ছবি দেখে চোখ কপালে তুলে চ'লে গেল।"

কথা শেষে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড আবার হাসতে আরম্ভ করেন। একটুও উৎসাহহীন দেখায় না তাঁকে। অপরের অভিমত সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার।

এই একটামাত্র কারণেই আমাকে তাঁর কাছে বারবার ব্যর্থকাম হ'তে হয়। মানুষ যখন বলে যে নিজের সম্বন্ধে পরের মতামতকে সে গ্রাহ্য করে না, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে নিজেকে ধাপ্পা দেয়। হয়তো সাধারণতঃ মানুষ নিজের পথেই চলতে চায়,—মনে থাকে তাদের দৃঢ় ধারণা যে, তাদের খেয়ালের কথা অপরে জানতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত যখন তারা একান্তই জনমতের প্রতিকূল কোন কিছু করতে চায়,

তখন দেখা যায় যে, তার পিছনে থাকে তাদের পরিচিতদের সমর্থন। আত্ম-গোষ্ঠীর কাছে আপনাকে ব্যক্ত রেখে ছুনিয়ার চোখে নিজেকে অনির্ণেয় করে তোলা শক্ত নয়। কারণ, এর ফলে মানুষের মনে একটি অসীম আত্মপ্রশংসার মোহ দেখা দেয়,—বিনা বিপদাশঙ্কায় তার দুঃসাহস পুরস্কৃত হবার সম্ভাবনা থাকে। তবু, সভ্য মানবের মনের গহনে চির-দিনই প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে প্রশংসার মোহ। তাই যারা বলে যে, মানুষের মতামতে তারা ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না, তাদের কথা আমি বিশ্বাস করি না। এটা হ'লো মূর্খের আস্ফালন। আসলে, আত্মকার্যধারা সম্বন্ধে সবাইকে অন্ধকারে রেখে তারা তীক্ষ্ণ জনমতকে উপেক্ষা করার ভান করে মাত্র।

কিন্তু স্ট্রিকল্যাণ্ডের মধ্যে আমি এমন একজনের সন্ধান পাই, যে সত্যসত্যই মানুষের চিন্তা ও মতামতকে নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করতে পারে। যেন সর্বাঙ্গে তৈলসিক্ত একজন কুস্তিগীর,—ধরা যায় না কোন-খানে। দেখতে পাই, এর ফলে তাঁর মধ্যে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে একটা উষ্ণ স্বাধীন চেতনা।

তাঁকে একবার বলি,—"আপনার মত সবাই যদি যা-খুশি করতে চায়, তাহ'লে ছুনিয়ায় আর কিছু বাকী থাকবে না।"

—"কি ছাইপাঁশ আওড়াচ্ছেন? সবাই আমার মত হ'তে চাইবে কেন? ছুনিয়ার বেশীর ভাগ লোকেই তো আটপৌরে জিনিস নিয়ে পড়ে আছে।"

আর একবার রহস্য ক'রে বলি,—"একটা চলতি-কথা আছে,—'যা কিছু করবে তা যেন জাগতিক নিয়মানুযায়ী হয়।' কথাটা জানেন?"

—"এমন ওঁচা জিনিস কস্মিনকালেও শুনিনি।"

—"কেন? এ তো কান্তের কথা।"

—"তবে তো ভারী ব'য়ে গেল! হুঁ! যতসব বস্তাপচা মাল!"

বিনা আয়নায় হয়ত নিজের প্রতিচ্ছবি আশা করা যেতে পারে কিন্তু এহেন মানুষের কাছে বিবেকের দোহাই তোলা বৃথা। আমার মতে, সমাজ-ব্যবস্থার নিয়মগুলি পালন ক'রে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে বিবেক যেন মানুষের মনের অভিভাবক। এ যেন আমাদের প্রত্যেকের

মনের মধ্যে একজন চৌকিদার,—আইন ভঙ্গ করি কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিংবা যেন আত্মসচেতনতার কেন্দ্রীয় দুর্গে অধিষ্ঠিত কোন এক গুপ্তচর। মানুষের মনে পরিচিতের প্রশংসার লোভ যেমন তীব্র, তেমনি তাদের কুৎসার ভীতিও সেইরকম প্রবল। তাই হয়ত মানুষ নিজের মধ্যেই সহজাত শত্রু নিয়ে বাস করে,—যাদের কাজ হ'লো তাদের নিয়োগকর্তার উপর সদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখা,—যেন সে কোন অর্ধ-স্ফুরিত বাসনার কবলে পড়ে গোষ্ঠীচ্যুত না হ'য়ে যায়। এরই প্রেরণায় বারে বারে মানুষের মনে সামাজিক শুভ চেতনার ছবি জেগে ওঠে। ব্যষ্টিকে অখণ্ড গোষ্ঠীর সাথে অভিন্নভাবে গেঁথে তোলার পক্ষে এ যেন একটা দৃঢ়তম সূত্র। আত্মপ্রবর্তিত অথচ আপনাপেক্ষাও মহত্তর বিধানের অধীন হ'য়ে মানুষ ক্রমে নিজেকে এমনি এক মর্যাদাশীল অভিভাবকের দাস ক'রে তোলে। শেষ পর্যন্ত তোষামোদকারী পারিষদের মত মানুষ নিজেই গেয়ে চলে তার বিবেকের জয়গান। তখন আর একজন সমাজবিরোধীকে তীব্র আক্রমণ ক'রে কোন কটু কথা শোনাতেই তার বাধে না। কেননা, নিজে তখন সমাজের একজন সদস্য হ'য়ে ওঠায় সে ভাল করেই বুঝতে শেখে যে, সমাজের বিরুদ্ধে একা আইনভঙ্গকারীটি নিতান্তই অসহায়। তাই মানুষের দেওয়া ক্রোধোদ্দীপক কলঙ্কের প্রতি স্ট্রিকৃল্যাণ্ডকে একান্ত নির্বিকার দেখে মনে হয় যেন অকস্মাৎ কোন একটা নরদেহী বিকটাকার জন্তুর সামনে গিয়ে প'ড়েছি আমি। সভয়ে পিছিয়ে আসি।

বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর জানানো শেষ কথা,—"এ্যামিকে বলবেন যে, আমার পিছনে ছুটোছুটি ক'রে তার কোনও লাভ হবে না। হোটেলটা পাল্টে ফেললেই আর সে আমায় খুঁজে পাবে না।"

জবাব দিই,—"আমার মতে, তাঁরও উচিত আপনাকে এড়িয়ে চলা।"

—"ওহে সুধীবর! তাকে রাজী করাতে পারলে তো ভালই। তবে তা কী হবে? যা অবুঝ এই মেয়ে জাতটা!"

॥ পনেরো ॥

লণ্ডনে ফিরে টের পাই, আমার জন্য শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জরুরী অনুরোধ পাঠিয়েছেন,—আমি যেন খাওয়ার পরই যতশীঘ্র সম্ভব দেখা করি তাঁর সঙ্গে।

তাঁর পাশে সেদিন সস্ত্রীক কর্নেল ম্যাক্‌এণ্ড্রুকেও দেখতে পাই। শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের বোনটি বয়সে তাঁর চেয়ে বড় হ'লেও দেখতে প্রায় একই রকম। শুধু যেন ঈষৎ ম্লান। তাঁর চোখমুখে একটা মুরুব্বিয়ানার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি। ভাবটা যেন, সমস্ত ইংরাজ রাজত্বটা তাঁর পকেটের মধ্যে। প্রায় সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সহধর্মিণীদের এমনি একটা কৌলীন্য-সচেতনতা দেখা যায়। তাঁর হাবভাবে পরিস্ফুট প্রফুল্লতা। তাঁর আভিজাত্যের ছাপ মনে করিয়ে দেয় যে, তাঁর মতে সৈনিক ছাড়া আর সবাই মর্যাদাবিহীন অপাংক্তেয়। রক্ষীদের তিনি ঘৃণা করেন,—তাঁর মতে তারা দাম্ভিক। তাদের স্ত্রীকন্যাদের সঙ্গে নিঃসংশয়ে কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না। তারা নাকি দারুণ ছ্যাবলা। পরনের ঘাগরাটী তাঁর সুদৃশ্য না হ'লেও দামী। শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে অত্যন্ত বিচলিত দেখায়।

বলেন,—"বলুন, কি খবর আনলেন?"

—"আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি আর ফিরে আসবেন না ব'লেই আমার বিশ্বাস।"

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলি,—"তিনি ছবি আঁকতে চান।"

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সবিস্ময়ে চীৎকার ক'রে ওঠেন,—"মানে?"

—"আপনি কি কোন দিন এবিষয়ে তাঁর আসক্তি টের পাননি?"

কর্নেল অভিমত প্রকাশ করেন,—"গেছে,—নির্ঘাৎ ক্ষেপে গেছে!"

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী-সহকারে স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়াতে আরম্ভ করেন।

—"বিয়ের আগে এক বাক্স রঙ্ নিয়ে ওকে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি বটে,—কিন্তু কখনো একটা পুরো ছবি তো আঁকতে দেখিনি। আমরা ঠাট্টা করতাম। ও ধরনের কোনও গুণই ওর মধ্যে ছিল না।"

শ্রীমতী ম্যাক্এণ্ড্রু এবার বলেন,—"ছুতো! সব মিথ্যে ছুতো!"

শ্রীমতী, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কিছুক্ষণ গভীর চিন্তামগ্ন হ'য়ে পড়েন। বেশ বোঝা যায় যে আমার ঘোষণা থেকে তিনি মাথামুণ্ডু কিছুই ঠিক করতে পারেন নি। নজরে পড়ে, ইতিমধ্যে বৈঠকখানাটির কিছু শ্রীসাধন করা হয়েছে। হয়ত বিষাদভার কাটিয়ে তাঁর গৃহিণীপনা কতকাংশে আবার ফিরে এসে থাকবে। বিপত্তিটা ঘটবার পরেই ঘরটার হাল দেখেছিলাম যেন আসবাবপত্রে সাজানো একটা ঘর বহুকাল ধ'রে ভাড়ার জন্য অব্যবহৃত হ'য়ে প'ড়ে আছে। এখন আর ততটা ফাঁকা বা বিরক্তি-কর দেখায় না। কিন্তু প্যারীতে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে দেখে আসার ফলে লণ্ডনের এই পরিবেশের মাঝে তাঁকে কল্পনা করতে যেন আমার কষ্ট-বোধ হয়। এখানে যে তিনি অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও বেমানান, সেটা কি ক'রে এতদিন এঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে, তাই ভাবতে থাকি মনে মনে।

অবশেষে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলেন,—"ও যদি আঁকিয়েই হ'তে চাইবে, তাহ'লে আমাকে সেকথা বলেনি কেন? ওর সে আকাঙ্ক্ষায় আমি কোনদিন এতটুকু বাধা দিতাম না।"

শ্রীমতী ম্যাক্এণ্ড্রু তাঁর ঠোঁট চেপে ধরেন। যারা শিল্পচর্চায় আত্ম-নিয়োগ করেছে, তাঁদের দিকে বোনের এই আসক্তিটাকে তিনি কোন-দিনই সহ্য করতে পারেন না। 'শিল্পচর্চা' কথাটাকে তিনি বিকৃতভাবে উচ্চারণ ক'রে ঠাট্টা করতেন।

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ব'লে চলেন,—"সত্যিই ওর মধ্যে কোনও প্রতিভা আছে জানলে আমি নিজেই ওকে উৎসাহ দিতাম। শেয়ারের দালালের চাইতে চিত্রশিল্পীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে জানলে আমি নিজেও বেশী সুখী হতাম। ছেয়েমেয়েগুলোর জন্যেই যা ভাবনা। নইলে চেল্‌সিয়ার যে-কোন একটা ঝড়্‌ঝড়ে চিত্রশালার মধ্যেও আমি এখানকার মতই সমান সুখে কাটিয়ে দিতে পারতাম।"

শ্রীমতী ম্যাক্‌এণ্ড্রু এবার অধৈর্যকণ্ঠে ব'লে ওঠেন,—"বাবাঃ বাবা! তোকে নিয়ে আর পারি না। তুই কি মনে করিস এই ছাই-পাঁশগুলোর একটা কথাও সত্যি?"

ধীরকণ্ঠে আমি বলি,—"আমি অন্ততঃ মনে করি।"

আমার পানে সকৌতুক দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি বলেন,—"শুধু আঁকিয়ে হবার জন্যে একটা লোক চল্লিশ বছর বয়সে তার ব্যবসা, বউ, ছেলে-মেয়ে, সবকিছু ছেড়েছুড়ে উধাও হ'তে পারে না, যদি না তার ভিতরে কোন মেয়ের ব্যাপার থাকে। আমার মনে হয়, হয়তো তোরই কোন বন্ধু,—মানে মেয়ে-শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার। মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সেই-ই!"

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের পাংশু গণ্ডে একঝলক রক্তাভা দেখা দেয়।

—"কেমন দেখতে তাকে?"

উত্তরটা ওঁদের কাছে অবিশ্বাস্যভাবে চমকপ্রদ ঠেকবে জেনে আমাকে ইতস্ততঃ করতে হয়।

—"এর মধ্যে কোন নারীর অস্তিত্বই নেই।"

সস্ত্রীক কর্নেল ম্যাক্‌এণ্ড্রুর মুখ হ'তে একটা অবিশ্বাসের অস্ফুটধ্বনি বার হ'য়ে আসে। শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন।

—"মানে,—আপনি তাকে দেখতে পাননি?"

—"দেখবার মত কেউ নেই। উনি একা।"

শ্রীমতী ম্যাক্‌এণ্ড্রু ব'লে ওঠেন,—"হতেই পারে না।"

কর্নেল বলেন,—"জানি, আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। দেখে নিতাম একবার মেয়েটাকে বিদায় করা যায় কিনা?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে আমিও বলে উঠি,—"গেলেই পারতেন। দেখতে পেতেন,—আপনার মনগড়া সমস্ত কথাই ভিত্তিহীন। কেতা-দুরস্ত হোটেলে তিনি থাকেন না। থাকেন একটা নোংরা ছোট্ট কুঠরীর মধ্যে। স্ফূর্তি করার জন্য ঘর তিনি ছাড়েন নি,—টাকাকড়িও তাঁর কাছে নেই বললেই চলে।"

—"তবে কি আমাদের অজান্তে এমন একটা কিছু ক'রে ফেলেছে সে যার জন্যে পুলিশের ভয়ে এভাবে গা-ঢাকা দিয়ে আছে?"

এ কথায় ওঁদের মধ্যে বেশ একটা আশার রেখা দেখা দেয়, কিন্তু তা আমাকে স্পর্শ করেনি।

তিক্তকণ্ঠে আমি জবাব দিই,—"তাহ'লে তাঁর অংশীদারটিকে তিনি নিজের ঠিকানা দিতেন না। এত বোকা তিনি নন। যাই হোক—একটা কথা আমি বেশ ভালভাবেই জেনে এসেছি,—কাউকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাননি,—প্রেমেও পড়েননি। তাঁর মগজে এখন ওসব কথার কোন ঠাঁই নেই।"

কক্ষস্থ সবাই কিছুক্ষণ নীরবে আমার কথাগুলো ভাবতে থাকেন।

শেষকালে শ্রীমতী ম্যাক্‌এণ্ড্রু ব'লে ওঠেন,—"আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে অবশ্য যতটা আমরা ভেবেছিলাম আসলে ব্যাপারটা ততখানি খারাপ হ'য়ে দাঁড়ায় নি।"

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নীরবে বোনের পানে তাকান। তাঁকে যেন রক্তহীন ব'লে মনে হ'তে থাকে। সুন্দর ভ্রূযুগল তাঁর ঈষৎ অবনমিত,—মুখ দেখে তাঁর মানসিক অবস্থাটা ঠিক আন্দাজ ক'রে নিতে পারি না।

শ্রীমতী ম্যাক্‌এণ্ড্রু বলে চলেন,—"এটা যদি তার খেয়ালই হয়, তাহ'লে অবশ্য শীগগিরই সেরে যাবে।"

কর্নেল এবার সুযোগ পেয়ে ব'লে ওঠেন,—"তুমি নিজেই তো তার কাছে যেতে পার, এ্যামি। একটা বছর তার সঙ্গে প্যারীতে কাটিয়ে আসতে দোষ কী? ছেলেমেয়েদের ভার আমাদের। আমি বলছি, আজ হোক আর কাল হোক—শখ মিটে গেলেই ঘরের ছেলে আবার সুড়সুড় ক'রে লণ্ডনে ফিরে আসবে।"

শ্রীমতী ম্যাক্‌এণ্ড্রু বলেন,—"আমি হ'লে তা করতাম না। দেখতাম একবার ওর দৌড়টা কতদূর? লেজ গুটিয়ে আবার একদিন ফিরে এসে ঘরের আরামের জন্যে ছোঁকছোঁক ক'রতেই হ'তো।"

বোনের দিকে চেয়ে আবার বলেন,—"তোরা হয়ত ওকে ঠিক চিনতে পারিস না। পুরুষমানুষগুলো অদ্ভুত জীব,—ওদের বশে রাখাটা শিখতে হয়।"

স্বগোত্রীয়দের কথার পুনরুক্তি ক'রে তিনি আবার জানিয়ে দেন যে, মেয়েদের ভাসিয়ে দিয়ে পালানোই নাকি নিষ্ঠুর পুরুষগুলোর

স্বভাব। তবে, তাদের পালাতে দেওয়ার ব্যাপারে মেয়েদেরই দোষ দিতে হয় বেশী।

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড একবার ধীরনেত্রে আমাদের সবার পানে তাকিয়ে নিয়ে বলেন,—"ও আর কখ্‌খনো ফিরে আসবে না।

—"খুব কথাই বললি যা হোক। ঘরের আরাম আর সেবাযত্ন ছেড়ে একটা ঝড়ঝড়ে হোটেলের নড়বড়ে ঘরে একলা কদ্দিন থাকতে পারবে সে, বলতে পারিস? তার ওপর আবার ট্যাঁকে নেই কড়ি। ফিরে তাকে আসতেই হবে—ব'লে রাখলাম।"

—"যতক্ষণ আমার ধারণা ছিল যে, একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গেছে ও, ততক্ষণ ও আশা খানিকটা আমারও ছিল। এসব কাণ্ড বেশীদিন চলে না। তাই ও হয়তো মাস-তিনেকের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠত। তবে ও যদি সত্যিই প্রেমে না প'ড়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে ধ'রে নিতে হবে সবকিছুই চুকে গেছে একেবারে।"

নিজেদের সম্বন্ধে এমন একটা অজ্ঞাতপূর্বক মন্তব্য শুনে পরম বিরক্তিভরে কর্নেল ব'লে ওঠেন,—"কোন মানে হয় না এসব কথার! এমন কথা ভেবে ব'সে থেকো না যেন। ফিরে সে আসবেই। ডরোথি যা বললে তাই ঠিক হবে দেখো। মাঝখান থেকে খানিকটা গঞ্জনা-ভোগ আছে তার অদৃষ্টে।"

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলেন,—"কিন্তু, আমি চাই না যে ও ফিরে আসুক।"

—"এ্যামি! কী বলছিস্?"

অন্তর্নিহিত রাগে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড এবার উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেন। রুদ্ধশ্বাসে দ্রুতকণ্ঠে তিনি ব'লে চলেন,—"ও যদি সত্যই আকণ্ঠ কোন মেয়ের প্রেমে প'ড়ে তাকে নিয়ে যেত, তাহ'লে হয়তো ওকে আমি ক্ষমা করতেও পারতাম। এমনটা ঘটা স্বাভাবিক,—তাই ওকে হয়তো বিশেষ দোষও দিতাম না। আমি ভাবতাম, ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। কেননা আমি জানি, পুরুষরা যেমন দুর্বলপ্রকৃতি, মেয়েরা আবার তেমনিই ছলনাময়ী। এক্ষেত্রে তা ঘটেনি মোটেই। ওকে আমি ঘৃণা করি। আর কোনদিন ওকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।"

বিস্ময়াহত কর্নেল সস্ত্রীক তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতে থাকেন। পাগলামি ত্যাগ করতে অনুরোধ জানান তাঁকে। জানান যে, তাঁর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তাঁদের বোধগম্য হয়নি। শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড এবার মরিয়ার মত আমার পানে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনিও কি বুঝতে পারেন নি?"

বলি,—"পুরোপুরি নয়। আপনি কি বলতে চান যে, কোনও মেয়ের পাল্লায় প'ড়ে তিনি পালিয়ে গিয়ে থাকলে তাঁকে ক্ষমা করা আপনার পক্ষে সম্ভব,—কিন্তু কোন আদর্শের জন্য হ'লে নয়? অর্থাৎ এটাই কি আপনার ধারণা যে প্রথমটাকে হয়তো আপনি সামলাতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয়টার কাছে আপনি নিরুপায়?"

প্রত্যুত্তরে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নীরবে একবার মাত্র আমার পানে তাকান। হয়তো অজ্ঞাতে আমি তাঁকে আহত ক'রে থাকবো। চাপা কম্পিত কণ্ঠে তিনি ব'লে চলেন,—"ওর মত এত ঘৃণা আর কাউকে হয়তো আমি করি না,—করা হয়তো যায়ও না। তোমরা জানো,—এতদিন বরাবর আমি এই ভেবে আশায় বুক বেঁধে এসেছি যে যত দেরীই হোক না কেন, একদিন ও আবার আমার কাছে ফিরে আসতে চাইবেই। হয়তো মৃত্যুকালেও একবার ডাকবে আমাকে। আমিও যেতাম। সেবা করতাম মায়ের মত। শেষসময়ে ওকে জানিয়েও দিতাম,—ওর ওপর আমার কোন ক্ষোভ নেই,—চিরদিন ওকে যেমন ভালোবেসে এসেছি, তেমনি ক্ষমাও করেছি ওর সবকিছুকে।"

দয়িতের মৃত্যুশয্যার পাশে মেয়েদের যে মনোরম ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, সব সময়েই আমার কাছে কিছু পরিমাণে বিরক্তিকর ব'লে মনে হয়। মাঝে মাঝে তা এহেন মর্মস্পর্শী দৃশ্যের সুযোগ মুলতুবি থাকার জন্য দয়িতের দীর্ঘ জীবনের উপর ওদের যেন একটা আক্রোশ জেগে ওঠে।

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তখনও ব'লে চলেন,—"কিন্তু, সব শেষ হ'য়ে গেল আজ। ওর উপর আর আমার কোনও টান নেই,—আজ থেকে ও আর আমার কেউ নয়। আমি চাই, ও মরুক,—সহায়সম্বলহীনভাবে

উপোস ক'রে শুকিয়ে কুঁকড়ে প'চে মরুক বিশ্রী নোংরা রোগে। আমার সমস্ত সম্পর্ক কেটে গেছে ওর সঙ্গে।"

উপযুক্ত অবসর পেয়ে তখন আমি স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কথাগুলি শুনিয়ে দেবার জন্য বলি,—"যদি বিচ্ছেদই আপনার কাম্য,—তিনি বলেছেন, নিজে থেকে সে-রাস্তা সাধ্যমত পরিষ্কার ক'রে দেবেন।"

—"কেন আমি ওকে সে স্বাধীনতা দেব?"

—"তিনি অবশ্য চান না। তবে তাঁর ধারণা, আপনার হয়ত দরকার হ'তে পারে।"

অধৈর্যভাবে শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড একটা কাঁধ-ঝাঁকানি দেন।

শ্রীমতীর উপরে আমার মনটা যেন একটু বিরূপ হ'য়ে উঠে। আজকের তুলনায় তখনকার দিনে মানুষ সম্বন্ধে আমি অধিকতর আশাবাদী ছিলাম। তাই হয়তো অমন মনোরম একটি মহিলার মধ্যে অতটা প্রতিহিংসাপরায়ণতা দেখে, অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। জানতাম না যে কত বিচিত্র উপাদানে গড়া মানুষের প্রকৃতি। এখন অবশ্য আমি টের পেয়েছি যে মানুষের মনে নীচতা এবং ঔজ্জ্বল্য, ঈর্ষা আর বদান্যতা, ঘৃণা ও প্রেম একই সঙ্গে পাশাপাশি থাকা সম্ভব।

যে নীচমন্যতা শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের অতটা ক্ষোভের কারণ, তাকে ঠাণ্ডা করবার একটা উপায় হাতড়াতে থাকি মনে মনে। সেই চেষ্টাতেই বলি,—"আপনি তো জানেন যে আপনার স্বামী তাঁর এই সব কাজের জন্য পুরোপুরি দায়ী নন। তাঁকে আত্মস্থ ব'লে আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, মাকড়সার জালে আবদ্ধ মাছির মত তাঁর অবস্থা এখন। একটা কোন্ অদৃশ্য প্রবল শক্তি ইচ্ছামত তাঁকে চালাচ্ছে। তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধ। গল্পে পড়েছি, মানুষের ভিতরকার নিজস্ব সত্তাকে দূর ক'রে দিয়ে নাকি অনেক সময় অজানা সত্তা সেখানে ঢুকে প'ড়ে তার উপর প্রভুত্ব করে। আগেকার দিন হ'লে হয়তো বলা চলত যে, চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে শয়তানে পেয়েছে।

শ্রীমতী ম্যাক্‌এণ্ড্রু তাঁর কোলের উপরকার ঘাগরাটার ভাঁজগুলো সোজা ক'রতে থাকেন। সোনার বালাজোড়া তাঁর কব্জির উপর নেমে আসে।

তিক্তকণ্ঠে তিনি ব'লে ওঠেন,—"ওসব আজগুবি কথা আমি বুঝি না। এ্যামি যে তার স্বামীকে বড্ড বেশী আস্কারা দিয়েছিল, সেকথা আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে রাজী নই। নিজের ঝামেলা নিয়ে অত ব্যস্ত না থাকলে, ব্যাপারটার যা হোক একটা কিছু হদিশ ও ঠিক পেত। এই তো আলেক্,—রাখুক্ দিকি আমাকে না জানিয়ে কোন কিছু ওর মনের মধ্যে এক বছর কি আরো বেশী দিন ধ'রে চেপে। দেখি একবার কেমন পারে?"

কর্নেল একান্ত নিরীহের মত অসীম শূন্যের পানে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয়, এত বড় সাদাসিধে গোবেচারী মানুষ যেন দু'টি হয় না।

শ্রীমতী ম্যাক্এণ্ড্রু আমার দিকে প্রখর দৃষ্টি মেলে বলতে থাকেন,—"যাই হোক না কেন, তবু চার্লস্ স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে একটা হৃদয়হীন জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কেন যে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে গেছে, তা আমি বলছি শুনুন। এটা শুধু তার স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু নয়।"

আমি বলি,—"এইটাই হ'লো সবচেয়ে সোজা মানে।"

বুঝতে পারি যে আমার নিজের কথাটার মানেই আসলে পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে না।

ক্লান্তির অজুহাতে বিদায় নেবার জন্য আমি উঠে দাঁড়াতে শ্রীমত স্ট্রিক্ল্যাণ্ড আর আমাকে আটকে রাখবার কোন চেষ্টা করেন না।

॥ ষোল ॥

এর পরের ঘটনাগুলিতে প্রকাশ পায়, শ্রীমতী স্ট্রিকল্যাণ্ড প্রকৃতই একটি দৃঢ়চেতা মহিলা।

সমস্ত মনস্তাপ চাপা দিয়ে ফেলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে দুনিয়াবাসীরা কারো দুর্ভাগ্যের কথা শুনলে বিরক্ত হয়,—দুর্দশার ছবিগুলোকে তারা স্বেচ্ছায় এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। যখনই তাঁর বন্ধুরা তাঁর

দুরদৃষ্টের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে তৎপর হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা করেন, তখনই তাঁর আচরণ নিখুঁত হ'য়ে ওঠে। তাঁর সাহসে প্রকাশ্য অভিব্যক্তি কিংবা তাঁর প্রফুল্লতায় চমকপ্রদ কিছু নজরে না পড়লেও নিজের কথা আলোচনা করার চাইতে অপরের দুঃখের কাহিনী শুনতেই তাঁকে সমধিক উৎসুক দেখা যায়। স্বামীর প্রসঙ্গে তিনি করুণাময়ী হ'য়ে ওঠেন। তাঁর এ ধরনের আলোচনায় আমি প্রথমে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়ি।

শেষে তিনিই একদিন আমায় বলেন,—"চার্লসের একা থাকা সম্বন্ধে আপনার ধারণা যে ভুল, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বিভিন্ন উৎস থেকে যে সমস্ত খবর আমি পেয়েছি, তাতে বলতে পারি যে ইংলণ্ড ছেড়ে ও একা যায়নি।"

—"তাহ'লে স্বীকার করতেই হয় যে আত্মগোপন ক্ষমতায় তিনি সত্যই একজন মনীষী।"

চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে ঈষৎ আরক্ত মুখে শ্রীমতী আবার বলেন,—"দেখুন,—কেউ যদি এসব কথা আপনাকে জানায় যে ও একজনকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেছে. দয়া ক'রে তার আর প্রতিবাদ করবেন না। এটা আমার অনুরোধ।"

—"বেশ, তাই হবে।"

ব্যাপারটার উপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না ক'রে তিনি প্রসঙ্গান্তরে ফিরে যান। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর বন্ধুমহলে একটি বিচিত্র কাহিনীর প্রচলন আবিষ্কার করি। তাঁরা বলাবলি ক'রতে আরম্ভ করেন যে, কিছুকাল আগে যে নৃত্যানুষ্ঠানের দলটি এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে এসেছিল, সেই দলেরই একটি ফরাসী মেয়ের প্রতি-প্রণয়াসক্ত হ'য়ে চার্লস্ স্ট্রিক্ল্যাণ্ড তারই সঙ্গে প্যারীতে পালিয়ে গেছেন। এর উৎপত্তির উৎসটি নির্ণয় করতে না পারলেও আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে, শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ড তাঁদের কাছ হ'তে সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণে সম্ভ্রমও লাভ করতে থাকেন। কর্নেল ম্যাক্এণ্ড্রু যে বলেছিলেন শ্রীমতীর অবস্থা কপর্দকশূন্য, সেটা অতিশয়োক্তি নয়। তাই তাঁর দরকার হ'য়ে ওঠে আশু উপার্জন। সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সাথে তাঁর পরিচিতিটুকুকে ফলপ্রসূ করবার ইচ্ছায়

তিনি সর্টহ্যাণ্ড্ ও টাইপের কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। দেখা যায়, পূর্বশিক্ষার গুণে সাধারণের তুলনায় একাজে তাঁর পটুতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশী। উপরন্তু, তাঁর কাহিনীটিও তাঁর দাবির পক্ষে কার্যকরী হ'য়ে ওঠে। বন্ধুরা সবাই তাঁকে কাজ পাঠাবার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে কথা দেন যে, অপরের কাছেও তাঁরা তাঁকে পরিচিত করিয়ে দেবেন।

নিঃসন্তান ম্যাক্এণ্ড্রু-পরিবারের অবস্থা বেশ সচ্ছল থাকায় ছেলে-মেয়ে দুটির দায়িত্ব তাঁরাই নেন। শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের উপর পড়ে শুধু তাঁর একার দায়িত্ব। আসবাবপত্রগুলো বেচে দিয়ে এবং বাসাটা ভাড়া দিয়ে তিনি ওয়েস্টমিনিস্টার অঞ্চলে দু'টি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে যান। জগতের সঙ্গে নতুন ক'রে তাঁর বোঝাপড়া আরম্ভ হয়। তাঁর কার্যক্ষমতা দেখে মনে হয়, নতুন অভিযানে তাঁর সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

॥ সতেরো ॥

পাঁচ বছর পরের কথা।

নিত্যদিনের একঘেয়েমিতে লণ্ডন আমার কাছে বাসি হ'য়ে ওঠে। তাই, প্যারী যাওয়ার সংকল্প করি। আমার পরিচিতমণ্ডলী ও বন্ধু-বান্ধবেরা বৈচিত্র্যবিহীন ঘটনার জের টেনে চলেন। তাই হয়তো তাঁরাও আমার কাছে বিশেষত্বহীন হ'য়ে ওঠেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'লেই আমি ব'লে দিতে পারতাম, কী কথা তাঁরা আরম্ভ করবেন? তাঁদের প্রেমকাহিনীগুলি পর্যন্ত আমার কাছে বিরক্তিকর একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে। আমরা যেন ট্রামগাড়ী,—লৌহপথরেখা ধ'রে কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে ছুটে চলি—একটুক্ষণের চেষ্টাতেই ব'লে দেওয়া যায় ভিতরে আরোহী কতজন। সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য আমার অসহ্য বোধ হয়। আসবাবপত্র বিক্রি ক'রে ঘরটা ছেড়ে দিয়ে নূতনভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভের সংকল্প করি।

যাওয়ার আগে শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাই।

বহুদিনের অদর্শনের পর তাঁর মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্তন নজরে পড়ে। শুধু যে বয়োবৃদ্ধির দরুন তাঁর দেহ কৃশ ও রেখাবহুল ঠেকে, তা নয়। মনে হয়, স্বভাবেও তাঁর পরিবর্তন এসেছে। ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কার্যালয় উঠে এসেছে চান্সারী গলিতে। নিজে আজকাল আর বড় একটা টাইপের কাজ করেন না,—চারটি মেয়ে নিযুক্ত করা হয়েছে তার জন্যে। নিজে তিনি তাদের কাজ সংশোধনে ব্যস্ত থাকেন। ছাপা কাগজগুলিকে দৃষ্টিমনোহর করার জন্য লাল এবং কালো দু'টি কালিকেই তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার ক'রে থাকেন ইদানিং,—কাগজগুলো মোড়বার জন্য নানা ফিকে রঙের রেশমী আভাযুক্ত কাগজও ব্যবহার ক'রে থাকেন। ফলে, পরিচ্ছন্নতা ও নির্ভুল কাজের জন্য তাঁর খ্যাতি ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। অর্থাগমও বাড়ে সেইসঙ্গে। তিনি যে প্রকৃতপক্ষে একজন অভিজাত মহিলা এবং সেই তুলনায় তাঁর জীবিকা-নির্বাহের প্রণালীটি ঠিক পর্যাপ্ত মর্যাদাসম্পন্ন নয়, একথাটা কিছুতেই তিনি মন থেকে দূর করতে পারেন না। তাই, তাঁর সামাজিক মর্যাদা যে হ্রাস পায়নি তা প্রমাণ করবার জন্য যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই বারে বারে কথাবার্তার ভিতর পছন্দসই নাম করা লোকেদের নাম ঢোকাতে কসুর করেন না। উৎফুল্লচিত্তে তিনি শুনিয়ে চলেন,—পরদিন রাত্রে তাঁর আহারের নিমন্ত্রণ আছে জনৈক রাজকর্ম-চারীর সঙ্গে,—ছেলে তাঁর কেম্ব্রিজে,—সদ্য বিদ্যালয় হ'তে মুক্তিপ্রাপ্ত মেয়ের সাথে নাচবার জন্য তরুণ দলের ভীড় করে প্রতিযোগিতার কথাটাও তিনি সহাস্য কণ্ঠে জানিয়ে দেন।

বোকার মত আমি একটা কথা ব'লে ফেলি।

জিজ্ঞাসা করি,—"মেয়েকেও কি আপনার ব্যবসায়ে নিতে চান?"

শ্রীমতী জবাব দেন,—"না-না। তা কখনো হয়? অত সুন্দর চেহারা ওর! আমার বিশ্বাস, ওর বেশ ভাল জায়গাতেই বিয়ে হবে।"

—"আমি ভেবেছিলাম, হয়তো আপনার খানিকটা সাহায্য হ'তো।"

—"অনেকেই বলে ওকে রঙ্গমঞ্চে যেতে। আমি কিন্তু মত দিতে পারিনি। সব ক'জন বড় নাট্যকারই আমার চেনা,—কালই হয়তো

একটা ভূমিকা ওকে যোগাড় ক'রে দিতে পারি,—কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে ও ওই সমস্ত লোকের সঙ্গে মেশে।"

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের এই ধরনের এড়ানো-মনোভাবটিকে আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না।

—"আপনার স্বামীর কথা কিছু শুনতে পান আজকাল?"

—"কিচ্ছু না। যেন মরে ভূত হ'য়ে গেছে।"

—"প্যারীতে হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'তে পারে। আপনার কিছু জানবার আছে কী?"

শ্রীমতী একটু ইতস্তত: ক'রে বলেন,—"যদি সত্যিই ও অভাবে পড়ে থাকে, আমি সামান্য কিছু সাহায্য করতে রাজী আছি। কিছু অর্থ আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। তাই থেকে দরকার মত কিছু কিছু আপনি ওকে দিতে পারেন।"

বলি,—"আপনি করুণাময়ী!"

কিন্তু মনে মনে আমি জানতাম, এ দান করুণাসম্ভূত নয়। একথা সত্য নয় যে দুঃখ মানুষের মনকে উদার ক'রে তোলে। সুখ হয়তো মাঝে মাঝে তা ক'রে থাকে। দুঃখ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে নীচমনা ও জিঘাংসু ক'রে তোলে।

॥ আঠারো ॥

প্যারীতে পক্ষকাল কাটবার আগেই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার দেখা হয়।

প্যারীতে পৌঁছেই রু দ্য দাম্‌স্‌-এ একটা বাড়ীর দু'তলায় ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে পুরানো মালের দোকান থেকে কয়েক শো ফ্রাঙ্ক দামে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র কিনে এনে ঘরটাকে বাসোপযোগী ক'রে তুলতে আমার দেরী হয় না। পরিচারকের সঙ্গে রফা হয় যে, সকালে সে আমাকে কফি তৈরী ক'রে দেবে, আর ঘরটাকে পরিষ্কার ক'রে

রাখবে। অতঃপর বার হ'য়ে পড়ি বন্ধু ডার্ক স্ট্রোভের সঙ্গে দেখা করতে।

ডার্ক স্ট্রোভকে দেখলেই যে-কোন লোকের সবিদ্রূপ হাসি পাওয়া কিংবা বিস্ময়াহতভাবে কাঁধঝাঁকানি দেবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতি তাকে একটি ভাঁড় তৈরী ক'রে পাঠিয়েছেন। তার সঙ্গে আমার পরিচয় রোমে। পেশায় চিত্রশিল্পী হ'লেও, তার ছবি দেখে আমি তাকে ভাল চিত্রকর বলতে পারিনি। চলতি বিষয়বস্তুর উপর তার আন্তরিক অনুরাগ। মনটা তার কলাপ্রীতিতে পূর্ণ। বার্নিনির পিয়াৎসা দি স্পাগনা অঞ্চলে যে-সব প্রিয়দর্শনের দেখা মেলে, তারাই তার সব ছবির মডেল। তাই ওর চিত্রশালার পটগুলোতে দেখতে পাওয়া যায় যত সব চুড়োটুপি-মাথায় গুঁপো চাষাভূষো, সুদৃশ্য গরম কাপড়জড়ানো বাচ্চা আর ঝক্‌মকে ঘাগরা-পরা মেয়েদের ছবি। কেউবা তারা অলস-ভাবে কোনও একটা গীর্জার সিঁড়িতে ব'সে, কেউ মেঘশূন্য আকাশতলে বনফুলস্তবকের মাঝে তন্দ্রালস, কেউবা কোন মধ্যযুগীয় বাঁধানো ফোয়ারার কাছে প্রেমচর্চারত, কেউবা আবার মালবোঝাই একটা গরুর-গাড়ীর পাশে পাশে হেঁটে চলে। ভিলা মেডিসির একজন চিত্রকর তার নাম দিয়েছেন,—"Le Maitre de la Boite a Chocolats." ছবিগুলো সযত্নে আঁকা ও রঙফলানো। আলোকচিত্রও হয়তো অতো হুবহু হয় না। সেগুলোর পানে তাকালে মনেৎ, ম্যানেৎ প্রভৃতি অনুভূতিশীল চিত্রকরদের কথা মনে থাকে না।

স্ট্রোভ বলে,—"নিজেকে আমি মস্ত শিল্পী ব'লে প্রচার করতে চাই না। আমি মাইকেল এঞ্জেলো নই সত্যি,—তবু আমার মধ্যেও কিছু আছে। ছবি আমার বিক্রিও হয়। সবার ঘরে ঘরে আমি পৌঁছে দিই কল্পনা-বিলাস। শুধুমাত্র হল্যাণ্ডেই আমার ছবি বিক্রি হয় না,—নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কেও বিকোয়। কেনে কারা জানো? বড় বড় ব্যবসায়ীরা। ও দেশের কুয়াসাচ্ছন্ন দীর্ঘ হিমশীতল শীতকালটা যে কী, তা না দেখলে কল্পনাও করা যায় না। আমার ছবিতে ওরা ইতালীকে খুঁজে পায়, পাওয়ার আশা করে। ইতালীতে আসবার আগে আমারও অমনি মনে হ'তো।"

এ স্বপ্ন হয়তো তার মধ্যে চিরন্তন হ'য়ে ওঠে। রূঢ় বাস্তব সত্য তার স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে ধরা পড়ে না। ইতালীর রোমাঞ্চকর কাল্পনিক দস্যুদল আর তার সৌন্দর্যময় ধ্বংসাবশেষই ওর ভাবালস চোখে ইতালীর প্রকৃত রূপ হ'য়ে ধরা দেয়। একটা স্বপ্নকে ও রূপ দিয়েছে বারে বারে ওর ছবিতে,—অতি তুচ্ছ, আটপৌরে, ঘুণ-ধরা স্বপ্ন।

আর এই স্বপ্নবিলাসই ওর চারিত্রিক অনবদ্য মাধুর্য।

আমি একথা জানি ব'লেই অপরের মত আমার কাছেও ডার্ক স্ট্রোভ হাস্যাস্পদ হ'য়ে ওঠেনি। ওর শিল্পীবন্ধুরা প্রকাশ্যেই ওর নিন্দা করতে ছাড়ে না ; আবার ওর সচ্ছল অর্থাগমে প্রয়োজনমত বিনা দ্বিধায় ভাগ বসাতেও ছাড়ে না। অভাবগ্রস্তেরা ওর বদান্যতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের বানানো দুঃখকাহিনী শুনিয়ে নির্লজ্জভাবে ওর কাছ থেকে অর্থ আদায় ক'রে আড়ালে ওর বোকামির জন্য হাসে। স্বভাব-ভাব-প্রবণ ও,—তবু ওর আকস্মিক ভাবোদ্রেকের ভিতরও এমন একটা বৈচিত্র্য দেখা যায় যে, লোকে ওর কাছ থেকে কোন কিছু নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশও দরকার ব'লে মনে করে না। একটি ছোটছেলের কাছ হ'তে ছিনিয়ে নেওয়া যা,—ওর কাছ হ'তে অর্থ কর্জ নেওয়াও তাই। বোকা ব'লেই ওকে ঠকায় সবাই। আমার মনে হয়, যে-কোনও পকেটমার—যে নিজের হাতসাফাইয়ের গর্ব করে—সে যদি কোনদিন কোনও বেহিসেবী মহিলাকে গহনাসমেত তাঁর "ভাঁড়ারী বটুয়া"-টিকে অসতর্ক ভাবে গাড়ীতে ফেলে যেতে দেখে, তাহ'লে মনে মনে সে বিরক্ত হ'য়ে উঠবেই। প্রকৃতি ওকে বুদ্ধিহীন উপহাস্যাস্পদ ক'রে গ'ড়ে পাঠান। ওরই-খরচে-আপ্যায়িত অপরের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ঠাট্টাবিদ্রূপ শুনে ও শুধু হাসে। অথচ, ইচ্ছা ক'রেই ও বোধহয় নিজেকে তাদের কাছে ঢেকে রাখবার চেষ্টাও করে না। বারবার ও আঘাত পায়, তবু ওর প্রিয়স্বভাবে এতটুকু হিংসা-দ্বেষের রেখাও প'ড়ে না কোনদিন। বিষধর সাপ যদি ওকে ছোবল মারে, তবু তার জ্বালা ভুলতে না ভুলতেই ও আবার তাকে বুকে ঠাঁই দেবে। এছাড়া অন্য অভিজ্ঞতাই যেন ওর নেই,—হয়ও না। ওর জীবনটা যেন হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের আঙ্গিকে লেখা একটা করুণ নাটক। আমি ঠাট্টা করতাম না ব'লেই বোধহয় ও

যেন সকৃতজ্ঞচিত্তে ওর যতসব দুঃখের কাহিনী আমাকেই শোনাত। ওর সম্বন্ধে সবচেয়ে করুণ জিনিসটা এই যে, ওর কাহিনীগুলির মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে করুণ সেগুলিও এমন অপরূপ যে তা শুনে হাসি চেপে রাখা যায় না।

তবু, চিত্রকর হিসাবে নিন্দনীয় হ'লেও কলাশিল্পের প্রতি ওর একটা পেলব অনুভূতি দেখা যায়। ওর সঙ্গে কোন চিত্র-প্রদর্শনীতে যেতে পাওয়া একটা দুষ্প্রাপ্য সৌভাগ্যের সামিল। ওর উৎসাহটা যেমন নির্ভেজাল, ওর সমালোচনাটাও তেমনি নির্ভুল।

ধর্মাচরণে ও ক্যাথলিক-সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই হয়ত ও যে শুধু জ্ঞান-বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাই নয়,—আধুনিকদের উপরও সহানুভূতিশীল। প্রতিভার আবিষ্কারে ও ত্বরিৎদক্ষ, প্রশংসায় ও পঞ্চমুখ। ওর চাইতে নির্ভুল মতবাদের আর একটি লোকও হয়ত আমার নজরে পড়েনি। সাধারণ চিত্রশিল্পীদের তুলনায় ওর পড়াশোনা অনেক বেশী। আর সবার মত অন্যান্য সমপর্যায়ের শিল্পকলাগুলি সম্বন্ধে ও অজ্ঞ নয়। বিভিন্ন চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও সাহিত্যেও ওর গভীরতম অনুরাগ দেখা যায়। আমার মত একজন স্বল্প বয়সের তরুণের কাছে ওর উপদেশ ও নির্দেশ অমূল্যপ্রাপ্তি ব'লেই ছিল আমার ধারণা।

রোম-ত্যাগের পরও আমি ওর সঙ্গে পত্রালাপ চালাতে থাকি। দু'য়েক মাস অন্তর ওর চিঠি পেতাম,—বিচিত্র ইংরাজীতে লেখা। পড়ে ওর লালানিষিক্ত আবেগময় কথা বলার ভঙ্গীগুলি আমার সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ভেসে উঠতো। আমার প্যারী আগমনের কিছুদিন আগে একটি ইংরাজ মহিলাকে বিয়ে ক'রে প্যারীর মন্তে-মার্তে অঞ্চলে একটি চিত্র-শালা খুলে ও সংসারধর্ম আরম্ভ করে। ওর সঙ্গে আমার প্রায় চার বছরের অসাক্ষাৎ। ওর স্ত্রীকে তো দেখিইনি।

॥ উনিশ ॥

স্ট্রোভকে আমি আমার আগমনের সংবাদ জানাইনি। তাই ওর চিত্রশালায় গিয়ে আহ্বান-ঘন্টিটা বাজাতে দরজা খুলে বা'র হ'য়ে এসে কয়েকটা মুহূর্ত পর্যন্ত ও আমাকে চিনতে পারে না।

অকস্মাৎ সাশ্চর্যে একটা হর্ষধ্বনি ক'রে ও আমাকে ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। বেশ লাগে এই অভ্যর্থনার আন্তরিকতাটুকু। ওর স্ত্রী চুল্লির কাছে ব'সে কি একটা সেলাই ক'রছিল, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ান। স্ট্রোভ পরিচয় করিয়ে দেয়।

বলে,—"মনে পড়ছে না? এর কথা যে প্রায়ই তোমাকে ব'লতাম গো!"

তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে,—"আমায় জানাতে কি হয়েছিল যে তুমি আসছো? ক'দ্দিন এসেছো? থাকৃছ ক'দ্দিন? ইস্! আর একটু আগে আসতে পারলে না? সবাই একসঙ্গে খাওয়া যেত।"

প্রশ্নে প্রশ্নে ও আমাকে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে।

একটা চেয়ারে জোর ক'রে বসিয়ে দিয়ে ও আমার পিঠ চাপড়াতে আরম্ভ করে,—যেন আমি একটা গদি। সিগার গুঁজে দেয় মুখে,—কেক্ আর পানীয় আনায়। আমাকে ছেড়ে ও যেন থাকৃতেই পারে না। হুইস্কি নেই ব'লে আপসোস ক'রতে থাকে,—কফি খাওয়াতে চায়,—আমার জন্য আর কি কি করা সম্ভব তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করে,—খুশীতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে হাসতে থাকে,—আনন্দের প্রাচুর্যে গল্গল করে ঘামতে শুরু করে। ওর পানে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলি,—"একটুও বদলাওনি তুমি।"

স্মৃতির সঙ্গে ওর কিম্ভূতকিমাকার চেহারাটা হুবহু মিলে যায়। শরীরটা মোটা, বেঁটে, বয়স বেশী নয়,—বড় জোর ত্রিশ,—তবু অসময়ে

টাক দেখা দিয়েছে মাথায়। মুখটা নিটোল গোল,—রঙটা চকৎকার ধব্‌ধবে,—গাল ও ঠোঁট দুটি লালচে। নীলাভ গোল গোল চোখ দুটিতে বড় আকারের সোনার চশমা,—জ্রজোড়া এত সূক্ষ্ম যে প্রায় নজরে পড়ে না। দেখে রূবেনের ছবির মোটা স্ফূর্তিবাজ সওদাগরগুলির কথা মনে প'ড়ে যায়।

স্ট্রোভকে জানিয়ে দিই যে প্যারীতে কিছুকাল স্থায়ীভাবে বাস করার ইচ্ছায় একটা ঘর আমি ভাড়া নিয়েছি। শুনে ও যাচ্ছেতাই বকুনি আরম্ভ ক'রে দেয়। বলে—এসব কথা ওকে আগে জানানো উচিত ছিল। ও তাহ'লে নিজেই আমাকে ভাল দেখে বাসা যোগাড় ক'রে দিত,—আসবাবপত্রও ওর নিজের ঘর থেকে পাঠাত,—এমন কি বাড়ীটাতে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যা'কিছু দরকার সব ব্যবস্থাই ও ক'রে দিত। আমার কাছ থেকে বন্ধুপ্রীতি দেখাবার এহেন সুযোগটা না পাওয়াতে বিরসবদনে ও আমার পানে চেয়ে থাকে।

শ্রীমতী স্ট্রোভ সারাক্ষণ নীরবে অথচ স্মিতমুখে স্বামীর কথাগুলি শুনতে শুনতে মোজা সেলাই ক'রে চলেন।

সহসা ও ব'লে ওঠে,—"দেখছো তো,—শেষ পর্যন্ত বিয়েটা করেই ফেললাম। কেমন হয়েছে বৌ ?"

খুশীতে চোখ দুটো বড় বড় ক'রে ও স্ত্রীর পানে তাকায়। চশমাটাকে টেনে তোলে নাকের উপর। অবিরল ঘামের জন্য বারবার সেটা নাকের ডগায় নেমে আসতে থাকে।

হেসে বলি,—"কি ব'ললে খুশী হও তুমি ?"

শ্রীমতী স্ট্রোভ মৃদুহাস্যে অনুযোগ করেন,—"কি হচ্ছে ডার্ক ?"

—"চমৎকার হয়নি, এ্যা ? তোমাকেও বলছি খোকা শোন! দেরী না ক'রে যত শিগ্‌গীর পারো একটা বিয়ে ক'রে ফেল। দুনিয়ায় আজ আমি সবার চেয়ে বেশী সুখী। ওর দিকে একবার তাকাও তো ? কি দেখছ ? যেন একখানা শার্ডিনের ছবি,—না ? দুনিয়ার বহু সুন্দরী মেয়েকে আমি দেখেছি,—কিন্তু উঁহু! শ্রীযুক্তা ডার্ক স্ট্রোভের কাছে তারা কেউ কিচ্ছু নয়!"

—"ডার্ক! থামবে ? না, উঠে যাব ?"

ও বলে,—"প্রিয়া আমার অতুলনীয়া !"

ডার্কের প্রেমঘন কণ্ঠস্বরে তিনি আরক্ত হ'য়ে ওঠেন।

চিঠিতে ও আমাকে জানিয়েছিল যে স্ত্রীকে ও ভীষণ ভালবাসে। দেখতে পাই যে তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া ওর পক্ষে কষ্ট-সাধ্য। বুঝতে পারি না, তিনিও ওকে ঠিক ভালবাসেন কি না? বেচারা! ওর মত বিদূষককে দেখে কারও ভালবাসা উথলে ওঠবার কথা নয়। তবু ওর স্ত্রীর চোখের দৃষ্টিতে অনুরক্তির আভাস পাই। হয়ত তাঁর মনের অতলে জমা হ'য়ে আছে ওর জন্য গভীর অনুভূতি।

প্রেমপাগল স্ট্রোভ তাঁর মধ্যে পায়নি অত্যুজ্জল রূপশিখা। তাঁর সৌন্দর্য প্রশান্ত, স্নিগ্ধ। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদেহে সাদাসিধা অথচ নিপুণ ছাঁটের ধূসরাভ জামাটা কিছুতেই চাপা দিতে পারে না যে জামার নিচের দেহটিও অনবদ্য। পোশাকের দোকানেই যেন এমন সুতনু মানায়,— কিন্তু তার চাইতেও বেশী আবেগময় হ'তে পারে ভাস্করের কাছে। আটপৌরেভাবে বিন্যস্ত তাঁর বাদামী ঘন চুলের রাশি, শুভ্র মুখমণ্ডল ও ধূসরাভ চোখদু'টি তাঁর সর্বাবয়বে একটি সহজ মনোহারিত্ব এনে দেয়। সুন্দরী হতে হতেও যেন তাঁর হয়ে ওঠা হয়নি। অথচ, এই না-হওয়াটাই তাঁকে ক'রে তুলেছে মনোরম। স্ট্রোভের দেওয়া শার্ডিনের উপমাটা নিরর্থক ব'লে মনে হয় না। শ্রীমতী স্ট্রোভকে দেখে গৃহ-সাজে সজ্জিতা সেই গৃহিণীটির কথা মনে প'ড়ে, শার্ডিন যাকে তাঁর ছবিতে অমর ক'রে রেখে গেছেন। কল্পনানেত্রে দেখতে পাই, তিনি যেন কড়া-খুন্তি নিয়ে আত্মগত চিত্তে গৃহস্থালীর কাজ ক'রে চলেন,—সৃষ্টি ক'রে চলেন একটা পবিত্র আবহ। তাঁকে চালাকচতুর বা চিত্তহারিণী ব'লে মনে হয় না। তবু তাঁর সহজাত একাগ্র তন্ময়তাটুকু আমার ভাল লাগে। তাঁর ব্রীড়া যেন রহস্যবিমুক্ত নয়। সাশ্চর্যে মনে মনে ভাবতে থাকি, কেন তিনি স্ট্রোভকে বিয়ে করলেন? জাতিতে ইংরাজ হ'লেও, তাঁর অবিবাহিত জীবনের পরিবেশ ও জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু আন্দাজ ক'রতে পারি না। সাধারণতঃ তিনি স্বল্পভাষিণী,— কিন্তু কথা আরম্ভ ক'রলে একটা সুমিষ্ট-সুর কানে এসে পৌঁছায়। তাঁর আচারে-ব্যবহারেও মার্জিত রুচির পরিচয় মেলে।

স্ট্রাভ্‌কে জিজ্ঞাসা করি, তখনও সে ছবি আঁকে কিনা?

—"আঁকি না? আগের চাইতে ঢের ভাল আঁকছি আজকাল।"

আমরা ওর চিত্রশালায় গিয়ে বসি।

ফলকের উপর রক্ষিত একটা অসমাপ্ত ছবির দিকে স্ট্রাভ্‌ আঙ্গুল দেখায়। চমকে উঠি। ছবিটা একদল ইতালীয় চাষীর,—পরিধানে তাদের ক্যামপাগ্‌নার পোশাক,—একটি রোমান গীর্জার সিঁড়ির উপর তারা অলসভাবে ব'সে আছে।

—"এইসবই কি তুমি আঁকছো আজকাল?"—জিজ্ঞাসা করি।

—"হাঁ। রোমের মডেল আমি এখানে ব'সেই পাই।"

শ্রীমতী স্ট্রাভ্‌ জিজ্ঞাসা করেন,—"চমৎকার,—না?"

ও ব'লে ওঠে,—"বোকা বউ! ভাবে, আমি একজন মস্ত শিল্পী!"

ছদ্ম হাসির আড়ালে ওর আনন্দ চাপা পড়ে না। স্থির-দৃষ্টিতে ছবিখানার পানে ও তাকিয়ে থাকে। অপরের কাজের সমালোচনার সময় যে অত তীক্ষ্ণ ও নির্ভুল, নিজের আঁকা অতি নগণ্য নিম্নস্তরের ছবি কী ক'রে যে পুলকে আত্মহারা ক'রে তুলতে পারে, তাই ভাবতে থাকি আশ্চর্যে।

শ্রীমতী বলেন,—"ওঁকে তোমার আর সব ছবি দেখাও না।"

—"দেখাব? তুমি বলছো?"

বন্ধুদের অত বিরক্তির কারণ হ'য়ে বহু মনঃকষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও প্রশংসা ও আত্মতুষ্টির কামনায় নিজের ছবি দেখানোর স্বভাব আজো ওর যায়নি। আর একটা ছবি ও বার ক'রে আনে।...

...দু'টি ছোট ছেলে,—মাথায় তাদের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের রাশি,—পাথরের গুলি খেলায় মত্ত।

—"ভারী মিষ্টি চেহারা ওদের,—না?" শ্রীমতী স্ট্রাভ্‌ জিজ্ঞাসা করেন।

পরপর ও আমাকে আরো অনেকগুলো ছবি দেখায়। দেখতে পাই, রোমে ও যে-ধরনের ছবি আঁকতো, প্যারিতেও সেইসব পুরোনো ঢংয়ের ছবি এঁকে চলেছে। ছবিগুলো সবই বাজে, পুরোনো পশমী কাপড়ের মত বর্ণবৈচিত্র্যময়।

তবু ওর মত সৎ, একনিষ্ঠ ও খোলাখুলি প্রকৃতির লোকও বড় একটা দেখা যায় না। আশ্চর্য বৈপরীত্যের সমাবেশ এক সাথে।

হঠাৎ কী যেন মনে হওয়ায় জিজ্ঞাসা করি,—ভাল কথা। এখানে চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নামের কোন শিল্পীর সঙ্গে তোমার কোনরকম পরিচয় আছে কি ?"

আশ্চর্যে ও জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি তাকে চেন নাকি ?"

ওর স্ত্রী ব'লে ওঠেন,—"একটা জানোয়ার !"

—"ছিঃ ! অমন ক'রে ব'ল্‌তে নেই গো !"

কাছে গিয়ে স্ত্রীর হাত দুটিতে চুমা এঁকে দিয়ে এসে বলে,—"ও তাকে দেখতেই পারে না। কিন্তু এ তো বড় আশ্চর্য কথা ! স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে তুমি চিন্‌লে কি ক'রে ?

শ্রীমতী স্ট্রোভ্ বলেন,—"কোন বেয়াদব লোককেই আমি সহ্য করতে পারি না।"

হাসতে হাসতে কথাটাকে খোলসা করবার জন্য ডার্ক বলে,—"ব্যাপারটা কী জান ? আমি তাকে একদিন আমার ছবিগুলো দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলাম। এলোও সে,—আমিও ছবি দেখালাম।"

কথার মাঝে থেমে গিয়ে স্ট্রোভ্ বিব্রতভাবে ইতস্ততঃ করতে আরম্ভ করে। বুঝতে পারি না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও কেন গল্পটা বলতে আরম্ভ করে ?

সসঙ্কোচে গল্পটি শেষ ক'রে ও বলে,—"আমার ছবিগুলো দেখে সে চুপ ক'রে রইল। আমার মনে হোল, হয়ত সব কথা শেষকালে বলবে। শেষকালে যখন আমার সবগুলো ছবি শেষ হ'য়ে গেল, তখন সে কী বললে জান ? বল্লে,—'তোমার কাছে আমি কুড়িটা ফ্রাঙ্ক ধার চাইতে এসেছি'।"

বিরক্তিভরে ওর স্ত্রী ব'লে ওঠেন,—"ডার্কও অম্নি দিয়ে দিলে।"

—"আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিলাম। তার ওপর, কাউকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না। টাকাটা পকেটস্থ ক'রে শুকনো একটা ধন্যবাদ ছুঁড়ে দিয়ে সে সোজা চ'লে গেল।"

গল্পটা শেষ ক'রে ডার্ক তার বোকাটে গোল মুখখানায় এমন একটা

বিস্ময়াহত শূন্য দৃষ্টি ফুটিয়ে আমার পানে তাকিয়ে থাকে যে হাসি চাপা আমার প্রায় দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে।

—"সে যদি আমার ছবিগুলোর নিন্দে করতো, তাহ'লেও আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু কিছু বললে না সে,—একেবারে কিচ্ছু না!"

শ্রীমতী বলেন,—"আর সেই গল্প তুমি সবার কাছে ক'রে বেড়াও!"

চার্লস্ স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের কাছ হ'তে অমন মনুষ্যত্বহীন ব্যবহার পেয়ে ওর মুখের যা অবস্থা হ'য়েছিল, এখন অবস্থা দাঁড়ায় তার চেয়েও শোচনীয় হাস্যকর।

শ্রীমতী স্ট্রোভ্ বলেন,—"আর কোনদিন যেন আমাকে তার মুখ-দর্শন ক'রতে না হয়।"

মৃদু হেসে স্ট্রোভ্ কাঁধ নাড়া দেয়। ইতিমধ্যে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে আবার ও খোসমেজাজ হ'য়ে ওঠে।

বলে,—"তবু স্বীকার ক'রতেই হয় যে শিল্পী হিসেবে সে সত্যিই প্রতিভাবান। অসাধারণ গুণী শিল্পী সে।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি,—"কার কথা বলছো? এ তাহ'লে সে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড নয়।"

—"সে নয়? ঢ্যাঙা, লাল্চে দাড়ি আছে। নাম—চার্লস্ স্ট্রিক্ল্যাণ্ড। জাতে ইংরাজ।"

—"আমার সঙ্গে যখন তাঁর আলাপ, তখন তাঁর দাড়ি ছিল না। কিন্তু রাখলে অমন লাল্চে দাড়িই হোত তাঁর। আমি যাঁর কথা বলছি, মাত্র বছর পাঁচেক আগে তিনি ছবি আঁকতে আরম্ভ ক'রেছেন।"

—"ব্যস্! তাহলে এই সেই! মস্ত গুণী শিল্পী!"

—"অসম্ভব।"

ডার্ক প্রশ্ন করে,—"আচ্ছা, আমার কখনো ভুল হ'তে দেখেছো? আমি বল্ছি, সে যে অসাধারণ প্রতিভাবান তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অনাগত একশো বছর পরেও কেউ যদি আমাদের নাম করে, সে তাহ'লে, আমরা স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে চিনি ব'লেই ক'রবে।"

আমি যুগপৎ আশ্চর্য ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠি। সহসা তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথাগুলো মনে পড়ে।

জিজ্ঞাসা করি,—"কোথায় তাঁর ছবি দেখতে পাওয়া যাবে ব'লতো? তাঁর উদ্দেশ্য কি সফল হচ্ছে? থাকেন কোথায়?"

—"নাঃ। সফল হচ্ছেনা মোটেই। একখানা ছবিও বিক্রি হ'য়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। লোকে তার নাম শুনলে হাসে। কিন্তু আমি জানি, সত্যিই সে গুণী শিল্পী। লোকে তো মানেৎ-কে দেখেও হেসেছিল,—কোরোঁর একটা ছবিও বিক্রি হয়নি। ঠিক জানি না কোথায় থাকে সে! তবে তার সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিতে পারি। রোজ সন্ধ্যে সাতটার সময় সে আভেঁন্যু দ্য ক্লিচির একটা পানালয়ে আসে। চাও যদি কালই তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।"

—"ঠিক বলতে পারি না, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন কি না? আমাকে দেখলে এমন একটা সময়ের কথা তাঁর মনে প'ড়ে যেতে পারে যেটাকে তিনি হয়ত ভুলে থাকতে চান। তাহোক,—তবু আমি যাব। ছবিগুলো দেখবার কোন উপায় আছে কি?

—"তার কাছ থেকে নয়,—কিচ্ছু দেখাবে না। আমার জানাশোনা একটা ছোট দোকানদারের কাছে দু'একখানা আছে, কিন্তু আমি সঙ্গে না থাকলে তো তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। আমি নিজে তোমায় বুঝিয়ে দেব'খন।"

শ্রীমতী স্ট্রোভ্ ব'লে ওঠেন,—"ডার্ক, অসহ্য ক'রে তুলছ কিন্তু তুমি! অমন ব্যবহার পেয়েও তার ছবির সম্বন্ধে অমন কথা কী ক'রে তুমি ব'লছ?"

আমার দিকে ফিরে তিনি আবার বলেন,—"জানেন,—জনকয়েক ওলন্দাজ একবার ডার্কের ছবি কিনতে আসে। ও কিনা নিজে তাদের অনুরোধ করতে লাগল, স্ট্রিকল্যাণ্ডের ছবি কেনবার জন্য। আবার নিজে থেকে তার ছবি এনে দেখাতে চাইলে পর্যন্ত।"

সহাস্যে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি,—"সে ছবিগুলো আপনার কি রকম লাগে?"

—"বিশ্রী!"

—"তুমি কিচ্ছু বোঝ না, লক্ষ্মী!"

—"তা' বৈকি! তাই বুঝি তুমি ঠাট্টা করছ মনে ক'রে সেই ওলন্দাজ খদ্দেরেরা তোমার ওপর চ'টে উঠেছিল?"

ডার্ক স্ট্রোভ্ চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে মুছতে আরম্ভ করে। উত্তেজনায় তার মুখখানা রাঙা হ'য়ে ওঠে।

—"তুমি কি মনে ক'র যে জগতের সেরা জিনিস যে সৌন্দর্য, তা' সমুদ্রের ধারে নুড়ির মত প'ড়ে থাকে? আপন খেয়ালে পথ চলতে চলতে তা' কুড়িয়ে নিলেই হোল? সৌন্দর্য একটা আশ্চর্য ও অপরূপ জিনিস,—দুনিয়ার বিশৃঙ্খলতার মাঝ থেকে শিল্পী তাকে রূপ দেয় নিজের হৃদয় নিঙ্ড়ে। আর যেটা সৃষ্ট হয়, সেটা বুঝে ওঠা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। বুঝতে হ'লে, শিল্পীর সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে উঠতে হয় আগে। এ যেন শিল্পীর কণ্ঠের একটা মিঠে সুর,—নিজের মধ্যে তাকে খুঁজে পেতে হ'লে শিল্পীর মত জ্ঞান, অনুভূতি আর কল্পনা দরকার।"

"তোমার ছবিগুলো তাহ'লে আমার কেন ভাল লাগে ডার্ক? প্রথম দিন দেখেই যে ওগুলো আমার ভাল লেগেছিল।"

স্ট্রোভের ঠোঁটদু'টি ঈষৎ কাঁপতে থাকে।

—"তুমি এখন শুতে যাও, লক্ষ্মীটি! আমি এখন আমার মিতেটিকে খানিকটা আগিয়ে দিয়ে তারপর আবার ফিরে আসবো।"

॥ কুড়ি ॥

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় ডার্ক আমাকে সঙ্গে নিয়ে যে পানালয়ে স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের দেখা পাওয়া সম্ভব, সেখানে যেতে রাজী হয়। কথায় কথায় বুঝতে পারি যে এই পানালয়েই একদিন স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা ক'রতে এসে আমরা দু'জনায় "আব্সিঁথ" পান ক'রেছিলাম। ওই জায়গাটা ত্যাগ না করার কুড়েমির মধ্যে আমি স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আভাস পাই।

পানালয়ে পৌঁছে ডার্ক বলে,—"ওই যে!"

মাসটা অক্টোবর হ'লেও, সন্ধ্যাবেলাটা গরম ঠেকে। বারান্দার সব টেবিলগুলো লোকে ভর্তি দেখতে পাই। চোখ তুলে আমি সেদিকে তাকাই, কিন্তু স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে দেখতে পাই না।

—"ঐ যে হে! ঐ কোণে! দাবা খেলছে।"

দেখতে পাই, একটি লোক দাবার ছকের উপর ঝুঁকে প'ড়ে খেলায় মত্ত। শুধু মাথার একটা প্রকাণ্ড ফেল্টের টুপি আর তাঁর লাল্চে দাড়িটা নজরে পড়ে। টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ ক'রে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হই।

—"স্ট্রিক্ল্যাণ্ড!"

চোখ তুলে তাকান তিনি।

—"আরে কেও? মোট্‌কু? কী ব্যাপার?"

—"তোমার একজন পুরোনো বন্ধুকে ধ'রে এনেছি।"

স্ট্রিক্ল্যাণ্ড একবার মাত্র আমার পানে দৃষ্টিপাত করেন। মনে হয়, যেন চিনতে পারেন না। তারপর আবার দাবার চাল আরম্ভ করেন।

বলেন,—"চুপচাপ বসো এখন। গোলমাল করো না।"

একটা ঘুঁটি চেলেই আবার তিনি খেলার মধ্যে ডুবে যান। বেচারা স্ট্রোভ বিব্রতভাবে তাকাতে থাকে আমার পানে। আমি কিন্তু অত অল্পে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি না। কিছু পানীয়ের আদেশ দিয়ে নীরবে স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের খেলা শেষ হওয়ার অপেক্ষা ক'রতে থাকি। এই সুযোগে নিরুপদ্রবে তাঁকে খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়ে আমি প্রীত হ'য়ে উঠি। তাঁকে চিনে নিতে আমার কষ্ট হ'তে থাকে।

লাল্চে রঙের অপরিষ্কৃত ও অবিন্যস্ত দাড়িতে তাঁর আধখানা মুখ ঢাকা,—মাথার চুলগুলোও লম্বা লম্বা,—কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন নজরে পড়ে তাঁর দৈহিক অতি-কৃশতা। ফলে, তাঁর লম্বা নাকটা উদ্ধতভাবে উঁচিয়ে ওঠে, চোয়ালের হাড়গুলো যেন ঠেলে বার হ'য়ে আসতে চায়, চোখ-দুটিকে আরো বড় ব'লে মনে হ'তে থাকে। রগ-দুটোর মাঝে গভীর গর্ত। চেহারাটা কদাকার দেখায়। পরনে পাঁচ বছর আগের সেই পুরানো পোশাকটা,—ছেঁড়া, সেলাই-করা,

তালিমারা,—ঢল্‌ঢল্‌ ক'রতে থাকে তাঁর দেহে,—যেন অন্য কারও জন্য তৈরী সেটা। প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ হাত-দুটি নোংরা,—নখগুলো লম্বা লম্বা, শুধু হাড় আর শিরা, দেখে মনে হয় না যে ওদুটি কোনদিন সুশ্রী ছিল। খেলায় মত্ত লোকটির পানে তাকিয়ে আমার মনে একটা গভীর ছাপ পড়ে,—যেন একটা মহান শক্তি তিনি। কেন জানি না, তাঁর দৈহিক কৃশতা তাঁকে আরো অধিকতরভাবে দর্শনীয় ক'রে তোলে।

পরক্ষণেই একটু ন'ড়ে পিছনদিকে ঝুঁকে প্রতিযোগীর পানে তিনি একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকান। প্রতিযোগী মোটা ফরাসীটি নিজের অবস্থা বুঝে নিয়ে প্রফুল্লচিত্তে বাজে বকতে বকতে অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে ঘুঁটিগুলো তুলে একটা বাক্সে বন্ধ ক'রতে আরম্ভ করেন। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে খিস্তি ক'রতে ক'রতে পরিচারককে ডেকে পানীয়ের দামটা মিটিয়ে দিয়ে তিনি চ'লে যান।

স্ট্রোভ এবার চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে বলে,—"এবার আমরা কথা আরম্ভ ক'রতে পারি,—কী বল' ?"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি মেলে ওকে দেখতে থাকেন। আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায় যে মনে মনে তিনি একটা খোঁচা দেবার উপযুক্ত কথা খুঁজতে থাকেন। না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হ'য়ে চুপ ক'রে থাকেন। প্রফুল্ল কণ্ঠে স্ট্রোভ আবার বলে,—"তোমার একজন পুরানো বন্ধুকে ধ'রে এনেছি।"

তিনি বলেন,—ওঁকে আমি কস্মিনকালেও চিনি না।"

জানিনা, কেন তিনি ওকথা বলেন ? তাঁর দৃষ্টির মাঝে আমি কিন্তু পরিচিতির একটা নিশ্চিত রশ্মি দেখতে পাই। আগের মত তখন আর আমি অত অল্পে লজ্জা পেতাম না।

তাই বলে উঠি—"সম্প্রতি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁর অধুনাতম খবর শুনতে আপনার ভাল লাগবে।" চোখদুটি কুঁচকে একটু হেসে নিয়ে তিনি বলেন,—"একদিন সন্ধ্যে-বেলা আমরা দু'জনে খুব আমোদে কাটিয়েছিলাম, না ? ক'দ্দিন হোল বলুন তো ?"

জবাব দিই,—"পাঁচ বছর।"

তিনি আর একবার "আব্‌সিঁথ" দিয়ে যেতে বলেন। স্ট্রোভ অনর্গল গল্প ক'রে চলে, কি ক'রে আমাদের দেখা হয়, কি ক'রে হঠাৎ আমরা আবিষ্কার ক'রে ফেলি যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আমাদের দু'জনারই পরিচিত। কথাগুলো যেন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কানে পৌঁছায় না। বারকতক চিন্তা-গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে নীরবে তিনি নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে থাকেন। স্ট্রোভ অনর্গল কথা ব'লে না চললে মুখ বুঝে টেঁকা হয়ত দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠত। আধ-ঘণ্টাটাক পরে ঘড়ির পানে তাকিয়ে স্ট্রোভ জানায় ওর যাবার সময় হ'য়েছে। আমিও ওর সঙ্গে যাব কিনা জিজ্ঞাসা করে। একলা অবস্থায় স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কাছ হ'তে কোন খবর পাওয়ার আশায় আমি থেকে যাওয়াই স্থির করি।

"মোট্টকু" চ'লে যাওয়ার পর আমি বলি,—"ডার্কের ধারণা, আপনি মস্ত শিল্পী।"

—"তবে তো কৃতার্থ হলাম।"

—"আমাকে আপনার ছবি দেখাবেন?"

—"কেন?"

—"দেখে হয়ত একখানা কিনে ফেলতেও পারি।"

—"বেচবো না আমি একটাও।"

সহাস্যে জিজ্ঞাসা করি,—"রোজগার বুঝি আজকাল ভালই হচ্ছে?"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডও হেসে ওঠেন। বলেন,—"আমাকে বোধহয় সেই-রকমই দেখাচ্ছে,—না?"

—"দেখে তো মনে হয় যেন অর্ধাহারে আছেন।"

—"আছিই তো তাই।"

—"তাহ'লে চলুন। খানাটা সেরে নেওয়া যাক।"

—"আমাকে খাওয়ানোর হেতু?"

ধীরভাবে জবাব দিই,—"দান ক'রে কৃতার্থ হবার জন্যে নয়। আপনি উপোস ক'রলেও তো আমার ভারী ব'য়ে গেল।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

দাঁড়িয়ে উঠে বলেন,—"চলুন তাহলে। আচ্ছা ক'রে খেতে হবে।"

॥ একুশ ॥

স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের পছন্দমত একটা পান-ভোজনাগারে গিয়ে উপস্থিত হই তাঁর সঙ্গে। পথে একখানা খবরের কাগজ কিনে নিই। খাবারের হুকুম দিয়ে সেণ্ট্ গেমিয়ারের বোতলটার গায়ে কাগজটা ঠেস দিয়ে রেখে পড়তে পড়তে নীরবে খেয়ে চলি আমরা। বুঝতে পারি, স্ট্রিক্ল্যাণ্ড ঘন ঘন আমার পানে তাকাতে থাকেন। আমি তাতে ভ্রূক্ষেপ করি না। কথাবার্তাগুলো ও তরফ থেকে আরম্ভ করানোই আমার উদ্দেশ্য।

খানা শেষ হওয়ার মুখে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"কাগজে জবর খবর কিছু আছে নাকি?"

তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ বিরক্তির সুর বেজে ওঠে।

বলি,—"নাটকের সমালোচনা পড়তে বরাবর আমার ভাল লাগে।"

কথাশেষে কাগজটা ভাঁজ ক'রে একপাশে সরিয়ে রাখি।

স্ট্রিক্ল্যাণ্ড আবার ব'লে ওঠেন,—"বেশ হোল খাওয়াটা।"

— "এখানেই কফি দিতে বলি,—কি বলেন?"

—"হুঁ।"

দু'জনে চুরুট ধরাই,—নিঃশব্দে টানতে থাকি আমি। টের পাই, ঘনঘন সকৌতুক দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে তাকাতে থাকেন। ধৈর্য ধ'রে আমি অপেক্ষা ক'রতে থাকি।

অনেকক্ষণ পরে তিনি আবার বলেন,—"সেবারের সেই শেষ দেখার পর থেকে এতকাল পর্যন্ত কি ক'রছিলেন?"

বলবার অবশ্য বেশী কিছু ছিল না। সময়টা আমার শুধু কঠোর শ্রম ও অভিযানের কাহিনী,—বিষয় হ'তে বিষয়ান্তর নিয়ে নাড়াচাড়ার কাহিনী,—বই ও মানুষ মারফৎ জ্ঞানলাভের ইতিকথা। স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের নিজের কার্যধারার কথা আমি না জানতে চেয়ে তাঁর প্রতি একটা ঔদাসীন্য দেখাবার চেষ্টা ক'রতে থাকি। শেষ পর্যন্ত পুরস্কারও মেলে।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নিজের কথা ব'লতে আরম্ভ করেন,—কিন্তু তাঁর মনোভাব-প্রকাশে স্বাভাবিক দৈন্যের জন্য কথার চাইতে তিনি অঙ্গভঙ্গীর সাহায্য গ্রহণ ক'রতে থাকেন বেশী। অব্যক্ত ফাঁকগুলি আমি নিজের কল্পনা-শক্তির সাহায্যে পূরণ ক'রে নিই। এমন একটা আকর্ষণীয় চরিত্রের কাছ থেকে শুধু আভাস মাত্র পেয়ে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠি। যেন একটা অঙ্গহীন অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প'ড়ে চলি। শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়ি।

…একটা জীবন,—সর্বপ্রকার বিপদের সাথে তিক্ততম দ্বন্দ্ব তার। তবু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে যা' হয়ত অধিকাংশেরই কাছে দুঃসহ হ'য়ে উঠত, তা' তাঁকে মোটেই স্পর্শ ক'রতে পারে না। আরামের প্রতি একান্ত নিস্পৃহতার জন্য স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যেন ইংরাজ জাতির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লাভ করেন। তাই আরামের উপকরণে বেষ্টিত হওয়ার বদলে ছোট্ট একটা জরাজীর্ণ ঘরে কষ্ট স'য়ে থাকতে তাঁর একটুও বাধে না। যে ঘরে প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড হয়ত কোনদিন চোখ তুলে দেখেননি তার দেওয়াল-পত্রগুলো কত ময়লা? বসবার জন্য তাঁর আরাম-কেদারার দরকার হয় না কোনদিন,—পাকশালার কেদারা হ'লেই তাঁর বেশ চ'লে যায়। অরুচি তাঁর কিছুতে নেই,—যা পান তাই খেয়ে যান অম্লানবদনে। খাওয়াটা যেন তাঁর কাছে ক্ষিধেটাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য আহুতিদান মাত্র। মনে হয়, খাবার না জুটলেও তাঁর হয়ত দিব্যি চ'লে যেতে পারে। কথা শুনে জানতে পারি যে, দীর্ঘ ছ'টি মাস ধ'রে রোজ মাত্র পাঁউরুটি আর এক বোতল দুধ খেয়েই তিনি কাটিয়েছেন। ইন্দ্রিয়াসক্তি তাঁর প্রকৃতিগত হ'লেও সবকিছু কামনার বস্তুকে তিনি এড়িয়ে চ'লেছেন। অনটন যেন তাঁর কাছে কোন অভাবই নয়। তাঁর জীবন-যাপনের বিচিত্র প্রণালীতে একটা চিত্তাকর্ষক কোন কিছুর আভাস মেলে বারে বারে,—যেন কোন্ একটা অদৃশ্য শক্তির সামর্থ্যে সেটা পরিপূর্ণ।

লণ্ডন থেকে যে সামান্য অর্থ তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, তা' একদিন নিঃশেষ হ'য়ে যায়, তবু তাঁর মনে কোন বিপদের রেখাপাত হয় না। ছবি তাঁর একখানাও বিক্রি হয় না,—বিক্রি করবার জন্য তাঁর বিশেষ

কোন ঔৎসুক্যও দেখা যায় না। সামান্য কিছু রোজগারের একটা ফিকির বার করবার চেষ্টা আরম্ভ করেন তিনি। রহস্য ক'রে তিনি জানিয়ে দেন যে, যে-সমস্ত আনন্দশিকারী প্যারীর নৈশজীবন দেখতে আসেন, কিছুকাল যাবৎ তিনি তাদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করেন। এ কাজটা তাঁর খামখেয়ালী মেজাজের সঙ্গে বেশ ভালভাবেই মানিয়ে যায় এবং যে-কোন কারণেই হোক, প্যারীর অখ্যাত অঞ্চলগুলি তাঁর কাছে সমধিক পরিচিত হওয়ায় কাজটা তাঁর কাছে সোজা হ'য়ে ওঠে। গল্প প্রসঙ্গে তিনি ব'লে চলেন, বহুদিন তিনি বুলোভার্দে ছ লা মাদেলঁ্যায় একা পায়চারী ক'রে বেড়িয়েছেন এমন একটি ইংরাজ মাতাল শিকারকে পাকড়াও করবার জন্য যে কিনা আইননিষিদ্ধ দৃশ্যাবলী দেখায় আগ্রহশীল। অনেক সময় হয়ত ভাগ্য তাঁর সুপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠবার উপক্রম করে,—কিন্তু তার ছিন্ন অপরিচ্ছন্ন বেশবাস দেখে তারও হয়ত অবিশ্বাস-ভরে অভিযানের লোভ ত্যাগ ক'রে তাঁর কবল থেকে পিছলে যায়। অতঃপর ইংলণ্ডের চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের কাছে প্রেরিতব্য ঔষধের বিজ্ঞাপনগুলি অনুবাদ করার একটা চাকরী পান তিনি। ধর্মঘটের সময় একটা বাড়ী রঙ করার কাজও তাঁর জুটে যায়।

ইতিমধ্যে একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি চিত্রাঙ্কন সাধনা ত্যাগ করেননি। চিত্রশালাগুলির উপর বিরক্ত হ'য়ে তিনি নিজেই আঁকতে থাকেন। রঙ আর চিত্রপট কেনার পয়সাও তাঁর সব সময় জুটতো না। এর বেশী আর কিছু তিনি চাইতেনও না। অতি কষ্টে তিনি ছবি এঁকে চলেন। কারো কাছে হাত পাততেও তিনি নারাজ। তাই চিত্রবিদ্যার আঙ্গিক সমস্যাগুলির সমাধান করবার জন্য তিনি অনেক সময়েই অধীর হ'য়ে উঠতে থাকেন। একটা কিছু লক্ষ্য তাঁর হয়ত ছিল,—কিন্তু আমি সেটার কোন ধারণা করতে তো পারিই না, উপরন্তু মনে হয়, তিনি নিজেও যেন সেটা সঠিক জানতেন না।

নিজের সম্বন্ধে তাঁকে নিঃসন্দেহ ব'লে মনে হয়না। আমাকে ছবিগুলি দেখাতে অস্বীকার করার কারণ হয়ত সেগুলো তাঁর নিজেরই বিশেষ ভাল লাগে না। একটা স্বপ্ন তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, তাই বাস্তবতা তাঁর কাছে তুচ্ছ হ'য়ে যায়। মনে হয়, আঁকবার সময়

চিত্রপটটির উপর তিনি সবটুকু উদ্দীপনা উজাড় করে দিয়ে সর্বপ্রযত্নে মানসনেত্রে-দেখা স্বপ্নটুকুকে রঙ্ দিতে চেষ্টা করতেন। তারপর সহসা থেমে যেতেন একসময়। ছবি হয়তো তাঁর শেষ হয় না—কিন্তু তাঁর আবেগের আগুন হয়ত নিঃশেষে নিভে যায়। অসমাপ্ত ছবিটা পড়েই থাকে,—তাঁর কাছে তখন সেটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। একটা ছবিও তাঁর মনের মত হয় না,—তাঁর মনের স্বপ্ন যথার্থভাবে ফুটে ওঠে না তার একখানার মধ্যেও।

জিজ্ঞাসা করি,—"প্রদর্শনীতে ছবি পাঠান না কেন? আপনার ছবি সম্বন্ধে অপরের মত কী তা আপনার জানবার ইচ্ছা হয় না?"

—"কি দরকার?"

দুটি মাত্র কথায় অবর্ণনীয় বিতৃষ্ণা ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

—"খ্যাতি চান না? কোন শিল্পীই বোধহয় একে অগ্রাহ্য করতে পারে না।"

—"নাবালক! ব্যক্তির শ্রদ্ধা না থাকলে, সমষ্টির মতামতে শ্রদ্ধা আসবে কোত্থেকে?"

হেসে বলি,—"অর্থাৎ, কিছুতেই আপনার মন ওঠে না?

—"খ্যাতি কারা চায়? চায়—সমালোচক, লেখক, দালাল আর মেয়েরা!"

—"যদি জানতে পারেন যে আপনার হাতের কাজ আপনার অচেনা অজানা লোকেদের মনে এনে দিতে থাকে সূক্ষ্ম, পেলব আনন্দানুভূতি, তখনও কি আপনার মনে একটু আনন্দের রেখাপাত হবে না? ক্ষমতার কাঙ্গাল সবাই। এতবড় প্রাপ্তিটার সদ্ব্যবহার না করে, অবহেলাভরে তাকে উপেক্ষা ক'রে লোকের মনে বৃথা আশঙ্কার সঞ্চার করা কারো পক্ষে সম্ভব ব'লে তো আমার মনে হয় না।"

—"ঠিক যেন অতি নাটকীয়তা!"

—"নিজের ছবি ভাল হোল কী খারাপ হোল, তাও কী জানতে ইচ্ছা হয় না?"

—"না। শুধু যা দেখি, তাই আমি ফুটিয়ে তুলতে চাই।"

—"আশ্চর্য! কেউ পড়বে না জেনেও কি আমি একটা জনহীন দ্বীপ-কাহিনী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখে যেতে পারি?"

বহুক্ষণ পর্যন্ত স্ট্রিকল্যাণ্ড একটি কথাও বলেন না। শুধু তাঁর চোখ দু'টিতে একটা বিচিত্র আভা ফুটে ওঠে, যেন একটা কিছু চিত্ত-প্রফুল্লকর জিনিস তাঁর নজরে পড়েছে।

—"মাঝে মাঝে অমি একটা দ্বীপের কথা আমিও ভাবি। তার চারদিকে অসীম সমুদ্র,—একটা প্রচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্যে গাছে-ঢাকা একান্ত নিরালা, যেন আমি থাকি সেখানে। যা আমি চাই, তা হয়তো শুধু সেইখানেই মিলতে পারে।"

তিনি অবশ্য কথাগুলো ঠিক এমনভাবে গুছিয়ে বলেন নি। বিশেষণের জায়গায় তিনি শুধু অঙ্গভঙ্গী ক'রেই ক্ষান্ত হন। আমার নিজের কথায় তাঁর সেই অসমাপ্ত বক্তব্যগুলোকে আমি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি।

জিজ্ঞাসা করি,—"পিছন পানে তাকিয়ে আজ কি আপনার পাঁচটা বছর এ ভাবে কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে আপসোস হয় না?"

কথাগুলো ঠিকমতো বুঝতে না পেরে তিনি আমার পানে তাকিয়ে থাকেন। তাই সেগুলো পরিষ্কার করবার জন্য আমি আবার বলি,—"মানুষ যা চায়, তা আপনি সবই পেয়েছিলেন,—সুখের সংসার, আনন্দ-ময় জীবন, উন্নতি,—সবকিছু। সব ছেড়ে আপনি চলে এলেন দুঃখকষ্ট কুড়োতে। আজ যদি সেই হারানো-দিনের সবকিছু আপনি আবার ফিরে পান, তাহ'লে যা আপনি ক'রে ফেলেছেন, তাই কি আবার করবেন?

—"খুব সম্ভব।"

—"এখনও পর্যন্ত আপনার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কোন খবর জানতে চাননি আপনি। তাদের কথা কি একবারও ভাবেন না?"

—"না।"

—"ঐ একটা শব্দে কথা শেষ করাটা আপনার বিশ্রী বদভ্যাস। যে অশান্তির বোঝা আপনি তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে এসেছেন, তা'র জন্যে কি আপনার একটুও অনুশোচনা হয় না?"

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে মাথা নাড়েন তিনি।

—"আমি বিশ্বাস করি না যে অতীত-কথা আপনি সব সময়েই ভুলে থাকতে পারেন। সাত-আট বছর আগেকার কথা আমি বলছি না। তারও আগে, যখন প্রথম আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়, সেদিনের কথা, ভালোবাসা, বিয়ে, দুটি বাহুর মাঝে প্রেয়সীকে বুকে পাওয়ার সেই সুখানুভূতি,—সেসব কথা কি একবারও মনে পড়ে না?"

—"অতীতের কথা আমি মোটেই ভাবি না। অফুরন্ত বর্তমানই আমার কাছে একমাত্র সত্যি।"

উত্তরটা শুনে ভাবতে থাকি। কথাটা ধোঁয়াটে। বোধ হয় তার নিহিত অর্থের কিছু আভাসও পাই।

জিজ্ঞাসা করি,—"সুখী হয়েছেন আপনি?"

—"হাঁ।"

নীরবে চিন্তাগ্রস্তভাবে আমি তাঁর পানে তাকাই। চোখে চোখ পড়তেই লক্ষ্য করি, তাঁর চোখ দু'টিতে খানিকটা অবজ্ঞা যেন চিক্‌-চিকিয়ে ওঠে।

বলেন,—"আমার নিন্দে করতে ইচ্ছে হচ্ছে তো?"

সঙ্গে সঙ্গে আমি জবাব দিই,—"বাজে কথা! অজগরকেও আমি নিন্দা করি না,—তার মানসিকতাই আমার লক্ষ্যের বিষয়।"

—"তাহ'লে আমার প্রতি আপনার আকর্ষণটাও পেশাদারী ব্যাপার?"

—"সত্যিই তাই।"

—"নিন্দে করেন না, ভালো করেন। স্বভাবটি আপনার ভারী চমৎকার,—মানে জঘন্য!"

—"তাই বোধহয় আমার সঙ্গে আপনার জমে ভালো?"—জবাব দিই।

নীরবে একটু কাষ্ঠহাসি হাসেন তিনি। হাসিটার প্রকৃত বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। আকর্ষণীয় সেটা মোটেই নয়। তবু তাঁর মুখটা উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। তাঁর মুখের বিষণ্ণতাটুকু কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে ওঠে একটা অকপট বিদ্বেষহীনতা। অভূতপূর্ব সেই

হাসি। মৃদু, আকস্মিক, চোখের কোণে বিলীয়মান সেই হাসি,—যেন কত অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত উঁকি মারে তার ভিতর হ'তে,—নিষ্ঠুরতা নেই, কারুণ্য নেই, যেন একটা অমানুষিক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আনন্দ সেখানে। হাসিটার জন্যই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়,—"প্যারী আসার পর থেকে আপনি কি কখনো প্রেমে পড়েননি ?"

—"ওসব বাজে জিনিসে নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার ! প্রেম আর শিল্পকলা, একসঙ্গে দুটোকে নিয়ে ম'জে থাকবার মতো দীর্ঘ নয় মানুষের জীবন।

—"চেহারা দেখে তো আপনাকে সন্ন্যাসী বলে মনে হয়না।"

—"ওসব কাণ্ডকারখানা আমার বিশ্রী লাগে।"

বলি,—"মানুষের স্বভাবটাই বিশ্রী, না ?"

—"কেন আমাকে এভাবে ঠাট্টা করছেন বলুন তো ?"

—"কারণ, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না।"

—"যেহেতু, আপনি একটি নিরেট মাথামোটা।"

কথা থামিয়ে আমি তাঁর পানে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাই। তারপর জিজ্ঞাসা করি,—"এভাবে আমাকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা ক'রে লাভ কি ?"

—"কি বলছেন আপনি বুঝতে পারছি না।"

মৃদু হেসে আমি বলতে আরম্ভ করি, "বুঝিয়ে দিচ্ছি। কয়েকটা মাস হয়তো ব্যাপারগুলো আপনার মনে পড়েনি, আর তাইতেই আপনি বিশ্বাস করে নেন যে সেসব চুকে গেছে। স্বাধীনতার আনন্দে অম্নি আপনি মেতে ওঠেন,—আপনার মনে হতে থাকে যে আপনি সত্যিই একা। মাথা উঁচু করে আপনি হাঁটতে আরম্ভ করেন। তারপর সহসা আবার একসময় এসব আপনার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। টের পান যে এতদিন ধরে আপনি শুধু পাঁকের উপর দিয়ে হেঁটে এসেছেন। সেই পাঁক সর্বাঙ্গে মাখার সাধ হয় আপনার। তখনি দরকার হয় একটি নারীর,—নীচ, কদর্য, শ্রীলতাবিহীন এমন একটি পশুপ্রবৃত্তির নারীর, যার কাছে হয়তো সমস্ত যৌনভীতি মুছে গেছে নিঃশেষে ! বুনো জানোয়ারের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আপনি, আকণ্ঠ তাকে চুষে নিতে থাকেন আদিম বন্য হিংস্রতায়।"

নীরবে তিনি আমার পানে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর দেহের কোন অংশ একটুকু নড়ে না।

স্থির দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে আমি বলে চলি, "হয়তো শুনে আপনার অবাক লাগবে যে এসব ব্যাপার চুকে যাবার পর আপনার অসাধারণ পবিত্র ব'লে মনে হয়,—যেন সৌন্দর্যকে আপনি স্পর্শ করতে পারেন হাত বাড়ালেই,—বাতাস, গাছের পত্রচ্যুতি, নদীর তরঙ্গভঙ্গ, সবকিছুর সাথেই তখন যেন আপনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আপনি যেন কোন দেবতা। কেমন? ঠিক কিনা?"

আমার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে থাকেন,—তারপর চোখ ফিরিয়ে নেন। তাঁর চোখে একটা আশ্চর্য দৃষ্টি লক্ষ্য করি,—যেন অত্যাচার-জর্জরিত কোন মৃতের দৃষ্টি। মুখে তাঁর একটি কথাও ফোটে না।

বুঝতে পারি, কথা আমাদের আর চলবে না।

॥ বাইশ ॥

প্যারীতে স্থায়ীভাবে বাস ক'রে আমি একটা নাটক রচনা করতে আরম্ভ করি। জীবনটাকে বেঁধে ফেলি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মধারায়। সকালে লিখি, বিকাল বেলাটা হয় ল্যক্সেম্‌বুর্গের বাগানগুলিতে অলসভাবে বসে থাকি, কিম্বা হয়তো পথে পথে টো টো করে ঘুরে বেড়াই। ল্যুভরএতেও অনেকটা করে সময় কাটাতে আরম্ভ করি। প্যারীর সব কটা চিত্রশালার মধ্যে ওটাই আমার কাছে সবচেয়ে ঘরোয়া এবং আত্মস্থ হওয়ার উপযুক্ত বলে আমার মনে হতো। কখনও বা জেটির ধারে পুরানো বইয়ের দোকানগুলিতে বই না কিনেও শুধু বইয়ের পাতা উল্টে যেতে থাকি। এ-বই সে-বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বহু লেখকের সাথে এমনি ভাবে দ্রুত পরিচয় ঘটে যায়। সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাই। প্রায় স্ট্রোভ পরিবারে গিয়ে ভিড়ে পড়ি, কখনও বা ভাগ বসাই

তাদের খানায়। ইতালীর রান্নায় সিদ্ধহস্ত বলে ডার্ক গুমোর করতো। টের পাই যে তার হাতের তৈরী 'স্পাঘেটি' সত্যিই তার হাতের ছবির চাইতে ঢের ভাল। বিলাতী বেগুন সহযোগে রসাল করে প্রকাণ্ড থালায় ও এহেন রাজভোগ এনে হাজির করলেই আমরাও সবাই মিলে বাড়ীর তৈরী রুটি আর লাল মদ সহযোগে তার সদ্ব্যবহার আরম্ভ করে দিই।

ক্রমশঃ শ্রীমতী ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে থাকি। মনে হয়, আমি নিজে ইংরাজ বলে এবং খুব অল্পসংখ্যক ইংরাজের সঙ্গে তিনি পরিচিত বলে আমাকে দেখতে পেলে তিনি খুশি হয়ে উঠতেন। প্রফুল্ল অনাড়ম্বর স্বভাব হলেও তিনি প্রায়ই চুপ ক'রে থাকতেন। কেন জানি না। আমার ধারণা জন্মায় যে, তিনি নিজের একটা কোন কিছু গোপন করে রাখতে চান। মনে মনে ভাবতাম হয়তো এমনও হতে পারে যে, স্বামীর অত্যধিক বাগ্‌বাহুল্যের জন্যই ওটা তাঁর স্বাভাবিক কুণ্ঠা।

কোনকিছু চেপে রাখা ডার্কের স্বভাববিরুদ্ধ। অতীত গোপন কথা-গুলিও সম্পূর্ণ আপনভোলাচিত্তে বলে ফেলে। সময় সময় এভাবে কথা কয়ে ডার্ক তার স্ত্রীকে বিব্রত করে তুলতে থাকে। একবার মাত্র এমনি একটা ব্যাপারে তাঁকে বিরসবদন হয়ে উঠতে দেখি।

ডার্ক জানায়, সেদিন ও জোলাপ নিয়েছিল। তার পরই জোলাপের ফলাফল সম্বন্ধে ও কিছু বিশদ বর্ণনা দিতে চেষ্টা করে। যতই গুরুগম্ভীর ভাবে ও নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে থাকে, ততই যেমন আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে থাকে, শ্রীমতী স্ট্রোভের বিরক্তিও তেমনি বাড়তে থাকে।

বলেন, "হয়েছে! খুব বোকামির পরিচয় দিয়েছ!"

শ্রীমতীর রুষ্ঠ মুখখানির পানে তাকাতেই ডার্কের গোল গোল চোখ-দুটি আরো বড় বড় হয়ে ওঠে। হতাশায় ভ্রূযুগল কুঁচকে ওঠে।

বলে,—"রাগ করলে সোনা? আর কখখনো ও ছাই খাব না। শুধু পিত্তিটা বেড়েছিল বলেই যা। খাটাখাটুনি নেই তো? দরকারমতো ব্যায়ামও করা হয় না। তাই,—মানে তিনদিনের মধ্যে একটিবারও—বাধা দিয়ে তিনি বলে ওঠেন, "দোহাই তোমার! থাম বলছি!"

বিরক্তিতে তাঁর ছু' চোখে জল চিকচিকিয়ে ওঠে।

ডার্ক নিচু করে নেয় মুখখানা। বকুনি খাবার পর কচি ছেলেদের মতো তারও ঠোঁটছুটি ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। মিনতিভরা দৃষ্টিতে ও আমার পানে তাকায়। উদ্দেশ্যটা, আমি যদি সব কিছু আবার ঠিক করে দিই, কিন্তু অবরুদ্ধ হাসির বেগে আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপতে আরম্ভ করেছে।

একদিন আমরা একটা ছবিওলার দোকানে গিয়ে হাজির হই। স্ট্রোভ বলে যে সেখানে অন্ততঃ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ছু'তিনখানা ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু, সেখানে উপস্থিত হয়ে শুনি যে, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সেগুলো ফেরত নিয়ে গেছেন। কারণটা যে কী, তা ছবিওলা বলতে পারে না।"

বলে,—"তা বলে যেন ভাববেন না যে সেগুলোর ওপর আমিই অবিচার করেছি। মঁসিয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে খুশী করবার জন্য ছবিগুলো আমি নিয়েছিলাম। বলেছিলাম বিক্রি করে দাম দেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী,—"

কথাটাকে অসমাপ্ত রেখেই সে কাঁধ-ঝাঁকানি দেয়।

আবার বলে,—"ছোকরাদের আমি ভাল চোখেই দেখি। কিন্তু মঁসিয়ে স্ট্রোভ, আপনি নিজেই হয়তো জানেন না যে ওগুলোতে প্রতিভার ছিটেফোঁটাও ছিল না।"

—"সত্যি বলতে কি, আজকের দিনে এমন আর একজনের কথাও আমার জানা নেই, যার ছবিতে ওর চাইতে বেশী প্রতিভার পরিচয় আছে। বলে রাখলাম, তুমি একটা অমূল্য জিনিস হারালে। একদিন ঐ ছবিগুলোর দাম তোমার দোকানের সমস্ত ছবিগুলোর দামের চাইতে বেশী হয়ে উঠবে। মোনেৎ-এর কথা ভেবে দেখ। তাঁর ছবি মাত্র একশো ফ্রাঙ্ক কেনার মতও একজন খদ্দের জোটেনি। আর আজ কত দাম তার?"

—"সত্যি। তবু মোনেৎ-এর মতো আরো বহু চিত্রশিল্পী ছিলেন যাঁদের ছবি সেদিনও বিক্রি হয়নি,—আজও যার দাম একটা কানাকড়ি নয়। জোর করে কেউ কি কিছু বলতে পারে? প্রতিভাই কি সবসময়ে

নিশ্চিত সিদ্ধি বয়ে আনে? আপনার বন্ধুর যে প্রতিভা আছেই, সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। এক আপনি ছাড়া আর কাউকে তো ওকথা বলতে শুনিনি।"

রাগে ডার্ক লাল হয়ে ওঠে।

জিজ্ঞাসা করে,—"তোমার মতে প্রতিভা চেনবার উপায়টা কি শুনি?

—"উপায় মাত্র একটাই আছে,—অর্থকরী সিদ্ধি।"

ডার্ক সরোষে চিৎকার করে ওঠে,—"জাত বেনে!"

—"অতীতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের কথা একবার ভেবে দেখুন। র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, ইংগ্রেস, দেলাক্রয়েৎ,—এঁরা সবাই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।"

ডার্ক আমাকে টেনে ধরে বলে,—"চল এখান থেকে! নইলে হয়তো লোকটাকে আমি খুন করে ফেলবো।"

॥ তেইশ ॥

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'তে থাকে। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দাবা খেলতে বসে যাই। মেজাজের তাঁর অন্ত পাওয়া ভার। কখনও বা নীরবে খেলার মধ্যে ডুবে যান, আশপাশের কোনকিছুর খেয়ালই থাকে না। আবার মেজাজটা ভাল থাকলে তাঁর নিজস্ব কায়দায় থেমে থেমে গল্প ক'রে চলেন। তাঁর কথায় কোনদিন বুদ্ধির আভাস পাইনি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটা বিদ্রূপপ্রিয় মানসিকতার পরিচয় পাই, যাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। মনের কথাটা তাঁর মুখে বলতে আটকায় না। অপরের সম্বন্ধে নিস্পৃহ থেকে তাদের আহত ক'রে তুলে তিনি যেন আনন্দ পান। ডার্ক স্ট্রোভকে উপর্যুপরি এভাবে তিনি আহত ক'রে তুলতে থাকেন যে মাঝে মাঝে ও রাগ ক'রে উঠে যায়,—দিব্যি করে আর কখনো তাঁর সঙ্গে কথা কইবে না। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের দুর্বার আকর্ষণী

শক্তির কাছে হার মেনে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আবার ওকে ফিরে আসতেই হয়। আঘাত ওর নিশ্চিত প্রাপ্য জেনেও আবার ও কুকুরের মতো তাঁর তোশামোদ আরম্ভ করে।

জানি না কেন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আমার সঙ্গ কামনা করতেন? আমাদের সম্বন্ধটা অদ্ভুত হ'য়ে দাঁড়ায়। একদিন তিনি আমার কাছে পঞ্চাশটা ফ্রাঙ্ক ধার চেয়ে বসেন।

আমি বলি,—"এমনটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

—"কেন?"

—"এতে আমার কোন আনন্দ নেই।"

—"ভীষণ অভাবে পড়েছি,—তাই।"

—"তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।"

—"আমি উপোস ক'রে মরছি জানতে পারলেও আপনার দুঃখ হয় না?"

কথাটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমিও জিজ্ঞাসা করি,—"কেন হবে?"

অযত্নবিন্যস্ত দাড়িতে হাত চালাতে চালাতে মিনিট দুই ধ'রে তিনি আমার পানে তাকিয়ে থাকেন। হেসে উঠি আমি।

রাগত-চক্ষে আমার পানে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"কিসের এত স্ফূর্তি?"

—"এটাও বুঝতে পারলেন না? পরের কাছে আপনি যখন বাধ্য থাকতে চান না, তখন পরেই বা আপনার বাধ্যতা মানবে কেন?"

—"ঘরের ভাড়া না দিতে পারলে বাড়ীওলা আমায় বার ক'রে দেবে। সেই দুঃখে আমি যদি গলায় দড়ি দিয়ে মরি, তাহ'লেও কি আপনার একটু দুঃখ হবে না?"

—"একটুও না।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আবার হেসে ওঠেন।

বলেন,—"মিথ্যে বড়াই ক'রছেন আপনি। সত্যি যদি আমি ঐ কাণ্ড ক'রে বসি, তাহ'লে আপনার অনুশোচনার সীমা থাকবে না।"

জবাব দিই,—"বেশ তো। ক'রেই দেখুন না।"

তাঁর চোখের কোণে একটু হাসির ঝিলিক খেলে যায়। নীরবে 'আব্‌সিঁথ্‌'টা নাড়তে থাকেন।

জিজ্ঞাসা করি,—"দাবা খেলবেন ?"

—"আপত্তি নেই।"

ঘুঁটিগুলো সাজিয়ে ছকটার পানে একবার তিনি প্রীত চোখে দেখে নেন। চালের আগে আক্রমণোদ্যত বড়েগুলোর পানে তাকিয়ে বেশ একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসা করি,—"আপনি কি সত্যিই ভেবেছিলেন যে আপনাকে আমি ধার দেব ?"

—"ভেবেছিলাম বৈকি! না দেওয়ার তো কোন কারণ দেখতে পাই না।"

—"অবাক করলেন আপনি।"

—"কেন ?"

—"মনে মনে আপনি যে অভিমানী সেটা টের পেয়ে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। আপনি যদি বুদ্ধি খাটিয়ে ওভাবে আমার সহানুভূতির উদ্রেক করতে না চাইতেন, তাহ'লে হয়তো আপনাকে আমার আরো বেশী ভাল লাগত।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জবাব দেন,—"আমার কথায় আপনি যদি সত্যিই গলে যেতেন, তাহ'লে আমিও আপনাকে ঘৃণা করতাম।"

হেসে বলি,—"তবু ভাল।"

খেলা আরম্ভ ক'রে আমরা তার মধ্যে ডুবে যাই।

খেলা ভাঙ্‌লে তাঁকে আমি বলি,—"শুনুন। সত্যিই যদি আপনার অভাব হয়ে থাকে, আমাকে আপনার ছবিগুলো দেখান। ভাল লাগলে, দু' একটা হয়তো কিনে নিতেও পারি।"

জবাব মেলে,—"জাহান্নমে যান।"

চলে যাওয়ার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ান।

বাধা দিয়ে সহাস্যে আমি বলি,—"আপনার 'আব্‌সিঁথে'র দামটা মিটিয়ে দিয়েছেন ?"

কথা শুনে তিনি খিঁচিয়ে ওঠেন।

তারপর দামটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে যান।

এর পর ক'দিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। একদিন সন্ধ্যাবেলায়

পানাগারটিতে ব'সে কাগজ পড়ছিলাম, এমন সময় তিনি আবার এসে আমার পাশে বসে পড়েন।

টিপ্পনী কেটে বলি,—"যাক! গলায় দড়ি তাহ'লে শেষ পর্যন্ত দেননি?"

—"নাঃ! কিছু রোজগার হ'য়ে গেল। একজন অবসর-প্রাপ্ত জলকলের কর্তার ছবি আঁকছি দু'শো ফ্রাঙ্কে।"

—"জোটালেন কি করে?"

—"আমার রুটিউলী যোগাড় ক'রে দিয়েছে। ভদ্রলোক নাকি তাকে একজন আঁকিয়ে খুঁজে দিতে বলেছিলেন। অবশ্য, আমার থেকে রুটিউলিকে কুড়িটা ফ্রাঙ্ক দিতে হবে।"

—"কি রকম ভদ্রলোক?"

—"চমৎকার! মুখটা লাল টক্‌টকে,—যেন ছাল-ছাড়ানো একটা ভেড়ার ঠ্যাং। তার ওপর আবার ডান গালে ইয়া এক চুল-শুদ্ধ প্রকাণ্ড আঁচিল।"

স্ট্রিকল্যাণ্ডকে সেদিন খোসমেজাজী বলে মনে হয়। তাই ডার্ক স্ট্রোভ এসে আমাদের সঙ্গে বসবার পরই আরম্ভ হয় তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। ডার্কের মনের অভিমানী দিকগুলি ঠিক খুঁজে বার করায় তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা দেখতে পাই। বিদ্রূপের খোঁচা ছেড়ে স্ট্রিকল্যাণ্ড নিন্দার লগুড় চালাতে আরম্ভ করেন। তাঁর আক্রমণে রাগ করার কোন কারণ না পেয়ে স্ট্রোভ একান্ত অসহায়ভাবে দিশাহারা হ'য়ে পড়ে। ওকে দেখে মনে হ'তে থাকে যেন একটা ভয়ত্রস্ত ভেড়া আশ্রয়ের প্রত্যাশায় এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কখনও চমকে ওঠে, কখনো আবার বিস্মিত হয়। শেষ পর্যন্ত ওর দু'চোখ হ'তে ধারা নেমে আসে। সব চাইতে মুস্কিলের কথাটা দাঁড়ায় এই যে, দৃশ্যটির বীভৎসতায় স্ট্রিকল্যাণ্ডের উপর রাগ হ'লেও নিজেও না হেসে থাকতে পারি না। দুর্ভাগা ডার্ক স্ট্রোভের সব চাইতে অকপট ভাবগুলোও লোকের কাছে হাস্যকর ঠেকে।

তবু, প্যারীতে আমার সেই শীতকালের দিনগুলির কথা ভাবলে আজও ডার্ক স্ট্রোভের কথাই আমার মনে আনন্দোজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে

ওঠে। ওর ছোট্ট সংসারটিতে কি যেন একটা মায়া ছিল। ওর আর ওর স্ত্রীর কল্পনা যেন সযত্নে রূপ পায় ওদের ছবির মতো সংসারটিতে। ডার্কের অকুণ্ঠ প্রেম তার মাঝে নিয়ে আসে অনেকটা মাধুর্য। নিজে কিম্ভূত-কিমাকার হ'লেও ওর কামনার আন্তরিকতায় অপরের সহানুভূতি জেগে উঠত। ওর সম্বন্ধে ওর স্ত্রীর সঠিক মনোভাবটা আমি বুঝে উঠতে পারতাম না। তবু ওর প্রতি তাঁর মোলায়েম স্নেহটুকু বেশ লাগত। তাঁর রসজ্ঞান থাকলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন যে, সম্ভব হ'লে তাঁকে বেদীর উপর বসিয়ে প্রকাণ্ড ভক্ত পুজারীর মত ডার্ক হয়তো তাঁকে পূজা করতে পেলে কৃতার্থ হতো। ডার্কের প্রেমে কোনও ছেদ ছিল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিটোল সৌন্দর্যের হানি ঘটলেও তাঁর প্রতি ডার্কের মনোভাব বদলায়নি এতটুকু। ওর কাছে চিরদিনই তিনি রয়ে যান জগতের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। ওদের সাজানো সংসারে বিরাজ করত একটা মনোরম শ্রী। চিত্রশালাটি বাদে ওদের বাড়ীতে ছিল একটা শোবার ঘর আর একটা ছোট্ট রান্নাঘর। শ্রীমতী স্ট্রোভ আপন হাতেই সংসারের সব কাজ করতেন,—সেলাই করতেন,—ব্যস্ত হ'য়ে থাকতেন সারাদিন সংসারের শতকাজে। সন্ধ্যাবেলায় চিত্রশালায় ডার্কের পিয়ানোবাজানো শুনতে শুনতে তিনি সেলাই ক'রে যেতেন। সে-বাজনা হয়তো তাঁর ভালো লাগত না। ডার্কের বাজানোটা হয়তো রুচিসঙ্গত, তবু ভাবাধিক্যে সে বাজনাটার উপর উজাড় ক'রে দিত তার মনের সবটুকু আবেগ-প্রাচুর্য।

ওদের জীবনটা ছিল যেন একটি ছন্দোবদ্ধ অনবদ্য কাব্য। ডার্কের অসঙ্গতিগুলো তার মাঝে যেন এক-একটা বিচিত্র অনুপ্রাস, হয়তো বা অসঙ্গত সুরচ্যুতিও। তবু এরই ফলে ওদের জীবনটা আরো প্রগতিশীল ও মানবিক হ'য়ে উঠত।

গম্ভীর দৃশ্যের মাঝে একটা আকস্মিক রূঢ় ঠাট্টা দৃশ্যটির সৌন্দর্যকে আরও তীক্ষ্ণ ক'রে তোলে।

॥ চব্বিশ ॥

খ্রীষ্ট-পর্বের কিছুদিন আগে ডার্ক স্ট্রোভ আমাকে অনুরোধ জানায় ছুটিটা ওর সঙ্গে একসাথে কাটাতে। এই বিশেষ দিনটির উপর ডার্কের একটা চারিত্রিক ভাবালুতার জন্য এই সময়টা বন্ধুদের সঙ্গে থেকে বিহিত অনুষ্ঠানগুলি ও পালন করতে চায়।

দু'তিন সপ্তাহ ধরে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি দু-জনেরই। আমার কয়েকটি বন্ধু প্যারীতে বেড়াতে আসায় তাদের নিয়ে আমায় ব্যস্ত থাকতে হয়। এদিকে ডার্ক স্ট্রোভও ভীষণ ঝগড়া ক'রে মনে মনে ঠিক করে যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে ও আর কোনও সম্পর্কই রাখবে না। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে ওর মোটে বনে না। তাই ও প্রতিজ্ঞা করে, তাঁর সঙ্গে আর কথা পর্যন্ত কইবে না। কিন্তু, আগত-প্রায় মধু-লগ্নটি ওকে নরম ক'রে আনে। এমন দিনেও যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড একা একা তাঁর দুঃখ-বিষাদ আঁকড়ে প'ড়ে থাকবে, সেকথা মনে আনতেও ও ব্যথা পায়। নিজের চিত্রশালায় স্ট্রোভ একটি খ্রীষ্ট-তরু খাড়া করে। আমি ধরে নিই যে তার সাজানো ডালগুলিতে নিশ্চয়ই নানারকম ছোটখাটো উপহারের জিনিস ঝুলছে দেখতে পাব। স্ট্রিক্‌-ল্যাণ্ডের সঙ্গে আবার দেখা করতে ওর যেন কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে থাকে। অমন ক্রোধোদ্দীপক অপমানগুলোকে ভুলে যাওয়াও সোজা কথা নয়। তাই ওদের এই পুনর্মিলনের কাজে ও আমাকে উপস্থিত থাকতে বলে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা দু'জনে আভেঁন্যু দ্য ক্লিচিতে গিয়ে হাজির হই, কিন্তু পানাগারটিতে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে খুঁজে পাই না। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা, তাই আমরা ভিতরে গিয়ে চামড়ার আসনে বসি। ঘরের ভিতরটায় গুমোট গরম,—ধোঁয়ায় অন্ধকার। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আসেন না, কিন্তু একটু পরেই তাঁর দাবা খেলার সঙ্গী সেই ফরাসীটিকে দেখতে

পাই। তাঁর সঙ্গে আমার খানিকটা মৌখিক আলাপ ঘটেছিল। আমাদের টেবিলে এসেই তিনি ব'সে পড়েন। স্ট্রোভ জিজ্ঞাসা করে, —স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কোনও খবর তিনি জানেন কি না।

ফরাসীটি জানান,—"তার তো অসুখ করেছে। জানেন না আপনারা?"

—"শক্ত অসুখ?"

—"হুঁ,—খুব।"

স্ট্রোভের মুখটা ফ্যাকাসে হ'য়ে যায়।

—"আমাকে কী একবার লিখেও জানাতে পারত না? ছিঃ ছিঃ! ঝগড়া করাটাই হ'য়েছে আমার বোকামি। চল! এখুনি যেতে হবে তার কাছে। কেউ তো নেই তাকে দেখাশুনো করবার। কোথায় থাকে সে?"

ফরাসীটি বলেন,—"তা তো বলতে পারি না।"

অনুসন্ধানে টের পাই, কেউই তাঁর ঠিকানা জানে না। স্ট্রোভ যেন উত্তরোত্তর আরো বেশী উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতে থাকে।

—"কেউ জানবে না, অথচ লোকটা মরে যাবে? কী ভীষণ কথা! আমি যে একথা ভাবতেই পারি না। যেমন ক'রে হোক, এখুনি তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

স্ট্রোভকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে প্যারীর পথে পথে অনির্দিষ্টভাবে খুঁজে বেড়ানোটা নিরর্থক। আগে আমাদের উচিত একটা উপায় ঠিক ক'রে নেওয়া।

—"তা সত্যি! তবে ইতিমধ্যে সে হয়তো মরে পড়ে থাকবে। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছব তখন আর হয়তো করবার কিছুই থাকবে না।"

অতিষ্ঠভাবে আমি জানাই,—"বসো তো চুপটি ক'রে! আগে ভেবে-চিন্তে নিতেই হবে।"

হোতেল দ্য বেলজেঁর ঠিকানাটা মাত্র আমি জানতাম। কিন্তু স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সে-জায়গা ত্যাগ ক'রেছেন বহুকাল,—তাঁর কথা হয়তো তাদের আর মনেও নেই। নিজের অদ্ভুত চাপা স্বভাবের জন্য তিনি যে যাওয়ার আগে কোথায় যাচ্ছেন সেকথা তাদের ব'লে গেছেন, তাও মনে

হয় না। তার উপর, কথাটা পাঁচ বছরেরও বেশী আগের। তবে একথাও নিশ্চিতভাবে আমার মনে হতে থাকে যে বেশী দূরে তিনি যাননি। হোটেলে থাকতে যে পানাগারে তিনি আসতেন, এখনও যখন বরাবর সেইখানেই যাতায়াত অব্যাহত রেখেছেন, তখন এটা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক ব'লেই মনে হয়। অকস্মাৎ মনে পড়ে, তাঁর যে রুটিউলির মারফৎ একটা ছবি আঁকার বায়না পেয়েছেন তিনি, তার কাছে হয়তো ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে। একটা পথ-পরিচিতি নিয়ে তার মধ্যে আমি রুটিওলাদের সন্ধান নিতে আরম্ভ করি। কাছাকাছির মধ্যে রুটিওলা পাঁচজন আছে দেখতে পাই। এই পাঁচজনের কাছেই চেষ্টা করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ট্রোভ আমার সঙ্গে চলতে থাকে। তার নিজের মতে, আভেন্যু দ্য ক্লিচির রাস্তা-গুলোর দু'ধারে প্রত্যেকটা বাড়ীতে স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের খোঁজ নেওয়া উচিত। আমার মতলবে শেষ পর্যন্ত ফলোদয় হয়। দ্বিতীয় দোকানটির বিক্রেত্রীটি আমাদের প্রশ্নের উত্তরে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড তার পরিচিত ব'লে জানায়। তবে পথের উল্টোদিকের তিনখানা বাড়ীর কোন্‌টিতে যে ঠিক তিনি বাস করেন, তা সে বলতে পারে না। বরাত আমাদের সুপ্রসন্ন, তাই প্রথম বাড়ীটায় খোঁজ করতেই পরিচারক জানায় যে ওপর তলায় থাকেন তিনি।

স্ট্রোভ বলেন,—"শুনলাম, তাঁর অসুখ ক'রেছে ?"

পরিচারকটি নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেয়,—"হতে পারে। ক'দিন ধ'রে তাঁকে দেখতে পাইনি।"

স্ট্রোভ আমার আগে আগে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করে। উপরতলায় উঠে আমি দেখতে পাই, একজন কারখানার লোককে দরজা ঠেঙিয়ে বার ক'রে স্ট্রোভ তার সাথে কথা কইতে ব্যস্ত। লোকটি আর একটি দরজা দেখিয়ে দেয়। সেও জানায় যে সেই ঘরের অধিবাসীটি সম্ভবতঃ একজন চিত্রকর। এক সপ্তাহ ধ'রে সেও তাঁকে দেখতে পায়নি। হন্তদন্ত হয়ে স্ট্রোভ ছুটে চলে। সহসা এক সময় দাঁড়িয়ে প'ড়ে অসহায়ভাবে আমার পানে উৎকণ্ঠাকুল দৃষ্টিতে ও চেয়ে থাকে।

—"যদি মরে গিয়ে থাকে ?"

আশ্বাস দিয়ে বলি,—"মরেনি।"

দ্বারে করাঘাত করি।—কোনও সাড়া মেলে না। হাতলটা ধ'রে টানতেই দরজাটা খুলে যায়। আমার পিছু পিছু স্ট্রোভও ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন,—ঢালু ছাদটা দেখে এইটুকু বুঝতে পারি যে আসলে ওট একটা চিলে-কোঠা। ছাদের ফোকরটা হ'তে ক্ষীণ একটা আলোকরশ্মি ঘরে এসে প্রবেশ করে।

ডাক দিই,—"স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড !"

সাড়া মেলে না। ঘরের আবহাওয়াটা রহস্যময়,—পিছনে দাঁড়িয়ে স্ট্রোভ ঠক্‌ঠক ক'রে কাঁপতে থাকে। একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালতেও যেন আমার দ্বিধা হয়। অস্পষ্টভাবে নজরে পড়ে ঘরের এক কোণে একটা বিছানার উপর শয়িত মৃতপ্রায় কে যেন একজন। ক্ষীণ আলোকে ঠিক বুঝতে পারি না, মৃত কি না ?

—"সঙ্গে কি একটা দেশলাইও নেই, মুখ্যুগুলো ?"

অন্ধকারের মধ্যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কর্কশ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

চমকে উঠি আমরা দু'জনেই।

স্ট্রোভ চেঁচিয়ে উঠে,—"সর্বরক্ষে ! আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি মরে গেছ !"

একটা দেশলাই-কাঠি জ্বেলে আমি মোমবাতিটা খুঁজতে আরম্ভ করি। সেই আলোতে আমি একবার ঘরময় দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিই।

নেহাৎ ছোট্ট একটা ঘর,—অর্ধেকটা বসবাসের জন্য, অর্ধেকটা চিত্রশালা। আসবাবের মধ্যে শুধু একটা বিছানা, দেওয়ালের দিকে মুখঘোরানো কটা চিত্রপট, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। মেঝেয় কার্পেট নেই।—একটা আগুনের চুল্লি পর্যন্ত নেই ঘরে। টেবিলের উপর স্তূপীকৃত রঙ্‌। একখানা ছুরি, সাতরাজ্যের টুকি-টাকি, আর নিঃশেষিত এক টুকরো মোমবাতি। সেটাকে জ্বেলে ফেলি। ছোট্ট বিছানাটার উপর কোনরকমে কুঁকড়ে শুয়ে আছে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড,—শরীরটা গরম করবার জন্যে সবকটা জামাই একসঙ্গে তাঁর গায়ে চড়ানো। দৃষ্টিমাত্রেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে তিনি নিদারুণ জ্বরগ্রস্ত।

কাছে গিয়ে ভাঙাগলায় স্ট্রোভ বলে উঠে,—"কি হয়েছে বন্ধু? আমি জানতাম না যে তুমি অসুস্থ। কেন জানালে না আমাকে? তুমি তো জান যে তোমার জন্যে দুনিয়ার সবকিছু করতে পারি আমি। আমার সে দিনের কথাগুলো মনে করে রেখেছিলে বুঝি? ছিঃ ছিঃ! ওগুলো আমার মনের কথা নয়। দোষ আমারই। তোমার কথায় রাগ করাটাই হয়েছিল আমার মস্ত বোকামি।"

—"জাহান্নমে যাও।"—স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলে ওঠেন।

—"শান্ত হও। তোমাকে আমি সারিয়ে তুলব। তোমাকে দেখবার কেউ নেই তো?"

স্ট্রোভ বিষণ্ণ নয়নে নোংরা ঘরটাকে একবার দেখে নিয়ে বিছানাটা গুছোতে আরম্ভ করে দেয়। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড রাগ চেপে নীরবে হাঁফাতে থাকেন। সরোষে একবার আমাকেও দেখে নেন। নীরবে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে লক্ষ্য করতে থাকি।

অনেকক্ষণ পরে তিনি বলে উঠেন,—"উপকারই যদি আমার করতে চাও, তাহ'লে আগে খানিকটা দুধ যোগাড় ক'রে নিয়ে এস। দু'দিন ধরে উঠতে পারিনি।"

বিছানার পাশে একটা খালি দুধের বোতল গড়াগড়ি যেতে থাকে। একটা খবরের কাগজে কিছু রুটির গুঁড়োও নজরে পড়ে।

জিজ্ঞাসা করি,—"কি খেয়েছেন?"

—"কিচ্ছু না।"

স্ট্রোভ আঁৎকে উঠে জিজ্ঞাসা করে।—"ক'দিন ধরে? পুরো দু'দিন কিছু পড়েনি পেটে? কী সর্বনাশ!

—"জল গিলেছি।"

স্ট্রোভ বলে,—"এখুনি যাচ্ছি আমি। আর কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে?"

আমি বলে দিই,—একটা তাপকাঠি, কিছু আঙুর আর রুটি আনতে। সেবা করবার সুযোগ পেয়ে স্ট্রোভ তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। অস্পষ্টস্বরে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলে ওঠেন, "বোকা! বোকার বেহদ্দ!"

পরীক্ষা করে টের পাই, নাড়ির গতি তাঁর দ্রুত এবং ক্ষীণ।

দু'তিনটি প্রশ্ন করি তাঁকে, জবাব দেন না একটারও। শেষে জোর ক'রে জিজ্ঞাসা করিতেই বিরক্তিভরে মুখটা দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে নেন। বাধ্য হয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে হয়।

দশ মিনিটের মধ্যে হাঁফাতে হাঁফাতে স্ট্রোভ ফিরে আসে। আমার বলে-দেওয়া জিনিসগুলো ছাড়াও ও নিজে থেকে নিয়ে আসে মোম-বাতি, মাংসের রস, আর একটা স্পিরিট-চুল্লি। কাজের লোকের মত কালবিলম্ব না করে রুটি আর দুধ গরম করতে লেগে যায় ও। তাপ-কাঠি দিয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের শরীরের উত্তাপ নিয়ে দেখতে পাই, জ্বর তখন একশো চার ডিগ্রি।

অসুখটা তাঁর মারাত্মক বলে মনে হয়।

॥ পঁচিশ ॥

একটু পরে তাঁকে একলা রেখে আমরা দু'জনেই বার হয়ে পড়ি। উদ্দেশ্য, ডার্ক যাবে খেয়ে আসতে আর আমি যাব ষ্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে দেখবার জন্য একজন ডাক্তার ধরে আনতে। কিন্তু, বদ্ধ ঘর থেকে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় বার হতেই ডার্ক আমাকে তখনই ওর সঙ্গে ওর চিত্রশালায় যেতে অনুরোধ জানাতে আরম্ভ করে। বুঝতে পারি, মনের মধ্যে ও যেন কি একটা আমার কাছ থেকে চেপে রাখতে চেষ্টা করে। শুধু জানাতে থাকে যে ওর সঙ্গে যাওয়া আমার একান্ত দরকার। আমরা যা করে এসেছিলাম তার উপর কোনও ডাক্তার এসে তখনই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কোন উপকার করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। তাই ডার্কের প্রস্তাবে রাজী হই।

ওর বাড়ীতে পৌঁছে দেখতে পাই, ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভ তখন টেবিলের উপর খানা সাজাচ্ছেন। কাছে গিয়ে ডার্ক তাঁর হাতদুটি জড়িয়ে ধরে।

বলে,—"আমার জন্যে তোমায় একটা কাজ করতে হবে, লক্ষ্মীটি!"

স্বভাবসিদ্ধ শ্রীমণ্ডিত স্নিগ্ধদৃষ্টি মেলে তিনি ওর পানে তাকান।

ভার্কের টকটকে মুখখানা ঘামে চকচক করতে থাকে, চোখের চাহনিটা তার হাস্যোদ্দীপক, তবু ওর গোল গোল চকিত চোখদুটিতে একটা আগ্রহের দীপ্তি জ্বলতে থাকে।

বলে চলে,—"স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ভীষণ অসুখ, হয়তো মরে যাবে। একটা নোংরা পায়রার খোপে সে পড়ে আছে,—দেখাশোনা করবার কেউ নেই। তুমি অনুমতি দাও, তাকে আমি এখানে নিয়ে আসি।"

তীব্রবেগে শ্রীমতী স্ট্রোভ হাত ছাড়িয়ে নেন। তাঁর গালদুটি আরক্ত হয়ে ওঠে। বলেন, "না-না।"

—"লক্ষ্মী সোনা! অমত করো না। তাকে আমি ওখানে ফেলে রাখতে পারব না। ভাবনায় তাহলে রাতে আমি একটুও ঘুমোতে পারব না।"

"তুমি তার সেবা করতে পার। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।" তাঁর কণ্ঠস্বর আগ্রহবিহীন ও দূরাগত বলে মনে হয়।

—"কিন্তু,—মরে যাবে যে!"

—"যাক।"

স্ট্রোভ ঈষৎ থতমত খেয়ে যায়। মুখটা একবার মুছে নিয়ে আমার পানে সমর্থনের আশায় তাকাতে থাকে। আমি বুঝতে পারি না, কি বলা যেতে পারে।

—"মস্ত শিল্পী সে!"

—"তাতে আমার কী? ওকে আমি দেখ্‌তে পারি না।"

—"এটা নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা নয়, সোনা! আমি মিনতি করছি, তাকে এখানে আসতে দাও। আমরা তাকে সারিয়ে তুলতে পারবো,—বাঁচিয়ে তুলতে পারবো। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। আমরা নিজেরাই সবকিছু করবো,—চিত্রশালার মধ্যে ক'রে দেব তার বিছানা। এভাবে শেয়াল-কুকুরের মতো তো তাকে মরতে দিতে পারি না! এটা যে অমানুষিকতা!"

—"হাসপাতালে যাক্‌ না।"

—"হাসপাতাল! তার যে এখন স্নেহহস্তের যত্ন দরকার। তার সেবার জন্যে অসীম দক্ষতার প্রয়োজন।"

সাশ্চর্যে লক্ষ্য করি, শ্রীমতী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। টেবিলটা সাজাবার সময় তাঁর হাত কাঁপতে থাকে।

—"তোমার কথা আমি বুঝি না কিছুই। তোমার যদি অসুখ হোত, তাহলে সে কি একটা আঙ্গুল নেড়েও উপকার করতো, মনে কর' ?"

—"নাই বা করল! তুমি তো আমার সেবা করতে।—তার দরকারই হতো না। তাছাড়া, আমার কথা আলাদা। আমার কোন গুরুত্বই নেই।"

—"একটা দো-আঁশলা কুকুরেরও যতটুকু তেজ থাকে, তোমার দেখছি তাও নেই! ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি দাও, আর রাজ্যের লোককে ডেকে বলো তোমায় দু'পায়ে থে তলে যেতে।"

স্ত্রীর মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে মনে ক'রে স্ট্রোভ অল্প একটু হেসে ওঠে। বলে,—"ওঃ! যেদিন সে এখানে আমার ছবিগুলো দেখতে এসেছিল, সেদিনটার কথা তুমি বুঝি এখনো মনে করে রেখেছ? নাইবা বলল সে আমার ছবিকে ভালো? কী আসে যায় তাতে? তাকে দেখানোটাই আমার বোকামি। আর আমার বিশ্বাস, ছবি-গুলো সত্যিই কিছু ভাল নয়।"

করুণ চোখে ও একবার চিত্রশালাটির পানে তাকিয়ে নেয়। ফলক-টার উপর একটা অসমাপ্ত ছবি,—একটি ইতালীয় চাষি একটি কৃষ্ণাঙ্গী তরুণীর মাথার উপর একগোছা আঙ্গুরফল তুলে ধরে আছে।

—"ভালো না লাগতে পারে। তবু ভদ্রতা-জ্ঞানটুকুও তো তার থাকা উচিত ছিল! তোমাকে ওভাবে অপমান করার কোন কারণ ছিল না। সে তোমার নিন্দে করে গেল, আর তুমি অমনি তাকেই টাকা দিলে! দু'চক্ষে দেখতে পারি না তাকে!"

—"আমি বলছি সোনা, তার মধ্যে রয়েছে অগাধ প্রতিভা। আমার মধ্যে নেই, থাকলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু প্রতিভাকে দেখামাত্রই আমি বুঝতে পারি এবং তাকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি। এ দুনিয়ার সেরা আশ্চর্য জিনিস হলো প্রতিভা। যারা এর অধিকারী তাদের কাছে এ যেন একটা বোঝা। তাই আমাদের উচিত অসীম ধৈর্য ধরে তাদের সহ্য করা।"

ওদের পারিবারিক দৃশ্যে খানিকটা বিব্রত হ'য়ে আমি নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। বুঝতে পারি না, কেন স্ট্রোভ আমাকে সঙ্গে আসবার জন্য জিদ করেছিল। নজরে পড়ে,—ওর স্ত্রীর চোখে উদ্গত অশ্রু।

—"শুধু প্রতিভাধর বলেই তাকে আমি আন্‌তে চাইছি না। আসলে, সেও মানুষ,—এবং অসুস্থ, দুঃস্থ!"

—"আমার বাড়ীতে তাকে আমি ঢুকতে দেব না,—কখ্‌খনো না!" স্ট্রোভ আমার পানে ফিরে বলে,—"তুমি বল না ওকে! বুঝিয়ে বল না যে এটা একটা জীবনমৃত্যু সমস্যার কথা। ওই ছন্নছাড়া ঘরটাতে ওভাবে ওকে ফেলে রাখা অসম্ভব।"

আমি বলি,—"একথা সত্যি যে এখানে তাঁর পরিচর্যা করা অনেকটা সুবিধাজনক! তবু, এর মধ্যে অসুবিধাও আছে অনেক। আমার তো মনে হয়, একজন কাউকে দিনরাত থাকতে হবে তাঁর কাছে।"

—"শুনছো? তোমাকে এর জন্যে একটুও ঝক্কি সহ্য করতে হবে না! শ্রীমতী স্ট্রোভ সরোষে জবাব দেন,—"তাকে যদি তুমি আনো এখানে,—আমি তাহলে থাকবো না, বলে দিচ্ছি।

—"ও কি বলছো? তুমি যে করুণাময়ী!"

—"দোহাই তোমার! তাই আমাকে থাকতে দাও! তুমি আমাকে আর হতবুদ্ধি ক'রে তুলো না!"

পরিশেষে, তাঁর দু'চোখ হতে অশ্রু গড়াতে আরম্ভ করে। একটা চেয়ারে বসে পড়ে দু'হাতে তিনি মুখটি চাপা দেন। অবরুদ্ধ আবেগে তাঁর কাঁধদুটি কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। মুহূর্তমধ্যে ডার্ক তাঁর কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ে দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে চুমায় চুমায় তাঁকে ছেয়ে ফেলতে থাকে। নানা রকম মিষ্টি নামে তাঁকে ডাকতে থাকে। ওর নিজেরও দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে অবিরল ধারা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে শ্রীমতী চোখ মুছে ফেলেন।

ঈষৎ সদয়কণ্ঠে বলেন,—"আমায় একা থাকতে দাও!"

তারপর আমার দিকে ফিরে হাসবার চেষ্টা ক'রে বলেন,—"কি হয়তো ভাবছেন আপনি!"

দ্বিধাগ্রস্তভাবে স্ট্রোভ হতবুদ্ধির মত তাঁর পানে তাকিয়ে থাকে। কপালটা ওর কুঁচকে ওঠে,—টকটকে মুখটা যেন ভারী হ'য়ে ওঠে অভিমানে। যেন একটা সন্ত্রস্ত গিনিপিগ।

শেষে আবার জিজ্ঞাসা করে,—"তাহ'লে তোমার এতে মত নেই বলছ ?"

তাঁর ভঙ্গীতে অসীম ক্লান্তি প্রকাশ পায়। মনে হয়, অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন তিনি।

—"তোমার চিত্রশালা, তোমার সবকিছু,—তুমি যদি তাকে আনতে চাও আমার তাতে বাধা দেবার শক্তি কী ?"

আকস্মিক একটা হাসির ছটায় ওর মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

—"তাহ'লে তুমি মত দিচ্ছ ? আমি জানতাম, তুমি দেবেই। সোনা আমার !"

সহসা তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ক্লান্ত চোখে ওর পানে তাকিয়ে থাকেন। দু'হাতে তিনি চেপে ধরেন বুকটা,—যেন তার স্পন্দন অসহ্য হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে।

—"ডার্ক ! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনও কিছু চাইনি আমি তোমার কাছে—"

—"তুমি তো জান যে তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই জগতে !"

—"আমি ভিক্ষে চাইছি, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে তুমি এনো না এখানে। আর যাকে খুশি নিয়ে এস,—চোর, মাতাল, সর্বহারা, বাউণ্ডুলে। কথা দিচ্ছি, খুশি মনে আমি তাদের জন্যে যথাসাধ্য করব। কিন্তু আমার মিনতি, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে তুমি এনো না এখানে।"

—"কিন্তু,—কেন ?"

—"ওকে দেখলে আমার ভয় হয়। কেন তা বলতে পারবো না,—তবু ওর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আমাকে ভয় দেখায়। ও এলে বিরাট ক্ষতি হ'য়ে যাবে আমাদের,—এ আমি জানি,—আমি টের পাচ্চি। ওকে এখানে নিয়ে এলে সবকিছুর শেষ হ'য়ে যাবে বিশ্রী-ভাবে।"

—"কিন্তু, এর যে কোন মানে হয় না।"

—"না গো, না! আমি ঠিকই বলছি! একটা কিছু ভয়ঙ্কর হবেই!"

—"কারণ, আমরা সৎকাজ করতে যাচ্ছি,—কেমন?"

শ্রীমতী স্ট্রোভ হাঁফাতে থাকেন। একটা অবর্ণনীয় ভীতির ছায়া পড়ে তাঁর মুখের উপর। তাঁর দুর্ভাবনাটা আমি ঠিক ধরতে পারি না। শুধু টের পাই, যেন কোন্ এক নিরাকার ভীতি তাঁকে অধিকার ক'রে কেড়ে নিয়েছে তাঁর সবটুকু আত্মসংহতি। সাধারণতঃ, তাঁর প্রকৃতি অতি শান্ত,—তাই তাঁর এহেন চিত্তচাঞ্চল্য বিস্ময়কর ঠেকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিস্ময়ে স্ট্রোভ তাঁর পানে তাকিয়ে থাকে।

—"তুমি আমার স্ত্রী,—দুনিয়ার আর সবার চাইতে তোমাকেই আমি বেশী ভালবাসি। পুরোপুরি তোমার সম্মতি না পেলে কেউ আসবে না এখানে।"

একটা মুহূর্তের জন্য তিনি চোখ বন্ধ করেন। মনে হয়, তিনি যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন। আমারও যেন তাঁকে খানিকটা অসহ্য বলে মনে হ'তে থাকে। তাঁর যে এতখানি স্নায়বিক দৌর্বল্য আছে, তা কোনদিন আমার মনে হয়নি।

সহসা সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে স্ট্রোভের কণ্ঠস্বর কানে যায়,—"তোমাকেও কি কেউ কোনদিন কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়নি? তুমি জান, এর অর্থ কি! সুযোগ পেলে তুমিও কি তোমার পালা শেষ ক'রে তা শোধ দেবার চেষ্টা করবে না?"

অতি আটপৌরে কথা। নিজের কানেই সেগুলো উপদেশের মত শোনায় বলে আমি প্রায় হেসে ফেলি। কিন্তু ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের উপর কথাগুলির প্রভাব দেখে বিস্ময়াহত হ'য়ে উঠি। চমকে উঠে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বামীর পানে তাকিয়ে থাকেন। স্ট্রোভ দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। বুঝতে পারি না, তার দ্বিধার কারণ কি। প্রথমে তাঁর গাল-দু'টিতে ঈষৎ রক্তের আভাস ফুটে ওঠে,—তারপর সমস্ত মুখটি অস্বাভাবিক রকম সাদা হ'য়ে যায়,—তারপর বিবর্ণ। যেন তাঁর সমস্ত

শরীর হ'তে সবটুকু রক্ত উবে গেছে,—হাত দু'টি পর্যন্ত রক্তহীন দেখায়। সমস্ত দেহটা তাঁর একবার শিউরে ওঠে। চিত্রশালার অভ্যন্তরস্থ নীরবতাটুকু সহসা যেন শরীরী হ'য়ে ওঠে.—যেন হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। আমি হতভম্ব হ'য়ে পড়ি।

—"স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে তুমি নিয়ে এসো ডার্ক! তার জন্যে আমি যথা-সাধ্য করবো।

—"লক্ষ্মী সোনা!"

সহাস্যে ডার্ক তাঁর হাতদুটি ধরতে যায়,—এড়িয়ে যান তিনি।

বলেন,—"অপরের সামনে আদর দেখাতে হবে না ডার্ক! ওতে যেন নিজেকে আমার দারুণ বোকা বলে মনে হয়।"

তাঁর আচরণ আবার স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। কেউ তখন তাঁকে বলতে পারত না যে, একটু আগে তিনিই অমন ভাবাবেগে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

পরদিন আমরা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে স্থানান্তরিত করি। তাঁকে রাজী করাতে বেশ খানিকটা দৃঢ়তা ও ধৈর্যের দরকার হয়। স্ট্রো'ভের অনুনয় আর সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে বেশীক্ষণ তিনি কার্যকরী ভাবে প্রতিরোধ চালাতে পারেন না মারাত্মক অসুখটার জন্য। যতক্ষণ আমরা তাঁর জামাকাপড় বদলে দিতে থাকি, ততক্ষণ তিনি সটান্ খিস্তি করে চলেন। তারপর নিচে নামিয়ে একটা ভাড়া-গাড়ীতে তুলে তাঁকে স্ট্রোভের চিত্রশালায় এনে ফেলি। স্ট্রোভের বাড়ীতে উপস্থিত হওয়ার সময় তিনি এত অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন যে, বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁকে আমরা বিছানায় শুইয়ে দিতে সক্ষম হই।

দু'সপ্তাহ ধরে তাঁর অসুখ চলে। এক সময় তাঁর এমন অবস্থা হ'য়ে ওঠে যে আমি তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিই। শুধু স্ট্রোভের অক্লান্ত

সেবার জন্যই তিনি বেঁচে ওঠেন। অমন বেয়াড়া রুগী জীবনে আমি
দেখিনি [illegible] বা [illegible]য় আব্দার ক[illegible] তাঁকে
না, বরং একেবারে চুপ ক'রে পড়ে থাকেন। অনুযোগ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই,—প্রয়োজন বা শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করলে জবাব মিলতে থাকে মুখবিকৃতি, নাক সেঁটকানি, কখনও বা দুয়েকটা গালাগালিও। বিতৃষ্ণা জন্মে যায় তাঁর উপর। তাই বিপন্মুক্তির পরে একদিন সেকথা আমি তাঁকে স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিই।

সংক্ষেপে জবাব পাই,—"জাহান্নামে যান্!"

সবকাজ একেবারে ত্যাগ ক'রে সস্নেহে ও সযত্নে ডার্ক স্ট্রোভ তাঁর সেবা করে যায়। অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তাঁকে ও আরাম যুগিয়ে দিতে থাকে। ডাক্তারের ওষুধ খাওয়াবার জন্য ও এমন একটা মতলব বার করে যা দেখে আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাই। কোন কষ্টকেই ও গ্রাহ্য করে না। প্রয়োজনের তুলনায় সামর্থ্য ওদের সীমাবদ্ধ,—বাজে খরচ মোটেই সম্ভব নয়। তবু স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের জন্য যথেচ্ছভাবে খরচ ক'রে ও কিনে আনতে থাকে এমন সব দুর্মূল্য অসময়ের পোষ্টাই যা হয়তো খামখামখেয়ালী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কাছেও লোভনীয়। সেগুলো খাওয়াবার জন্য স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে রাজী করাতে স্ট্রোভ এমন নিপুণতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে থাকে যা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। রাগ করলে ও গায়ে মাখে না,—বকলে হাসে।

খানিকটা সেরে উঠে খোসমেজাজ ফিরে পেতেই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আবার ওকে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেন। স্ট্রোভও একটার পর একটা বেয়াড়া কাণ্ড ঘটিয়ে নিজেকে আরও বিরক্তিকর ক'রে তুলতে থাকে। মাঝে মাঝে উৎফুল্ল কটাক্ষে ও আমার পানে তাকায়। রোগীর উন্নতিই ওর উৎফুল্লতার কারণ। আমার চোখে স্ট্রোভ মহানুভব হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু ব্ল্যাঙ্কী আমাকে সবচেয়ে বেশী অবাক ক'রে দেন। তাঁর শুশ্রূষায় শুধু দক্ষতাই নয়, আন্তরিকতাও প্রকাশ পায়। দেখে মনেই হয় না, একদিন তিনিই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে তাঁদের চিত্রশালায় আনার প্রস্তাবে স্বামীর বিরুদ্ধে অমন তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি সেবা ক'রে যান। কিছুমাত্র অসুবিধা না ঘটিয়ে তিনি রোগীর

বিছানার চাদর বদ্‌লে দেন,—নিজেই কাচেন সেগুলোকে। তাঁর দক্ষতা সম্বন্ধে একদিন আমার একটা মন্তব্য শুনে তিনি স্নিগ্ধ হেসে জানান যে, একবার কিছুকালের জন্য একটি হাসপাতালে তিনি কাজ করেছিলেন। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের প্রতি তাঁর নিদারুণ বিতৃষ্ণার আভাসমাত্রও প্রকাশ পায় না। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কথা তাঁর মুখে বেশী শোনা যায় না বটে,—তবু রোগীর যে কোন দরকারে তাঁকেই সবার আগে তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে দেখা যায়। দিন পনেরোর জন্য রোগীর পাশে সারারাত একজনের উপস্থিতির প্রয়োজন হওয়ায় পালা ক'রে তিনি স্বামীর সঙ্গে সে দায়িত্ব ভাগ ক'রে নেন। মাঝে মাঝে আমি অবাক হ'য়ে ভাবতাম, অন্ধকার রাতে একা রোগীর শিয়রে ব'সে থাকতে থাকতে না জানি কি ভাবের উদয় হতো তাঁর মনে?

আগের চেয়ে ক্ষীণদেহ হ'য়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড মৃতের মত বিছানার সাথে মিশিয়ে থাকতেন,—মুখময় তাঁর অসংস্কৃত লালচে দাড়িগোঁফ,—জ্বর-কাতর চোখদুটীতে শূন্যচাহনি! তাঁকে যেন আরো দীর্ঘাকৃতি বলে মনে হ'তে থাকে। অসুখটা যেন তাঁকে ক'রে তোলে আরো প্রখর।

একবার শ্রীমতী স্ট্রোভকে আমি জিজ্ঞাসা করি,—"রাত্রে উনি কি আপনার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা বলেন?"

—"একটিবারও না।"

—"আগেকার মত আজও কি আপনি ওঁকে দেখতে পারেন না?"

—"হয়ত, তারও বেশী।"

ধূসরাভ ডাগর চোখদুটি তুলে তিনি আমার পানে তাকান। তাঁর ভাবে এমন একটা প্রশান্তি ফুটে ওঠে যাতে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য হ'য়ে ওঠে যে তাঁকে একদিন অমন উঞ্চ হ'য়ে উঠতে আমি দেখেছিলাম। অমনটা যেন তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

—"ওঁর জন্যে যে এতো করছেন আপনি, উনি কি সেজন্যে কখনও ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপনাকে?"

মৃদু হেসে তিনি বলেন,—"না।"

—"অমানুষ একটা!"

—"মানুষের বাইরে।"

স্ট্রোভ খুশি হয়ে ওঠে স্ত্রীর উপর।

যে-ভার ও স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দিয়েছিল তা তাঁকে অমন সুষ্ঠুভাবে পালন করতে দেখে কি ভাবে যে ও তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবে তা ঠিক ক'রে উঠতে পারে না। আবার, ব্ল্যাঙ্কী ও স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের পারস্পরিক আচরণে ও যেন কতকটা বিহ্বল হ'য়ে পড়ে।

বলে,—"জান,—ওদের আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে বসে থাকতে দেখেছি। অথচ কেউ একটা কথাও বলে না।"

একটি ঘটনার কথা বলা দরকার।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তখন প্রায় সেরে উঠেছেন,—দু'একদিনের মধ্যে হয়তো বিছানা ছেড়ে উঠবেন। ওঁদের সঙ্গে চিত্রশালায় বসে ডার্কের সাথে আমি গল্প করছিলাম। শ্রীমতী স্ট্রোভ সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। মনে হয়, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের জন্যই একটা জামা মেরামত করছিলেন। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নীরবে পিঠে ঠেশ দিয়ে বসে। সহসা লক্ষ্য করি, ব্ল্যাঙ্কীর উপর নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি। আর, সে-দৃষ্টিতে যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে খানিকটা বিচিত্র বিদ্রূপ। তাঁর দৃষ্টির অনুভূতি পেয়ে শ্রীমতী স্ট্রোভও চোখ তুলে তাকান তাঁর পানে। কিছুক্ষণ ধরে দু'জনেই অপলকনেত্রে তাকিয়ে থাকেন পরস্পরের দিকে। ব্ল্যাঙ্কীর চাহনির অর্থটা আমি ঠিকমত বুঝতে পারি না। সে-দৃষ্টিতে যেন খানিকটা সংশয় আর,—কি জানি, কেন,—খানিকটা বিপদের সংকেত। একটু পরেই দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আপন খেয়ালে ঘরের ছাদটার পানে তাকিয়ে থাকেন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড। শ্রীমতী স্ট্রোভের দৃষ্টি কিন্তু তখনও পর্যন্ত একই ভাবে নিবদ্ধ থাকে তাঁর উপর।—অবর্ণনীয় সেই চাহনি।

কয়েকদিনের মধ্যেই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড উঠে দাঁড়াতে আরম্ভ করেন। শরীরে তখন তাঁর আর কিছুই নেই,—শুধু হাড় আর চামড়া। জামাগুলো তাঁর দেহে ঝলঝল করতে থাকে,—যেন একটা কাক-তাড়ানো কাঠের মূর্তি। একমুখ রুক্ষ দাড়ি, মাথায় লম্বা লম্বা চুল,—সাধারণ মানুষের চাইতে দীর্ঘাকার শরীরটা তাঁর যেন অসুখে পড়ে আরো বিচিত্রদর্শন হ'য়ে ওঠে,—অথচ, তবু তাঁকে কদাকার বলেও মনে হয় না। তাঁর কদর্যতার মাঝে যেন একটা মহান কিছুর সন্ধান মেলে।

আমার মনের উপর তখন তিনি যে রেখাপাত ক'রেছিলেন, তা বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। তাঁর মধ্যে এমন একটা আভাস ফুটে ওঠে, যা ঠিক হয়তো অপার্থিবতা নয়,—কেননা তাঁর সর্বাবয়বে একটা ইন্দ্রিয়াসক্তির ছাপ স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে। কথাটা আমার বাজে শোনালেও, —ইন্দ্রিয়াসক্তিটুকুও যেন বিচিত্রভাবে অপার্থিব। একটা যেন কোন্ মৌলিকত্ব তাঁর মধ্যে,—যেন কোন্ দু'টি রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তির সমন্বয় ঘটেছে তাঁর মধ্যে। গ্রীকরা হয়ত এমনি দু'টি বিরুদ্ধ শক্তিকে রূপ দিয়েছিল অর্ধেক মানব আর অর্ধেক জানোয়াররূপী তাদের বন-দেবতার মূর্তিতে। মার্সিয়াসের কথা আমার মনে পড়ে। স্বয়ং ভগবানের বিরুদ্ধতা করার স্পর্দ্ধার জন্য তিনি তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন তার গায়ের ছাল খুলে নিয়ে। মনে হয়, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে জমা হ'য়ে আছে কত বিচিত্র সুরশ্রী আর অনাবিষ্কৃত রহস্য। তবু, পূর্বাহ্ণেই একথাও আমার মনে হতো যে অন্তিমে তাঁর অদৃষ্টে লেখা আছে লাঞ্ছনা আর নিরাশা। কখনও বা আমার মনে হতো, শয়তান তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। তবু জোর ক'রে বলতে পারি না যে সে-শয়তান অনিষ্টকারী। ভালো আর মন্দের মাঝামাঝি এ যেন একটা কোন্ অভূতপূর্ব অদৃশ্য শক্তি।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তখনও ছবি আঁকবার মত সামর্থ্য খুঁজে পাননি। তাই নীরবে চিত্রশালায় বসে বসে কখনও বা কত কি ভাবতেন,—কখনও পড়তেন। তাঁর পছন্দসই বইগুলোও ছিল অদ্ভুত। কখনও দেখতাম, ম্যালার্মের কাব্য নিয়ে ছোট ছেলেদের মত সুর ক'রে পড়ে চলেছেন। আমি অবাক হ'য়ে ভাবতাম যে সেই অর্থহীন কাব্যগুলো অমনভাবে তীক্ষ্নস্বরে পড়ে কি তৃপ্তি তিনি পেতেন? আবার কখনও বা গোবোরো-র ডিটেকটিভ উপন্যাসের মধ্যে তাঁকে তন্ময় হ'য়ে যেতেও দেখতে পেতাম। পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর পাগলাটে স্বভাবের এহেন বৈপরীত্য দেখে মনে মনে খানিকটা যেন আমোদ উপভোগ করতাম। আর একটা আশ্চর্য ও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাঁর দেহের দুর্বলতম অবস্থাতেও দৈহিক আরামের চিন্তা তাঁর দেখা যায়নি। স্ট্রোভ একটু আরাম-বিলাসী। তাই নিজের চিত্রশালায় ও কয়েকটা সুদৃশ্য আরাম-কেদারা ও একটা প্রকাণ্ড গদিমোড়া আসন সাজিয়ে

রাখে। স্ট্রিকল্যাণ্ড সেগুলোর কাছ দিয়েও যেতেন না,—ভাল লাগত না তাঁর। ঘরে ঢুকলেই আমি দেখতে পেতাম, একটা কাঠের তেপায়ার উপর তিনি বসে আছেন। নেহাৎ শখ হ'লে একটা হাতলবিহীন রসুইখানার চেয়ার টেনে নিতেন। তাঁকে ওভাবে দেখলেই আমার রাগ হ'তে আরম্ভ হতো। এর আগে আর কোনও মানুষকে পারিপার্শ্বিকতার উপর অমন পরম নিস্পৃহ ভাব আমি দেখিনি।

॥ সাতাশ ॥

দু'তিন সপ্তাহ পরে।

কাজ থেকে একটু অবসর পেয়ে একদিন ইচ্ছা হয় ল্যুভরে বেড়াতে যাওয়ার। অতি-পরিচিত ছবিগুলি আবার ঘুরে ঘুরে দেখতে আরম্ভ করি। ঘুরতে ঘুরতে একটা লম্বা বিভাগে এসে উপস্থিত হতেই স্ট্রোভকে সেখানে দেখতে পাই। তাকে দেখে একটুখানি হাসি। ওর গোলালো অদ্ভুত চেহারাটা নজরে পড়লে না হেসে থাকা যায় না। কিন্তু, কাছে যেতেই ওকে ভীষণ মর্মাহত বলে মনে হয়। নিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অথচ হাস্যকর দেখায় ওকে! যেন জামাকাপড়সুদ্ধ একটা জলমগ্ন লোককে জল থেকে টেনে তোলা হয়েছে মৃত্যুর গ্রাস হ'তে,— তখনও তার ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। অথচ তাকে যে বোকার মত দেখাচ্ছে, সে-কথাটাও তার অজানা নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ও আমার দিকে তাকায়, কিন্তু আমার মনে হয়, ও যেন আমাকে দেখতে পায়নি। চশমার তলায় ওর নীলাভ গোল গোল চোখ দুটির চাহনিতে যেন একটা বিভ্রান্তি। ডাকি,—"স্ট্রোভ!"

প্রথমটায় ও চমকে ওঠে। তারপর একটু হাসে। বিষাদাচ্ছন্ন সে হাসি।

উৎফুল্লকণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা করি,—"এমন বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ যে?"

—"অনেকক্ষণ হলো ল্যুভরে এসেছি। মনে হলো,—নতুন কিছু যদি এসে থাকে, দেখে আসি।"

—"তুমি যে বলেছিলে এই হপ্তাতেই তোমাকে একখানা ছবি শেষ করতে হবে?"

—"আমার চিত্রশালায় এখন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ছবি আঁকছে।"

—"বটে?"

—"আমি নিজেই বলেছি ওকে। এখনো ওর নিজের বাসায় ফিরে যাওয়ার শক্তি হয়নি। কত লোকেই তো একসঙ্গে একটা চিত্রশালায় কাজ করে। আমি ভাবলাম আমরাও দুজনে এক জায়গায় কাজ করব। আমার বরাবরের ধারণা, কাজ করতে করতে লোকে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তখন একজন কারো সঙ্গে গল্প করতে পারলে মনে স্ফূর্তি পাওয়া যায়।

থেমে থেমে কাটা কাটা কথায় আস্তে আস্তে স্ট্রোভ কথাগুলো বলে। ওর বোকামিমাখানো সদয় চোখদুটি সারাক্ষণই আমার দিকে তুলে রাখে ও,—সে চোখে জল টলমল করতে থাকতে।

বলি,—"ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

—"চিত্রশালায় আর কারো সঙ্গে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কাজ করতে রাজী নয়।"

—"তবে তো বয়ে গেল! তাঁর মনে রাখা উচিত যে চিত্রশালাটা তোমার।"

সকরুণ নেত্রে ও আমার পানে তাকিয়ে থাকে। ঠোঁটদুটি কাঁপতে থাকে থরথর করে।

খানিকটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করি,—"হয়েছে কী?"

আরক্তমুখে দ্বিধা করতে থাকে স্ট্রোভ। দেওয়ালের একটা ছবির পানে বিষণ্ণ বদনে ও তাকাতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

বলে,—"ও আমাকে ছবি আঁকতে দিতে চায় না। বলেছে,—দূর হয়ে যেতে।"

—"তুমি তাঁকে জাহান্নমে যেতে বলতে পারলে না?"

—"আমাকে বার ক'রে দিয়েছে চিত্রশালা থেকে। ওর সঙ্গে আমি

পেরে উঠিনি। আমাকে বার ক'রে দিয়ে টুপিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের উপর আমার দারুণ রাগ হ'তে থাকে। নিজের উপরও আমার বিরক্তি দেখা দেয়। কেননা, ডার্ক স্ট্রোভ এমন মুখ ক'রে দাঁড়ায় যে তা দেখে আমার হাসি ঠেলে আসতে চায়।

—"তোমার স্ত্রী কি বললেন?"

—"সে বাজার করতে গেছে।"

—"স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁকে ঢুকতে দেবেন তো?"

—"কি জানি?"

হতবুদ্ধির মতো স্ট্রোভকে দেখতে থাকি। শিক্ষকের সামনে অপরাধী দুষ্ট ছেলের মতো ও দাঁড়িয়ে থাকে।

জিজ্ঞাসা করি,—"আমি কি তোমাকে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের উৎপাত থেকে রক্ষে করবো?"

—"না। তুমি কিছু করতে যেও না।"

ঘাড় নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ও চলে যায়। স্পষ্ট টের পাই, যে-কোনও কারণেই হোক—ব্যাপারটা নিয়ে ও আমার সঙ্গে আলোচনা করতে নারাজ। কেন, তা বুঝতে পারি না।

॥ আটাশ ॥

মানেটা টের পাই এক সপ্তাহ পরে।

রাত প্রায় দশটা। একটা ভোজনাগারে আহার শেষ করে নিজের ছোট্ট বাসায় ফিরে এসে বৈঠকখানায় পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। এমন সময় আহ্বান-ঘন্টিটা বেজে ওঠে। বারান্দায় গিয়ে দরজাটা খুলে দেখতে পাই স্ট্রোভ দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

জিজ্ঞাসা করে,—"ভেতরে ঢুকবো?"

সেখানকার স্বল্পালোকে ওকে ঠিকমতো লক্ষ্য করতে না পারলেও ওর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য হই। ওর মিতাহারী স্বভাবের কথা আমার জানা ছিল, তাই। নইলে মনে করতাম যে ও মাতাল হ'য়ে এসেছে। সঙ্গে ক'রে বসবার ঘরে নিয়ে এসে ওকে আমি বসতে বলি।

ও বলে ওঠে,—"ভগবানকে ধন্যবাদ যে তোমার দেখা পেলাম।"

ওর আবেগে বিস্ময়াহত হয়ে জিজ্ঞাসা করি,—"ব্যাপার কি ?"

এতক্ষণে ওকে ভাল ক'রে লক্ষ্য করবার সুযোগ মেলে। সাধারণতঃ ফিটফাট থাকাই ওর স্বভাব, কিন্তু তখন ওর পোশাক-পরিচ্ছদে দারুণ বিশৃঙ্খলা আর অপরিচ্ছন্নতা নজরে পড়ে। দৃঢ় ধারণা জন্মায়, ও মদ খেয়ে এসেছে। হাসিও পায়।

ওর অবস্থা দেখে একটা ঠাট্টা করতে যাব, এমন সময় অকস্মাৎ বলে ওঠে,—"ভেবে পাচ্ছিলাম না কোথায় যাব ? একটু আগেও একবার এখানে এসেছিলাম, কিন্তু তোমার দেখা পাইনি।"

আমার ধারণা বদলে যায়। তাহলে মদ্যপানে ওর এই ভাবান্তর ঘটেনি ! ওর লালচে মুখখানা যেন পাংশু দেখায়, হাতদুটো কাঁপতে থাকে।

জিজ্ঞাসা করি আবার,—"কী হয়েছে ?"

—"আমার স্ত্রী আমায় ছেড়ে গেছে !"

কথাগুলোর সবটা ওর মুখ হতে বার হয় না। হাঁফাতে আরম্ভ করে ও। দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে সুরু হয়। কি বলব ভেবে পাই না। প্রথমে মনে হয়, হয়তো স্ট্রিকল্যাণ্ডকে নিয়ে স্ট্রোভের পাগলামি তাঁর একান্ত অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। আর স্ট্রিকল্যাণ্ডের রূঢ় ব্যবহারেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন তিনি। তাই হয়তো তাঁকে বিদায় করে দেবার জন্য জিদ ধরেছেন ! শান্তশিষ্ট হলেও তাঁর মেজাজের কথা আমার অজানা নয়। স্ট্রোভের অস্বীকৃতিতে হয়তো রাগ করে তিনি চিত্রশালা হ'তে বার হয়ে গেছেন, দিব্যি করেছেন—আর ফিরে আসবেন না।

তাই ওকে বলি,—"বন্ধু হে, মুখ শুকিয়ে থেকো না ! আবার তিনি ফিরে আসবেন। ঝোঁকের মাথায় মেয়েরা যা বলে, তা কি বিশ্বাস করতে আছে ?"

—"না—না! তুমি বুঝতে পারছো না! স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের প্রেমে পড়েছে ও।"

—"সে কী!"

চমকে উঠি। কিন্তু কথাটা মনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পরি যে এমনটা হওয়া অসম্ভব।

—"কি যা—তা বকছো? স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে কি তুমি হিংসা করতে আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত?

প্রায় হেসে ফেলি আর কি!

বলি,—"তুমি তো বেশ ভাল করেই জান যে উনি তাঁকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না।"

কাতরকণ্ঠে ও আবার জানায়,—"বুঝতে পারছো না তুমি।"

খানিকটা অসহিষ্ণুকণ্ঠে আমি বলে উঠে,—"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? হুইস্কির সঙ্গে একটু সোডা মিশিয়ে খাও দিকি,—অনেকটা ভাল লাগবে।"

বুঝতে পারি, যে-কোন কারণেই হোক—ডার্কের মনে ধারণা হয়েছে যে ওর স্ত্রী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের দিকে ঝুঁকেছেন এবং তাই হয়তো নিজের ভুল করার অসাধারণ কেরামতিতে তাঁকে এমনভাবে চটিয়ে তুলেছে ও যে তিনিও হয়তো রাগ করে ইচ্ছাকৃতভাবেই ওর সন্দেহটাকে আরও ঘনীভূত করে তুলছেন।

বলি,—"চল,—তোমার চিত্রশালাতেই যাওয়া যাক! যদি সত্যি তুমি নিজে বোকামি করে থাক, তাহলে টের পাবে মজাটা। তোমার স্ত্রীকে হিংসুটে মেয়ে বলে আমার মনে হয় না।"

ক্লান্তস্বরে ও বলে,—"কি করে চিত্রশালায় ফিরে যাই বলতো? সেখানে যে ওরা রয়েছে। আমি তো ওটা ওদের ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

—"তাহলে তোমার স্ত্রী তোমাকে ত্যাগ করেননি?—তুমিই তাঁকে ত্যাগ করেছ?"

—"দোহাই তোমার! অমন করে বলো না আমায়!"

তবু ওর কথাগুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। একটা

মুহূর্তের জন্যও আমি বিশ্বাস করতে পারি না সেগুলাকে। অথচ ওকে দেখে প্রকৃতই দুঃস্থ বলে মনে হতে থাকে।

—"বেশ! যখন বলতেই এসেছ, তখন সবকথা আমায় আগাগোড়া খুলে বল দিকি!"

—"আজ বিকেলে আমি আর সহ্য করতে পারিনি। তাই সোজা গিয়ে স্ট্রিকল্যাণ্ডকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে সে যখন বেশ সেরে উঠেছে তখন তার নিজের জায়গাতেই ফিরে যাওয়া উচিত। কেননা, চিত্র-শালাটা আমার নিজের দরকার।"

সায় দিয়ে বলি.—"বেশ করেছো। স্ট্রিকল্যাণ্ডকে ওকথা বলাই উচিত। তা শুনে তিনি কি বললেন?"

.."হাসলে খানিকটা। জান তো কিরকম ভাবে হাসে ও? আমোদে নয়,—যেন বেয়াড়ারকম বোকামি দেখেছে কিছু। বল্লে—তখুনি চলে যাবে। নিজের জিনিষপত্তর গুছোতে আরম্ভ করল। তোমার বোধহয় মনে আছে যে ওর দরকারে লাগতে পারে ভেবে ওর ঘর থেকে কতকগুলো জিনিস নিয়ে এসেছিলাম আমি। গুছোনো হ'য়ে যাবার পর ও ব্ল্যাঙ্কীকে খানিকটা কাগজ আর স্থতো এনে দিতে বলল।"

স্ট্রোভ কথা থামিয়ে হাঁফাতে আরম্ভ করে। মনে হয়, তখনি হয়তো ও অজ্ঞান হ'য়ে যাবে। ও যে এমনধারা গল্প আরম্ভ করবে তা আমি মোটেই ভাবিনি।

একটু পরে ও আবার বলে চলে,—"পাংশুমুখে ব্ল্যাঙ্কী ওকে কাগজ আর স্থতো এনে দিল। স্ট্রিকল্যাণ্ড একটা কথাও বলে না। একটা গান শিস দিতে দিতে মোড়াটা ও বেঁধে ফেলে। আমাদের পানে একবার ফিরেও তাকায় না। চোখদুটোতে ওর একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। আমার বুকটা যেন নিস্পন্দ হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই কিছু ঘটবে বলে আমার আশঙ্কা হতে থাকে। কথা বলতেও ভয় হয়। টুপিটা খুঁজতে আরম্ভ করে ও। এমন সময় ব্ল্যাঙ্কী কথা কয়ে ওঠে।"

বলে—"ডার্ক! আমিও যাচ্ছি স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে। তোমার সঙ্গে থাকা আর আমার চলবে না।"

"আমি কথা বলতে চেষ্টা করি,—কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বার হয় না।"

"স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড একটাও কথা কয় না। যেন এসবে ওর করবার কিছুই নেই এমনিভাবে শিস দিতে থাকে।"

স্ট্রোভ একবার থেমে মুখটা মুছে নেয়। স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর কথাগুলো শুনে যেতে থাকি। কথাগুলো ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারি না, তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

কম্পিত কণ্ঠস্বরে স্ট্রোভ আবার বলে চলে ওর কাহিনী···

ছু'চোখ হতে ওর অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

···স্ত্রীকে ও বুকে টেনে নিতে চায়, কিন্তু নিজেকে সরিয়ে রেখে তিনি ওকে অনুরোধ জানান, তাঁকে আর স্পর্শ না করার জন্য। স্ট্রোভ মিনতি জানায়, তিনি যেন ওকে ছেড়ে না যান। ও যে ভালবাসে তাঁকে! এক এক করে নিজের ভালবাসার অজস্র দৃষ্টান্ত ও তাঁকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করে। নিজেদের ছোট্ট সংসারটির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তোলে,—রাগ করে না তাঁর উপর, বকে না।

সব শুনে তিনি বলেন,—"আমার যাওয়ায় বাধা দিও না ডার্ক! বুঝতে পারছ না যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে আমি ভালবাসি? ও যেখানে যাবে, আমাকেও যে সেইখানেই যেতে হবে।"

—"কিন্তু, ও তো তোমায় সুখী করতে পারবে না। নিজের মঙ্গল চিন্তা করেও কি তুমি যাওয়া বন্ধ করতে পার না? ভবিষ্যতের কথাটাও কি একবার ভাববে না?"

—"দোষ তোমারই। তুমিই ওকে জোর করে এখানে আন্‌তে চেয়েছিলে!"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে ও মিনতি জানিয়ে বলে,—"ওকে তুমি রেহাই দাও স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড! এ পাগলামির প্রশ্রয় দিও না।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জবাব দেন,—"ওকে তো আমি জোর করে যেতে বলছি না? ওর যা খুশি তা করতে পারে।"

দৃঢ়কণ্ঠে শ্রীমতী জানান,—"আমার কর্তব্য আমি ঠিক করে ফেলেছি।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের অনিষ্টকর নিস্পৃহতায় স্ট্রোভ অবশিষ্ট আত্মসংযমটুকুও হারিয়ে ফেলে। নিদারুণ রাগে অন্ধ হ'য়ে, কোনকিছু বিচার না ক'রেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের উপর। আকস্মিক আক্রমণে প্রথমটায় স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড টলমল করতে থাকেন, কিন্তু রোগভোগের পরও তাঁর দেহে সামর্থ্যের অভাব দেখা দেয়নি। তাই মুহূর্তখানেক পরেই স্ট্রোভ যেন কোন অদ্ভুত উপায়ে তাঁর কাছে হেরে গিয়ে মেঝেয় গড়াতে আরম্ভ করে। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলে ওঠেন,—"এঁঃ! বেঁটে বক্কেশ্বর!"

স্ট্রোভ উঠে দাঁড়ায়। দেখতে পায়, ওর স্ত্রী নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনে ওভাবে লাঞ্ছিত হওয়ায় নিজেকে ওর অত্যন্ত অপমানিত বলে মনে হতে থাকে। চশমাটাকে ও খুঁজে পায় না,—হাতাহাতির সময় সেটা কোথায় ছিটকে গিয়েছিল। শ্রীমতী সেটা কুড়িয়ে নিয়ে নীরবে ওর হাতে তুলে দেন। অকস্মাৎ নিজের দুর্দশার কথা ও যেন ভাল করে বুঝতে পারে। নিজেকে আরো হাস্যাস্পদ ক'রে তুলছে জেনে দু'হাতে মুখ ঢেকে স্ট্রোভ কাঁদতে আরম্ভ করে। কক্ষস্থ অপর দু'জনে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে তাই দেখতে থাকেন।

শেষে স্ট্রোভ ওর স্ত্রীকে কেঁদে বলে,—"এত নিষ্ঠুর তুমি কী ক'রে হবে সোনা?"

তিনি জবাব দেন,—"এছাড়া আর আমার কোন উপায় নেই ডার্ক।"

—"জগতের সব মেয়ের চাইতে তোমাকে আমি বেশী ভালবেসেছি, পুজো করেছি। কোনও দিন যদি কোনও রকমে তোমার দুঃখের কারণ হয়ে থাকি, আমায় বলনি কেন সেকথা? নিজেকে আমি পালটে ফেলতাম। আমার যতটুক সাধ্য, তোমার জন্য করেছি।"

শ্রীমতী স্ট্রোভ কোন জবাব দেন না। তাঁর মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন দেখে ও বুঝতে পারে, তাঁকে শুধু অতিষ্ঠ করে তুলছে ও। কোট টুপিটা পরে নিয়ে তিনি দরজার দিকে পা বাড়ান। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে স্ট্রোভ তাঁর পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ে তাঁর হাতদুটি জড়িয়ে ধরে। আত্মসম্মানের খেয়ালটুকু পর্যন্ত রাখে না।

—"যেও না গো—যেও না! তোমায় ছেড়ে আমি যে বাঁচতে পারব

না। আত্মহত্যা করতে হবে আমাকে। আমার সবকিছু দোষত্রুটি শুধু এই বারটি তুমি মাপ করো। আর একটা সুযোগ দাও আমাকে। তোমাকে সুখে রাখবার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব!"

—"মিছামিছি নিজেকে একটা নিরেট বোকা করে তুলছো ডার্ক'! ওঠো!"

উঠে দাঁড়িয়ে ও টলতে থাকে, তবু তাঁকে যেতে দিতে চায় না।

ব্যস্তভাবে ও জানায়,—"কোথায় যাচ্ছ? তুমি জান না, কি রকম জঘন্য জায়গায় স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড থাকে। সেখানে তুমি থাকতে পারবে না।"

—"সে ভাবনা আমার,—তোমার নয়!"

—"আর একটু অপেক্ষা করে আমার একটা কথা শোন! রাগ করো না।"

—"শুনে কি লাভ? আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি। তোমার কোন কথাতেই তা আর বদলাবে না!"

স্ট্রোভ গোটাকয়েক ঢোক গিলে বুকের ব্যথাটাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে।

বলে,—"থাক্! মত তোমাকে পাল্টাতে হবে না। শুধু কথাটা আমার শোন! এইটাই আমার শেষভিক্ষা,—অমত করো না যেন।

স্বামীর পানে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শ্রীমতী স্ট্রোভ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। তারপর চিত্রশালায় ফিরে এসে টেবিলটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ান।

—"বল।"

আপ্রাণ চেষ্টায় কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে স্ট্রোভ বলে,—"অবুঝ হয়ো না। শুধু বাতাসে ভর করে যে বাঁচা চলে না, তা তুমি জান। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যে কপর্দকশূন্য!"

—"জানি।"

—"দুঃখদুর্দশার সীমা থাকবে না তোমার। অর্ধাহারে থাকতো বলেই তো সেরে উঠতে ওর অত দেরী হলো।

—"ওর জন্যে আমি নিজে রোজগার করে নিতে পারব।"

—"কি করে ?"

—"ঠিক জানি না। তবে উপায় একটা খুঁজে নেবই।"

উদ্বেগে স্টোভ শিউরে ওঠে।

বলে,—"তুমি কি পাগল হ'য়ে গেছ ? হলো কী তোমার ?"

কাঁধে একটা ঝাঁকানি তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"যেতে পারি এবার ?"

—"আর একটা মুহূর্ত !

ক্লান্তদৃষ্টি মেলে ও একবার চিত্রশালাটিকে দেখে নেয়। ঘরটাকে ও ভালবাসে। ব্ল্যাঙ্কীর ছোঁয়া পেয়ে ওটা যেন আনন্দময় হয়ে উঠেছে ওর কাছে। একটা মুহূর্তের জন্য চোখদুটি বন্ধ করে রাখে ও। তার পর চোখ খুলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তাঁর পানে,—যেন নিজের মনের পটে তাঁর ছবিটাকে ধরে রাখতে চায়। তারপর স্টোভ টুপিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বলে,—"নাঃ ! চললাম !"

—"তুমি ?"

বিস্ময়াহত শ্রীমতী স্ট্রোভ ওর কথাটা বুঝতে পারেন না।

স্ট্রোভ বলে,—"সেই নোংরা চিলে-কোঠাটাতে তোমার বাস করার কথাটা ভাবতেও কষ্ট হয় আমার। আর সবার উপর, এ-বাড়ীটা যেমন আমার, তেমনি তোমারও। এখানে তুমি সুখে থাকতে পারবে। অন্ততঃ সেই দুঃসহ কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

অর্থ রাখার টানাটা খুলে তার ভিতর হ'তে স্ট্রোভ কতকগুলো নোট টেনে বার করে।

—"যা আছে, তার অর্ধেক দিয়ে যাই তোমাকে।"

নোটের তাড়াটাকে টেবিলের উপর রাখে স্ট্রোভ। স্ট্রিকৃল্যাণ্ড অথবা ওর স্ত্রী, কেউই কথা কন না।

সহসা যেন আরো কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় ও বলে,—"আমার জামা কাপড়গুলো একটা বাণ্ডিলে বেঁধে চাকরটার কাছে রেখে দিও। কাল সকালে এসে আমি নিয়ে যাব।"

জোর করে মুখে হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করে ও বলে,—

"বিদায়! ফেলে-আসা দিনগুলিতে যত কিছু আনন্দ পেয়েছি তোমার কাছ হতে, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।"

ঘর থেকে বার হয়ে এসে দরজাটা ও বন্ধ ক'রে দেয়।

মানসনেত্রে আমি দেখতে পাই, ঘরের মধ্যে তখন টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার বসে পড়ে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড একটা সিগারেট ধরান।

॥ উনত্রিশ ॥

কিছুক্ষণ ধরে আমি নীরবে মনে মনে স্ট্রোভের কথাগুলো ভাবতে আরম্ভ করি। ওর দুর্বলতাটুকুকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। স্ট্রোভ ধরে ফেলে আমার বিরাগটুকু।

কম্পিতকণ্ঠে ও বলে ওঠে,—"আমার মতো তুমিও তো জান, স্ট্রিক্ল্যাণ্ড কি রকম ভাবে থাকে? ব্ল্যাঙ্কীকে ওই অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দিতে আমি পারিনি। আমার পক্ষে সেটা আদৌ সম্ভব নয়।"

উত্তর দিই,—"ব্যাপারটা তোমার নিজস্ব।"

ও জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি হ'লে কী ক'রতে?"

—"সব জেনেশুনেই তিনি চলে যেতে চেয়েছিলেন। এর জন্যে তাঁকে যদি কোনও অসুবিধায় পড়তে হতো, সেটা তাঁর বিবেচ্য।"

—"সত্যি। তবে কথাটা কি জান? তুমি তো তাকে ভালবাস না!"

—"এখনো কী তুমি তাঁকে ভালবাস?"

—"আগের চাইতে বেশী। স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের মত লোক কোন মেয়েকে সুখী করতে পারে না। তাই, এটাও টিকবে না। আমি শুধু এটাই ওকে জানাতে চাই যে আমি ওকে কোনদিন ত্যাগ করব না।"

—"মানে? তুমি কি আবার তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত?"

—"দ্বিধা করবো না আমি। তখন যে আগের চাইতে আরো বেশী ক'রে আমাকে ওর দরকার হবে। যেদিন সত্যিসত্যিই ও লাঞ্ছনায়

ভগ্ন-হৃদয়ে একা হয়ে পড়বে, সেদিনও যদি ওর কোনও আশ্রয় না মেলে, তাহলে যে ওর অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে উঠবে।"

মনে হয়, ওর মধ্যে এতটুকু বিরাগ নেই। ওকে এমনধারা নিস্তেজ দেখে স্বভাবতই হয়তো আমি একটু রেগে উঠেছিলাম। আমার খবর হয়তো ও টের পায়।

তাই বলে ওঠে,—"যতখানি ভাল আমি ওকে বেসেছি, ঠিক ততটা আমি ওর কাছ থেকে আশা করতে পারি না। আমি একটা কিম্ভুত। বরাবর জানি যে আমার মত লোককে মেয়েরা ভালবাসে না। তাই, ও যদি স্ট্রিকল্যাণ্ডের প্রেমে পড়ে থাকে, দোষ দিতে পারি না আমি ওকে।"

বলি,—"তোমার মতো আত্মমর্যাদাশূন্য লোক আমি আজ পর্যন্ত আর একটাও দেখিনি।"

—"আমি যে নিজের চাইতেও ওকে বেশী ভালবাসি। আমার মনে হয় যে যেখানে মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, সেখানেই প্রেমের মাঝে আত্মবোধ দেখা দেয়। বরাবরই তো আমরা দেখতে পাই যে বিবাহিত পুরুষেরা অপরের প্রেমে পড়ে। পালা সাঙ্গ হলে আবার যে যার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে, স্ত্রী তখন তাকে গ্রহণ করে আবার। সবাই ভাবে, এইটাই অতি স্বাভাবিক। মেয়েদের বেলায় এর ব্যতিক্রম হবে কেন বলতো?"

ওর কথা শুনে হেসে বলি,—"স্বীকার করি, তোমার কথাগুলো যুক্তিযুক্ত। তবু, বেশীর ভাগ মানুষই অন্য ধাতুতে গড়া,—তাই তারা পারে না এসব বরদাস্ত করতে।"

স্ট্রোভের সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ব্যাপারটির আকস্মিকতার জন্য একটা বিস্ময় বোধ করতে থাকি। আমি কল্পনাই করতে পারি না যে এর কোনও পূর্বাভাস ও পায়নি। ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের সেই বিচিত্র দৃষ্টিটার কথা আমার মনে পড়ে। এতদিনে যেন তার একটা মানে খুঁজে পাই। হয়তো এমনি একটা ক্রমবর্ধমান অস্পষ্ট মনোবৃত্তির সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি নিজের মধ্যে যা তাঁকে বিস্মিত, চকিত ক'রে তুলত।

জিজ্ঞাসা করি,—"ওঁদের মধ্যে যে কোনও কিছু থাকতে পারে, সে-সন্দেহ কি এর আগে আর কখনো তোমার মনে দেখা দেয়নি ?"

কিছুক্ষণ ও কোন জবাব দেয় না। টেবিলের উপর হতে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে ব্লটিং কাগজটার উপর ও একটা মুখ আঁকতে থাকে।

বলি,—"আমার প্রশ্নে যদি বিরক্ত হও, তাও খুলে বল !"

—"কথা কয়ে আমি শান্তি পাচ্ছি। আমার মনের দুঃসহ বেদনার কথা যদি জানতে !"

পেন্সিলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও আবার বলে,—"হাঁ, দিন পনেরো আগে আমি টের পেয়েছিলাম।"

—"তাহ'লে কেন তুমি স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে বিদায় করে দাওনি ?"

—"বিশ্বাস করতে পারিনি। স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে ও মোটে দেখতে পারত না। অসম্ভাব্যের উপরে এটা যেন অবিশ্বাস্য। ভেবেছিলাম, হয়তো ওটা ঈর্ষ্যামাত্র। তুমি তো জান যে, বরাবরই আমি এ বিষয়ে একটু সন্দিগ্ধমন, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ পেতে দিতাম না। জানতাম, আমার মতো ভাল ও আমাকে বাসে না, আর সেটা স্বাভাবিকও। তবু ও ওকে ভালবাসার সুযোগ আমাকে দিয়েছিল, আর তাতেই ছিল আমার যথেষ্ট সুখ। আমার সন্দিগ্ধচেতনার জন্য নিজেকে শাস্তি দিতে জোর করে আমি বাড়ীর বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। ওরা দু'জনে থাকত একা বাড়ীতে। ফিরে এসে দেখতাম, ওরা আমাকে চায়নি। স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের কথা বলছি না। কেননা আমি না-থাকায় তার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। বলছি, ব্ল্যাঙ্কীর কথা। চুমা দেবার সময় ও শিউরে উঠত। শেষ পর্যন্ত যখন নিঃসন্দেহ হলাম, তখন ভেবে পেলাম না কি করা যেতে পারে ! জানতাম যে একটা কেলেঙ্কারী করতে গেলে ওরা হাসবে। ভাবলাম, যদি আমি না-দেখার ভান ক'রে মুখ বন্ধ ক'রে রাখি, তাহলে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে মনে স্থির করলাম, বিনা ঝগড়ায় ভালোয় ভালোয় স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে বিদায় ক'রে দেব। কত যে সহ্য করেছি আমি, তা যদি তুমি জানতে !"

স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে বিদায় নিতে বলার কাহিনীটা আবার ও আমায় খুলে জানায়। উপযুক্ত একটা সময় বেছে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই ও তাঁকে

অনুরোধ জানাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের কাঁপুনিটুকুকে ও চাপা দিতে পারেনা। বন্ধুভাবে প্রফুল্লকণ্ঠে যে কথাগুলো ও তাঁকে বলতে চায়, কোথা হতে তার মধ্যে ওর সন্দিগ্ধমনের তিক্ততা এসে মিশে যায়। ও মোটে আশাই করেনি যে ওর কথা শোনামাত্র তখনি স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যাবার জন্য তৈরী হয়ে উঠবেন,—কিম্বা, সবচেয়ে যা বড় কথা, ওর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করবেন।

দেখতে পাই, মুখটা বন্ধ ক'রে রাখতে না পারার জন্য ওর যেন আপসোসের অন্ত নেই। বিচ্ছেদ-বেদনার চাইতে ঈর্ষ্যার দহনও হয়তো ওর ছিল ভাল।

—"ইচ্ছে ছিল ওকে খুন করবার,—কিন্তু বোকা সাজালাম শুধু নিজেকে।"

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে স্ট্রোভ। তারপর মনের কথাটা ও আমার কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলে।

বলে,—"ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে হয়তো সব ঠিক হ'য়ে যেত। অত অধীর আমার হয়ে ওঠা উচিত হয়নি। বেচারী! কোথায় যে ওকে ঠেলে দিলাম!"

নীরবে শুধু কাঁধ দুটো নাড়া দিই আমি। ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের জন্য এতটুকু মমতাও আমি নিজের মধ্যে খুঁজে পাই না। তবু তাঁর সম্বন্ধে আমার মনের কথা খুলে বললে ডার্ক যে নিশ্চয়ই ব্যথা পাবে, তাও জানতাম।

এমনি নিরাশাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে ও, যে, কথা বলাটাকে ও মোটে বন্ধ করতে পারে না। বারবার ও ঘটনাটার উল্লেখ ক'রে চলে। প্রসঙ্গ-ক্রমে এবার ও এমন কতকগুলো কথা বলে ফেলে, যা ও আমাকে আগে জানায়নি। যা ও বলে ফেলেছে তার বদলে কি উচিত ছিল তাই নিয়ে আলোচনা করতে করতে নিজের অন্ধতার জন্য ও আপসোস করতে থাকে। যা ওর করা হয়নি, যা কিছু ওর বলা হয়নি, তার জন্য সখেদে ও নিজেকে দোষ দিতে আরম্ভ করে। হুহু ক'রে সময় বহে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওর জ্বালায় যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠি।

জিজ্ঞাসা করি,—"এখন কি করবে?"

—"কী আর করব? ওর আহ্বানের অপেক্ষা করব।"

—"কোথাও একটু ঘুরে আসতে পার না?"

—"না, না! ওর দরকারের সময় কাছে কাছে থাকাই আমার উচিত।"

তখনকার মত ওকে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত বলে মনে হয়। কোন উপায় চিন্তা ও করে না। শয্যা আশ্রয় করার নির্দেশ দেওয়াতে ও জানায় যে, ঘুমোতে ও পারবে না,—তার চেয়ে দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। অথচ, সে অবস্থায় ওকে একা ছেড়ে দেওয়া চলে না। কোন মতে রাতটা আমার সঙ্গে কাটাতে রাজী করিয়ে ওকে আমি নিজের বিছানায় শুইয়ে দিই। বসবার ঘরে আমার একটা লম্বা গদিমোড়া আসন ছিল। ভাবি, নিজে আমি তার উপরে বেশ ঘুমোতে পারব। ইতিমধ্যে ও এমন অবসন্ন হয়ে পড়ে যে আমার প্রস্তাবের কোনও প্রতিবাদ করতে পারে না। অনেকটা দ্রাক্ষাসার ওকে খাইয়ে দিই ওর মনে বিস্মৃতি আনবার জন্য।

তখনকার পরিস্থিতিতে ওটাই আমার পক্ষে ওর সবচেয়ে ভাল পরিচর্যা বলে মনে হয়।

॥ ত্রিশ ॥

নিজের জন্য তৈরী বিছানাটা আসলে কিন্তু আমার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে আরামবিহীন বলেই মনে হয়। অগত্যা শুয়ে শুয়ে দুর্ভাগা ডার্ক স্ট্রোভের কাছে শোনা কথাগুলো বারংবার ভাবতে থাকি।

ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের ব্যবহারে আমি বিশেষ বিস্মিত হইনি। কেননা, সেটা আমার কাছে মুখ্যতঃ দৈহিক আবেদনের ফল বলে মনে হয়। স্বামীকে যে তিনি প্রকৃতই কোনদিন ভালবাসতেন, তাও আমার মনে হয় না। যেটা আমার ভালবাসা বলে মনে হয়েছিল, তা হয়তো আরাম

ও আলিঙ্গনের বিনিময়ে নারীসুলভ সাড়ামাত্র। বেশীর ভাগ মেয়ের ধারণায় ভালবাসা এরই নাম। একটা পরোক্ষ অনুভূতি এটা, যে কোন কিছুকেই আঁকড়ে জেগে উঠতে পারে,—যেমন, যে-কোন গাছের উপর গজাতে পারে দ্রাক্ষালতা। যখন এর প্রভাবে নারী পুরুষকে বিবাহ করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে, বিশ্বাস করে তার ভালবাসার আশ্বাসে, তখনি দুনিয়ার জ্ঞানিজনেরা এর ক্ষমতাকে উপলব্ধি করেন। নির্বিঘ্ন শান্তি, ঐশ্বর্যের গর্ব, অপরের ঈপ্সিত হবার বাসনা কিম্বা একটি সংসার গড়ে তোলার তৃপ্তি, এইসব হতেই এহেন ভাবালুতার জন্ম। একটি রমণীয় খেয়ালের বশে একেই মেয়েরা একটা অপার্থিব মর্যাদা দিয়ে থাকে। কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করাই এহেন ভাববিলাসের ধর্ম। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের উপর ব্ল্যাঙ্কীর বিজাতীয় বিতৃষ্ণার মধ্যে গোড়া থেকেই একটা আবছা ইন্দ্রিয়াকর্ষণ লুকানো ছিল বলে মনে মনে আমার সন্দেহ দেখা দেয়। বিচিত্র ইন্দ্রিয়-রহস্যের কতটুকুই বা জানি আমি! হয়তো স্ট্রোভের কামনা তাঁর প্রকৃতির এই দিকটাকে তৃপ্তি দেওয়ার পরিবর্তে উত্তেজিত করেই তুলে থাকবে, আর স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে হয়তো তাঁর প্রয়োজন পুরণের ক্ষমতার সন্ধান পেয়েই ব্ল্যাঙ্কীর মন তার উপর বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়, যখন তিনি স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে চিত্রশালায় আনার প্রস্তাবে স্বামীর বিরুদ্ধতা করেন, তখন হয়তো সেই বিরুদ্ধতার মধ্যে সত্যই ছিল তাঁর অকপটতা। কারণটা ঠিক জানা না থাকলেও হয়তো তিনি মনে মনে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে ভয় করতেন। তাই হয়তো তিনি আসন্ন বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। স্বামীর জন্য যে বিচিত্র আশঙ্কায় তাঁর মনে ছেয়ে গিয়েছিল, তা হয়তো আসলে তাঁর নিজেরই প্রতি নিজের আশঙ্কার রূপান্তরমাত্র। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁকে বিব্রত করে তুলতে থাকেন। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কুৎসিত বন্য চেহারা, তাঁর চোখের দৃষ্টির নিস্পৃহতা আর তাঁর মুখাকৃতির ইন্দ্রিয়ানুরাগ, তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, হয়তো—শ্রীমতী স্ট্রোভের মনে দুর্দমনীয় কামনার ছাপ এঁকে দিয়ে থাকবে। হয়তো তাঁর মধ্যে শ্রীমতী সেই পাশবসত্তার অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন, যা আদিম দিনের মানুষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন জাগতিক সংস্পর্শে এসেও বস্তু তার নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকে

বিচ্ছিন্ন হতে পারত না। স্ট্রিকৃল্যাণ্ড যদি তাঁকে প্রভাবান্বিত করেই থাকেন, তাহলে স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের প্রতি হয় তাঁর প্রেম, নয়তো বিতৃষ্ণা আসা স্বাভাবিক বলেই তিনি তাঁর উপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন।

আমার মনে হয়, তারপর হয়তো রুগ্ন লোকটির সঙ্গে নিত্যদিনের ঘনিষ্ঠতার মাঝে তাঁর মধ্যে এহেন বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দেয়। স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের মাথাটা তুলে ধরে খাওয়াবার সময় হাতে তাঁর ভার বোধ হওয়া স্বাভাবিক। খাওয়ানো শেষ হলে তাঁর লাল দাড়িসমেত ইন্দ্রিয়োত্তেজক মুখখানি তাঁকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে হতো। স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের লোমবহুল দেহটাকে তাঁর ধুইয়ে দিতে হতো। যে হাতদুটি তাঁকে মুছিয়ে দিতে হতো, অসুস্থতা সত্ত্বেও সেদুটি ছিল তখনও সবল, মাংসল। তাঁর লম্বা লম্বা শিল্পীজনোচিত আঙুলগুলির সংস্পর্শে কতখানি উত্তেজনার সৃষ্টি হতো তাঁর মধ্যে তা কে জানে! মৃতের মত নিস্পন্দভাবে পড়ে ঘুমোতেন স্ট্রিকৃল্যাণ্ড,—যেন সুদীর্ঘ তাড়নার পর কোন বন্য জন্তু বিশ্রামরত। ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর স্বপ্নের মধ্যে যে কি কথা আনাগোনা করত তা অনুমানের চেষ্টায় হয়তো শ্রীমতী বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন। ভাবতেন, হয়তো স্ট্রিকৃল্যাণ্ড স্বপ্ন দেখেন,—বনদেবতাতাড়িত গ্রীসের সেই বনকুমারীটিকে।·· কুমারী পালাতে চায়, দ্রুতপদে, ঊর্ধ্বশ্বাসে,—কিন্তু তবু প্রতি পদক্ষেপে বনদেবতা উত্তরোত্তর কুমারীর আরো কাছে এগিয়ে আসতে থাকেন, ·· দেবতার উষ্ণ নিঃশ্বাস তার গালে পড়তে থাকে,···তবুও কুমারী নীরবে পালিয়ে চলে।··· দেবতাও তাঁর অনুসরণ করেন নীরবে।—শেষে কুমারী ধরা পড়ে। কিন্তু তখন তার মনের মধ্য কোন্ ভাবের উদয় হয়? উৎকণ্ঠিত হৃদয়াশঙ্কা, না উল্লাস?···

বুভুক্ষু ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভ হয়তো তখনও ঘৃণা করতেন স্ট্রিকৃল্যাণ্ডকে, তবুও ছিল তাঁর মনে স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের আকাঙ্ক্ষা। তাই তাঁর অতদিনের দীর্ঘ জীবনটা তাঁর নিজের কাছেই ব্যর্থ বলে মনে হতে থাকে। নারী হয়ে ওঠা তাঁর আর হয় না। হয়ে ওঠেন জটিল,—দয়া ও বিরক্তি, চিন্তাশীলতা ও চিন্তাহীনতা, একই সাথে দেখা দেয় তাঁর মধ্যে। তিনি হয়ে ওঠেন যেন একটি 'মেনাদ'—মূর্তিমতী আকাঙ্ক্ষা।

হয়তো এগুলো নেহাতই মন-গড়া। এমনও হতে পারে যে শুধু নিষ্ঠুর বৈচিত্র্যের লোভে এবং স্বামীর একঘেয়ে সংস্পর্শ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তিনি স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। হয়তো স্ট্রোভের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনও মনোভাবের বালাই ছিল না। শুধু ধরা দিয়েছিলেন ওর কামনার কাছে,—হয়তো নৈকট্যের জন্য, কিম্বা হয়তো আলস্যে। কিন্তু, শেষে হয়তো তিনি টের পান যে নিজেরই অভিসন্ধির জালে তিনি ক্ষমতাবিহীনভাবে আবদ্ধ। কী যে চিন্তা আর মনোবৃত্তি লুকানো ছিল ওই অক্ষুব্ধ ভ্রূ আর ঐ ধূসরাভ ভাবলেশহীন চোখ দু'টির তলে, তা আমার পক্ষে সঠিকভাবে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়।

তবু দুর্জ্ঞেয় মানবমনের রহস্যোদ্ঘাটন সহজসাধ্য না হলেও, ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের আচরণের একটা অতি-সাধারণ অর্থ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। অপরপক্ষে, স্ট্রিকল্যাণ্ডকে আমি আদৌ বুঝে উঠতে পারি না। মাথা ঘামিয়েও তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা-বিরুদ্ধ এহেন একটা কাণ্ডের কোনও মীমাংসা খুঁজে বার করতে পারি না। একটি নারীর সঙ্গে ও রকম নির্দয়ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা, কিম্বা মাত্র খামখেয়াল চরিতার্থের জন্য অপরকে দুঃখগ্রস্ত ক'রে তোলায় তাঁর দ্বিধাশূন্য মনোভাবের কথা ধরি না,—যেহেতু ওটাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কৃতজ্ঞতা বা দয়ার ছিটেফোঁটাও ছিল না তাঁর মধ্যে, তা জানতাম। সাধারণ মানবসুলভ মনোবৃত্তির কোনও অস্তিত্বই তাঁর মধ্যে ছিল না। কিন্তু, সেই কারণে তাঁকে দোষ দেওয়া বা নিন্দা করার প্রয়াস বৃথা—কারণ তাহ'লে ঠিক একই কারণে বাঘকেও নির্দয় ও নিষ্ঠুর বলে অপবাদ দিতে হয়। তবু, তাঁর এহেন খেয়ালের কোনও অর্থ আমি নির্ণয় করতে পারি না।

স্ট্রিকল্যাণ্ড যে ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের প্রেমে পড়েছিলেন, একথাও আমি আদৌ বিশ্বাস করতে পারি না। ও মনোবৃত্তির জন্য মমত্ববোধের প্রয়োজন ;—কিন্তু নিজের বা অন্যের প্রতি স্ট্রিকল্যাণ্ডের বিন্দুমাত্রও মমত্ববোধ কোনদিন দেখা যায়নি। ভালবাসার মধ্যে মেশানো থাকে খানিকটা দুর্বলতাবোধ, রক্ষা করার আকাঙ্খা, উপকারের আগ্রহ,

স্বার্থশূন্য না হলেও খানিকটা আনন্দ দান করার ইচ্ছা, আর কিছুটা সলজ্জতা। ভালবাসা দ্রাবক,—প্রেমিককে আত্মহারা করে। মানুষ যতই জ্ঞানী বা স্বচ্ছদৃষ্টি হোক্ না কেন, সে ভাবতেই পারে না যে ভালবাসার কোনদিন নিবৃত্তি সম্ভব। এর ফলে, দেহ তার কাছে সুষমামণ্ডিত বলে মনে হয়,—আগের চাইতে সে তাকে আরো বেশী ক'রে ভালবাসতে আরম্ভ করে। মানুষকে যুগপৎ বৃহত্তর ও সঙ্কীর্ণতর ক'রে তোলে এই ভালবাসা। নিজের মধ্যে সে আর সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সে যেন আর কোনও-একটি স্বতন্ত্র-কেউ নয়, বরং তার ধারণাতীত একটা উদ্দেশ্যসাধনের অস্ত্রমাত্র সে। ভালবাসা কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে ভাবোচ্ছ্বাসবিহীন নয়, কিন্তু স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের মত উচ্ছ্বাসবিহীন লোক আমি আর কখনো দেখিনি। ভালবাসার মত একটা স্বভাববিরুদ্ধ ভাববিলাসের কাছে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড কোনদিন আত্ম-সমর্পণ করতে পারেন বলে আমার মনে হয় না। নিজের এবং নিজের ভিতরকার সর্বদাসজাগ অজানা ও অনমনীয় আকাঙ্ক্ষার মাঝে বাধাস্বরূপ যে-কোন কিছুকে সমূলে উপড়ে ফেল্‌তে,—সে-কাজ তাঁর পক্ষে যতই দুঃখ এবং বেদনাদায়ক হোক্ না কেন,—তিনি সক্ষম বলেই ছিল আমার দৃঢ় ধারণা। আমার মনের উপর স্ট্রিক্ল্যাণ্ড যে জটিল রেখাপাত করেছিলেন, তার পরিচয় যদি আমি সার্থকভাবে দিয়ে থাকি, তাহ'লে একথাও আমি নির্ভয়ে বলতে পারি যে, ভালবাসার পক্ষে তিনি ছিলেন একই সঙ্গে মহান্ ও তুচ্ছ, দুই-ই।

তবে আমার মনে হয় যে, কামনা সম্বন্ধে সবারই ধারণা গড়ে ওঠে তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ; আর তাই, এসম্বন্ধে বিচিত্র জনে বিভিন্ন মত। স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের মতো মানুষে হয়তো অম্‌নিভাবেই ভালবাসে। তাই তাঁর মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করার চেষ্টা বৃথা।

॥ একত্রিশ ॥

আমার উপরোধ সত্ত্বেও স্ট্রোভ পরদিন চলে যায়।

চিত্রশালা থেকে ওর জিনিসগুলো এনে দেবার প্রস্তাব করায় ও নিজেই যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। হয়তো ওর মনের কোণে একটু আশা জেগেছিল যে জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখার কথা তাঁদের মনে নেই,—সুতরাং ঐ সূত্রে স্ত্রীর সঙ্গে আর একবার দেখা হওয়ার সুযোগে তাঁকে ওর কাছে ফিরে আসবার অনুরোধ জানাবার একটা উপলক্ষ ওর মিলে যেতে পারে। কিন্তু, ও দেখতে পায় যে ওর জিনিসগুলো পড়ে আছে চাকরের ঘরে। পরিচারকের কাছে জান্‌তে পারে, ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভ বাইরে গেছেন। তাঁর কাছে আত্মদুর্দশার কাহিনী ব্যক্ত করার ইচ্ছাটা ওকে নিজের মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হয়।

চেনাশোনা প্রায় সকলের কাছেই ও নিজের কাহিনী বলে বেড়াতে থাকে একটুখানি সহানুভূতির প্রত্যাশায়,—আসলে কিন্তু ও সবারই বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে।

নিজেকে ও বিশ্রীভাবে অসহনীয় ক'রে তোলে। স্ত্রীর বিরহ অসহ্য হওয়ায় একদিন ও খোঁজ ক'রে তাঁর বাজার করার সময়টা জেনে নিয়ে পথে তাঁকে পাকড়াও করে। তিনি ওর সঙ্গে কোন কথা বল্‌তে না চাইলেও স্ট্রোভ শুনিয়ে যেতে থাকে অনর্গল নিজের কাহিনী। নিজের অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ও তাঁর মার্জনা ভিক্ষা করে,—একনিষ্ঠ প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দিকে তাঁকে ও ফিরে আসার জন্য মিনতি জানায়। কোন কথার জবাব না দিয়ে তিনি দ্রুতপদে হাঁটতে আরম্ভ করেন। স্ট্রোভ ওর ক্ষুদে ক্ষুদে মোটা পা দু'টো নিয়ে তাঁর সাথে তাল রাখার চেষ্টা করার ফলে হাঁফাতে হাঁফাতে তাঁকে শুনিয়ে চলে কত দুঃখ ওর। করুণা ভিক্ষা করে তাঁর,—প্রতিশ্রুতি দেয়, মার্জনা পেলে তাঁর জন্য আবার ও সবকিছু করবে। দেশভ্রমণের লোভ দেখায়

তাঁকে,—জানিয়ে দেয়, স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের কাছে অচিরেই তিনি হ'য়ে উঠবেন অরুচিকর। এমনি আরো কত কী!…

ওর মুখে এ হেন জঘন্য কেলেঙ্কারীর কথা শুনে আমি ওর উপর রেগে উঠি। এর মধ্যে ওর বুদ্ধি বা মর্যাদা জ্ঞানের বিন্দুমাত্র পরিচয় পাই না। যত রকমে ওর স্ত্রীর অবজ্ঞাভাজন হ'য়ে ওঠা সম্ভব, তার কোনটাই ও বাদ দেয়নি। প্রেয়সী যদি পুরুষকে ভাল না বাসে, তাহলে তার চেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হয়ত দুনিয়ায় আর কিছু হ'তে পারে না। স্বামীর প্রতি তখন ব্ল্যাঞ্চীর এতটুকু দয়া বা তিতিক্ষা ছিল না,—ছিল শুধু বিজাতীয় বিরক্তি।…

…ব্যাঙ্কী স্ট্রোভ সহসা থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে সজোরে স্বামীর গালে একটা চড় বসিয়ে দেন। তারপর ওর বিহ্বলতার সুযোগে সিঁড়ি বেয়ে চিত্রশালার মধ্যে ঢুকে পড়েন। মুখে তিনি একটিও কথা বলেন না।…

কথাগুলো বলবার সময় স্ট্রোভ গালে হাত বুলোতে থাকে,—যেন আঘাতের জ্বালা তখনও সেখানে বিদ্যমান। চোখের দৃষ্টিতে ওর ফুটে ওঠে একটা মর্মন্তুদ বেদনা আর হাস্যকর বিস্ময়ের ছবি। যেন একটি নির্যাতিত বিদ্যালয়ের ছাত্র। ওর জন্য দুঃখ বোধ করা সত্ত্বেও হাসি চেপে রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে।

এরপর থেকে স্ত্রীর বাজার করার পথের বিপরীত দিকে একটা কোণে ও দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করে। তাঁকে যাতায়াত করতে দেখতে পায়, কিন্তু কথা বলবার সাহস হয় না ওর। শুধু হৃদয়ের নিবেদনটুকু চোখে ফুটিয়ে ও চেয়ে থাকে। যদি ওর দুর্দশা তাঁর মনকে নাড়া দেয়, সেইটুকু আশা ওর। অথচ স্ত্রী কিন্তু স্বামীকে দেখেও দেখেন না। তাঁর যাতায়াতের পথ বা সময় কিছুই বদলায় না। আমার ধারণা, হয়ত তাঁর ওই নিস্পৃহতাটুকু নিষ্ঠুরতাজাত। হয়ত এমনিভাবে ওকে নির্যাতিত করার মধ্যে তিনি আনন্দের খোরাক পেতেন। বুঝতে পারি না, ওর উপর তাঁর এতটা বিতৃষ্ণার কারণ কী?

স্ট্রোভকে একটু কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেবার জন্য অনুরোধ জানাই। তার কাপুরুষতা যেন সীমা অতিক্রম করতে চায়।

বলি,—"এসব ক'রে তোমার কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে

তুমি যদি হাতের ছড়িটা দিয়ে তাঁর মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিতে, তাতে বোধহয় বেশী বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হ'তো। তাহলে হয়ত এভাবে তিনি তোমাকে অবজ্ঞা করতে পারতেন না।"

কিছুদিনের জন্য ওকে বাড়ী থেকে ঘুরে আসবার পরামর্শ দিই। ওর মুখ থেকে প্রায়ই শুনতে পেতাম, উত্তর হল্যাণ্ডের একটি নিরালা ছোট্ট শহরে ওর জন্মভূমি। ওর বাপ-মা সেখানেই থাকেন। গরীব তাঁরা,—ওর বাবা ছুতোর মিস্ত্রি। লাল ইঁটে গাঁথা পরিষ্কার তকৃতকে একটি ছোট্ট বাড়ীতে তাঁদের বাস। ঠিক পাশেই একটা স্রোতহীন খাল। শহরের পথগুলি জনহীন, প্রশস্ত;—দু'ধারে তার বিগত দু'শো বছরের পারিবারিক আভিজাত্য নিয়ে বাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে। ধনী বণিকদের বাস সেই সব বাড়ীগুলোতে। সুদূর ইণ্ডিজ দ্বীপে মাল চালান দেওয়া তাঁদের কারবার। সুখ-শান্তিতে তাঁরা বাস করেন সেই বাড়ীগুলোতে,—স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত দিনের সমৃদ্ধির পরিচয় তখনো অবিচ্ছেদ্যভাবে সেগুলোর সাথে বিজড়িত। খালের পাড় ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করলে অবশেষে এসে পড়তে হয় বিস্তৃত মাঠের মধ্যে। সবুজ মাঠ,—মাঝে মাঝে একটা ক'রে বাতাস-কল,—সাদা-কালো অজস্র ধেনুর চারণক্ষেত্র। বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত এ হেন পরিবেশের মধ্যে কিছুকাল বাস করলে ডার্ক স্ট্রোভের মন থেকে অশান্তিটুকু মুছে যাওয়া সম্ভব ব'লেই আমার মনে হয়। অথচ, যেতে ও চায় না।

বারবার বলে,—"ওর দরকারের জন্যে আমাকে এখানে থাকতেই হবে। একটা কিছু যদি ঘটে যায়, আর আমি তখন কাছে না থাকি,—তাহলে কী ভয়ানক যে দাঁড়াবে ব্যাপারটা!"

জিজ্ঞাসা করি,—"কী ক'রে জানলে যে একটা কিছু ঘটবেই?"

—"জানি না, কেন এ আশঙ্কা হ'চ্ছে আমার।"

বুঝতে পারি না ওর কথা।

সবকিছু বেদনা নিয়ে ডার্ক স্ট্রোভ একটা বিরক্তির আকর হ'য়ে ওঠে। চেহারাটা একটু দুঃস্থ বা শীর্ণ হ'লেও-বা ও লোকের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করাতে পারত,—কিন্তু ওসব কিছুই হয় না ওর। দিব্যি মোটা রয়ে যায়,—গোলগাল লালচে গালগুলোর পাকা

আপেলের বর্ণাভা চক্‌চক করতে থাকে। পোশাক-পরিচ্ছদে ও বরাবর ফিট্‌ফাট,—আগেকার মতই ও পরিষ্কার কালো কোট, চুড়োটুপি, ফিট্‌-ফাট ও শৌখিন কায়দায় পরে থাকে। বিষাদ-চিহ্নের বদলে ভুঁড়িটা দিন দিন ওর আরো বেড়ে উঠতে থাকে। ওকে দেখে একজন বিশিষ্ট মালদার লোক ব'লে মনে হয়। মানুষের অন্তর-বাহিরে এত বড় অমিল খুব কমই দেখা যায়। যেন স্থূর টরী বেল্‌চ-এর দেহে রোমিও-র কামনা নিয়ে গ'ড়ে ওঠে ডার্ক স্ট্রোভ। স্বভাবটা ওর মিষ্টি এবং উদার,—কিন্তু ভুল করে অজস্র। প্রকৃত সৌন্দর্যের অনুভূতি ওর অন্তরে, কিন্তু সৃষ্টিদক্ষতায় ও অতি সাধারণ। অন্যের ব্যাপারে ওর যথেষ্ট বিচার-বুদ্ধির পরিচয় মেলে,—নিজের ব্যাপারে কিন্তু তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না।

আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি প্রকৃতি দেবীর নির্মম পরিহাস! অতগুলি পরস্পর-বিরোধী সত্তায় গ'ড়ে তুলে ওকে তিনি রূঢ়, বিচার-বিহীন দুনিয়ার সাথে বোঝাপড়া করতে পাঠিয়ে দেন।

॥ বত্রিশ ॥

ক'টা সপ্তাহ যাবৎ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে আমি দেখা করিনি।

তাঁর উপর বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠেছিলাম। সুযোগ পেলে সেকথা তাঁর মুখের উপর ব'লে দিতে পারলে সুখী হতাম,—কিন্তু শুধু ওই কারণে তাঁকে খুঁজে বেড়াবার কোনও দরকার বোধ করি না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আভেন্যু দ্য ক্লিচি দিয়ে চলতে চলতে স্ট্রিক্‌-ল্যাণ্ডের নিত্যদিনের আড্ডাস্থল পানাগারটির সামনে এসে পড়ি। ইদানীং আমি সাধ্যমত ওটাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম। সেদিন সটান ভিতরে ঢুকে পড়তেই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে দেখতে পাই। ব্ল্যাঞ্চী স্ট্রোভকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজের প্রিয় কোণটির দিকে এগিয়ে চলেন।

আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—"কোন্ চুলোয় ছিলেন এতদিন? আমি ভাবছিলাম, হয়ত চলেই গেছেন।"

তাঁর অভ্যর্থনায় প্রমাণ হয়, আমি যে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপে অনিচ্ছুক, সেটা তাঁর অজানা নয়। তাঁর মতো লোকের জন্য বিষয়ের অপব্যবহার করায় কোন লাভ নেই জেনে বলি,—"না। চলে এখনও যাইনি।"

—"এখানে আসেন না কেন?"

—"একটা ঘণ্টা অলসভাবে কাটিয়ে দেওয়ার মত পানাগার প্যারীতে আরো অনেক আছে।"

এই সময়ে ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভ হাত বাড়িয়ে সান্ধ্য-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কেন জানিনা, তাঁর মধ্যে আমি খানিকটা পরিবর্তন আশা করেছিলাম, কিন্তু দেখতে পাই, তিনি ঠিক আগের মতোই রয়েছেন। পরনে সেই প্রায়-ব্যবহৃত পরিষ্কার শ্রীমণ্ডিত ধূসরাভ পোশাকটি, সেই সরল ভ্রূ-যুগলের তলায় দু'টি চক্ষে একই দ্বিধাহীন দৃষ্টি,—চিত্রশালার মধ্যে কর্ম-ব্যস্ত অবস্থায় ঠিক যেমনটি তাঁকে দেখতে পেতাম। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলেন,—"চলুন, একটু দাবা খেলা যাক্!"

কেন জানিনা, ঠিক সে-মুহূর্তে কোন রকম ওজর আমার মনে আসে না। খানিকটা অপ্রসন্ন মনে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যে টেবিলে খেলতে বসেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ছক আর বোড়ে আনতে আদেশ দেন। তাঁরা এমন গতানুগতিকভাবে সব কিছু ক'রে চলেন যে অপ্রতিভ হওয়ার আশঙ্কায় আমাকেও তাঁদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। অভ্যাসমতো নীরবে সারা মুখে একটা দুর্জ্ঞেয় ভাব টেনে এনে শ্রীমতী স্ট্রোভ খেলা দেখতে থাকেন। তাঁর পানে তাকিয়ে আমি খোঁজ করতে থাকি, যদি তাঁর মুখে মানসিক সূত্র আবিষ্কার করার কোন অভিব্যক্তি পাওয়া যায়;—চোখে যদি মেলে কোনও প্রকাশোন্মুখ আকস্মিক দীপ্তি যাতে হয়তো ফুটে উঠতে পারে বিতৃষ্ণা কিংবা তিক্ততার আভাস,—ভ্রূ-যুগলের মাঝে যদি পাওয়া যায় কোন অপস্যয়মান রেখা, যা দিতে পারে তাঁর স্থায়ী মনোভাবের কোন ইঙ্গিত;—কিন্তু পাই না কিছুই। যেন অব্যক্ত-মুখোশে আবৃত সে মুখ।

হু'টি ঈষৎ গ্রন্থিবদ্ধ হাত তাঁর কোলের উপর অনড়ভাবে পড়ে থাকে। তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছিলাম তাতে বুঝতে পারি প্রকৃতিতে তিনি দুর্বার কামনেচ্ছু। তাঁর পরম অনুরক্ত প্রেমিক স্বামী ডার্ককে যে নিদারুণ আঘাত তিনি হেনেছেন, তা থেকেও তাঁর আকস্মিক উষ্মা আর নিদারুণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাই। অসীম ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে তিনি ত্যাগ করেছেন স্বামীর নিরাপদ আশ্রয় ও আরামপ্রদ স্বচ্ছন্দ সংসার। গৃহ-সুখ ও গৃহিণীত্বের মধ্যে যার সন্ধান মেলেনি, সেই দুঃসাহসিক অভিযান-লিপ্সা ও কষ্টকর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে স্বীকার করে নেবার মত সামর্থ্যের পরিচয় মেলে এতে। তাঁর চারিত্রিক জটিলতায় যেমন কোনও সন্দেহ থাকে না, তেমনি তাঁর শান্ত মুখচ্ছবির অন্তরালে তাঁর মধ্যে একটা বিরুদ্ধ নাটকীয়তার সন্ধান মেলে।

খেলার আক্রমণ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠে আমি খেলার দিকে মনকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করি। মনের মধ্যে ভাবনাগুলোও একই সাথে ঘনীভূত হয়ে উঠতে থাকে। বরাবরই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে হারাবার জন্য আমাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হয়। কেননা, পরাজিত প্রতি-দ্বন্দ্বীকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন,—তাঁর জয়ের উল্লাসে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পরাজয় অসহ কষ্টকর হয়ে ওঠে। অন্যপক্ষে আবার, নিজের হারটাকে তিনি বেশ খোশমেজাজেই মেনে নেন। বলা যেতে পারে যে, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন যুগপৎ নিন্দনীয় বিজেতা কিন্তু উদার বিজিত।

যাঁরা ব'লে থাকেন যে খেলার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা এই ঘটনা হ'তে হয়তো একটা সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে পারবেন।

॥ তেত্রিশ ॥

দু'তিন দিন পরেই ডার্ক স্ট্রোত্ত এসে উদয় হয়।

বলে,—"শুনলাম, তোমার সঙ্গে ব্ল্যাঙ্কীর দেখা হয়েছে?"

—"তুমি কি ক'রে টের পেলে?"

—"কে যেন তোমাকে ওদের সঙ্গে ব'সে থাকতে দেখেছিল। সেই বলল। তা আমায় জানাওনি কেন?"

—"ভেবেছিলাম, তুমি এতে ব্যথা পাবে।"

—"তাতে কি হ'য়েছে? তুমি তো জান, ওর সম্বন্ধে তুচ্ছতম কথাটিও আমি শুনতে ভালোবাসি।"

অপেক্ষা করতে থাকি ওর প্রশ্নের জন্য।

জিজ্ঞাসা করে,—"কেমন দেখলে ওকে?"

—"একেবারে কিছু বদলায়নি।"

—"সুখে আছে ব'লে মনে হ'লো?"

কাঁধনাড়া দিয়ে বলি,—"তা কি ক'রে বলব? পানাগারটাতে ব'সে আমরা দাবা খেলছিলাম,—তাঁর সঙ্গে কথা বলবার ফুরসত পাইনি।"

—"ও,—তা মুখ দেখেও কিছু বুঝতে পারলে না?"

মাথা নেড়ে আর একবার জানাতে হয় যে, তাঁর কথা, ভঙ্গি, কোন কিছু হতেই তাঁর মানসিকতার কোনও আভাস আমি পাইনি। জানিয়ে দিই যে, আমার চাইতে ও নিজেই তো ভাল ক'রে জানে তাঁর আত্ম-দমনের ক্ষমতা কী অসীম।

ভাবাবেগে হাত দুটিতে একটা তালি দিয়ে উঠে ও বলে,—"ওঃ! এমন ভয়-ভয় করছে আমার! আমি জানি, ভীষণ একটা কিছু ঘটবেই। তাকে আমি কোন মতেই বন্ধ করতে পারব না।"

জিজ্ঞাসা করি,—"কী সেটা?"

দু'হাতে মাথাটা চেপে ধ'রে বেদনার্তকণ্ঠে ও ব'লে ওঠে,—"জানি না। শুধু একটা বিপদের পূর্বাভাস পাচ্ছি যেন।"

বরাবরই স্ট্রোভ অল্পে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এবার কিন্তু ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিছুতেই শান্ত করতে পারি না। মনে মনে আমার যথেষ্ট আশা ছিল যে বেশীদিন হয়তো স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের বনিবনাও টিকবে না।

কিন্তু "যেমন কর্ম তেমনি ফল" প্রবচনটা একেবারে মিথ্যা। জীবনের অভিজ্ঞতা হ'তে দেখা যায় যে, মানুষ ক্রমাগত ধ্বংসমূলক কাজ ক'রে চ'লেও নিজের কৃতকর্মের ফলটুকুকে অদ্ভুতভাবে এড়িয়ে যায়। স্বামীর সঙ্গ পরিহার ক'রে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে যাওয়ার জন্য ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভ ওর সঙ্গে ঝগড়া করলেন। অথচ, সেই স্বামীই আবার সব কথা ভুলে গিয়ে তাঁকে ক্ষমা করবার জন্য দীনভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের জন্য আমার মনে বিশেষ কোন মমত্ববোধ স্থান পায় না।

স্ট্রোভ বলে,—"তুমি যে তাকে ভালোবাসনি।"

—"যাই হোক না কেন, কিছুতেই প্রমাণ হয় না যে তিনি সুখে নেই। সবাই জানে যে তাঁরা গৃহী দম্পতির মতই বাস করছেন।"

ফ্যাল্‌ফেলে দৃষ্টি মেলে স্ট্রোভ আমার পানে তাকিয়ে বলে,— "সত্যিই! এতে তোমার কিছু হওয়ার নেই, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা শুধু শোচনীয় নয়, মর্মান্তিকভাবে শোচনীয়!"

কখন হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম কিংবা হয়ত কথার ঝোঁকে ওকে আহত ক'রে তুলেছিলাম, মনে ক'রে দুঃখ বোধ করি।

জিজ্ঞাসা করে,—"একটা কাজ করবে আমার জন্যে?"

—"সানন্দে।"

—"আমার হয়ে ব্ল্যাঙ্কীকে তুমি কি একটা চিঠি লিখবে?"

—"তুমি নিজে লিখলেই তো পার।"

—"বহুবার লিখেছি,—জবাব পাইনি। হয়তো আমার চিঠিগুলো ও পড়েই না।"

—"মেয়েদের কৌতূহলের কথা তুমি কিছু জান না। তুমি কী মনে কর যে ইচ্ছা করলেই তিনি না প'ড়ে থাক্‌তে পারেন?"

—"পারে। অন্ততঃ আমার বেলায়।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর পানে ফিরে তাকাতেই ও চোখ নামিয়ে নেয়।

ওর উত্তরটা আমার কাছে অত্যন্ত হীনমন্যতার পরিচায়ক ব'লে ঠেকে। মনে হয়, ও স্থির জানে যে ওর সম্বন্ধে তিনি এতটা নিস্পৃহ যে ওর হাতের লেখা চোখে পড়লেও তাঁর মনে এতটুকু রেখাপাত হয় না।

জিজ্ঞাসা করি,—"সত্যিই তিনি আবার কোনদিন তোমার কাছে ফিরে আসতে পারেন ব'লে কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

—"ওকে আমি জানাতে চাই যে যতবড় দুর্ভাগ্যই ওর ওপর নেমে আসুক না কেন, আমার উপর ও চিরকাল নির্ভর করতে পারে। শুধু এইটুকুই তুমি আমার হয়ে ওকে জানিয়ে দাও।"

একটা কাগজ টেনে নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি,—"শুধু এই কথাটাই তাহলে তুমি ওঁকে জানাতে চাও? বেশ!"

প্রিয় শ্রীমতী স্ট্রোভ,—

> আমার মারফত ডার্ক জানাতে চায় যে যদি কোনদিন ওকে আপনার দরকার হয়, তাহলে আপনার উপকারের সেই সুযোগ পেলে ও কৃতার্থ হবে। যা ঘটে গেছে, তার জন্য আপনার উপর ওর কোন বিদ্বেষ নেই। আপনার প্রতি ওর ভালোবাসা অপরিবর্তনীয়। নিচের ঠিকানায় সব সময় আপনি ওর দেখা পাবেন।…

॥ চৌত্রিশ ॥

যদিও স্ট্রোভের মত আমিও মনে মনে বিশ্বাস করতাম যে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড ও ব্ল্যাঙ্কীর সম্পর্ক একদিন একটা অঘটনের ভিতর দিয়েই শেষ হবে, তবু প্রকৃতপক্ষে যে শোচনীয় ঘটনায় তার পরিসমাপ্তি ঘটে তার সম্ভাবনা কোনদিন আমার মনে দেখা দেয় নি।

গুমোট গরম নিয়ে গ্রীষ্মকাল দেখা দেয়। ক্লান্ত দেহ রাত্রেও একটু শীতলতা পায় না। সারাদিনের রৌদ্রতপ্ত পথগুলি দিনান্তে যেন তাদের সবটুকু উষ্ণতা ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করে; ক্লান্ত পথিকদল কোনমতে পাগুলো টেনে নিয়ে চলে তার উপর দিয়ে। বিগত কয়েক

সপ্তাহ ধরে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি। অন্যান্য কতকগুলি ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় তাঁকে বা তাঁর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাইনি। ডার্কের ব্যর্থ শোকোচ্ছ্বাসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে ওরও সঙ্গ পরিহার ক'রে চলবার চেষ্টা করি। ওর বিষাদময় ব্যাপারটা নিয়ে নিজেকে আর ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে ইচ্ছা হয় না।

সেদিন সকাল, আমি তখন নিজের কাজ নিযে ব্যস্ত। পরনে আমার ঘরোয়া পায়জামা,—মনটা ঘুরে বেড়ায ব্রিটানীর রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্রের তীরে তীরে,—অনুভব করতে থাকি যেন তার সজল পরশ। পাশে পরিচারকটি একটি পাত্রে আমার খাবার রেখে দিয়ে গেছে। তার গন্ধ নাকে এসে পৌঁছতে থাকে,—কিন্তু খেতে ইচ্ছা হয না। পাশের ঘরে পরিচারক আমার স্নানান্তিক জল খালি করতে থাকে,—কানে ভেসে আসতে থাকে তার শব্দ। সহসা আহ্বান-ঘন্টিটা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে ওঠে। পরিচারককে দ্বার খুলে দিতে বলি। মুহূর্তমধ্যে ডার্কের কণ্ঠস্বর কানে আসে। জানতে চায, আমি আছি কি না? আসন ত্যাগ না ক'রেই উচ্চকণ্ঠে ওকে ভিতরে আসতে বলি। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকে ও আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়।

ভাঙা গলায় ডার্ক বলে ওঠে,—"খুন ক'রে ফেললো নিজেকে।"

চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করি,—"মানে?"

ওর ঠোঁট দুটি বৃথাই কথা বলার ভঙ্গিতে নড়তে থাকে,—শব্দ বার হয় না মোটেই। গলার মধ্যে ওর ঘড়ঘড় শব্দ হ'তে থাকে। বুকটা আমার ধড়াস ক'রে ওঠে। কেন জানিনা, হঠাৎ মেজাজটা গরম হয়ে যায়।

বলি,—"দোহাই তোমার! আগে ধাতস্থ হও! কী সব বলছিলে?"

হাত দুটি নেড়ে ও আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে,—তবু কোন কথা বের হয় না ওর মুখ হ'তে। মনে হয়, ও যেন অকস্মাৎ বোবা হয়ে গেছে। কী যেন ঘটে যায আমারও মধ্যে। হঠাৎ ওর ঘাড়টা ধ'রে নাড়া দিতে আরম্ভ করি। সেদিনের কথা মনে হ'লে অমনধারা বোকামির জন্য আজ আমি নিজেরই উপর বিরক্ত হ'যে উঠি। হয়তো পূর্ব রাত্রের অনিদ্রাই ছিল আমার সেই স্নায়বিক বৈকল্যের কারণ।

কিছুক্ষণ পরে ও হাঁফাতে হাঁফাতে বলে,—"বসতে দাও আমায়!"

একটা গ্লাসে সেণ্ট গ্রেমিয়ার ভর্তি ক'রে এনে ওকে পান করতে দিই। ছোট ছেলের মতো ওর মুখের কাছে গ্লাসটা তুলে ধরি,—একগাল পানীয় টেনে নিয়ে গেলবার সময় বিষম লেগে ওর জামার সামনেটায় তার খানিকটা ছিটকে পড়ে।

—"কে খুন ক'রে ফেলেছে নিজেকে?"

জানি না, কেন ওকে ওকথা জিজ্ঞাসা করি! কেননা, আমি জানতাম কার কথা ও বলতে চায়। ডার্ক আত্মস্থ হবার চেষ্টা করতে থাকে।

—"কাল রাতে ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। স্ট্রিকল্যাণ্ড চলে গেছে।"

—"তোমার স্ত্রী কি মারা গেছেন?"

—"না। তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।"

অতিষ্ঠ হয়ে ধমকে উঠি,—"তবে যে এখুনি বললে তিনি আত্ম-হত্যা করেছেন?"

বিরক্তি দমনের চেষ্টায় আমার হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। তবু মুখে এক চিমটি হাসি ফোটাবার চেষ্টা করি।

বলি,—"কিছু মনে ক'রো না ভাই। তাড়াহুড়োর দরকার নেই,—ধীরে-সুস্থে খুলে বল দিকি সব কথা।"

চশমার আড়ালে ওর নীলাভ গোল-গাল চোখ দুটিতে নিদারুণ ভীতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। "বিবর্ধনকারী কাচের" (magnifying glass) ভিতর দিযে চোখের তারা দুটি ড্যাবড্যাব করতে থাকে। বলে,—"আজ সকালে পরিচারিকাটি একটা চিঠি নিয়ে যায় ওর কাছে, কিন্তু ঘন্টি বাজিয়ে কোন সাড়া পায় না। ঘরের ভেতর থেকে একটা গোঙানির শব্দ তার কানে আসতে থাকে। দরজা বন্ধ না থাকায় পরিচারিকা ভেতরে ঢুকে দেখতে পায় যে ব্ল্যাঙ্কী বিছানার উপর পড়ে আছে। তাকে বীভৎসরকম অসুস্থ দেখায়। পাশের টেবিলের উপর একটা অক্সালিক অ্যাসিডের বোতল দেখতে পায়।"

দু'হাতে মুখ ঢেকে ডার্ক ফোঁপাতে আরম্ভ করে।

—"জ্ঞান ছিল তখনও ?"

—"ছিল। ওঃ! কী যে কষ্ট ও পাচ্ছে! আমি সহ্য করতে পারিনি, —পারছি না।"

ওর গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বার হয়ে আসে।

অতিষ্ঠভাবে বলে উঠি,—"ধুত্তোর! বলি, তোমার সহ্য করবার দরকারই বা কী? ও নিজে সহ্য করুক!"

—"অমন ক'রে বোলো না।"

—"তুমি কি করলে?"

—"ওরা ডাক্তার আর আমার কাছে খবর পাঠিয়ে পুলিসকে সব কথা জানায়। পরিচারিকাটাকে কুড়িটা ফ্রাঙ্ক দিয়ে ব'লে এসেছি, তেমন কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় খবর দিতে।"

মুহূর্তখানেকের জন্য ও চুপ করে। দেখতে পাই, বক্তব্যগুলো পেশ করতে ওর বিলক্ষণ কষ্টবোধ হ'তে থাকে।

—"আমার সঙ্গে ও কোন কথা বলেনি। সবাইকে বলতে লাগল আমাকে সরিয়ে দিতে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানাতে চাইলাম যে আমি ক্ষমা করেছি সবকিছু,—ও কিন্তু শুনতে চাইল না মোটেই। দেওয়ালে মাথা খোঁড়বার চেষ্টা করতে আরম্ভ করলো। ডাক্তার তখন আমায় ওর কাছে থাকতে মানা করলেন। ও শুধু সটান্ বলে চললো— 'ওকে নিয়ে যাও! নিয়ে যাও!' বাইরে বার হ'য়ে এসে আমি চিত্রশালার মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রোগীর গাড়ী এসে পৌঁছতে ওরা ওকে স্ট্রেচারে তুলে আমাকে রান্নাঘরে গিয়ে আত্মগোপন ক'রে থাকতে বলল। যাতে ও টের না পায় যে তখনও আমি সেখানে আছি।"

তখনি ওর সঙ্গে হাসপাতালে যাবার জন্য স্ট্রোভ আমাকে অনুরোধ জানাতে আমি পোশাক বদ্‌লাতে আরম্ভ করি।

স্ট্রোভ ব'লে চলে, বিভাগীয় বিষাদময় পরিবেশ হতে মুক্তি পাবে ব'লে স্ত্রীর জন্য হাসপাতালে ও একটা পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করেছে। পথে চলতে চলতে ও জানায়, কেন ও আমায় সঙ্গে নিতে চায়। ব্ল্যাঞ্চী যদি একান্তই ওর সঙ্গে দেখা করতে না চান, তাহলে হয়তো আমার সঙ্গে

দেখা করতে আপত্তি করবেন না। আমাকে ও মিনতি জানাতে থাকে, আমি যেন তাঁকে একবার জানিয়ে দিই যে আজও ও তাঁকে ভালোবাসে। কোন কিছুর জন্যই ও মোটে অনুযোগ করবে না,—ও শুধু চায়—তাঁকে সাহায্য করতে। আরো বলে যে, তাঁর উপর কোন দাবি রাখবে না ও,—সেরে উঠবার পর তাঁকে ওর কাছে ফিরে আসবার জন্য কোন অনুরোধ করবে না,—তিনি থাকতে পারবেন সম্পূর্ণ স্বাধীন।

অবশেষে আমরা হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হই। পুরানো বাড়িটা এমন একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়ায় ঘেরা যে দেখামাত্রই মানুষের মনটা অসুস্থ হয়ে ওঠে। কর্মচারীর পর কর্মচারীর কাছে আমাদের ধরনা দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত অসংখ্য সিঁড়ি ভেঙে, দীর্ঘ খালি বারান্দাটা পার হ'য়ে নির্দিষ্ট বিশেষ দায়িত্বসম্পন্ন চিকিৎসকটির কাছে উপস্থিত হ'য়ে জানতে পারি, রোগিণী তখন এত কাহিল যে সেদিন আর কাকেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া যেতে পারে না। পাকাদাড়ি চিকিৎসকটি ঝঞ্ঝাট-বিরোধী মানুষ। তাঁর কাছে চিকিৎসাটি শুধু পেশাদারী ব্যাপার,—আর রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা ঝামেলা মাত্র। তাই, তাদের সঙ্গে তিনি কাটা-কাটা ব্যবহার করারই পক্ষপাতী। উপরন্তু, আলোচ্য ব্যাপারটি তাঁর কাছে নেহাতই মামুলী ব্যাপার, একটি ঝগড়াটে মেয়ে তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বিষ খেয়েছে,—যেমন নাকি হামেশা ঘটে থাকে। প্রথমে তিনি ডার্ককেই যত অনর্থের মূল ভেবে অনর্থক ওর উপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে ওঠেন। ও যে তাঁর স্বামী, এবং এর জন্য স্ত্রীকে ক্ষমা করতেও প্রস্তুত, আমার কাছে সে কথাটা জানতে পেরে সহসা তিনি বিস্মিত ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ওর পানে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর চোখের চাহনিতে খানিকটা বিদ্রূপেরও সন্ধান পাই। বাস্তবিক, ডার্কের মাথা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ওর মত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী প্রতারণা করতে পারে বটে। চিকিৎসকটি অল্প কাঁধ ঝাঁকানি দেন।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান,—না, আশু বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। কতটা অ্যাসিড যে ওঁর পেটে গেছে তা এখনো জানা যায়নি। হয়তো এমনও হ'তে পারে যে খানিকটা উদ্বেগ সৃষ্টি ক'রে উনি সেরে উঠতে পারেন। মেয়েরা তো হামেশাই প্রেমে প'ড়ে আত্মহত্যা

করার চেষ্টা করে,—কিন্তু যাতে মরে না যায় সে বিষয়েও তারা যথেষ্ট সাবধান। মানে, আসলে এটা হ'লো ওদের প্রেমাস্পদকে ভয় দেখিয়ে করুণা উদ্রেকের একটা ফন্দি মাত্র।"

তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা নিষ্করুণ অবজ্ঞা ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। দেখে স্পষ্ট মনে হয় যে, তাঁর কাছে ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভ চলতি বছরে প্যারী শহরের আত্মহত্যাপ্রচেষ্টাদের নামের তালিকায় আর একটা আঙ্কিক যোগ মাত্র।

ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি আমাদের সঙ্গে আর সময় নষ্ট করতে পারেন না। জানিয়ে দেন যে, পরদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যদি আবার উপস্থিত হ'তে পারি এবং ব্ল্যাঙ্কী যদি অপেক্ষাকৃত ভালো থাকেন, তাহলে হয়তো তাঁর স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি মিললেও মিলতে পারে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

দিনটা যে কি ভাবে কাটে তা বুঝতে পারি না ঠিক।

স্ট্রোভকে একা ছেড়ে দেওয়া চলে না, অথচ ওর মনটাকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আমাকে নাজেহাল হ'তে হয়। ল্যুভরে নিয়ে যাই ওকে। প্রকাশ্যে ছবি দেখার ভান করলেও বুঝতে পারি যে সারাক্ষণ মনটা ওর স্ত্রীর কাছে প'ড়ে থাকে। জোর ক'রে ওকে কিছু খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিই, কিন্তু ঘুমোতে ও মোটে পারে না। আমার বাসায় কিছুদিন আমার সঙ্গে বাস করার প্রস্তাবে ও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হ'য়ে যায়। বই এনে দিই পড়তে, কিন্তু দু'তিন পাতা উল্টেই সেগুলো পাশে ফেলে রেখে ব্যথাভরা শূন্য দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে। সন্ধ্যাবেলা অনেকক্ষণ ধ'রে আমরা তাস খেলি। বোধহয় আমার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে না তোলবার ইচ্ছাতেই ও খেলায় মেতে ওঠবার চেষ্টা করে। শেষে ওকে খানিকটা দ্রাক্ষাসার পান করাতে ও ঢলে পড়ে অশান্ত ঘুমঘোরে।

পরদিন হাসপাতালে গিয়ে একটি সেবিকার কাছে শুনতে পাই যে ব্র্যাঙ্কীর অবস্থা তখন অপেক্ষাকৃত ভাল। সেবিকাটি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসতে যান যে স্বামীর সঙ্গে তিনি দেখা করবেন কি না। তাঁর ঘরের ভিতর হ'তে ওঁদের কথাবার্তার শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছতে থাকে। একটু পরেই সেবিকাটি বার হ'য়ে এসে জানান যে ব্র্যাঙ্কী কারও সঙ্গে দেখা করতে রাজী নন। সেবিকাটিকে আমরা ব'লে দিয়েছিলাম যে ব্র্যাঙ্কী যদি ডার্কের সঙ্গে দেখা ক'রতে না চান, তাহলে উনি যেন আমার সঙ্গে দেখা করার কথা জানান। জানতে পারি, তাতেও তাঁর মত নেই।

ডার্কের ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে।

সেবিকাটি বলেন,—"ওঁর অসুখ এত বেশী যে আমি জোর করতে সাহস পাইনি। হয়তো দু'য়েকদিনের মধ্যে ওঁর মত বদলাতে পারে।"

নিচু গলায় ফিসফিস ক'রে ডার্ক জিজ্ঞাসা করে,—"এছাড়া আর কাউকে ও দেখতে চায়?"

—"উনি শুধু নিরিবিলি শান্তিতে থাকতে চান।"

অবশপ্রায় হাত দুটি নেড়ে ডার্ক বলে,—"দয়া ক'রে একবার ওকে জিজ্ঞাসা করুন না, আর কারো সঙ্গে যদি ও দেখা করতে চায়। আমি নিজে এনে দেব তাকে। শুধু ও যেন সুখে থাকতে পায়।"

প্রশান্ত করুণার্দ্র চোখ দুটি তুলে সেবিকাটি ওর পানে তাকান। জগতের যত কিছু ব্যথা ও বীভৎসতা সবই হয়তো ধরা পড়েছে সেই দুটি চোখে, তবু সে-দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা নিষ্পাপ লোকের স্বপ্ন,—অনাবিল সেই চাহনি।

—"বলব! উনি একটু শান্ত হ'লেই জানাব।"

মমতাভরা হৃদয়ে ডার্ক তাঁকে অনুনয় করতে থাকে, খবরটা তখুনি ব্র্যাঙ্কীর কাছে পৌঁছে দিতে।

বলে,—"হয়তো এতে ওর ভালই হবে। আমি মিনতি করছি, এখুনি ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসুন।"

সেবিকাটির মুখে এবার একটু ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। আবার তিনি

ঘরে ঢোকেন। তাঁর মৃদু কণ্ঠস্বর বাইরে আমাদের কানে এসে পৌঁছতে থাকে।

সহসা একটি অচেনা কণ্ঠস্বরের উত্তর শুনতে পাই,—"না, না,—না!" সেবিকাটি বাইরে বার হ'য়ে এসে নীরবে মাথা নাড়েন।

জিজ্ঞাসা করি,—"একটু আগে উনিই কি কথা কইলেন? যেন অচেনা গলা ব'লে মনে হ'লো।"

—"অ্যাসিডের ক্রিয়ায় ওঁর বাক্‌তন্ত্রীগুলো জ্ব'লে গেছে।"

একটা অস্ফুট বেদনার্ত ধ্বনি বার হ'য়ে আসে ডার্কের গলা দিয়ে।

সেবিকাটির সঙ্গে ক'টা কথা বলা দরকার মনে হওয়ায় আমি ওকে বাইরে গিয়ে প্রবেশ-পথের কাছে অপেক্ষা করতে বলি। বক্তব্য সম্বন্ধে কোনরকম ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে নীরবে ও চলে যায় শিশুর মত সরল বাধ্যতায়,—যেন ওর সবটুকু ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে গেছে।

সেবিকাকে জিজ্ঞাসা করি,—"কেন উনি একাজ করেছেন, তা কি আপনাকে জানিয়েছেন?"

—"না। কোন কথা না ব'লে উনি শুধু চিত হয়ে নীরবে শুয়ে থাকতে চান। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে একটু নড়েন না পর্যন্ত। তবু, কাঁদতে থাকেন উনি সারাক্ষণই। উনি এখন এত দুর্বল যে রুমালটা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন না,—দু'টি গাল বেয়ে অঝোর ধারা নেমে বালিশগুলো পর্যন্ত ভিজে জবজবে হ'য়ে যায়।"

কথা শুনে সহসা যেন আমার হৃদয়তন্ত্রীগুলো মুচড়ে ওঠে। তখন হয়তো কাছে পেলে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে খুন ক'রে ফেলতে পারতাম।

সেবিকাটির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমি টের পাই, আমার গলার স্বর কাঁপছে।

বাইরে এসে ডার্ককে সিঁড়ির কাছে আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখতে পাই। মনে হয়, কিছুই যেন ওর নজরে পড়ে না। ওর কাঁধে হাত দেওয়ার আগে পর্যন্ত ও বোধহয় টেরই পায়নি যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি ওর পাশে।

নীরবে দু'জনে হাঁটতে আরম্ভ করি।

কিসের জন্য বেচারা ব্র্যান্সীর এমন শোচনীয় অবস্থা হওয়া সম্ভব,

তাই আমি চলতে চলতে ভাববার চেষ্টা করি। আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মায় যে স্ট্রিকল্যাণ্ড নিশ্চয়ই সব কথা জানেন,—পুলিসের কাছে হয়তো তিনি সে বিবৃতি দিয়েওছেন। কোথায় আছেন তিনি টের পাই না। হয়ত আবার ফিরে গেছেন নিজের সেই জরাজীর্ণ চিলেকোঠার চিত্র-শালাটিতে। ব্ল্যাঙ্কী যে তাঁর সঙ্গেও দেখা করতে চান না, সেটা আমার আশ্চর্য ঠেকে। হয়তো ডেকে পাঠালেও আসবেন না জেনে উনি স্ট্রিকল্যাণ্ডের আগমনে আপত্তি জানান। কোন্ সীমাহীন নিষ্ঠুরতার জন্য এহেন মৃত্যু-বিভীষিকাকেও যে তিনি উপেক্ষা করতে বাধ্য হন, তার আমি ধারণা পর্যন্ত করতে পারি না।

॥ ছত্রিশ ॥

পরবর্তী সপ্তাহটি হ'য়ে ওঠে নিদারুণ।

প্রত্যহ স্ত্রীর খবর নেওয়ার জন্য স্ট্রোভ দু'বার ক'রে হাসপাতালে যেতে থাকে। তিনি কিন্তু প্রতিবারই ওর সঙ্গে দেখা করতে অসম্মতি জানান। প্রথম প্রথম ব্ল্যাঙ্কী সেরে উঠছেন জেনে ও তবু শান্ত ও আশাপূর্ণ হৃদয়ে ফিরে আসতে থাকে,—কিন্তু তার পরেই ও হ'য়ে পড়ে ম্রিয়মাণ। জানা যায় যে সেরে ওঠা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কেননা, এতদিন ধ'রে যে সঙ্কট-এর আশঙ্কা চিকিৎসকেরা ক'রে আসছিলেন, তখন তা' সত্যসত্যই দেখা দেয়। সেবিকাটি ওর দুঃখে ব্যথাতুর হয়ে উঠলেও ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা তিনি খুঁজে পান না। ব্ল্যাঙ্কী কোনও কথা বলতে চান না,—শুধু নীরবে সপ্রতীক্ষ দৃষ্টি মেলে মরনের আশা-পথের পানে চেয়ে থাকেন। বিলম্ব হয়তো আরও দু'একটি দিনের।

তাই, সেদিন সন্ধ্যার পর স্ট্রোভ যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তখনই বুঝতে পারি যে ও তাঁর মৃত্যুর খবর নিয়ে এসেছে। একেবারে ভেঙ্গে পড়ে ও,—বাক্‌শক্তিটুকু পর্যন্ত যেন ওর লোপ পায়।

অবসন্নভাবে আমার সোফাটার উপর ও ব'সে পড়ে। ওকে তখন কথায় সান্ত্বনা দেওয়া দুঃসাধ্য জেনে ওকে একা রেখে জানালাটার কাছে উঠে গিয়ে আমি পাইপ টানতে থাকি। পাছে ও আমাকে হৃদয়হীন ব'লে মনে করে তাই পড়াটা বন্ধ রাখতে হয়। অনেকক্ষণ পরে ও যেন কথা বলবার সামর্থ্য ফিরে পায়।

বলে,—"তোমার উপকারের কথা ভুলব না। সবাই আমার উপকার করেছে।"

অল্প একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বলি,—"বাজে ব'কো না।"

—"হাসপাতালে ওরা ব'লল যে ইচ্ছা করলে আমি থাকতে পারি, —একটা চেয়ারও দিল। বসেছিলাম দরজার বাইরেটাতে। ওর জ্ঞান লোপ পাবার পর ওরা আমাকে ঘরের ভিতরে ঢোকবার অনুমতি দিল। অ্যাসিডে ওর চিবুক আর মুখের ভিতরটা সব ঝল্‌সে গিয়েছিল। অমন চমৎকার চামড়ার ওপর অত ঘা দেখে শিউরে উঠতে হয়। মারা গেছে অবশ্য খুব শান্তিতে। সেবিকাটি এসে জানাবার আগে পর্যন্ত তো সেকথা আমি বুঝতেই পারিনি।"

কাঁদতে পর্যন্ত ও পারে না। পিঠে ভর দিয়ে ও এলিয়ে পড়ে—যেন ওর দেহের সবটুকু সামর্থ্য নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। পর-মুহূর্তেই দেখতে পাই, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। পুরো একটা সপ্তাহের মধ্যে ওটাই হ'লো ওর প্রথম স্বাভাবিক ঘুম। প্রকৃতিদেবী কখনও নিষ্ঠুর, কখনও বা মমতাময়ী। ওর গায়ের উপর একটা ঢাকা চাপিয়ে দিয়ে আলোটা আমি নিভিয়ে দিই।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখতে পাই, ও তখনও ঘুমে অচেতন। পাশ পর্যন্ত ফেরেনি।

নাকের উপর ওর তখনও সেই সোনার চশমাটা।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের মৃত্যুর অঘটনজনিত যাবতীয় অপ্রীতিকর যথাকৃত্য সমাপনের পর আমরা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুমতি পাই। শবযাত্রার সঙ্গে শুধু আমি আর ডার্ক হেঁটে চলি সমাধিক্ষেত্রের উদ্দেশে। যাওয়ার সময় আমরা ধীরে ধীরে হেঁটে যাই, কিন্তু ফেরবার সময় আমরা গাড়ী চেপে ফিরি। আমার মনের মধ্যে যেন একটা বিচিত্র আশঙ্কানুভূতি দেখা দেয়। শবযাত্রার গাড়োয়ানটা ঘোড়ার উপর যেভাবে চাবুক হাঁকড়াতে থাকে, তাতে মনে হয় বুঝি-বা তারও মনে একই ভাবের ছোঁয়া লেগেছে। যেন একটা কাঁধনাড়া দিয়ে মৃত্যুকে ঝেড়ে ফেলবার প্রয়াস বলে সেটাকে আমার মনে হতে থাকে। মাঝে মাঝে সুমুখের অগ্রসরমাণ শববাহীদের নজরে পড়ামাত্র আমাদের গাড়ীর গাড়োয়ানও তার ঘোড়া দুটোকে তাড়া দিতে আরম্ভ করে,—যাতে আমরা ওদের পিছনে পড়ে না থাকি। নিজের সঙ্গে সংযোগ-শূন্য একটা অঘটনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় মনে মনে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকি। স্ট্রোভকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার ছদ্ম-প্রচেষ্টায় প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হতে পেরে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বলি,—"দিনকতক কোথাও থেকে ঘুরে আসতে পারলে তাতে তোমার ভালই হবে। আর, প্যারীতে তোমার এখন থাকবার দরকারই বা কী?" স্ট্রোভ কোনও জবাব দেয় না।

আমি অকরুণভাবে আবার বলি,—"শিগগীরই কোন কিছু করবার মতলব আছে নাকি এখন তোমার?"

—"না।"

—"ছেঁড়া মালাটাকে আবার তোমায় নিজের চেষ্টাতেই গেঁথে তুলতে হবে। তুমি বরং আবার ইতালীতে ফিরে গিয়ে কাজ সুরু ক'রে দাও।"

এবারও ও কোন জবাব দেয় না,—কিন্তু আমাদের গাড়োয়ানটি এবার আমার পরিত্রাতাস্বরূপ হ'য়ে ওঠে। মুহূর্তের জন্য গাড়ীর গতি কমিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে সে যেন কি ব'লে ওঠে। ঠিক শুনতে পাই না তার কথাগুলো,—তাই জানালা দিয়ে মুখটা বাইরে বার করতে হয়। গাড়োয়ান জানতে চায়, কোথায় সে আমাদের পৌঁছে দেবে? তাকে একটু অপেক্ষা করতে ব'লে ডার্ককে বলি,—"তুমিও চল আমার সঙ্গে। খাওয়াটা অন্ততঃ দু'জনে একসঙ্গে সেরে নেওয়া যাক। পিগালী প্লেসেই ও নাহয় আমাদের নামিয়ে দিক।"

—থাক্! আমি বরং চিত্রশালাতেই ফিরে যাই।"

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা ক'রে আমি জিজ্ঞাসা করি,—"আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?"

—"না ভাই! একটু একা থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

—"বেশ।"

গাড়োয়ানকে ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়ে আবার অমারা নিঝুম হয়ে বসে থাকি। যেদিন সকালে ব্ল্যাঙ্কীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়, তারপর থেকে ডার্ক আর ওর চিত্রশালায় ঢোকেনি। আমাকে ও সঙ্গে নিতে রাজী হয় না বলে মনে মনে আমি খুশি হয়ে উঠি। ওকে বাড়ীর দরজার কাছে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তিভরে আমি একা হাঁটতে আরম্ভ করি।

প্যারীর পথগুলি সহসা যেন নূতন ক'রে আমার কাছে প্রীতিপ্রদ ব'লে মনে হতে থাকে। ইতস্ততঃ ধাবমান পথচারীদের পানে আমি স্মিতচক্ষে তাকাতে আরম্ভ করি। চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল দিনটি,—আনন্দ যেন আমার জীবনপাত্র হতে উপচে পড়তে চায়। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব থেকে কোনমতেই নিষ্কৃতি পাই না। সমস্ত ব্যথা-বেদনা সমেত ডার্ক মুছে যায় আমার মন থেকে। স্ফূর্তির জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

॥ আটত্রিশ ॥

এক সপ্তাহ ধরে ডার্কের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় না।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় ৭টার অব্যবহিত পরে এসে সে আমাকে সান্ধ্যভোজের জন্য ধরে নিয়ে যায়। ওর পরিধেয়ে গাঢ় শোকের চিহ্ন, মাথার চুড়োটুপিটাতে একটা চওড়া কালো ফিতে জড়ানো,—এমন কি রুমালে পর্যন্ত কালো ঢেঁড়াকাটা। ওর শোক-সজ্জার ঘটা দেখে মনে হয় যেন একটিমাত্র অঘটনে জগতের সমস্ত আত্মীয়কে হারিয়ে ফেলেছে ও। ওর দৈহিক মেদ-বহুলতা, লালচে রঙ, ফোলা ফোলা গাল দুটি, কোনকিছুই ওর শোকাকুলতাকে এতটুকু ব্যাহত করতে পারে না। শুধু ওর গভীরতম বিষাদটুকু যেন নিষ্ঠুরতমভাবে খানিকটা হাস্যোদ্দীপক হয়ে চোখে ঠেকতে থাকে।

পথ চলতে চলতে ও জানায় যে আমার পরামর্শমতো ও দিনকতক ঘুরে আসাই ঠিক করেছে। তবে ইতালীতে নয়,—যাবে ও হল্যাণ্ডে।

বলে,—"কালই যাচ্ছি। হয়তো এই আমাদের শেষ দেখা।"

ওর কথা শুনে আমি একটা যথোচিত প্রত্যুত্তর দিই।

ম্লান হেসে ও আবার বলে চলে,—"পাঁচ বছর হয়ে গেল বাড়ী যাইনি। হয়তো ভুলেই গেছি সব। মনে হ'তো, পিতৃপিতামহের ভিটে ছেড়ে এতদূরে সরে গেছি যে সেখানে আবার ফিরে যাবার কথা উঠলেই কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকতো। এখন বুঝতে পারছি যে ওটাই হোল আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল।"

স্ট্রোভের ক্ষতবিক্ষত মনটা ফিরে যায় ওর মায়ের স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়ায়। বছরের পর বছর ধরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য ক'রে ও যেন নুয়ে পড়ে। তার উপর, ব্ল্যাঙ্কীর বিশ্বাসঘাতকতাটা ওর সহ্যশক্তিটুকুকে যেন নিঃশেষ ক'রে দেয়। ও যেন একজন দলচ্যুত কেউ। উপহাসের প্রত্যুত্তরে আগেকার মত ও হাসতে ভুলে যায়। ছোটবেলার সবকথা ও আমাকে খুলে বলে।

…ইঁটের তরী ছোট্ট একটি মনোরম বাড়ী,—ওর মায়ের নিপুণ হাতে পরিপাটি ক'রে সাজানো। রান্নাঘরটা আশ্চর্যজনকভাবে তকৃতক করে পরিচ্ছন্নতায়, জিনিসগুলো যথাস্থানে সাজানো,—সারা ঘরে এক চিমটি ধুলো খুঁজে পাওয়া শক্ত। ওর মা যেন খানিকটা শুচিবাইগ্রস্ত।…

…আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি ছোটখাটো বর্ষীয়সী ছবি,—গালগুলি তাঁর আপেল-রাঙা। বছরের পর বছর উদয়াস্ত ধরে বাড়িটিকে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখাই যেন তাঁর সাধনা। ওর বাবাও বৃদ্ধ। বেশী কথা বলেন না,—কিন্তু তাহলেও উচিতবক্তা লোক। সারাটা জীবনব্যাপী খাটুনির পর অকেজো হ'য়ে পড়েছেন,—হাত দুটি তাঁর কুঁকড়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলায় উঁচু গলায় খবরের কাগজ পড়ে চলেন তিনি,—অদূরে বসে তাই শোনেন তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে। শোনার ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে তাঁদের সেলাইএর কাজ,—একটা মুহূর্তও বিনা কাজে নষ্ট করতে আপত্তি তাঁদের। জেলেডিঙ্গি-বাহিনীর একজন সর্দারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর মেয়েটির। প্রগতিশীল জগতের বহু পিছনে প'ড়ে থাকে ওদের ছোট্ট শহরটি। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই দেখা দেয় না সেখানে। বছরের পর বছর ঘুরে যায় এমনি অনুল্লেখ্য-ভাবে। তারপর একদিন আসে মরণ; সে যেন বন্ধু,—জীবনব্যাপী অপার পরিশ্রমের পর শান্তিময় বিশ্রাম উপহার দিতে আগমন তার।…

স্ট্রোভ বলে চলে,—"বাবার সাধ ছিল, তাঁর মতন আমাকেও ছুতোর-মিস্ত্রি ক'রে তোলার। পুরুষানুক্রমে পাঁচ পুরুষ ধরে আমাদের বংশে ওই একটা উপজাবিকাই চলে আসছিল। হয়তো ওটাই ঠিক,—কোন-দিকে দৃকপাত না ক'রে হয়তো পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করাই ছেলের উচিত। ছোটবেলায় প্রায়ই আমি পাড়ার একজন ঘোড়ার সাজওয়ালার মেয়েকে বিয়ে করব বলতাম। ছোট্ট মেয়েটির চোখ দুটি ছিল নীলাভ, মাথায় নরম সোনালি চুলে বিনুনি বাঁধা। সে হয়তো আমার সংসারটাকে চিরানন্দময় ক'রে তুলতে পারতো। হয়তো আমার ছেলে আমার পরেও বংশের পেশা একইভাবে চালিয়ে যেতে পারতো।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্ট্রোভ চুপ করে। যা কিছু হতে পারতো

তারই ছবির মধ্যে ওর মনটা বাসা বাঁধে। পরিত্যক্ত জীবনের নির্বিঘ্ন শান্তির জন্য হয়তো ওর মনটা হাহাকার ক'রে উঠতে থাকে।

—"রূঢ়, নিষ্ঠুর এই দুনিয়া। কেন যে আমাদের আসা তাও যেমন কেউ জানে না, তেমনি কোথায় যে আবার যেতে হবে তাও কেউ বলতে পারে না। শ্রীময়ী শান্তির পরশ পেতে হলে আমাদের থাকা উচিত দীনভাবে। এমন অনাড়ম্বরভাবে জীবনটা আমাদের কাটিয়ে দেওয়া উচিত যাতে নিয়তি আমাদের সন্ধান পর্যন্ত না পায়। শুধু যেন নিরীহ অজ্ঞদের ভালোবাসা কুড়িয়ে যেতে পারি। আমাদের জ্ঞানের ঝুলির চাইতে ওদের অজ্ঞতা ঢের ভালো। ওদের মতো আমাদেরও স্বল্পভাষী, নম্র ও যথার্থ ভদ্র হয়ে নিজেদের ছোট্ট পরিধিটির মধ্যেই পরিতৃপ্ত মনে বাস করা উচিত। আর এই হ'লো জীবন-দর্শন।"

ওর কথাগুলো আমার কাছে ওর ভগ্নহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ফল বলে মনে হতে থাকে। তাই, ওর এহেন ত্যাগ-মন্ত্র আমি মেনে নিতে পারি না।

তবু নিজের মতটাকে চেপে রেখে আমি জিজ্ঞাসা করি,—"কি থেকে তোমার চিত্রশিল্পী হবার খেয়াল হলো?"

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি তুলে ও আবার বল্‌তে আরম্ভ করে—"হঠাৎ একদিন আমার মধ্যে অঙ্কন-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুলে এর জন্যে ক'টা পুরস্কারও পেয়েছিলাম। আমার প্রতিভার পরিচয়ে আমার মা বেশ খানিকটা গর্ব বোধ করতেন। তিনি আমাকে একবাক্স জল-রঙ্ উপহার দেন। আমার নক্সাগুলো তিনি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতেন, —এমন কি ওখানকার ডাক্তার, মোহান্ত, বিচারপতিকে পর্যন্ত। এঁরাই আমাকে একটা বৃত্তির জন্য প্রতিযোগিতা করতে আম্‌স্টারডামে পাঠান;—বৃত্তিটা আমি পেয়েছিলাম। আমার দুঃখিনী মা! আমার জন্যে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। আমাকে বিদায় দিতে তাঁর বুক ভেঙে গেলেও, বুকের ব্যথা চেপে রেখে মুখে তিনি হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ছেলে তাঁর শিল্পী হবে, এই আনন্দেই তিনি মশগুল হয়ে ওঠেন। আম্‌স্টারডামে আমি যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি তার জন্যে ওঁরা তিলতিল ক'রে সংসারের খরচ বাঁচিয়ে আমার জন্যে সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেন। আমার প্রথম ছবি প্রদর্শনীতে দেওয়ার সময় বোনটিকে

সঙ্গে নিয়ে বাবা-মা এলেন দেখতে ছবির পানে তাকিয়ে আনন্দে মা আমার কেঁদে ফেলেছিলেন ঝরঝর ক'রে

ডার্কের চোখদুটিও সজল হয়ে ওঠে।

—"আমাদের ছোট্ট বাড়ীটার প্রত্যেক দেওযালে আজও সাজানো আছে সুদৃশ্য সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আমার আঁকা ছবি।"

গর্বে ও আনন্দে ও যেন উজ্জ্বল হযে ওঠে।

ওর বর্ণিত দৃশ্যগুলি আমি মনে মনে কল্পনা ক'রে নিতে চেষ্টা করি। ওদের সেই খামার-বাড়ীর দেওয়ালে জম্‌কালো ফ্রেমে বাঁধাই চাষীমজুররা আর জলপাই বনের রঙচঙে ছবিগুলো নেহাত বেমানান বলে আমার মনে হতে থাকে।

—"অভাগিনী ভেবেছিলেন যে আমাকে চিত্রশিল্পী ক'রে তুলে তিনি হয়তো একটা আশ্চর্যরকম কিছু করলেন। অথচ আজ সব দেখেশুনে আমার মনে হয় যে যদি বাবার ইচ্ছামত আমি একজন অকপট ছুতোর হয়ে উঠতে পারতাম, তাহলে হয়তো ঢের ভালো হ'তো আমার পক্ষে।"

—"সুকুমার কলার পরিচয় পেয়েও কি আজ তুমি এর সবকিছু আনন্দের কথা ভুলে গিয়ে তোমার জীবনধারা পাল্টে ফেলতে পারো?"

একটুখানি চুপ করে থেকে ও জবাব দেয়,—"কলাশিল্প হ'লো পৃথিবীর মহোত্তম জিনিস।"

একটা মিনিট ধরে চিন্তামগ্নভাবে আমার পানে তাকিয়ে থাকে ডার্ক। কি যেন একটা দ্বিধা ওর মধ্যে। তারপর ও বলে ওঠে,— "তুমি বোধ হয় জান না যে ইতিমধ্যে আমি স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম?

—"তুমি?"

বিস্মিত হই। চোখ মেলে ও যে আর কোনদিন ষ্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে সহ্য করতে পারবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি।

ম্লান হেসে স্ট্রোভ বলে,—"তুমি তো জানো, মানের বালাই আমার নেই।"

—"মানে?"

প্রত্যুত্তরে ও একটা আশ্চর্য গল্প শোনায়।

॥ উনচল্লিশ ॥

ব্ল্যাঙ্কীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর স্ট্রোভকে আমি ওর বাড়ীর কাছে ছেড়ে দিতে, ও বিষণ্ণমনে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। নিদারুণ মনস্তাপের আশঙ্কাসত্ত্বেও আত্মনিপীড়নের একটা অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা জোর ক'রে ওকে ঠেলে নিয়ে চলে চিত্রশালাটির দিকে। অনিচ্ছুক পা দুটির সাহায্যে সিঁড়ি দিয়ে কোন রকমে নিজের দেহটাকে টেনে-হিঁচ্ড়ে ও ঠেলে উঠতে থাকে। মনের মধ্যে পর্যাপ্ত সাহস সঞ্চয় ক'রে নেবার জন্য দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে অনেকটা সময় ও কাটিয়ে দেয়। সিঁড়িগুলো টপকে আবার আমাকে ধরে ওর সঙ্গে থাকতে বলার জন্য ওর মধ্যে একটা দুর্দমনীয় বাসনা বারবার খোঁচাতে থাকে। ওর মনে হতে থাকে, কে যেন আছে চিত্রশালাটির মধ্যে। মনে পড়ে যায়, সিঁড়িগুলো ভেঙে বারান্দায় উঠে আগেও ওকে এমনিভাবে দম নেবার জন্য দুয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হ'তো, কিন্তু ব্ল্যাঙ্কীকে দেখার আকুল আগ্রহে শীঘ্রই ওর সে-ভাব কেটে যেত। ব্ল্যাঙ্কীকে দেখার আনন্দ কোনদিন ওর কাছে ম্লান হয়ে যায়নি। মাত্র একটা ঘণ্টার ছাড়াছাড়ির পর স্ত্রীর সান্নিধ্য পেয়ে ওর মনে হ'তো যেন বিচ্ছেদটা একমাসের। ব্ল্যাঙ্কী যে মারা গেছেন তা শুধু যেন একটা স্বপ্ন,—দুঃস্বপ্ন! চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুললেই ও হয়তো দেখতে পাবে গার্দিনের অপরূপ ছবি 'Benedecite' এর মহিলাটির মতো ওর স্ত্রীও মহিমান্বিত-ভঙ্গিমায় টেবিলের উপর ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষিপ্রহস্তে পকেট থেকে চাবিটা বার করে দরজা খুলে ও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

ঘরটা মোটেই ছাড়া-বাড়ীর মতো দেখায় না। স্ত্রীর পরিচ্ছন্নতা-বোধ ওর কাছে ছিল তাঁর অন্যতম প্রীতিপ্রদ আকর্ষণ। জন্মসূত্রে ও পেয়েছে নিপুণ-সজ্জার আনন্দবোধ,—তাই স্ত্রীকে পরিপাটিভাবে জিনিসগুলো গুছিয়ে যথাস্থানে রাখতে দেখলে ও উৎফুল্ল হয়ে উঠত। শোবার-ঘরটা

দেখে মনে হয় যেন সেইমাত্র ওর স্ত্রী ঘর ছেড়ে গেছেন,—অঙ্গরাগ-টেবিলের উপর চিরুণীর ছুধারে বুরুশগুলি পরিপাটিভাবে সাজানো,—চিত্রশালার মধ্যে তাঁর বিগত রাত্রের বিছানাটা কে যেন আবার নিভাঁজে পেতে রেখেছে, বালিশের উপর ছোট্ট একটি আধারে তাঁর রাত্রিবাসটি রাখা। তিনি যে আর কখনও সে-ঘরে ফিরে আসবেন না, সেকথা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

সহসা ওর তৃষ্ণা পায়। খানিকটা পানীয়ের সন্ধানে রান্নাঘরে গিয়ে ও দেখতে পায় সেখানেও সবকিছু সাজানো র'য়েছে। তাকের উপর সযত্নে ধোয়া রেকাবীগুলি;—ঝগড়ার দিনে রাত্রে ঐগুলিতেই তিনি আর স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আহার করেছিলেন। ছুরি এবং কাঁটাচামচগুলি একটি টানার মধ্যে বদ্ধ। একটা ঢাকার তলায় পনিরের অবশিষ্টাংশ,—আর একটা টিনের কৌটার মধ্যে সঞ্চিত রুটির পরিত্যক্ত টুকরাগুলো। প্রতিদিন বাজারে গিয়ে ব্ল্যাঙ্কী মাত্র নিত্যদিনের প্রয়োজনমতো বাজার ক'রে আনতেন,—তাই পরবর্তী দিনের জন্য উদ্বৃত্ত কিছুই পড়ে থাকত না। পুলিশের তল্লাসী থেকে স্ট্রোভ জানতে পেরেছিল যে খানা শেষ হ'য়ে যাওয়ার পরই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বাড়ী ছেড়ে চলে যান। তার পরেও ব্ল্যাঙ্কীর বাসন ধোয়ার কথা মনে হতে ও যেন শিউরে ওঠে। তাঁর শৃঙ্খলাবোধ যেন তাঁর আত্মহত্যাকে আরও অভাবনীয় ক'রে তোলে। তাঁর আত্মসংযম ওর কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। একটা আকস্মিক নিদারুণ বেদনা যেন ওকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, শক্তিহীন দু'টি পা যেন ওর দেহভার আর ধরে রাখতে পারে না। শোবার-ঘরে ফিরে এসে বিছানার উপর আছড়ে পড়ে ও ডুকরে কেঁদে ওঠে স্ত্রীর নাম ধরে।

—"ব্ল্যাঙ্কী!···ব্ল্যাঙ্কী!!···

ব্ল্যাঙ্কীর রোগ-যন্ত্রণা ভোগের স্মৃতি ওর কাছে অসহনীয় ঠেকে। সহসা ওর চোখের উপর ছবির পর ছবি ভেসে উঠতে থাকে। যেন···

···ওদের ছোট্ট রান্নাঘরটিতে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাঙ্কী ধুতে থাকেন বাসন-কোসনগুলো,—রেকাবী, গেলাস, ছুরি, চামচ। ক্ষিপ্রহস্তে পালিশ

করে ছুরিগুলোকে তাকের উপর তিনি তুলে রাখেন। অন্যান্য জিনিসগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে রান্নাঘরের নর্দমাটা ঝাঁট দিয়ে সাফ ক'রে বাসনমোছা বিবর্ণ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরাটি টাঙ্গিয়ে দেন শুকোতে। তারপর একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেন সবকিছু ঠিকমতো পরিষ্কার ক'রে গুছিয়ে তোলা হয়েছে কিনা? ডার্ক যেন দেখতে পায়, ব্ল্যাঙ্কী জামার গুটানো আস্তিনটা নামিয়ে দিয়ে বেশাবরণটিকে (apron) খুলে দরজার পিছনে-আঁটা একটা পেরেকে টাঙ্গিয়ে রাখেন। তারপর অক্সালিক্ অ্যাসিডের বোতলটা নিয়ে শোবার ঘরের মধ্যে চলে যান।...

উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বার হয়ে ডার্ক চিত্রশালার মধ্যে ঢোকে। অন্ধকার ঘর। বিরাট জানালার পর্দাগুলো টানা। ডার্ক তাড়াতাড়ি সেগুলোকে টেনে খুলে দেয়। যেখানটিতে বসে কতদিন ও মহানন্দে কাটিয়ে দিয়েছে, সেদিকে নজর পড়তেই ওর ভিতর থেকে যেন একটা কান্না ঠেলে উঠতে থাকে। কিছুই বদলায়নি। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর পরিবেশ সম্বন্ধে এমন নিস্পৃহভাবে এখানে বাস করতেন যে পরের ঘরে থেকেও তিনি কোনদিন একটা জিনিসও স্থানচ্যুত করেননি। ব্যাপারটা অভাবনীয় বলে মনে হয়। ঘরটা যেন স্ট্রোভের মনোমতো শিল্পীসুলভ পরিবেশের পরিচয় দেয়। দেওয়ালে কয়েক স্থানে ঝুলতে থাকে পুরানো ব্রোকেডএর কয়েকটা টুকরো,—পিয়ানোটা একটা রঙচটা চমৎকার সিল্কের ঢাকায় মোড়া,—ঘরের এককোণে ভেনাস অব মিলোর এবং আর একদিকে মেদিসির ভেনাসের একখানা ক'রে প্রমাণ ছবি। ঘরের মাঝে মাঝে একটা ক'রে ইতালীয় দেরাজ,—তার উপর কোথাও বা একটি ক'রে মৃৎপাত্র, কোথাও আবার পিতলের পাত্র সাজানো। সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো ভেলাকোয়ের "Innocent X"এর ছবি। রোমে যাওয়ার সময় স্ট্রোভ ওটা তৈরী করে। চমৎকার ফ্রেমে মোড়া স্ট্রোভের আরো কতকগুলি ছবির মাঝে "Innocent X"এর ছবিটা এমনভাবে সাজানো যাতে একটা সুষমাময় আবেদনের সৃষ্টি হতে পারে। নিজের রুচি সম্বন্ধে চিরদিনই ওর খুব উঁচু ধারণা ছিল। চিত্রশালাটির কল্পনালোকিক পরিবেশ

চিরকাল ওকে তৃপ্তি জুগিয়েছে। ঘরটার তৎকালীন দৃশ্যে যদিও ওর বুক ফেটে যাবার উপক্রম হতে থাকে, তবু খানিকটা যন্ত্রচালিতের মতো ঘরের ভিতরকার অন্যতম সম্পদ পঞ্চদশ-লুই-টেবিলটা'র অবস্থিতিটা ও একটুখানি ঘুরিয়ে দেয়। সহসা দেওয়ালের দিকে মুখ-ফেরানো একটি চিত্রপটের উপর ওর নজর পড়ে। আশ্চর্য হয ও সেটায় কী আছে ভেবে। সাধারণতঃ যে আকারের চিত্রপট ও নিজে ব্যবহার ক'রে থাকে, এটা তার চেয়ে অনেক বড়। কাছে গিযে ছবিটা দেখবার জন্য ও সেটাকে ঘুরিযে নেয়। নগ্ন মূর্তি একটি। ও বুঝতে পারে, ছবিটা স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের আঁকা। ওর হৃৎস্পন্দনের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে। টান মেরে ছবিটা ও দেওয়ালের উপর ছুঁড়ে দেয়।…কেন? কেন সে ওটাকে ওখানে ওভাবে রেখে গেছে?… ছবিটা মেঝের উপর উল্টে পড়ে থাকে। কিন্তু…যারই হোক্ না কেন ছবিটা, ওভাবে সেটা তো ও ধুলায় পড়ে থাকতে দিতে পারে না। ছবিটা আবার ও তুলে নেয়,—ওর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ছবিটাকে ভালো ক'রে দেখবার জন্য সেটাকে নিয়ে এসে চিত্রফলকটায় দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর ছবিটাকে ভালোভাবে দেখবার জন্য ও কিছুদূর পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

অতি কষ্টে ও একবার দীর্ঘ একটা শ্বাস গ্রহণ করে। ছবিটি একটি নারীর…সোফার উপর শয়িতা,—একটি হাত তার মাথার তলায়, আর একটি দেহের উপর;—একটি হাঁটু উর্ধ্বোত্থিত আর একটি টান্ ক'রে ছড়ানো। ভঙ্গিটি চিরায়ত।

স্ট্রোভের কপালটা ঘামে ভিজে ওঠে। ছবিটা ব্ল্যাঙ্কীর। একসঙ্গে দুঃখ, ঈর্ষা ও ক্রোধ এসে ওকে যুগপৎ অধিকার ক'রে বসে। বিকৃত কণ্ঠে ও চিৎকার ক'রে ওঠে। ওর অবস্থাটা হয়ে ওঠে অবর্ণনীয়। যেন কোন্ অদৃশ্য শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্য স্ট্রোভ চিৎকার ক'রে ওঠে সর্বোচ্চকণ্ঠে। ও যেন আত্মহারা হয়ে পড়ে। ছবিটা দেখে ওর যেন সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। কালবিলম্ব না ক'রে ছবিটাকে ফালাফালা ক'রে ফেলবার জন্য চারদিকে তাকিয়ে ও একটা অস্ত্র খুঁজতে আরম্ভ করে। মনের মতো একটাও কিছু ওর নজরে পড়ে না।

আঁকার সরঞ্জামগুলো হাতড়ে হাতড়েও একটা কিছু খুঁজে পায় না স্ট্রোভ। ও যেন পাগল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে ও একটা প্রকাণ্ড চাঁচবার অস্ত্র পায়। ছোঁ মেরে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে যেন বিজয়োল্লাসে ও চিৎকার ক'রে ওঠে। ছুরির মতো করে সেটাকে বাগিয়ে ধরে স্ট্রোভ ছুটে যায় ছবিটার পানে।...

কথাগুলো আমাকে বলতে বলতে স্ট্রোভ ঠিক ঘটনার সময়ের মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। টেবিলের উপর থেকে একটা খানার ছুরি তুলে নিয়ে ও সেটাকে দোলাতে দোলাতে বসিয়ে দেবার ভঙ্গিতে ছুরিসমেত হাতটা ও উপরে তুলে ধরে। অকস্মাৎ হাতের মুঠোটা ও খুলে দিতেই সশব্দে ছুরিটা মেঝের উপর পড়ে যায়। কম্পিত হাস্যমুখে ও আমার পানে তাকিয়ে থাকে,—কোন কথা কয় না আর।

জিজ্ঞাসা করি,—"সাবাড় ক'রে দিলে ?"

—"কি যেন হয়ে গেল আমার। ছুরিটা তুলে যে মুহূর্তে ছবিটায় একটা প্রকাণ্ড গর্ত ক'রে দিতে গেলাম, তখনই হঠাৎ আর একবার ভাল ক'রে দেখবার ইচ্ছা হ'লো।"

—"কী দেখবার ?"

—"ছবিখানা। চিত্রকলার অপূর্ব নিদর্শন সেটা। সভয়ে থেমে গেলাম,—পারলাম না আর সেটাকে ছুঁতে।"

স্ট্রোভ আবার কথা বন্ধ ক'রে নীরবে হাঁ ক'রে আমার পানে তাকিয়ে থাকে,—ওর গোল গোল নীলাভ চোখ দুটো যেন অক্ষিকোটর হতে ঠিকরে বার হয়ে আসতে চায়।

—"ছবিখানা অপূর্ব, মহান। আমি অবাক হয়ে গেলাম বিস্ময়ে। আর একটু হলে আমি একটা অমার্জনীয় অপরাধ ক'রে ফেলতাম। একটু সরে গিয়ে ছবিটাকে আরো ভালো করে দেখবার উপক্রম করতেই পায়ের ঠোক্কর লাগে অস্ত্রটায়। শিউরে উঠি আমি।"

ওর ভাবালুতার আংশিক ছোঁয়া পেয়ে আমিও যেন অভিভূত হয়ে পড়ি। যেন হঠাৎ এমন একটা জগতে গিয়ে পড়েছি আমি যেখানকার মূল্যমান আলাদা। যেন একটা অচেনা পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয়ে সবিস্ময়ে দেখতে পাই যে অতি-পরিচিত জিনিসগুলির প্রতি সেখানে

মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্যরকম। অসংলগ্ন বাক্যে স্ট্রোভ ছবিটার কথা বলে চলে। তার বক্তব্য-বিষয়গুলো আমায় ধরে নিতে হয়। দীর্ঘদিনের বাঁধন ভেঙে প্রকৃত স্ট্রিকৃল্যাণ্ড করেছেন আত্মপ্রকাশ। নিজে না টের পেলেও তিনি হয়তো,—চলতি কথামতো,—একটা অনস্বীকার্য ক্ষমতাসম্পন্ন আত্মার সন্ধান পেয়েছেন। ছবিটার দুঃসাহসিক অনবদ্য অভিব্যক্তির মধ্যে যে অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে, তাই যেন সব নয়; অভাবনীয় নিপুণতায় আঁকা প্রচণ্ড লালসাপূর্ণ নারীদেহের আবেদনই যেন তার সব নয়;—চিত্রাঙ্কিত দেহটির ঘনত্ব যে অদ্ভুত ভারবোধের অনুভূতি জাগ্রত করে, তাও যেন সব নয়;—ছবিটির মধ্যে একটা দুর্বোধ্য নবতম অপার্থিবতারও সন্ধান মেলে। এ যেন মানব-কল্পনাকে অভ্রান্ত পথ বেয়ে এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্যলোকে এনে উপস্থিত করে, যেখানে আলো দেয় শুধু চিরকালীন নক্ষত্রপুঞ্জ—আত্মা যেখানে সকল আবরণ মুক্ত হয়ে নব রহস্যোন্মেষের দুর্গম অভিযানে রত।

বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমি যদি অতিমাত্রায় আলঙ্কারিক হয়ে উঠে থাকি তাহলে তার একমাত্র কারণ এই যে স্ট্রোভেরও হয়েছিল ঠিক ওই একই অবস্থা। ভাবসন্ধিক্ষণে স্বভাবতই মানুষ নিজেকে ব্যক্ত করতে রূপক বর্ণনাভঙ্গির সহায়তা নিয়ে থাকে। এমন একটি অজানা ভাবকে স্ট্রোভ ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করে, যাকে ব্যক্ত করার মত চলতি শব্দ ওর জ্ঞানবহির্ভূত। যেন কোন্ রূপকথাকার চেষ্টা করে অকথনীয়কে বর্ণনা করার। তবু একটা বিষয় ও আমার কাছে প্রাঞ্জল ক'রে তুলে ধরে। সৌন্দর্যপ্রসঙ্গে মানুষ কথা কয় লঘুভাবে। কথার উপর কোন দরদ না থাকায় তারা বেপরোয়াভাবে সেগুলোকে ব্যবহার ক'রে যায়। ফলে, শত শত তুচ্ছ জিনিসের সঙ্গে জড়িত হয়ে কথাটির প্রকৃত তীব্রতা হারিয়ে যায়, ভ্রষ্ট হয় তার মর্যাদা। 'সুন্দর' কথাটাকে তারা জামা থেকে আরম্ভ ক'রে কুকুর, মায় বক্তৃতা সম্বন্ধেও ব্যবহার ক'রে থাকে। অথচ প্রকৃত সৌন্দর্যের সাথে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা তাকে চিনে নিতে পারে না। মূল্যহীন ভাবগুলোর উপর ঝুটো গুরুত্ব আরোপ করার ফলে তাদের অনুভব-ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে যায়। কিন্তু অজেয় ভাঁড় স্ট্রোভের

মধ্যে তার নিজের অকপট নির্মল মনের মতোই একটা সপ্রেম সৌন্দর্যা-মুভূতি দেখা যায়। ভগবৎবিশ্বাসীর কাছে যেমন ভগবান, ওর কাছে সৌন্দর্যও তাই। বোধহয় সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পেয়ে ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

—"কি বললে তুমি স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করে ?"

—"আমার সঙ্গে তাকে হল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে চাইলাম।"

আমার বাক্শক্তি লোপ পায়। শুধু সবিস্ময়ে স্ট্রোভের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকি।

স্ট্রোভ বলে চলে,—"আমরা দু'জনেই যে ভালবাসতাম ব্ল্যাঙ্কীকে। আমার মায়ের বাড়ীতে ওরও একটু ঠাঁইয়ের অভাব হবে না। আমার মনে হয় যে, গরিব, সরল লোকদের সঙ্গে থাকলে ওর যথেষ্ট মানসিক উন্নতি হতে পারে,—তাদের কাছ থেকে হয়তো এমন অনেক কিছু ও শিখে নিতে পারে যাতে ওর উপকার সম্ভব।"

—"কি বললেন ?"

—"শুধু হাসলো একটুখানি। হয়তো আমাকে নেহাতই বেকুব ভাবলো। বললো যে, ওর অন্য কাজ আছে।"

মনে মনে ভাবি, স্ট্রিক্ল্যাণ্ড তাঁর অসম্মতি জানাবার জন্য যদি আরো কড়া কথা ব্যবহার করতেন, তাহলে বেশ হ'তো।

—"ব্ল্যাঙ্কীর ছবিখানা ও আমাকে উপহার দিয়েছে।"

স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের এহেন আচরণে অবাক হয়ে যাই, কিন্তু কোনও মন্তব্য প্রকাশ করি না। কিছুক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ করে থাকি। শেষে আমিই আবার জিজ্ঞাসা করি,—"তোমার জিনিসপত্তরগুলোর কি ব্যবস্থা করলে ?"

—"একটি ইহুদি ভদ্রলোক মোটা পয়সায় সেগুলো একসঙ্গে কিনে নিয়েছেন। ছবিগুলো শুধু আমি দেশে নিয়ে যাচ্ছি। ওগুলোর সঙ্গে এক বাক্স পোশাক আর কতকগুলো বই ছাড়া আর কিছু আমি রাখিনি নিজের জন্যে।"

বলি,—"তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ শুনে খুশি হলাম।"

সমস্ত কিছু অতীতকে পিছনে ফেলে রাখার পক্ষে এটা স্ট্রোভের একটা মস্ত সুযোগ বলে মনে হয়। ওর সাম্প্রতিক দুঃখব্যথা হয়তো

কালক্রমে একদিন কমে যাবে.—মমতাময়ী বিস্মৃতির প্রভাবে একদিন হয়তো সবকিছু ভুলে আবার ও নূতন করে জীবনপথে পা বাড়াবে। বয়সে ও তখন যুবা। ক'টা বছর পরে ও হয়তো সখেদে অতীত দুঃখময় ইতিহাসের পাতাগুলো একবার খুলে দেখবে, হয়তো তার সবটাই তখন ওর কাছে নিরানন্দময় নাও ঠেকতে পারে। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই একটি সরলা হল্যাণ্ড বালাকে বিয়ে করে আবার ও সুখী হয়ে উঠবে। মনে মনে হাসি পায়। কে জানে, আরো কত বিদ্‌কুটে ছবি এঁকে চলবে ও অবশিষ্ট জীবনকাল ধরে !

পরদিন ওকে আম্‌স্টারডামে যাত্রা করিয়ে দিই।

॥ চল্লিশ ॥

পরবর্তী একমাস ধরে আমাকে নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ওই বিষাদময় কাহিনীটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারো সাথেই আমি দেখা করে উঠতে পারি না। ফলে, ঘটনাটির স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে যেতে থাকে।

সহসা একদিন পথে বেড়াতে বার হয়ে চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যেসব বিভীষিকাকে আমি ভুলে থাকতে চাইতাম, তাঁকে দেখামাত্রই সেগুলো আবার আমার মনের মধ্যে ভিড় করে এসে দাঁড়ায়। তাঁকে একেবারে ছেঁটে ফেলাটা শিশুসুলভ প্রচেষ্টা হবে মনে করে মাথাটা একবার ঈষৎ নেড়ে আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিই। কিন্তু পরমুহূর্তে পিছন হতে একটা হাত আমার কাঁধের উপর এসে পড়ে।

অন্তরঙ্গভাবে তিনি বলে ওঠেন,—"খুব যে তাড়া দেখছি।"

কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করায় আপত্তি প্রকাশ করলে তাকে আরো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরাই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমার সম্ভাষণেও নিরাসক্তির আভাস পেয়ে তাঁর কষ্ট হয় না আদৌ। ছোট্ট করে জবাব দিই,—"হাঁ, তাই।"

বলেন,—"আমিও চলি আপনার সঙ্গে সঙ্গে!"

জিজ্ঞাসা করি,—"কেন?"

—"আপনার সঙ্গসুখের লোভে।"

কথাটার আর কোন জবাব দিই না। নীরবে তিনি পাশাপাশি হেঁটে চলেন। প্রায় সিকি মাইল ধরে চল্‌তে থাকি এমনিধারা। ক্রমশঃ আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকি। শেষকালে একটা মনোহারী দোকানের সামনে এসে পড়তেই আমার মনে হয় কিছু কাগজ কেনার অজুহাতে হয়তো তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

তাই বলি,—"আমি একবার এখানে ঢুকব। আচ্ছা, নমস্কার!"

—"আমি অপেক্ষা করছি আপনার জন্যে।"

বিরক্তিভরে কাঁধে একটা ঝাঁকানি তুলে আমি দোকানটার ভিতরে ঢুকে পড়ি। সহসা মনে পড়ে যে ফরাসী দেশের কাগজগুলো ভাল নয়, —আমার কাজ চলবে না তাতে। যা দরকার নেই, তা কিনে মিথ্যে বোঝা বাড়াবার দরকার কী? তাই এমন একটা কিছু দোকানদারের কাছে চেয়ে বসি যা আমি জানতাম পাওয়া যাবে না। মিনিটখানেক পরেই আবার পথে বার হয়ে আসি।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জিজ্ঞাসা করেন,—"পেলেন?"

—"না।"

আবার আমরা নীরবে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে একটা মোড়ের মাথায় এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি।

জিজ্ঞাসা করি,—"কোন্ দিকে যাবেন?"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড হেসে জানান,—"যেদিকে আপনি যাবেন।"

—"আমি বাসায় যাব।"

—"আমিও সঙ্গে যাব। একটু পাইপ টেনে চলে আসব।"

নীরস কণ্ঠে খিঁচিয়ে উঠে বলি,—"অন্ততঃ আমার তরফ থেকে এর জন্যে একটা আমন্ত্রণের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।"

—"আশা থাকলে করতাম বৈকি!"

—"সামনের ঐ দেওয়ালটা দেখতে পাচ্ছেন?"

হাত তুলে দেখিয়ে দিই সেটাকে!

'হুঁ।'

—"তাহলে এটাও বোঝা উচিত ছিল যে আপনার সঙ্গ আমার কাম্য নয়।"

—"স্বীকার করছি, সেটাও আমার খানিকটা মনে হয়েছিল।"

হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে। আমার স্বভাবের একটা খুত এই যে, যারা হাসাতে পারে তাদের ওপর আমার বেশীক্ষণ বিতৃষ্ণা টেঁকে না।

তবু নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলি,—"বিশ্রী লোক আপনি! আজ পর্যন্ত যত জঘন্য জানোয়ার আমি দেখেছি, আপনি হচ্ছেন তাদের সেরা। আপনার জঘন্য সঙ্গ যে কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারে না, তার সঙ্গ পাবার জন্যে অমন ছোঁকছোঁক করেন কেন?"

—"দেখুন প্রিয়বর,—আমাকে নিয়ে আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন। তাতে আমার কচুটা!"

সরোষে আমি বলে উঠি,—"ইস! আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে আমার ভারী বয়ে গেছে!"

—"আমি আপনাকে খারাপ ক'রে দেব ভেবে ভয় পেয়েছেন নাকি?"

তাঁর কথা শুনে আমার বিরক্তি প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। দেখতে পাই, আড়চোখে আমার পানে তাকিয়ে তিনি ফিক্‌ফিক্ ক'রে হাসছেন।

রূঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি,—"হাত খালি নিশ্চয়ই?"

—"তাই বলে আপনার কাছে যে আবার ধার চাইব, অত বোকা আমি নই।"

"আপনার দেখছি খোশামোদি করতেই জন্ম।"

প্রত্যুত্তরে দাঁত বার ক'রে হাসতে হাসতে তিনি বলেন,—"দেখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে দুয়েকটা সাঁচ্চা মাল পাওয়ার সুযোগ থেকে আমি নিজে আপনাকে রেহাই না দিচ্ছি, ততক্ষণ আমার ওপর আপনি কক্ষনো সত্যিসত্যি ব্যাজার হয়ে উঠতে পারেন না।"

হাসি চাপবার চেষ্টায় আমি নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরি। তাঁর কথার মধ্যে অনেকখানি লজ্জাকর সত্য ছিল। আমার স্বভাবের আর একটা খুঁত এই যে, যত দুশ্চরিত্রই হোক না কেন, কেউ যদি সমানে আমার কথার ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে যেতে পারে তাহলে তার সঙ্গ আমার কাছে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। নিজের মানসিক দৌর্বল্য আমার কাছে ধরা পড়ে যায়। বুঝতে পারি যে, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের প্রতি আমার নিরাসক্তির মাঝে যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে,—এবং স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের তীক্ষ্ণ অনুভূতির কাছে সেটুকু ধরাও পড়ে গেছে। হয়তো তিনি টের পেয়ে মনে মনে হাসছেন।

তাই, কথার জের টানা বন্ধ করে নিরুপায়ভাবে আমি মৌনাবলম্বন করি।

॥ একচল্লিশ ॥

বাসায় পোঁছে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে ভিতরে আহ্বান না ক'রেই আমি সিঁড়ি ভাঙ্গতে আরম্ভ ক'রে দিই। আমার পিছু পিছু তিনিও ঘরে এসে ঢোকেন। এর আগে আর কোনদিন তিনি আমার বাসায় আসেন নি। আমার অত কষ্টের নয়নানন্দকরভাবে সাজানো ঘরটার কোনদিকে তিনি একবার দৃক্‌পাত পর্যন্ত করেন না। টেবিলের উপর থেকে তামাকের কৌটাটি টেনে নিয়ে, ঘরে অত চেয়ার থাকতে হাতলভাঙ্গা চেয়ারটিতে পিছনের পায়া দুটির উপর ভর দিয়ে বসে তিনি পাইপে তামাক ঠাসতে সুরু করেন।

বিরক্তিভরে আমি বলে উঠি,—"জুত ক'রে বসবার ইচ্ছে থাকলে আরাম-কেদারাটায় উঠে বসলেই তো পারেন।"

—"আমার আরামের জন্যে আপনার মাথাব্যথা কেন?"

জবাব দিই,—"আপনার জন্যে নয়, বলছি নিজের জন্যেই। মানে,—কেউ আরামবিহীন চেয়ারে বসেছে দেখলে আমার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হয়।"

আসন ত্যাগ না ক'রে তিনি হেসে ওঠেন। তারপর তামাক টানতে টানতে আমার উপস্থিতিটাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তিনি নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে যান। অবাক হয়ে ভাবতে থাকি, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যটা কী?

এই ধরনের অস্বাভাবিক আত্মসর্বস্ব-স্বভাবের লোকের উপর সহজাত অনুভূতিবশে আমি একটা টান বোধ ক'রে থাকি। অনেক সময় এর জন্যে আমি নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে উঠি। তবু, আমার সবকিছু নৈতিক বল এর আকর্ষণের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। হয়তো এ চেতনা হতে মুক্তিলাভ বহুদিনের আয়াস-সাপেক্ষ। পাপানুশীলনের উপর আমার যেন একটা শিল্পীসুলভ আগ্রহ টের পাই। ব্যাপারটা নিজের কাছেই চমকপ্রদ বলে হয়। তবু সত্য কথা স্বীকার করতে গেলে বলতেই হয় যে কোন বিশেষ আচরণের উপর আমার যতটা বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা থাকুক না কেন, তার চেয়েও আমার মধ্যে বেশী ক'রে দেখা যায় সেই আচরণটির হেতু সম্বন্ধে সমুৎসুক কৌতূহল। যে কোন সর্বাঙ্গীণ ও যথার্থ দুরাত্মাই আইন ও শৃঙ্খলার বিরোধী। তবু এহেন একটি চরিত্রসৃষ্টিতে মোহও আছে। আমার মনে হয়, খেয়ালী স্বপ্নজাল বোনার ছলে সেক্সপিয়র যেমন দেস্‌দিমনাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি হয়তো আয়াগোর উদ্ভাবনের তলে প্রচ্ছন্ন ছিল তাঁর চির-অজানা একটি কামনার চরিতার্থতা-প্রয়াস। এমনও হয়তো হতে পারে যে, কোন দুশ্চরিত্র সৃষ্টি করার সময় লেখক তাঁর নিজেরই অবচেতন মনের অতল রহস্যের গহনে লুকানো রীতি-সভ্যতা-ভীত কতকগুলি অনুভূতিকে তৃপ্ত ক'রে তোলেন। এমনিভাবে হয়তো সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে রক্ত-মাংসের স্পর্শে সঞ্জীবিত ক'রে তোলার ছলে, তিনি তাঁর নিজেরই অপ্রকাশ্য ও অনন্যোপায় জীবনাংশটুকুকে প্রকাশ ক'রে থাকেন। এরই মধ্যে লুকানো থাকে তাঁর আত্মপ্রকাশের আনন্দ।

লেখকেরা প্রধানতঃ বিশ্লেষণের তুলনায় অধিকতরভাবে অনুশীলনস্পৃহ।

আমার মনের মধ্যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটা যথার্থ ও অকপট বিভীষিকা সত্ত্বেও তাঁর মনের কথা জানবার একটা দুর্দমনীয় কৌতূহলের

অস্তিত্বও সেখানে স্থান পায়। প্রকৃতপক্ষে, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যেন আমার কাছে একটা মূর্তিমান ধাঁধা। তাই, যাঁরা তাঁর প্রতি চিরদিন সদয় ব্যবহার ক'রে এসেছেন, তাঁদের জীবনে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ওভাবে অকল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়ার হেতুটা জানবার জন্য ভিতরে ভিতরে আমি অধীর হয়ে উঠি। আর সেইজন্যই, আমি ঝোপ বুঝে কোপ চালিয়ে দিই।

বলি,—"স্ট্রোভ বলেছিল যে তার স্ত্রীর যে ছবিটা আপনি এঁকেছেন, সেইটাই নাকি আপনার সেরা ছবি।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড মুখ থেকে পাইপটা বার ক'রে নেন। তাঁর চোখ দুটি মৃদু হাসির ঝলকে চিকচিক ক'রে ওঠে।

বলেন,—"ওটা করতে বেশ মজা পেয়েছিলাম।"

—"ছবিটা ওকে দিয়ে দিলেন কেন?"

—"তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তারপর আর ওতে আমার কী দরকার?"

—"স্ট্রোভ যে ওটাকে আর একটু হলে নষ্ট ক'রে ফেলত, তা জানেন?"

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে তারপর আবার মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি বোধহয় জানেন না যে, ক্ষুদেটা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?"

—"ওর কথা শুনে কি আপনার মনে একটুও দয়া হয়নি?"

—"দূর! যত সব আবোল-তাবোল আর ছাঁই-পাঁশ!"

আমি টিপ্পনি কেটে বলি,—"বোধহয় আপনার মনে নেই যে, ওর জীবনটাকে আপনিই তছনছ ক'রে দিয়েছেন।"

চিন্তামগ্নভাবে কিছুক্ষণ দাড়ি-বহুল গালে হাত বুলিয়ে তিনি বলেন,—"লোকটা আঁকে অতি বিশ্রী!"

—"তাহলেও, মানুষটা ভালো।"

ঠাট্টার তাড়াতাড়ি জোগান দেন তিনি,—"আর রাঁধুনিও ভালো।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় মনটা এমন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে যে, তাঁর কথার প্রতিবাদ পর্যন্ত করার ইচ্ছা হয় না। জিজ্ঞাসা করি,—

“শুধুমাত্র নিছক কৌতূহলের খাতিরে জিজ্ঞাসা করছি, ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের মৃত্যুর জন্য কি আপনার মনে এতটুকুও অনুশোচনা জাগেনি ?”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটা ভিন্ন অভিব্যক্তির প্রত্যাশায় তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু দেখতে পাই সে মুখ নির্বিকার।

আমাকে তিনি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন,—“কী দুঃখে ?”

—“তাহলে, বলি শুনুন। আপনি যখন মরতে বসেছিলেন, তখন ডার্ক স্ট্রোভ আপনাকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মায়ের মত সেবা করেছিল। নিজের সময়, আরাম, অর্থ, সবকিছু অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়েছিল সে আপনার জন্যে। মৃত্যুর কবল থেকে আপনাকে ছিনিয়ে এনেছিল সে-ই।”

একটা কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলেন,—“অম্নিভাবে লোকের সেবা ক'রে ক্ষুদেটা আনন্দ পেত। ওর স্বভাবই ছিল ঐ রকম।”

—“যদি স্বীকার ক'রেই নিতে হয় যে ওর কাছে কৃতজ্ঞ হবার আপনার কোন কারণ ঘটেনি, তবু ওর স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেওয়াটা কি আপনার উচিত হয়েছে ? আপনি দেখা দেবার আগে পর্যন্ত ওরা ছিল পরম সুখে। তেমনি ভাবেই ওদের ছেড়ে দিলেন না কেন ?”

—“কি ক'রে বুঝলেন যে ওরা সুখে ছিলই ?”

—“দেখলে বোঝা যেত।”

—“খুব সমঝদার আপনি ! জানেন, ক্ষুদেটা ওর স্ত্রীর জন্য যে কাণ্ড করেছিল, তাতে সে কোনদিন ওকে ক্ষমা করতে পারতো না।”

—“মানে ?”

—“জানেন, কেন ও তাকে বিয়ে করেছিল ?”

নীরবে মাথা নেড়ে অজ্ঞতা জানাই।

—“একটা রোমান্‌ রাজ-পরিবারে ব্ল্যাঙ্কী শিক্ষয়িত্রীর কাজ করত। সেই বাড়ীরই একজন রাজকুমার ওকে উচ্ছন্নে দেয়। ব্ল্যাঙ্কী মনে করেছিল যে রাজকুমার ওকে বিয়ে করবে। কিন্তু, তারা ওকে গলা-ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। ওর তখন ছেলে হবে। তাই ও আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। সেইসময়ে স্ট্রোভ-এর সঙ্গে ওর দেখা,—আর তার পরেই হ'লো ওদের বিয়ে।”

—"ওর উপযুক্ত কাজই করেছে। ওর চেয়ে বড় পরদুঃখকাতর মন ক'জনের হয়?"

এতদিন আমি সবিস্ময়ে বার বার ভাবতাম, ওদের মত এমন বেমানান জোড়ের বিয়ে হোল কী ক'রে? ঠিক এ ধরনের সমাধানের সম্ভাবনাও কোনদিন খুঁজে পাইনি। এইজন্যই হয়তো স্ত্রীর প্রতি ডার্কের অনুরাগকে অত বিচিত্র বলে মনে হ'তো,—যেন সেটা শুধু নিছক কামনার চাইতে বড় আর কিছু। ব্ল্যাঙ্কীর স্থৈর্যের মধ্যেও একটা অজ্ঞাত কোন কিছুর অস্তিত্ব আমি নিয়ত অনুভব করেছি। এখন বুঝতে পারি, সেটা আর কিছু নয়,—একটা লজ্জাকর গোপনীয়তাকে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টামাত্র। যেন ঝটিকা-বিধ্বস্ত দ্বীপের বুকে বিষণ্ণ প্রশান্তি। তার আনন্দ যেন নিরাশাক্লিষ্ট। সহসা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের একটা নিষ্ঠুরতম বুক্‌নি কানে যেতেই চমকে উঠি,—চিন্তাসূত্র ব্যাহত হয়।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলেন,—"যারা মেয়েদের ক্ষতি করে, তাদের ওরা মাপ করতে পারে, কিন্তু ওদের জন্যে যারা স্বার্থত্যাগ করে, তারা কোনদিন পেতে পারে না ওদের মার্জনা।"

জবাব দিই,—"অর্থাৎ বুঝে নিতে হবে যে, যে মেয়েটি এসেছিল আপনার সংস্পর্শে, তার জন্যে কোনরকম অনুশোচনার বালাই আপনার নেই।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ঠোঁটের উপর একটা হাসির ঝিলিক খেলে যায়। বলে ওঠেন,—"হাঁ। আর একথাও বুঝে নিতে হবে যে, চুটকী কথা শোনার লোভে নিজের সবকিছু মতবাদকে বিসর্জন দিতে আপনিও সব সময়েই প্রস্তুত।"

—"বাচ্চাটার কি হ'লো?"

—"ওদের বিয়ের তিনচার মাস পরে জন্মালো একটা মৃত-সন্তান।"

এই সময় আমার সবচেয়ে দুর্বোধ্য প্রশ্নটি আমি উত্থাপন ক'রে বসি।

জিজ্ঞাসা করি,—"ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের জন্য আপনার দরদের কারণটা জানতে পারি কী?"

বহুক্ষণ পর্যন্ত তিনি এমনভাবে চুপ ক'রে থাকেন যে বাধ্য হয়ে আমাকে আবার একই কথা জিজ্ঞাসা করতে হয়।

এবার তিনি বলে ওঠেন,—"তা কি আমি জানি! আমাকেও মোটে দেখতে পারত না। বেশ মজা লাগতো আমার।"

—"বটে!"

অকস্মাৎ রেগে গিয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলে ওঠেন,—"চুলোয় যাক ওসব কথা! হাঁ,—ওকে আমি চেয়েছিলাম।"

একটু পরেই আবার আত্মস্থ হয়ে তিনি বলেন,—"প্রথমে তো ও আঁত্‌কে উঠেছিল।"

—"ওকে বলেছিলেন নাকি?"

—"দরকার হয়নি। ও নিজেই জানতো। নিজে আমি কোনদিন কিছু বলিনি। ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। শেষে আমি ওকে আত্মসাৎ করলাম।"

যেভাবে তিনি কথাগুলো পেশ করেন, তাতে মূর্ত হয়ে ওঠে অস্বাভাবিকভাবে তাঁর দুর্বার কামনা,—বীভৎস, বিরক্তিকর। জীবনটা তাঁর অদ্ভুতভাবে পার্থিব সম্পদচ্যুত হয়ে ওঠার জন্যই বোধহয় মাঝে মাঝে তাঁর শরীরটা পাশব বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চায় মনের বিরুদ্ধে। আদিম বন্য জানোয়ারটা হয়তো জেগে উঠে আদি রক্তমাংসের লোলুপতায় এমন অস্থির হয়ে ওঠে যার কাছে তার সমস্ত আত্মদমন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতির ফলে তাঁর মন থেকে নিঃশেষে মুছে যায় সবটুকু হিতাহিত জ্ঞান ও কৃতজ্ঞতা-বোধ।

জিজ্ঞাসা করি,—"কিন্তু, ওকে নিয়ে পালাবার ইচ্ছাটা আপনার হ'লো কেন?"

ভ্রূভঙ্গিসহকারে তিনি জবাব দেন,—"ইচ্ছাটা আমার নয়। ও নিজেই যখন আমার কাছে পালাবার প্রস্তাব করে তখন স্ট্রোভের মতো আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জানিয়েও দিয়েছিলাম আমি ওকে যে, দরকার মিটে গেলে ওকে আমি বিদেয় ক'রে দেব,—আর সেজন্যে যেন ও তৈরী হয়ে থাকে।"

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আবার বলে ওঠেন—"দেহটা ছিল ওর এমন অপরূপ যে তার একটা নগ্ন চিত্র আঁকবার সাধ হয় আমার। তাই ছবি আঁকাও যেমনি আমার শেষ হয়ে গেল, ওর দরকারও ফুরিয়ে গেল আমার কাছে।"

—"অথচ, উনি আপনাকে সর্বান্তঃকরণেই ভালোবাসতেন।"

প্রবল বিরক্তিভরে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঘরটার মধ্যে তিনি নীরবে পায়চারি আরম্ভ করেন।

একটু পরে বলে ওঠেন, "চাই না,—কোন দরকার নেই আমার ভালোবাসায়। ওসবের ফুরসত আমার নেই। ভালোবাসা? সে তো শুধু দুর্বলতা। আমি পুরুষ, তাই আমার মাঝে মাঝে দরকার হয় একটি নারীর। লালসা যেই মিটে যায়, তখন আবার অন্য কাজ। এই জঘন্য কামনাটাকে দাবিয়ে রাখতে পারি না,—আমার সবটুকু ক্ষমতা এর কাছে হার মানে বারে বারে। জানি না, কবে আসবে সেদিন যেদিন আমি সব কামনাবাসনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নির্বিঘ্নভাবে শুধু আমার কাজ নিয়ে থাকতে পরব! ভালোবাসা ছাড়া মেয়েগুলোর দুনিয়ায় আর কিছু করবার নেই বলেই ওরা ওটাকে অমনভাবে ফাঁপিয়ে বড় ক'রে তুলেছে, আমাদের বোঝাতে চায় যে ওটাই নাকি জীবনের সারবস্তু। ছাই! জীবনে কোনও সার্থকতা নেই ওর। লালসা বুঝি,—সেটা স্বাভাবিক এবং শরীরের পক্ষে দরকারও। কিন্তু ভালোবাসা? একটা ব্যাধি। মেয়েরা আমার কাছে—আনন্দের উপাদান;—ওদের সহকর্মী, অংশীদার বা সঙ্গীসাথী হবার শখ আমার মোটে নেই,—সহ্য করতে পারি না ওসব আব্দার।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে এর আগে আর কখনো একসঙ্গে আমি এত কথা বলতে শুনিনি। কথাগুলোয় তাঁর মনের নিদারুণ বিরক্তি ব্যক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কী এখানে কিংবা এর পূর্বে আর কোথাও ঠিক স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কথাগুলি যথাযথভাবে উদ্ধৃত ক'রে দেবার চেষ্টা আমি মোটেই করিনি। একে তো তিনি কথা বলতেন কম, তার ওপর গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। সুতরাং তাঁর বক্তব্যগুলিকে বুঝে নিতে হলে তাঁর ব্যবহৃত অব্যয়গুলি, মুখভাব, অঙ্গভঙ্গি এবং খিস্তিগুলি থেকে নিহিতার্থ খুঁজে নিতে হ'তো।

তাঁর কথার উত্তরে বলি,—"আপনার জন্মানো উচিত ছিল সেই যুগে যখন মেয়েরা গণ্য হ'তো অস্থাবর সম্পত্তিরূপে, আর পুরুষদের থাকৃত অজস্র ক্রীতদাসদাসী।"

—"আমি একজন সর্বাঙ্গীণ স্বাভাবিক মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই।"

তাঁর এই গম্ভীর মন্তব্যে না হেসে থাকতে পারি না।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত সারা ঘরে পায়চারি করতে করতে অসংলগ্ন কথায় যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে তাঁর অনুভূতিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা ক'রে চলেন।

—"মেয়েরা শুধু ভালোবেসেই ক্ষান্ত হয় না, যতক্ষণ না সে আপনার মনটাকে পর্যন্ত দখল ক'রে নিতে পারছে, ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই। স্বভাবদুর্বল বলেই হয়তো ওদের মধ্যে থাকে এহেন একটা অধিকার-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। অল্পে ওরা সন্তুষ্ট হতে পারে না। মনটার পরিধিও ওদের নেহাত ছোট,—তাই যতটুকু সত্তাকে ওরা আত্মসাৎ করতে পারে না, তার জন্যে ওদের আপসোসের অন্ত নেই। বস্তু নিয়েই ব্যস্ত, অথচ আদর্শের উপর ওদের ঈর্ষা। পুরুষের আকাশচারী মনকে নিজেদের ছোট্ট হিসেবের খাতার গণ্ডীর মধ্যে বাঁধবার চেষ্টা করে ওরা। আমার স্ত্রীর কথা আপনার মনে পড়ে না? ব্ল্যাঙ্কীকেও দেখলাম তাই। এক এক ক'রে ওর যতকিছু ছল-চাতুরী সব চালালো আমার উপর। অসীম ধৈর্যে ও আমাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতো। আমাকে ওর নিজের পর্যায়ে নামিয়ে আনবার জন্য এবং আমাকে একান্ত নিজস্ব ক'রে পাবার জন্য ও সবকিছু স্বীকার ক'রে নিতে রাজি ছিল। আমার জন্যে হয়তো দুনিয়ার সবকিছুই ও করতে পারত,—শুধু যে জিনিসটা আমি চাইতাম সেটা ছাড়া। সেটা হ'লো,—আমায় রেহাই দেওয়া।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি চুপ করে থাকি।

তারপর আমি জিজ্ঞাসা করি,—"আপনি ত্যাগ করলে তাঁর অবস্থাটা কী হবে তা' ভেবেছিলেন?"

বিরক্তিভরে তিনি জবাব দেন,—"কেন? আবার স্ট্রোভের কাছে ফিরে গেলেই পারতো। সে তো ওকে গ্রহণ করবার জন্যে তৈরী ছিল।"

প্রত্যুত্তরে বলে উঠি,—"আপনি একটি অমানুষ। তাই, আপনার সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করাও যা, একটা অন্ধের কাছে রঙের বর্ণনা দেওয়াই তাই।"

সহসা আমার চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড একদৃষ্টে আমাকে লক্ষ্য করতে থাকেন। তাঁর সেই চাহনিতে ফুটে ওঠে একটা অবজ্ঞামিশ্রিত বিস্ময়।

—"ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভ মরুক আর বাঁচুক, তাতে সত্যিই কি আপনার কিছু যায় আসে ?"

তাঁর প্রশ্নটির যথার্থ উত্তরের জন্য নিজের মনটা আমাকে একবার খুঁটিয়ে যাচাই ক'রে নিতে হয়।

—"হয়তো তাঁর মৃত্যুতে বেশ খানিকটা বিচলিত হয়ে ওঠবার কারণ ঘটেনি আমার! বোধহয় এর কারণ, আমার যথেষ্ট সহানুভূতির অভাব। তবু জীবনে আরো অনেক কিছু ছিল তাঁর পাওয়ার। তা থেকে তাঁকে এরকম নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করাটা আমার মতে হৃদয়হীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য একথাও আমি সলজ্জে স্বীকার করছি যে এতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।"

—"সত্যিকথা স্বীকার করার সাহস আপনার নেই। কোনও দাম নেই জীবনের। আমি ত্যাগ করেছি বলেই ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভ আত্মহত্যা করেনি। করেছে, নিজে সে বুদ্ধিহীন আর অসংযত প্রকৃতির মেয়ে বলেই। কিন্তু না,—ওর মতো একজন নগণ্যাকে নিয়ে অনেক কথা বলা হ'লো,—আর না। এখন উঠুন। আমার ছবি দেখতে চান তো চলুন আমার সঙ্গে।"

তাঁর কথার ভাবে আমার মনে হয়, আমি যেন তাঁর কাছে একটি শিশু এবং মনটাকে আমার প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাওয়া দরকার। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের পরিবর্তে নিজেরই উপর আমি বিরক্ত হয়ে উঠি। মনের মধ্যে আমার ভেসে উঠতে থাকে মন্তেমার্তের একটি সুখী দম্পতির ছবি,—স্ট্রোভ আর তার স্ত্রী। মনে পড়ে তাদের আড়ম্বরবিহীন জীবনযাত্রা, তাদের সহৃদয়তার কথা। অমন সুখী নীড়টিকে অমন নির্মমভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে দেওয়াটাকে আমার কাছে একান্ত হৃদয়হীনতা বলে মনে হতে থাকে। অথচ সবচেয়ে হৃদয়-হীনতার ব্যাপার এই যে, সেসব কথা মনে হয়েও আমার মধ্যে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয় না। দুনিয়া আবার চলতে থাকে চক্রাবর্তনে,

কেউ মাথা ঘামায় না অতখানি শোচনীয়তা নিয়ে। আমার মধ্যে একটা ধারণা জন্মায় যে ডার্কের মানসিক গভীরতার তুলনায় তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য বেশী বলেই সেও হয়তো সব কথা ভুলে যাবে। কত অজানা রঙীন আশা, আর স্বপ্ন নিয়ে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল ব্ল্যাঙ্কীর, তা এমনভাবে মুছে যাবে সবার মন থেকে যাতে মনে হবে যে সত্যিই কোনদিন হয়তো ও নামের কেউ ছিল না। এতকিছু সবই যেন অবান্তর অর্থহীনতা।

টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জিজ্ঞাসা করেন,—"আসবেন নাকি?"

প্রত্যুত্তরে আমিও জিজ্ঞাসা করি,—"আমার সঙ্গ নেবার চেষ্টা কেন? জানেন তো, আপনাকে ঘৃণা আর অবজ্ঞা দুইই করি।"

খোশমেজাজে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড হেসে ওঠেন।

—"আমার সঙ্গে আপনার ঝগড়ার কারণটা কী জানেন? আমার সম্বন্ধে আপনার মতামতগুলোর আমি কানাকড়ি দাম দিই না,—তাই!"

কথা শুনে অকস্মাৎ রাগে আমার মুখ লাল হয়ে ওঠে। লোকটাকে কি কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে তাঁর এই ধরনের হৃদয়হীন স্বার্থ-পরতায় কারো সত্যিই রাগ হতে পারে। তাঁর পরিপূর্ণ নিস্পৃহতার আবরণটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার একটা উদগ্র বাসনা হতে থাকে আমার। অথচ তাঁর কথার সত্যটুকুকেও আমি কোনমতে অস্বীকার করতে পারি না। মানুষ হয়তো তার নিজের অজ্ঞাতে অপরের উপর প্রযুক্ত তার মতামতগুলোকে পুরস্কৃত হতে দেখতে চায়। আর তাই হয়তো, যাদের উপরে সে এভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তাদের সে দেখতেও পারে না। মানুষের আত্মমর্যাদায় তখনই হয়তো পড়ে তিক্ততম আঘাত। তবু নিজের ভাবান্তরটুকু তাঁকে জানতে দিতে ইচ্ছা হয় না আমার।

বলি,—"কোনও মানুষের পক্ষে অপর কাউকে শুধুমাত্র অশ্রদ্ধা দেখানো কি সম্ভব?"

কথাটা নিজের উপর অধিকতরভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

আবার বলে চলি,—"দুনিয়ায় টিকতে হলে পদে পদে অপরের উপর

নির্ভর করতে হয়। আত্মসর্বস্ব হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বাঁচার প্রচেষ্টাটা অসঙ্গত। আজ হোক আর কালই হোক,—একদিন আপনি বুড়ো হয়ে পড়বেন,—ক্লান্তি এসে ছেয়ে ফেলবে আপনাকে, রোগ দেবে দেখা। সেদিন আপনাকে নিজের গোষ্ঠীর মাঝে আবার ফিরে যেতেই হবে। মনের মধ্যে যখন মমতা আর আরামের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, তখন কি আপনার কোনরকম কুণ্ঠাবোধ হয় না? অসম্ভবের সাধনা আপনার। সেদিন আসবেই, যেদিন আপনার ভিতরকার মানুষটা সাধারণ মানবীয় বাঁধনগুলো মেনে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে।"

—"যাবেন ছবি দেখতে?"

—"আচ্ছা,—মরণের কথাটা কি কোন দিন ভেবেছেন!"

—"কেন? কী দরকার?"

কথা শুনে স্ট্রিকল্যাণ্ডের পানে চোখ তুলে তাকাই। স্পন্দনহীন ভাবে আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে তিনি, চোখের কোণে একটা বিদ্রূপাত্মক হাসি চিকচিক করে ওঠে তাঁর। মুহূর্তের জন্য আমি যেন প্রত্যক্ষ করি একটি অস্থির বিক্ষুব্ধ শক্তির অস্তিত্ব, লক্ষ্য তার দেহাতীত মহত্তর কোন-কিছু। ক্ষণিকের জন্য সেই অকথনীয়ের কার্যধারা ধরা পড়ে আমার দৃষ্টির কাছে।

ছিন্নমলিন বেশ-পরিহিত আমার সুমুখে দণ্ডায়মান লোকটির পানে আবার তাকাই। চোখে পড়ে তাঁর প্রকাণ্ড নাক, উজ্জ্বল দু'টি চোখ, লালচে দাড়ি আর অবিন্যস্ত চুলের গোছা। একটা কোন্ বিচিত্র অনুভূতির প্রভাবে আমার মনে হতে থাকে ওটা তাঁর ছদ্ম আবরণ মাত্র। নিজের পাশে আমি যেন একটা কোন অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকি।

দাঁড়িয়ে উঠে বলি,—"চলুন। দেখেই আসা যাক আপনার ছবিগুলো।"

॥ বিয়াল্লিশ ॥

জানিনা কেন সহসা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর ছবি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসেন। সুযোগটিকে আমি সাগ্রহে গ্রহণ করি। সৃষ্টির মাঝেই মানুষের পরিচয়। সামাজিক পরিচিতির মাঝে তার ততটুকুরই পরিচয় মেলে, যতটুকু সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে দুনিয়াকে জানাতে চায়। মানুষকে যথার্থ-রূপে জানতে হলে নির্ভর করতে হয় তার অনবধানপ্রসূত ছোটখাটো কার্য্যাবলী এবং তার অজ্ঞাতে তার চোখে মুখে প্রকাশমান ক্ষণিক অভিব্যক্তির উপর। মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায় যে সুনিপুণতার সঙ্গে যে-মুখোস পরে মানুষ নিজেকে জাহির করতে থাকে, কালক্রমে সে একদিন প্রকৃতই তাই হয়ে ওঠে। কিন্তু, নিজের কিংবা ছবির মাঝে মানুষ ধরা দেয় অসহায়ভাবে। এক্ষেত্রে ছলনার অর্থ,—নিজের অন্তঃ-সারশূন্যতাকে ব্যক্ত করা। লোহাকাটা যন্ত্রের ছবিটাকে শুধু লোহা বলে দেখাতে চাইলেও যন্ত্রটা ঢাকা পড়ে না। কোনও বৈচিত্র্যানুরাগই আসল মানুষটিকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। তীক্ষ্ণধী বোদ্ধার কাছে কোন ফাঁকি চলে না। নেহাত খেয়ালি সৃষ্টি থেকেও তাঁরা মনের অতলতম প্রদেশের গোপনীয়তাটুকু ধরে ফেলতে পারেন।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের বাসার অগুন্তি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে নিজের মানসিক উত্তেজনাটুকু টের পেতে থাকি। মনে হয়, আমি যেন কোন্ চমকপ্রদ রহস্যাভিযানের শেষ সীমাটিতে উপস্থিত। সকৌতূহলে ঘরটিকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। স্মৃতির তুলনায় সেটাকে আরো ছোট ও ফাঁকা বলে মনে হতে থাকে। আমার যে সব বন্ধুরা চিত্রাঙ্কনের জন্য প্রকাণ্ড চিত্রশালার বায়না ধরে থাকেন,—যাঁরা বলেন যে রুচিমাফিক আয়োজনের বন্দোবস্ত না হলে কাজ করা অসম্ভব, তাঁদের কথা সেই সময়ে সাশ্চর্যে আমার মনে উদয় হতে থাকে।

—"আপনি বরং এইখানটায় দাঁড়ান।"

কথাশেষে স্ট্রিকল্যাণ্ড আঙুল তুলে একটা স্থান নির্দেশ ক'রে দেন। তাঁর সিদ্ধান্তে বোধহয় দর্শনীয় জিনিসগুলো ভালো ক'রে দেখার পক্ষে সেইখানটাই ছিল প্রশস্ত।

—"কথা কইতেও মানা নাকি?"—জিজ্ঞাসা করি।

—"থাক! আর কৃতার্থ করতে হবে না। মুখটা বন্ধ ক'রে রাখলেই বাধিত হবো।"

একখানা ক'রে ছবি এনে চিত্রফলকটির উপর রেখে আমাকে মিনিট দুয়েকমাত্র দেখবার অবসর দিয়েই সেখানা তিনি আবার সরিয়ে নিতে থাকেন। এমনি ক'রে তিনি আমাকে প্রায় ত্রিশখানা ছবি দেখান। ঐ ক'খানা ছবিই তাঁর বিগত ছয় বৎসরের চিত্রসাধনার ফল। ছবিগুলোর আকার বিভিন্ন। ছোটগুলো নানা জড়বস্তুর, আর বড়গুলো প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। এছাড়া তার মধ্যে গোটাকয়েক প্রতিকৃতিও ছিল। দেখানো শেষ হলে তিনি বলেন,—"ব্যস্! এই সব!"

সেদিন ছবিগুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা ঠিক আমার কাছে ধরা পড়েনি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আরো বহুবার সেই ছবিগুলি আমি দেখেছি,—আরো কতকগুলি প্রতিচ্ছবি আমার কাছে পরিচিত। প্রথম দৃষ্টিতে ছবিগুলি যে গভীর নিরাশায় আমার মনটিকে ছেয়ে দিয়েছিল, সেকথা মনে ক'রে আজ আমাকে বিস্মিত হতে হয়। চিত্রকলার সম্পদ হ'লো প্রাণে পুলক সঞ্চার করা,—কিন্তু সেদিন ওরকম কোনও অনুভূতিই জাগেনি আমার মধ্যে। স্ট্রিকল্যাণ্ডের ছবিগুলি দেখে সেদিন এতটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম যে তার থেকে একখানাও কেনার ইচ্ছা হয়নি আমার। সেকথা মনে হলে আজও আমার আপসোস হয়। একটা অপূর্ব সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। ছবিগুলির কয়েকটি স্থান পেয়েছে সংগ্রহশালায়, আর বাকীগুলি আজ শৌখিন ধনীদের অমূল্য সম্পদ।

আত্মসমর্থনে তাই আমাকে কতকগুলি যুক্তি খুঁজে নিতে হয়।

আমার মতে, আমার রুচিটা ভালোই, তবে একথাও আমি জানি যে তার কোন মৌলিকত্ব নেই। চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব অল্প।

তাই এ বিষয়ে আমাকে পূর্বগামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়। তখনকার দিনে ইম্‌প্রেসনিস্টদের উপর ছিল আমার অগাধ শ্রদ্ধা। সিস্‌লী (Sisley) কিংবা দেগাস (Degas)-এর একখানা ছবি পেলে যেন কৃতার্থ হতাম ;—আর, মানেৎকে তো পূজা করতাম। তাঁর "অলিম্পিয়া" তৎকালীন যুগে আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ছবি বলে মনে হ'তো। "Le Dejeunersur l' Herbe" আমার মনকে নাড়া দিত গভীরভাবে। এই সমস্ত ছবিগুলিই চিত্রশিল্পের সর্বোচ্চ উৎকর্ষের নিদর্শন বলে ধারণা ছিল আমার মনে।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যে ছবিগুলি আমাকে দেখিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা আমি করবো না। ছবির বর্ণনা বা ব্যাখা করাটা নেহাতই গন্ধময় ব্যাপার। তাছাড়া, সেই ছবিগুলি আজ বহু শিল্পানুরাগীর কাছে পরিচিত। আজ যখন তাঁর প্রভাবে আধুনিক চিত্রকলা সম্পদশালী হয়ে উঠেছে, যখন তাঁরই প্রথম আবিষ্কৃত জগতে অপরেও স্থান ক'রে নিয়েছে, তখন স্ট্রিক্‌-ল্যাণ্ডের ছবি প্রথম দেখতে যাওয়ার সময় মনটা আগে হতেই তার জন্য তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, সেদিনের আগে ঐ ধরনের আর কোনকিছু দেখার সুযোগ আমার ঘটেনি। সর্বপ্রথমেই তাঁর ছবিগুলিতে আঙ্গিকের জ্যাবড়ামির জন্য আমাকে মুষড়ে পড়তে হয়। পুরাতনপন্থীদের চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয় থাকার ফলে এবং তৎকালীন যুগে ইন্‌গ্রেসকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দৃঢ় ধারণা থাকায়, স্ট্রিক্‌-ল্যাণ্ডের ছবিগুলি কুচিত্রিত বলে মনে হয়। তাঁর লক্ষ্যবস্তু "সহজীকরণ" সম্বন্ধে তখন কিছুই জানতাম না। তাঁর একটি ছবির কথা মনে পড়ে। একটি রেকাবীর উপর ক'টা কমলালেবু। ছবিটি দেখে মন বিমুখ হয়ে ওঠে। রেকাবীটা গোল তো নয়ই, উপরন্তু লেবুগুলোও যেন থ্যাবড়ানো। সাধারণ জীবনাকৃতির চাইতে আকারে খানিকটা বড় হওয়ায় ছবি-গুলিতে যেন একটা কদর্য ফুটে ওঠে। প্রতিকৃতিগুলি আমার সম্পূর্ণ অজানা একটি আঙ্গিকে চিত্রিত হওয়ার জন্য আমার চোখে ছবির মুখ-গুলি যেন ব্যঙ্গাত্মক বলে ঠেকে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিগুলি আমাকে আরও বিভ্রান্ত ক'রে তোলে। তার মধ্যে দু'তিনখানা ছবি ছিল ফন্টেনব্লো'র বন-জঙ্গলের ;—প্যারীর পথের চিত্রও ছিল অনেকগুলো।

ছবিগুলো দেখে প্রথমে তো আমার ধারণা হয় যে সেগুলো হয়তো কোনও মাতাল গাড়োয়ানের আঁকা।

একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম আমি। বর্ণবিন্যাস-প্রণালী দেখে মনে হয় সেটা নেহাত কাঁচা হাতের কাজ। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য প্রহসন বলে মনে হতে থাকে।

পিছন পানে তাকালে আজ আমি স্ট্রোভের তীক্ষ্ণধীতে সেদিনের চাইতে আরও গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়ি। প্রথম দৃষ্টিতেই চিত্র-কলার এই বিপ্লবী প্রতিভাটিকে,—যাঁকে আজ সমস্ত জগৎ স্বীকার ক'রে নিয়েছে,—চিনে নিতে পেরেছিল ও তার অঙ্কুর হ'তেই।

তবু, বিভ্রান্ত কিংবা বিরক্ত হলেও, অভিভূত না হয়েও আমি থাকতে পারিনি। আমার মতো একজন, চিত্রশিল্পে যার অজ্ঞতা আকাশচুম্বী, তার কাছেও সেই স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার ইঙ্গিত লুকানো থাকেনি। ফলে, আমি উদগ্রভাবে আগ্রহশীল হয়ে উঠি। আমি অনুভব করতে থাকি যেন ছবিগুলো আমাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কত কি জানাতে চায়,—অথচ বুঝতে পারি না আসলে সেই বক্তব্যগুলো কী? ছবিগুলো আমার চোখে কুৎসিত ঠেকে বটে, তবু সেগুলো কী যেন একটা আবশ্যকীয় অথচ সম্পূর্ণ অব্যক্ত ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দেয়। সেগুলোকে যেন নৈরাশ্যজনকভাবে আশাপ্রদ বলে মনে হতে থাকে। ছবিগুলোর প্রভাবে আমার মনে একটা অবিশ্লেষ্য ভাবের উদয় হয়। এমন কিছু তারা বলতে চেষ্টা করে যা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। আমার মনে হয়, স্ট্রিকল্যাণ্ড হয়তো পার্থিব বস্তুর মাঝে একটা কিছু অপার্থিবের সন্ধান পেয়েছিলেন, আর তারই ইঙ্গিতমাত্র যেন অব্যক্ত প্রতীকগুলিতে। যেন জাগতিক জড়পিণ্ডের মাঝে তিনি একটা নূতন আদর্শের সন্ধান পেয়ে অধীর-হৃদয়ে ছবিগুলির মধ্যে বিশ্রীভাবে তাই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। আমি টের পাই, যেন কোন একটা বিক্ষুব্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টায় ছটফট করতে থাকে।

তাঁর দিকে ফিরে বলি,—"মাধ্যম বেছে নিতে আপনার ভুল হয়নি তো?"

—"আপনার ও ছাঁইপাশ কথার কিচ্ছু বুঝতে পারি না।"

—"মনে হচ্ছে, আপনি যেন কিছু বলতে চেয়েছেন,—ঠিক জানিনা অবশ্য সেটা কী,—তবে বোধহয় চিত্রণের ভিতর দিয়ে তার পরিপূর্ণ প্রকাশও সম্ভব নয়।"

ছবি দেখে তাঁর বিচিত্র চরিত্রটিকে উপলব্ধি করার মত একটা কোনও সূত্র পাওয়ার আশা করাটা আমার ভুল হয়েছিল। বস্তুতঃ সেগুলো দেখে বিস্ময়াধিক্যে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। যেন হাবুডুবু খেতে থাকি অকূল সমুদ্রে পড়ে। একটামাত্র জিনিস আমার কাছে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। হয়তো সেটাও অনুমানমাত্র। তবু মনে হয়, তিনি যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণে যুঝতে থাকেন। অথচ, সেই শক্তি এবং তাঁর মুক্তির স্বরূপ দুই-ই রয়ে যায় অজ্ঞাত। জগতে আমরা সবাই একা। তিনি যেন কোন পিতল-নির্মিত সু-উচ্চ গম্বুজের মধ্যে বন্দী। সেখান থেকে তাঁর পরিচিতদের যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করেন শুধু এমন কতকগুলি সঙ্কেতের সহায়তায়, যাদের কোন সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ নেই। আর তাই সঙ্কেতগুলি হ'য়ে ওঠে অর্থহীন, অনির্দিষ্ট। মর্মান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা নিজেদের হৃদয়ৈশ্বর্যের কথা জানাতে চাই অপরকে, অথচ তাদের যেন সে বোধশক্তি নেই। তাই পাশাপাশি থেকেও আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারি না,—পড়ে থাকি একা,—পরিচিতদের যেন বুঝে উঠতে পারি না,—তারাও পারে না আমাদের বুঝে নিতে। আমরা যেন একই দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্নজন,—বুঝতে পারি না পরস্পরের ভাষা। বক্তব্যের জন্য সবকিছু সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও বারে বারে তা শুধু অবোধ্য বাক্যালাপের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শেষ পর্যন্ত, কোনও একটি বিশেষ মানসিক অবস্থাকে প্রকাশের এই বিস্ময়জনক প্রচেষ্টা আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে। মনে হয়,—যে জিনিসটা আমাকে ওরকম পরিপূর্ণভাবে হতবুদ্ধি ক'রে তোলে, সর্বপ্রথমে তার অর্থ নির্ণয় ভিন্ন সেই প্রচেষ্টাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দেখা যায় যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কাছে রঙ ও রূপের একটা বিচিত্র অর্থ আছে। আত্মমধ্যস্থ অনুভূত বিষয়টিকে প্রকাশ করার অসহ তাগিদে একক উদ্দেশ্যে তিনি তাদের রূপ দিয়ে সৃষ্টি ক'রে চলেন। অজানা

রহস্যটির কাছাকাছি এসে সেটাকে বিকৃত অথবা সরল করে তোলার চেষ্টা করতে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কোথাও দ্বিধা করেন না। বিষয়ের দাম তাঁর কাছে কিছু নয়;—কেননা, অসংশ্লিষ্ট ঘটনাস্তূপের নিচে আত্মবোধ্য কোনও একটা ইঙ্গিতের সন্ধান ক'রে ফেরেন তিনি। যেন সৃষ্টিটার মনের নাগাল পেয়ে তাকে প্রকাশ করবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। যদিও ছবিগুলি আমাকে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত ক'রে তোলে, তবু সেগুলির অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদে বিচলিত না হয়ে পারি না। কেন জানি না,—স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের জন্য মনের মধ্যে একটা অভাবনীয় অনুভূতি দেখা দেয়। যেন একটা কোন্ আত্মহারা মমতা।

তাঁকে বলি,—"এখন বুঝতে পারছি, ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের উপর কেন আপনি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছিলেন?"

—"কেন?"

—"হয়তো আপনার সাহসের অভাব ঘটেছিল। আপনার জৈব-দুর্বলতা হয়তো মনেও সংক্রামিত হয়ে পড়েছিল। জানি না, কোন্ অসীম বিক্ষুব্ধি আপনাকে অধিকার ক'রে আছে! তারই তাড়নায় আপনি বিপদকে অগ্রাহ্য ক'রে একা ছুটে চলেছেন এমন একটা লক্ষ্যের সন্ধানে, যেখানে পৌঁছতে পারলে হয়তো আপনি নিজের ভিতরকার বিক্ষুব্ধ চেতনার হাত থেকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভ করতে পারেন। যেন কোন্ অস্তিত্ববিহীন তীর্থক্ষেত্রের পথে একা আপনি এক পার্থিব তীর্থযাত্রী। জানি না, কোন্ সে দুর্জ্ঞেয় নির্বাণের অভিযান আপনার? নিজে জানেন কী? হয়তো সত্য ও মুক্তিই আপনার কামনা। ক্ষণিকের জন্য হয়তো আপনার মনে হয়েছিল যে প্রেমের মধ্যেই পাবেন আপনি মুক্তির সন্ধান। তাই হয়তো আপনার মনে হয়েছিল যে নারীর বাহুবন্ধনের মাঝে আপনার পরিশ্রান্ত মন পাবে শান্তি;—কিন্তু সেখানেও নিরাশ হতে হ'লো বলে বোধহয় তাদের আপনি ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন। নিজের উপর আপনার কোন মমতা নেই, তাই তাদের উপরও নেই। যে সঙ্কট থেকে অল্পের জন্য আপনি রক্ষা পেয়ে গেছেন, তার ভয়ে সেদিন আপনার অন্তরাত্মা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। আর, আপনার এই মানসিক আশঙ্কার প্রাবল্যেই ঘটলো ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভের মৃত্যু।"

একটুখানি শুকনো হাসি হেসে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলেন,—"বন্ধু হে! আপনি একটি নিছক কল্পনা-বিলাসী। দুঃখ হয় আপনার জন্যে!"

সপ্তাহখানেক পরে খবর পাই কোনও এক সূত্র হতে যে তিনি চলে গেছেন মার্সেলে।

তারপর আর আমার দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে।

॥ তেতাল্লিশ ॥

এ পর্যন্ত যতটুকু লিখেছি আমি স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে, সেদিকে তাকালে বুঝতে পারি যে সেটা হয়েছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমার জানা সব কিছু ঘটনার উল্লেখ আমি করেছি। কিন্তু তবু সূত্র জানা না থাকায়, ঘটনাগুলো রয়ে গেছে অবোধ্য। সবচেয়ে বিচিত্র ঘটনা, অর্থাৎ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের চিত্রকর হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা, স্বেচ্ছাচারিতা বলে মনে হয়। হয়তো তাঁর জীবনের ঘটনাচক্রও এর জন্য আবশ্যকীয়ভাবে দায়ী,—তবু আমি জানি না, সেই প্রকৃত কারণটি কী? তাঁর নিজের কথাবার্তা থেকে আমি কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি। বিচিত্র একটি মানুষের জীবনের কতকগুলি ঘটনার যথাযথ বর্ণনার পরিবর্তে আমি যদি এ নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে বসতাম, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাঁর এই মানসিক পরি-বর্তনের যথেষ্ট হেতু উদ্ভাবন করতে পারতাম। হয়তো দেখাতে পারতাম যে পিতার ইচ্ছার জন্য তাঁর আশৈশবের প্রবল বাসনা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল;—কিংবা হয়তো অর্থোপার্জনের প্রয়োজনের কাছে বলি দিতে হলো তাঁর মনোবাসনাকে। ফুটিয়ে তুলতে পারতাম তাঁর অধীর জীবন-দ্বন্দ্বের ছবি। তাঁর মানসিক শিল্পানুরাগ আর বাস্তব কর্তব্যপরায়ণতার দ্বন্দ্বের বর্ণনায় পাঠকের সহানুভূতি গলে পড়ত তাঁর উপর। তাঁকে হয়তো আমি আরো বেশী হৃদয়গ্রাহী চরিত্র করে সৃষ্টি করতে পারতাম। তাঁর মধ্যে একটি নব প্রমিথিউসের সন্ধান পাওয়াও হয়তো দুঃসাধ্য

হতো না। নবরূপে পুরোনো নায়ককে হয়তো মানুষের কল্যাণের জন্য নিদারুণ মনস্তাপ বরণ করে নিতে দেখা যেত। মোট কথা, বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

আবার, তাঁর উদ্দেশ্যটিকে অন্ততঃ ডজনখানেক উপায়ে দাম্পত্য-প্রভাব-সম্ভূত করেও আমি দেখাতে পারতাম। কোনও গোপন রহস্যের উন্মোচনে আপনা হতেই প্রকাশ করা চলত যে পরিচিত লেখক ও চিত্রকর সাথে বিজড়িত তাঁর নিজের স্ত্রী; কিংবা কোন পারিবারিক অসঙ্গতির জন্য হয়তো তিনি নিজেই নিজের উপর নির্যাতন-প্রয়াসী; অথবা এও আমি দেখাতে পারতাম যে কোনও প্রেমঘটিত ব্যাপারে তাঁর ভিতরকার ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকণাটুকু সহসা জ্বলে ওঠে অত্যুগ্র শিখায়। তাহলে হয়তো শ্রীমতী স্ট্রিকল্যাণ্ডকে চিত্ররূপে চিত্রিত করতে হতো। প্রকৃত ঘটনাগুলিকে চেপে গিয়ে তাঁকে একটি বিরক্তিদায়ক ও ক্লান্তিকর মহিলা করে, কিংবা প্রতিভার দাবীর সহানুভূতিবিহীন কোন গোঁড়া প্রকৃতির নারীরূপে তাঁকে আমায় রূপ দিতে হতো। স্ট্রিকল্যাণ্ডের বিবাহটিকে আমি একটি এমন সুদীর্ঘ নির্যাতনের ইতিহাস করে তুলতে পারতাম—যার থেকে পালিয়ে যাওয়া ভিন্ন তাঁর নিষ্কৃতির আর অন্য কোন পথ থাকত না। সঙ্গিনী সম্পর্কে তাঁকে আমি ধৈর্যশীলরূপে এমন ভাস্বর করে ফুটিয়ে তুলতে পারতাম, যাতে দেখা যেত যে জোয়ালের চাপে তিনি নিষ্পেষিতপ্রায়, তাকেও স্কন্ধচ্যুত করতে তাঁর মনে জাগে দয়ার্দ্র অনিচ্ছা। অবশ্য, ছেলেমেয়েগুলিকে তাহলে উবিয়ে দিতে হতো।

এছাড়া অন্য উপায়েও বিষয়টিকে নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী গড়ে তোলা যেত। তাঁকে এমন এক বৃদ্ধ চিত্রকরের সংস্পর্শে এনে ফেলা যেত, যিনি কাজের চাপের জন্যই হোক কিংবা অর্থকরী সাফল্যের জন্যই হোক, নিজের যৌবনের প্রকৃত প্রতিভার সাথে এতকাল ধরে প্রতারণা করে এসেছেন। স্ট্রিকল্যাণ্ডকে দেখেই যেন তিনি তাঁর মধ্যে খুঁজে পেতেন সেই সম্ভাবনাকে যা একদিন তিনি নিজে করে ফেলেছেন অপব্যয়। তাই স্ট্রিকল্যাণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে তিনি তাঁকে অনুরোধ জানান, সবকিছু ভুলে শুধু অপার্থিব শিল্পকলার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে। এভাবে কাহিনীকে রূপ দেবার চেষ্টা করলে খানিকটা

ব্যঙ্গাত্মকভাবে আরো দেখানো যেত যে মানৈশ্বর্যশালী সফলকাম বৃদ্ধটি বাঁধা পড়েছেন এমন একটি জীবনায়নে, যা সুখকর জেনেও শুধু তাঁর বাঞ্ছনীয় নয় বলেই তিনি তার সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারছেন না।

আসল ব্যাপারটি কিন্তু ঢের নীরস। ছেলেবেলাতে স্কুল ছাড়বার পরই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে যখন একটা দালালের অফিসে কাজে ঢুকতে হয়, তখন তাঁর মনে কোনও বিতৃষ্ণ চেতনার উদয় পর্যন্ত ঘটেনি। বিয়ে করার আগে পর্যন্ত এমনি সাধারণ ভাবেই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাঁর জীবন কেটে যায়। ওরই মাঝে মাঝে চলতে থাকে সামান্য জুয়াখেলা, হয়তো শেয়ার মার্কেট নিয়ে কিংবা হয়তো ডার্বি, অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজের ঘোড়দৌড়ের উপর যৎসামান্য বাজী ধরে। অবসরকালে, মাঝে মাঝে সামান্য মুষ্টিযুদ্ধও চলতে থাকে। পড়ার বস্তু ছিল "পাঞ্চ" আর "স্পোর্টিং টাইমস্"। হ্যাম্পস্টেডের নাচের আসরেও দেখা যেত তাঁকে।

ওই সময়টার মধ্যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার দেখা না হওয়ায় তেমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটেনি। যে-কটা বছর ধরে একটা দুরূহ কলা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য তিনি চেষ্টা করছিলেন, সেই সময়টা নিতান্তই একঘেয়ে। সেই অবস্থার ভিতরে যেসব ঘটনাচক্রে তাঁকে পড়তে হয় তার ভিতর থেকে নিজের ভরণ-পোষণের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু অর্থোপার্জনেরও কোন পথ তিনি খুঁজে পাননি বলেই আমার বিশ্বাস। সেই ঘটনাগুলির বিবরণ দিতে হলে তাঁর পরিচিত আর সকলেরও জীবন-কাহিনীর বর্ণনা দিতে হয়। তাঁর নিজের চরিত্রের উপর সেগুলির কোন ছাপ পড়েছে বলে আমার মনে হয় না। তাঁর নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা হতে সমসাময়িক প্যারী সম্বন্ধে একখানি রহস্য-রোমাঞ্চময় উপন্যাস গড়ে তোলার পর্যাপ্ত উপাদান পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব, কিন্তু তবু তাঁকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয় থাকতে। তাঁর কথাবার্তাগুলি বিচার করে দেখলে টের পাওয়া যায় যে তৎকালীন প্যারীর কোনকিছুই তাঁর মনে দাগ বসাতে পারেনি। বোধহয় প্যারীপ্রবাসকালে তাঁর বয়সটা এমন একটা উর্ধ্ব-সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছেছিল যার ফলে তাঁকে পারিপার্শ্বিক চাকচিক্যের

কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়নি। দৃশ্যতঃ বিস্ময়কর ঠেকলেও তিনি যে বারবার আমার কাছে শুধু বস্তুবিশ্বাসীরূপেই দেখা দিতেন, তা নয় ;—আসলে তিনি ছিলেন গোঁড়া বাস্তববাদী। আমার মনে হয়, তাঁর তৎকালীন জীবনটা ছিল যথেষ্ট রোমাঞ্চময়,—অথচ সেই রোমাঞ্চের এতটুকুও তাঁর নজরে পড়েনি। হয়তো জীবনের রোমাঞ্চময়তাকে উপলব্ধি করতে হ'লে দরকার হয় অভিনয়সুলভ দক্ষতার। সত্তা হতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে যে-দৃশ্য মানুষের নজরে পড়ে, তাতে মানুষ তন্ময় হয়ে যায় সম্পূর্ণ আত্মচ্যুত হয়ে। কিন্তু স্ট্রিকল্যাণ্ডের মত এককমনা ও আত্ম-সচেতন লোক আমি আর দেখিনি। আমার দুর্ভাগ্য যে, যে-দুরারোহ সোপানগুলি উত্তীর্ণ হয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব কলাবিদ্যাটিকে ওভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিতে আমি অপারগ। আমি যদি দেখাতে চেষ্টা করি যে একটা অনির্বাণ প্রচেষ্টার বলে তিনি পরাজয়েও ছিলেন অনমনীয়,—শিল্পীর প্রধান শত্রু আত্মদ্বিধার ক্ষণেও ছিলেন অক্লান্তকর্মী,—তাহলে হয়তো তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি অপরকে আকৃষ্ট করে তুলতে পারি। তবু একথাও আমি জানি যে তাহলে এ হেন চরিত্রটি অস্বাভাবিকভাবে মাধুর্যবিহীন হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ এসব কিছুই করার উপায় নেই আমার। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে আমি কখনও আঁকতে দেখিনি, কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি। নিজের প্রচেষ্টার গোপনীয়তাটুকুকে তিনি নিজের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখতেন। নিরালা চিত্রশালাটির মধ্যে অন্তর্নিহিত বিক্ষুব্ধ সম্পদের সাথে দ্বন্দ্বে, নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও বাইরের কাউকে তিনি কোনদিন সে মনস্তাপের কণামাত্র জানতে দেননি।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্ল্যাঙ্কী স্ট্রোভ-এর সম্পর্কের প্রসঙ্গটা মনে হলেই আমার মেজাজটা খারাপ হয় এই কারণে যে, তার কতটুকুই বা আমি জানি। আমার গল্পটিকে সুগ্রথিত করার জন্য ওঁদের শোচনীয় মিলনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমার কিছু বলা উচিত, কিন্তু যে তিনমাস ওঁরা এক সঙ্গে বাস করেছেন, সে-সময়ের কথা আমি কিছুই জানি না। কেমন মিল হয়েছিল ওঁদের দুজনায়, অথবা কী ধরনের আলাপ চলত ওঁদের মধ্যে, তার কোন কিছুই আমার জানা নেই। দিনরাতের চব্বিশটা ঘণ্টা ধরেই মানুষ

প্রেমচর্চা করে না,—তার লগ্ন আসে মাঝে মাঝে। এই লগ্নোত্তর অবশিষ্ট সময়টুকু সম্বন্ধে আমার মনে একটা ধারণা—আমি গড়ে নিতে পারি। আমার মনে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো পাওয়া সম্ভব এবং যতক্ষণ ব্যাঙ্কীর ক্ষমতায় কুলাতো, স্ট্রিক্ল্যাণ্ড ততক্ষণ হয়তো সমানে ছবি এঁকে যেতেন। আর, এভাবে তাঁকে কাজের মাঝে আত্মমগ্ন থাকতে দেখে ব্ল্যাঙ্কী নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন মনে মনে। স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের কাছে তাঁর সার্থকতা ছিল শুধু যেন 'মডেল'রূপে,—প্রণয়িনী হিসাবে নয়। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দুজনে পাশাপাশি থেকেও নীরবে কাটাতে হতো তাঁকে। ফলে, হয়তো ব্ল্যাঙ্কী আশঙ্কাকুল হয়ে উঠেছিলেন। স্ট্রিক্ল্যাণ্ড বলেছিলেন যে তাঁর কাছে ব্ল্যাঙ্কীর আত্মসমর্পণটা খানিকটা ডার্ক স্ট্রোভের উপর টেক্কা দেবার ইচ্ছাপ্রসূত। কেননা, ব্ল্যাঙ্কীর চরমতম বিপদের ক্ষণে সাহায্য ক'রে ডার্ক বহু বিকৃত খেয়ালের সুযোগ দিয়েছিলেন তাঁকে। কথাটাকে আমি সত্য বলে মেনে নিতে পারি না, —কেমন যেন বিসদৃশ বলে মনে হয়। কিন্তু মানবমনের গোপন রহস্য ক'জনেই বা ভেদ করতে পারে? বিশেষতঃ যারা মানুষের কাছ থেকে শুধুমাত্র সোচ্ছ্বাস সমবেদনা আর সাধারণ মানসিক উত্তেজনা আশা করে, তাদের কাছে একাজ দুঃসাধ্য। কামনার ক্ষণমুহূর্তগুলির পরে তাঁর প্রতি স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের নিস্পৃহতা দেখে ব্ল্যাঙ্কীর সারামন ছেয়ে যেত বিষাদঘন নৈরাশ্যে। তিনি টের পেতেন যে স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের কাছে তিনি একটা মানুষের বদলে শুধুমাত্র যেন প্রমোদের উপাদানস্বরূপ। অতদিনের ঘনিষ্ঠতার পরও যেন স্ট্রিক্ল্যাণ্ড তাঁর কাছে অনাত্মীয় রয়ে যান। ব্ল্যাঙ্কী সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকেন তাঁর ব্যর্থচাতুর্যে স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে বাঁধবার জন্য। আরাম ও আবাসের ফাঁদে তিনি স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে বন্দী করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেখা যায় যে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড-এর কাছে ওসবের কোনও দাম নেই। কষ্ট ক'রে স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের মনের মতো খানার যোগাড় করে রাখেন তিনি, অথচ টের পান যে আহার সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে একা ছেড়ে যেতে তাঁর ভয় হয়, তাই সর্ব্বক্ষণ তিনি তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে ভোলেন না। স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের ভিতরকার কামনার শিখাটিকে নির্বাপিতপ্রায় দেখতে পেলেই তিনি সেটিকে উস্কে দেবার চেষ্টা করেন;

মনে রঙীন আশা—হয়তো ওই একটা প্রয়োজনের খাতিরেও তাঁকে পাওয়া যেতে পারে কাছে। হয়তো সহজাত বুদ্ধিবলে তিনি বুঝতেও পেরেছিলেন যে তাঁর ওই সব অসংখ্য প্রচেষ্টার ফলে স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের ঘুমন্ত ধ্বংস-চেতনাটি শুধু উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, যেমন নাকি কাচে-ঢাকা বন্ধ ঘরে হাঁফিয়ে উঠে মানুষ ভেঙে-চুরে তছনছ ক'রে ফেলতে চায় সেই ঘরটাকে একটুখানি মাটির পরশের দুর্বার আকাঙ্ক্ষায়। তবু মন তাঁর যুক্তি মানে না,—সব জেনেও তিনি হেঁটে চলেন অবধারিত বিপর্যয়ের পথে। নিশ্চয়ই অতৃপ্তিতে ভরে ওঠে তাঁর মন। তবু অন্ধ ভালোবাসার প্রভাবে তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন,—অপার ভালোবাসার অকৃত্রিমতায় হয়তো তিনি একদিন স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের মধ্যেও জাগিয়ে তুলতে পারবেন অনুরূপ ভালোবাসা।

স্ট্রিক্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে সবকিছু ঘটনা জানতে না পারার যে অসুবিধা, তার চেয়েও বড় অসুবিধা হচ্চে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা। নারী সম্পর্কে তাঁর আচরণগুলি সহজবোধ্য ও চমকপ্রদ থাকায়, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমি আলোচনা করেছি, কিন্তু তা তাঁর জীবনের একটা উপেক্ষণীয় দিকমাত্র। অথচ মজা এই, কি মর্মান্তিক ভাবেই না অপরকে তা প্রভাবিত করেছে। আসলে, তাঁর জীবনটা গড়ে উঠেছিল শুধু স্বপ্নবিলাসে আর কঠোর শ্রমের উপর।

ঠিক এমনি জায়গায় এসে যে-কোনও কাহিনী অবান্তর হয়ে ওঠে। কেননা, পুরুষের জীবনে ভালোবাসা তার বহুবিধ নৈমিত্তিক ঘটনার অন্যতম। অথচ উপন্যাসের পাতায় এ হেন ভালোবাসাকে একটা বাস্তবোত্তর মিথ্যা প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। দুনিয়ায় যে-কটি মুষ্টিমেয় লোকের কাছে ভালোবাসাই জীবনের সারবস্তু বলে গণ্য, তারা বড় একটা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এমন কি প্রেমসর্বস্ব নারীদের কাছে পর্যন্ত তারা অস্বস্তির পাত্র হয়ে ওঠে। মেয়েরা তাদের আদর-সোহাগ সবই করে, তবু তাদের অধঃস্তরের কথা সব সময় মেয়েদের মনে বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ, পুরুষেরা ক্ষণস্থায়ী প্রেমলগ্নগুলির শেষে আরো এমন বহু কাজ করে থাকে যার মধ্যে তাদের মন নিবিষ্টচিত্ত হবার প্রচুর অবকাশ পায়। অর্থোপার্জনের চেষ্টায় তাদের মস্তিষ্কচালনা

করতে হয়, খেলাধূলা পেলে তারা তন্ময় হয়ে যায়, শিল্পকলা নিয়েও তারা মেতে উঠতে পারে। অধিকাংশ সময়েই তারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নিজেদের কার্যক্ষমতাকে নিয়োজিত রাখতে চায়,—একটা শেষ হ'লে তারা আর একটাকে আঁকড়ে ধরে। যে-কোনও একটা বিশেষ সাময়িক কাজে মুহূর্তমধ্যে মনটিকে নিবিষ্ট করার একটা ক্ষমতা দেখা যায় পুরুষের মধ্যে। আর তাই, কাজের উপর কাজ এসে পড়ার উপক্রম হলে তারা বিভক্তমনা হবার আশঙ্কায় ঈষৎ বিরক্ত হয়ে ওঠে। ভালোবাসা প্রসঙ্গে পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রধানতম পার্থক্য এই যে, নারী সারাটা দিনই ভালোবাসায় মশগুল হয়ে থাকতে পারে,—কিন্তু পুরুষের কাছে ওটা একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের জীবনে যৌনক্ষুধার স্থান ছিল খুব অল্প,—ওটা ছিল তাঁর কাছে যেন একটা অবান্তর ও বিরক্তিকর ব্যাপার। মনটা তাঁর ঘুরে বেড়াত অন্য জিনিসের সন্ধানে। সত্য বটে, সুপ্ত দুর্বার ইন্দ্রিয়ানুরাগের তাড়নায় মাঝে মাঝে তাঁর বুভুক্ষু দেহটা ক্ষেপে উঠত প্রমোদ-লালসায়,—কিন্তু এভাবে আত্মচ্যুত হওয়ার হেতু এবং নর্মবিলাসের অপরিহার্য সঙ্গিনী, দুটিকেই তিনি সমান ঘৃণা করতেন। আত্মস্থ হবার পর উপভুক্ত নারীটিকে দেখে তিনি আঁতকে উঠতেন। মনটা তখন তাঁর উড়ে যেতে চাইত যেন কোন্ স্বর্গের নির্মলতায়। আর তাই, লীলা-সহচরীটি তখন তাঁর কাছে হয়ে উঠত আতঙ্কের কারণ। এ যেন সেই বর্ণময় প্রজাপতির স্বভাব,—গুটিকার আভ্যন্তরিক সারটুকু হতে উদ্ভূত হয়ে ফুলের উপর উড়তে উড়তে সে ঘৃণা করতে চায় সেই শূন্যগর্ভ খোলসটিকে তার আবিলতার জন্য। আমার মনে হয়, শিল্পকলা হলো যৌনানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। এ যেন মানুষের মনের সেই একই চেতনা, যা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে কোনও একটি সুন্দরী নারী অথবা নেপল্‌সের চন্দ্রালোকিত পীতাভ উপসাগরটিকে দেখলে। এমনও হতে পারে যে শিল্পীসুলভ সৃষ্টিসন্তুষ্টির পাশে সাধারণ যৌন-প্রেরণা হয়তো পাশবিক মানসিকতা বলে মনে হওয়ার জন্যই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ঘৃণা করতেন তাকে। আমি নিজেও একথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে, যে-লোকটির আমি পরিচয় পেয়েছি হৃদয়হীন, স্বার্থপর, অমানুষ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত বলে, সেই

আবার কী করে এত বড় আদর্শবাদী হয়ে উঠতে পারে? অথচ একথা সত্যি এবং একে অস্বীকার করার পথ নেই।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বাস করতেন একজন নগণ্য মিস্ত্রির চাইতেও দীনভাবে। পরিশ্রম করতেন নিদারুণ। সাধারণ মানুষের জীবনকে শোভন ও মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার জন্য যা-কিছু দরকার, সে-সবের উপর তাঁর কোন রকম মোহ ছিল না। অর্থ-সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিরাসক্ত। খ্যাতির প্রতি ছিলেন নিস্পৃহ। দুনিয়ার কোনকিছুর সঙ্গেই কোন সূত্রে মানিয়ে চলার প্রবৃত্তি তাঁর দেখা যায়নি। তবু এজন্য বোধহয় তাঁকে প্রশংসা করা চলে না। কেননা, ও ধরনের কোন প্রবৃত্তির অস্তিত্বই আসলে ছিল না তাঁর মধ্যে। "মানিয়ে চলা" কথাটা সম্ভবতঃ কোনদিন তাঁর মাথায় ঢোকেনি পর্যন্ত। থীব্‌স্‌ মরুভূমিবাসী সন্ন্যাসীদের চাইতেও নিঃসঙ্গভাবে তিনি প্যারীতে বাস করতেন। শুধুমাত্র তাঁকে একা থাকতে দেওয়া ছাড়া পরিচিতদের কাছে তাঁর আর কোনও অনুরোধ ছিল না। তাঁর লক্ষ্য-পথে তিনি ছিলেন একা যাত্রী,—অথচ সিদ্ধিলাভের জন্য শুধু আত্মাহুতি নয়,—যা সবাই পারে না তাও,—অর্থাৎ অপরকেও সেজন্য বলি দিতে দ্বিধাবোধ হতো না তাঁর। মনের মধ্যে ছিল তাঁর শুধু কল্পনা আর স্বপ্ন।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জঘন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন সত্য। তবু, আজও আমার ধারণা,—তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

শিল্পকলা সম্বন্ধে বিভিন্ন চিত্রকরদের মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। তাই এই অবসরে পূর্ববর্তী প্রখ্যাত শিল্পীদের সম্বন্ধে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মতবাদগুলিকে আমি পেশ করে নিতে চাই। পেশ করবার মত অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। কেননা, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড গাল্পিক ছিলেন না মোটেই। জুতসই বুকনির জোরে বক্তব্যটাকে শ্রোতাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার

কোনও দক্ষতাই তাঁর ছিল না। রসিকতার অস্তিত্বও ছিল না তাঁর মধ্যে। আমি যদি তাঁর উক্তিগুলিকে খানিকটাও যথাযথভাবে উদ্ধৃত করতে পেরে থাকি, তাহলে দেখা যাবে যে তাঁর রসিকতাগুলো ছিল যেন বিদ্রূপাত্মক। শ্লেষগুলি তাঁর ছিল রূঢ়। মাঝে মাঝে তাঁর সত্যবাচন শুনে লোকে হাসত বটে,—কিন্তু সে হাস্যরসের একমাত্র কারণ ছিল অস্বাভাবিকতা। সর্বক্ষণ ঐ ধরনের কথা শুনতে পেলে মানুষ তার মধ্যে আর কোনও হাসির খোরাক খুঁজে পেত না।

আসলে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের জ্ঞানের দৌড় খুব বেশী ছিল না। তাই চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলিও সাধারণ স্তর থেকে কিছু উচ্চাঙ্গের নয়। যেসব শিল্পীর সঙ্গে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের নিজের সাদৃশ্য দেখা যায়,—যেমন সিজেন্ কিংবা ভ্যান্ গঘ্,—তাঁদের সম্বন্ধে তাঁকে কোনদিন কিছু বলতে শোনা যায়নি। বস্তুতঃ তাঁদের কারো ছবি তিনি দেখেছিলেন বলেও আমার মোটেই মনে হয় না। ইম্প্রেশনিস্টদের উপরও তাঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়নি। তাঁদের আঙ্গিক-পদ্ধতি তাঁকে আকৃষ্ট করতো বটে, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টাকে তিনি বোধহয় নেহাত আটপৌরে বলে মনে করতেন।

একদিন স্ট্রোভকে মনেৎ-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে শুনে তিনি বলে ওঠেন,—"ওর চেয়ে উইন্টারহল্টার ঢের ভাল।"

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, কথাটা তিনি শুধু স্ট্রোভকে ক্ষেপাবার জন্যই বলেছিলেন। আর তা যদি হয়, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছিল নির্ঘাত।

সখেদে আমাকে জানাতে হচ্ছে যে পূর্ববর্তী গুণীদের সম্বন্ধে তাঁকে কখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখিনি। তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর টীকাটিপ্পনীগুলো যদি খুব বীভৎস রকমের হতো, তাহলে তার ভিতর হতে তাঁর বিচিত্র চরিত্রের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁর পূর্বগামীদের সম্বন্ধে তাঁর মতবাদগুলি খানিকটা অসার বলে মনে হতো। সাধারণ মানুষে এগুলো নিয়ে যতটুকু অন্ততঃ চিন্তা করে থাকে, তিনি তাও করতেন কিনা সন্দেহ। আমার তো মনে হয়, এল্ গ্রেসো সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। ভেলা কোয়েৎ-এর উপর তাঁর খানিকটা

অনুরাগ থাকলেও তাঁকে মাঝে মাঝে আবার খুঁতখুঁত্ করতেও দেখা যেত। শার্ডিন ছিল তাঁর পছন্দসই, কিন্তু রেম্ব্রাঁৎ-এর প্রসঙ্গে তিনি হয়ে উঠতেন ক্ষিপ্ত। রেম্ব্রাঁৎ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব একদিন তিনি এমন চোয়াড়ে ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন যে তার পুনরুক্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। একটি মাত্র শিল্পীর প্রতি তাঁর যথার্থ অনুরাগ টের পাওয়া যেত। নামটা তাঁর 'মেজ ক্রুঘেল"। অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা সত্য। সেইসময়ে এঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল অতি অল্প। অথচ আমাকে বুঝিয়ে দেবার মত ক্ষমতারও অভাব ছিল স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে। এঁর সম্বন্ধে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর মন্তব্যটুকু এত সংক্ষেপে বলেছিলেন যে আজো তা আমার মনে আছে।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলেছিলেন,—"ভালই আঁকে! তবে আঁকতে একেবারে হিমশিম খেয়ে যায়!"

পরবর্তীকালে ভিয়েনায় পিটার ক্রুঘেলের অনেকগুলো ছবি দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর প্রতি স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের অনুরাগের কারণটা কী? এই লোকটিও স্বপ্ন দেখতেন তাঁর সম্পূর্ণ অজানা আর একটি জগতের। তাঁর সম্বন্ধে সেইসময় আমি অনেককিছু জ্ঞাতব্য বিষয় টুকে রেখেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখার। কিন্তু, চিরকুটগুলো হারিয়ে যাওয়ায় আজ শুধু একটা স্মৃতি ছাড়া আর কিছু মনে নেই। তাঁর সমসাময়িকদের কাছে তিনি ছিলেন দুর্বোধ্য। আবার নিজে তাদের বুঝতে পারতেন না বলে তাদের উপর ছিল তাঁর রাগ। তাঁর জীবনটা ছিল হাস্যকর পরাজয় আর আবিলতাময় ঘটনার একটা সকরুণ অথচ হাস্যোদ্দীপক ইতিহাস। ক্রুঘেল সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, তিনি বেমানান মাধ্যমের মারফত তাঁর মনোভাবকে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। হয়তো এই দুর্বোধ্য আত্মচেতনার জন্যই তাঁর উপর স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মমত্ববোধ জেগে উঠেছিল। হয়ত তাঁদের দু'জনেরই সাধনা ছিল সাহিত্যোপযোগী ভাবগুলিকে চিত্রে রূপায়িত করার।

সেইসময় স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের বয়স হয়েছিল প্রায় সাতচল্লিশ।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে আকস্মিক ঘটনার ফেরে আমার তাহিতিতে যাওয়ার প্রয়োজন না হলে এই বইখানা লেখারও কোন অবধারিত আবশ্যকতা ছিল না। বহু স্থানে ঘুরে ফিরে শেষে এই তাহিতিতে এসে উপস্থিত হন স্ট্রিকল্যাণ্ড এবং তাঁর প্রসিদ্ধির কারণস্বরূপ ছবিগুলি তিনি আঁকেন ওখানেই। আমার মনে হয়, কোনও শিল্পীই তাঁর অন্তর্নিহিত বিক্ষুব্ধ স্বপ্নের সর্বাঙ্গীণ সমাধান কোনদিন খুঁজে পায়নি। আঙ্গিক-পদ্ধতি নিয়ে অবিরাম দ্বন্দ্বের ফলে স্ট্রিকল্যাণ্ড তাঁর কল্পনাকে রূপায়িত করতে হয়তো অপরের চাইতে কিছু তাড়াতাড়ি সমর্থ হয়েছিলেন।

তাহিতির ঘটনাচক্র তাঁর অনুকূল হয়ে ওঠে। এখানকার পরিবেশের মধ্যে তাঁর আত্মপ্রেরণাকে ব্যক্ত করার উপযোগী আকস্মিক যোগাযোগ ঘটে যায়। তাই, এর পর থেকে তাঁর ছবিগুলির মধ্যে অন্ততঃ তাঁর সাধনার একটা নূতন ও বিচিত্র ইঙ্গিত খুজে পাওয়া যেতে থাকে। এই সুদূর দেশে উপস্থিত হয়ে তাঁর আশ্রয়ান্বেষী বিদেহী আত্মা যেন রক্ত-মাংসের পরিচ্ছদে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, পুরোনো চলতি কথায়, এখানে এসে তাঁর যেন আত্মোপলব্ধি ঘটে।

এই দূরদেশে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে স্ট্রিকল্যাণ্ডের স্মৃতি জেগে ওঠা স্বাভাবিক,—কিন্তু যে-কাজের জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল, তা নিয়ে আমাকে এমন ব্যস্ত থাকতে হয় যে তার বাইরে আর কোনকিছুর পানে মন দেবার অবসর আমার ঘটে ওঠেনি। বেশ কিছুদিন কেটে না গেলে স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে এখানকার কোনও সংশ্রবের কথাই আমার মনে আসে না।

সুদীর্ঘ পনেরো বছর আগে ঘটেছিল আমাদের বিচ্ছেদ। স্ট্রিকল্যাণ্ড ইতিমধ্যে ন'বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। তাহিতিতে এসে প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী কাজগুলির কথা আমি হয়তো ভুলেই যেতাম।

কেননা, একটা সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পরও আমি সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে সুস্থির হয়ে উঠতে পারিনি।

মনে পড়ে, প্রথমদিন প্রত্যুষে, ঘুমভাঙার পর হোটেলের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আমি পথে একটি লোককেও চলাচল করতে দেখতে পাইনি। ঘুরতে ঘুরতে রান্নাঘরটার কাছে এসে দেখতে পাই সেটা তখনও বন্ধ,—তার পাশে একটা বেঞ্চের উপর একটি স্থানীয় ছোকরা ঘুমে অচেতন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাতরাশ জোটার কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাই না। তাই পায়চারী আরম্ভ করে নিচের দেউড়িটার কাছে এসে দাঁড়াই। চীনারা ইতিমধ্যে তাদের দোকান খুলতে তৎপর হয়ে ওঠে। আকাশে তখনও প্রভাতী আভা,—হ্রদের বুকে যেন একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা। মাইল দশেক দূরের মুরীয়া দ্বীপটিকে যেন এক বিরাট উপুড় করা পাত্র-সদৃশ সু-উচ্চ দুর্গের মতো রহস্যময় পরিবেশটির প্রহরারত বলে মনে হতে থাকে।

নিজের চোখ দুটিকে যেন আমার পুরোপুরি বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ওয়েলিংটন ত্যাগের পরবর্তী দিনগুলো যেন আমার কাছে অভাবনীয় ও অস্বাভাবিক বলে মনে হতে থাকে। ওয়েলিংটনের ইংরাজসুলভ কায়দাদুরস্ত ফিটফাট ভাব দেখে তাকে দক্ষিণ উপকূলের কোনও একটা সামুদ্রিক বন্দর বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। যাত্রার পর থেকে তিনদিন ধরে সটান চলতে থাকে সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা,—আকাশে জমা হতে দেখা যায় মেঘের 'পরে ধূসরাভ মেঘ। সমুদ্র হয়ে ওঠে নীলাভ, প্রশান্ত। অন্য যে-কোনও সমুদ্রের চাইতে যেন প্রশান্ত মহাসাগরের নিস্তব্ধতা ঘনতর। সীমাহীন বিস্তৃতির জন্য এর বুকের উপর দিয়ে তুচ্ছতম যাত্রীটিও কোন্ দুর্গম অভিযানের ইঙ্গিতে ভরে ওঠে। বাতাসে যেন কোন্ অভাবনীয়ের জন্য সঞ্জীবিত ক'রে তোলার প্রয়াস। রক্তমাংসেগড়া মানুষের মন হতে বাস্তব তাহিতির ছবি মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠতে চায় যেন কোন্ এক সোনালি কল্পলোকের স্বপ্নাবেশ। তাহিতির পার্শ্ববর্তী পর্বতমনোহর মুরীয়া দ্বীপটিকে দেখলে মনে হয় সেটা যেন কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ড-আন্দোলনে রহস্যময় অসীম সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ জেগে ওঠা একটা স্বপ্নসৌধ। দ্বীপটির সর্পিল সীমারেখার

জন্য তাকে যেন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটা Monserrat বলে বোধ হয়। কল্পনানেত্রে ভেসে ওঠে তার অভ্যন্তরভাগের ছবি। সেখানে যেন অগণিত অশ্বারোহী পলিনেশিয়ান বীরদল সতর্ক প্রহরারত, —পাছে তাদের বিচিত্র রহস্যময় ধর্মাচরণ-বিধি বাহিরের অপবিত্র মানুষের জ্ঞানগোচর হয়ে পড়ে। যত কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায় ততই যেন আবরণের অন্তরাল হতে দ্বীপটি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। চোখের সামনে ধরা দেয় তার অপরূপ পর্বতশিখরময় শোভা, অথচ একেবারে কাছে গিয়ে পড়লে দ্বীপটি যেন সহসা এক প্রস্তরময় দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য অন্ধকারের মাঝে আপনাকে সঙ্কুচিত করে নিয়ে আত্মগোপন করে বসে।

সমস্ত তাহিতি দ্বীপটিতে যেন সবুজের মেলা। মাঝে মাঝে নিরালা ও বিষাদঘন থমথমে উপত্যকা,—সবুজ সেখানে হয়ে উঠেছে গাঢ়তর। চরণ ছুঁয়ে সুশীতল স্রোতস্বিনীগুলি ক্রীড়াচ্ছলে কুলকুল ধ্বনিতে ছুটে চলে। মনে হয়, এই ছায়াঘন দ্বীপটিতে স্মরণাতীত কাল হতে যেন একটা জীবনস্রোত বহে চলে কোন্ এক অজানা ধারা বেয়ে। এ দ্বীপটিতেও কিছু-কিছু বিষাদ ও বিভীষিকার ছায়া নজরে পড়ে। কিন্তু সে মনোভাব বেশিক্ষণ টেঁকে না। যেন পরবর্তী মুহূর্তগুলিকে অপার আনন্দময় করে তোলার জন্যই এর প্রয়োজনীয়তা। এ যেন রসিকতারত কোন বিদূষকের চোখের কোণে আকস্মিক বিষাদের প্রকাশ্য ছায়া। আনন্দলিপ্সু জনতাকে সে হাসাবার চেষ্টা করে,—তার নিজের মুখেও ফোটানো থাকে হাসির রেখা,—রসিকতাগুলি ক্রমশঃ আরো হাস্যোদ্দীপক হয়ে উঠতে থাকে,—তবু এসবের ফাঁকে ফাঁকে নিজের অসহ একাকীত্বের জন্য মনটা তার বিষণ্ণ হয়ে উঠতে চায় বারে বারে। তাহিতি যেন সদাই হাতছানি দিয়ে ডাকতে চায় অভ্যাগতদের,—যেন কোন্ রূপসী বিলিয়ে দিতে চায় নিজের মাদকতাময় সৌন্দর্যসম্ভার। পাপীতে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করলেই দেহমন ভরে ওঠে অপার তৃপ্তিতে। জেটিতে ছোট ছোট জাহাজগুলি সুদৃশ্য শ্রেণীবদ্ধভাবে নিশ্চল অবস্থায় সাজানো,—খাঁড়ির পাড়ে শুভ্র শান্ত ছোট্ট শহরটি, গাছের মাথায় রক্তরাঙা ফুলগুলিকে অসীম নীলিমার বিরুদ্ধে রক্তরঙের অভিমান বলে মনে হয়,—যেন

তাদের রঙীন কামনার শিখাগুলি আকাশস্পর্শী হয়ে উঠতে চায় কোন্ দুর্বার নগ্ন আবেদনের সমারোহে। চোখ ফেরানো যায় না সেদিক হতে। জেটিঘাটে স্টীমার ভিড়লেই চারদিক হতে উৎফুল্ল জনতা স-কলরবে ভিড় করে সেটাকে ছেঁকে ধরবার চেষ্টা করে। চমৎকার দৃশ্য! জনতার প্রত্যেকের তাম্রাভ মুখে প্রফুল্ল হাসি,—আচরণে তাদের সুষ্ঠু নম্রতা। সবকিছু মিলে মনে হয় সেখানে যেন দীপ্ত নীল আকাশের পটভূমিকায় অজস্র রঙের প্রাণবন্ত সমারোহ। মালপত্তর নামানো থেকে আরম্ভ করে শুল্কবিভাগের যাচাই পর্যন্ত সবকিছু নিয়েই সহসা যেন হুড়োহুড়ি পড়ে যায়,—অথচ মুখে সবার সর্বসময়েই লেগে থাকে প্রসন্ন হাস্যরেখা।

সূর্যতপ্ত স্থানটির অফুরন্ত রঙের মেলা চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দিতে চায়।

॥ ছেচল্লিশ ॥

তাহিতিতে অল্পকাল বাস করার পরই কাপ্তেন নিকল্‌স্‌-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

সকালবেলা হোটেলের বারান্দায় বসে প্রাতরাশ শেষ করছিলাম, এমন সময়ে কাপ্তেন সেখানে হাজির হয়ে নিজেই নিজের পরিচয় ঘোষণা করেন। জানান যে, চার্লস্ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে আমার আগ্রহের কথা তিনি শুনেছেন, এবং সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার জন্যই তাঁর আগমন। ইংরাজ-অধ্যুষিত যে-কোন পল্লীঅঞ্চলের মতো এখানকার অধিবাসীরাও খোশগল্প খুব ভালবাসে। তাই, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ছবি সম্বন্ধে আমার দু'একটা তল্লাসীর কথা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয়নি। আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করি তাঁর প্রাতরাশ সাঙ্গ হয়েছে কিনা?

জবাব দেন,—"হাঁ, কোন্ ভোরে কফি শেষ করেছি। তবে দু'চার ফোঁটা হুইস্কিতে অবশ্য আপত্তি নেই।"

চীনা ছোকরাটিকে ডেকে আদেশ পেশ ক'রে দিই।

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করেন,—"হুইস্কির পক্ষে সময়টা আপনার নেহাতই সকাল সকাল বলে মনে হচ্ছে, না?"

উত্তর দিই,—"সে-কথা বিচারের ভার আপনার এবং আপনার লিভারের।"

বেশ বড় একটা গ্লাসে আধগ্লাস "ক্যানেডিয়ান ক্লাব" ঢেলে নিয়ে তিনি বলে ওঠেন,—"আসলে কিন্তু আমি মদফদগুলোকে এড়িয়ে চলি।"

হাসবার সময় তাঁর ভাঙাভাঙা ছাতাপড়া দাঁতগুলো নজরে পড়ে। সাধারণ মানুষের চাইতে উচ্চতায় বড় না হলেও শরীরটা তাঁর নেহাত লিক্‌লিকে,—মাথার কটা চুলগুলো ঘাড় তুলে ছোট ছোট করে ছাঁটা,—মুখে ঝাঁটার মত কটা গোঁফ,—দাড়িটা কামানো হয়নি দিনকয়েক যাবৎ। দীর্ঘকালের রোদপোড়া তামাটে মুখে অজস্র গভীর বলী-রেখা,—ক্ষুদে ক্ষুদে নীল চোখের তারা দুটি অসম্ভব চঞ্চল। আমার তুচ্ছতম অঙ্গসঞ্চালনটুকুও সেই দুটি চোখের ক্ষিপ্রতাকে ফাঁকি দিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে ফুটে উঠতে থাকে পুরোনো ঘাগীর ছাপ। আমার সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ব্যবহার করে চলেন। পরনে তাঁর তালপাকানো খাকির পোশাক। হাত দুটোর দিকে নজর পড়ায় মনে হতে থাকে তখনি সেদুটো ধুয়ে এলেই যেন ভাল হয়।

চেয়ারটার পিঠে ঠেস্ দিয়ে আমার-দেওয়া চুরুটটাকে ধরিয়ে নিয়ে তিনি বলে চলেন,—"স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। আমিই তো তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম।"

জিজ্ঞাসা করি,—"তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কোথায়?"

—"মার্সেলে-য়।"

—"সেখানে আপনি কী করতেন?"

আমার কথায় তাঁর মুখে এক চিমটি অনুকম্পার হাসি ফুটে ওঠে। বলেন,—"ধরে নিন,—সমুদ্রের ধারে টো-টো করতাম।"

বন্ধুবরের চেহারা দেখে মনে হয়, তখনও বোধহয় তাঁর সেই একই অবস্থা চলছিল। তাই, মনে মনে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সঙ্কল্প করি। সমুদ্রতীরচারীদের সাথে কষ্ট করে ভিড়তে পারলে প্রতিদানে আমোদ

মেলে যথেষ্ট। আলাপটা ওদের জমে ওঠে টপ করে,—কথাবার্তাতেও ওরা বেশ অমায়িক। সচরাচর ওরা কাকেও ধাপ্পা দেয় না। এক গ্লাস পানীয়ের উপহারে নির্ঘাত ওদের হৃদ্যতা লাভ করা চলে। ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমাতে হলে কষ্টসাধ্য কোনকিছুরই দরকার হয় না মোটে,—শুধু একটু মনোযোগ দিয়ে ওদের কথাগুলো শুনে গেলেই হলো। তাহলেই অর্জন করা যায় ওদের বিশ্বাস আর কৃতজ্ঞতা দুই-ই। কথা কওয়াটাই যেন ওদের জীবনের সেরা আনন্দ,—ওর জোরেই ওরা নিজেদের সভ্যতার উৎকর্ষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। আর তাই, ওদের বেশির ভাগই খোশগল্পে ওস্তাদ। ওদের জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় ওদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাবিলাস পর্যন্ত। ওদের মধ্যে জোচ্চোর যে নেই, তা নয়। তবে আইন-কানুনগুলোকে ওরা সাধ্যমতো মেনে চলবার চেষ্টা করে। বিশেষতঃ, সেইসব আইন-কানুনের সঙ্গে যদি আবার বল-প্রয়োগের কোন সম্পর্ক থাকে। বিপজ্জনক হলেও ওদের সঙ্গে তাসের জুয়াখেলায় (Joker) দুনিয়ার সেরা খেলার উত্তেজনা টের পাওয়া যায়।

তাহিতি ছাড়বার আগেই কাপ্তেন নিকল্‌সের সঙ্গে আমার আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাতে লাভও হয় বেশ। সত্য বটে, আমার নিজের খরচে তাঁকে চুরুট আর হুইস্কি খয়রাত করতে হতো,—(হুইস্কির চাইতে কড়া কিছু তিনি পান করতে চাইতেন না। কারণ, আসলে নাকি তিনি মাদকদ্রব্য পছন্দই করতেন না!)। একবার অবশ্য কয়েকটা ডলার যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে, শুধু যেন আমাকেই কৃতার্থ করবার জন্য, তিনি ধারও নিয়েছিলেন। তবু হিসাব করলে দেখা যাবে যে মোটের উপর যে-আনন্দ আমি পেয়েছিলাম তাঁর কাছ হতে, তার দামও ওর চেয়ে কম নয়। হয়তো আমিই তাঁর খাতক রয়ে গেছি। আমাকে হয়তো আরব্ধ কাজের কঠিন তাগাদায় বাধ্য হয়ে মাত্র কয়েকটা ছত্রের মধ্যে তাঁর প্রসঙ্গটিকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে হবে। আর সেজন্যে আমার আপসোস কম নয়।

জানিনা, কেন কাপ্তেন নিকল্‌স্ প্রথমে ইংলণ্ড ছেড়ে এসেছিলেন। এই একটা প্রসঙ্গে তিনি মৌন থাকতেন। জিজ্ঞাসা করেও পেটের কথা সোজাসুজি টেনে বার করা সম্ভবপর ছিল না। ঘুরিয়ে জানাতেন

যে, হেতুটা নাকি একটি অবাঞ্ছনীয় দুর্ভাগ্যজাত। তবে নিজেকে যে তিনি অবিচারক্লিষ্ট দুর্ভাগা বলে মনে করতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনের মধ্যে আমার বিভিন্ন প্রকারের জুয়াচুরি ও জোরজুলুমের কথা তোলপাড় করত। অথচ তিনি যখন জানালেন যে পুরানো মহাদেশের অধিবাসীরা নাকি দারুণ নিয়মতান্ত্রিক, তখন তাঁর কথায় সায় দিয়ে সেটাকে স্বীকার করেও নিয়েছিলাম। তবু, একটা সুখের কথা এই যে, স্বদেশে তাঁকে যত দুর্ভোগই বইতে হোক না কেন, তার ফলে তাঁর উদগ্র দেশপ্রেম একটুও ম্লান হয়ে যায়নি। প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যেত যে, ইংলণ্ড হোল দুনিয়ার সেরা দেশ। আর তাই,—মার্কিন, ডাগো, ওলন্দাজ, কানাকা প্রমুখ সবার চাইতে নিজেকে তিনি উচ্চস্তরের লোক বলে মনে করতেন।

অথচ আমি তাঁকে কোনদিন সুখী বলে মনে করতে পারিনি। অজীর্ণরোগ ছিল তাঁর যেন নিত্যদিনের সঙ্গী,—প্রায়ই তাঁকে পেপ্‌সিনের বড়ি চুষ্‌তে দেখা যেত,—সকালের দিকে ক্ষুধাবোধ প্রায়ই তাঁর হতো না। কিন্তু এ যাতনা তাঁর মনোবলকে এতটুকু হ্রাস করতে পারেনি। জীবন-সম্বন্ধে তার অসন্তোষের কারণটা ছিল এর চেয়েও জোরালো। আট বছর আগে হঠাৎ তিনি একদিন ধাঁ করে বিয়ে করে বসেন। এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় জগতে, যাদের বরাতে একা-একাই সুখে বাস লেখা থাকা সত্ত্বেও তারা হয় স্বেচ্ছায়, নয়তো ঘটনাচক্রে পড়ে সেই বিধান লঙ্ঘন করে বসতে বাধ্য হয়। এহেন "বিবাহিত আইবুড়ো"-দের উপর সত্যসত্যই মায়া হয়। কাপ্তেন নিকল্‌স্‌ও ছিলেন এই শ্রেণীর লোক। তাঁর স্ত্রীটীকে আমি দেখেছি। বয়সটা তাঁর বছর আটাশ বলেই আমার অনুমান। তবে আসলে তিনি সেই বিশেষ ধরনের মেয়ে যাদের যথার্থ বয়সটা ঠিকমত আন্দাজ ক'রে ওঠা শক্ত। অর্থাৎ, বয়সটা তাঁর কুড়ি হ'লেও হয়তো ঠিক একই রকম দেখাত; আবার চল্লিশ বছরেও হয়তো তাঁর চেহারায় বয়োবৃদ্ধির কোনরকম লক্ষণ নজরে পড়ত না। তাঁর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্যের ছাপ লক্ষ্য করেছিলেম। সাদামাটা মুখের পাতলা ঠোঁটদুটি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, গাত্রচর্ম হাড়ের উপর সর্বাঙ্গে টান্ ক'রে বিছানো,

হাসিতে স্নিগ্ধতার অভাব, চুলগুলো কশে বাঁধা, পোষাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত আঁটসাঁট। বুঝতে পারি না, কাপ্তেন নিকল্‌স্ কেন তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, এবং ক'রে ফেলবার পরেও কেনই বা তাঁকে ফেলে উধাও হননি? কিংবা হয়তো নিরন্তর চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারতেন না বলেই কাপ্তেনকে অমন বিমর্ষ দেখাত। আমার মনে হয়—যেখানে, যত গুপ্তস্থানেই কাপ্তেন আত্মগোপন করার চেষ্টা করুন না কেন, শ্রীমতী নিকল্‌স্ নিশ্চয়ই নিয়তির মত নিষ্ঠুর আর বিবেকের মত অনুকম্পাবিহীন হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে খুঁজে বার করে ফেলতে পারতেন। কারণ যেমন কাজকে এড়াতে পারে না, তেমনি কাপ্তেনও পারতেন না তাঁর স্ত্রীকে এড়াতে।

সর্বস্তরের মধ্যেই, ঠিক শিল্পী অথবা ভদ্রলোকদের মতোই, শঠেরও দেখা মেলে। আত্মগোপনের ক্ষমতা তাদের অসাধারণ। শ্রীমতী নিকল্‌স্ কিন্তু সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মহিলা; অবশ্য ইদানিং তাঁকে নেমে আসতে হয়েছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত পর্যায়ে। তাঁর বাবা ছিলেন জনৈক পাহারাওয়ালা। পাহারাওয়ালা হিসাবে যে ভদ্রলোকের সম্যক্ দক্ষতা ছিল, সে বিষয়ে আমার সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কাপ্তেনের উপর ভদ্রমহিলার আধিপত্য আসলে যে কীসের জন্য তা আমি সঠিকভাবে জানতে না পারলেও, সেটা যে প্রেমঘটিত নয় তা আমার বুঝতে কষ্ট হয় না। কোনদিন সামনাসামনি তাঁকে আমি কথা বলতে শুনিনি, তবে আড়ালে ওঁদের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট কথা কাটাকাটি চলত। মোটের উপর, স্ত্রীর ভয়ে কাপ্তেন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। কখনও কখনও হোটেলের বারান্দায় আমার সঙ্গে বসে থাকতে থাকতে সহসা তাঁকে পথের উপর স্ত্রীর উপস্থিতি সম্বন্ধে আপনা হতেই সচেতন হয়ে উঠতে দেখা যেত। শ্রীমতী ডাকতেন না স্বামীকে,—স্বামী যে সেখানে আছেন সেকথাও যেন তিনি মোটে টের পেতেন না,—শুধু আপন মনে পায়চারী ক'রে বেড়াতেন পথটার উপর। অকস্মাৎ দেখা যেত, একটা বিচিত্র অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে কাপ্তেনের মন। ঘড়িটার পানে তাকিয়ে স-দীর্ঘশ্বাসে তিনি বলে উঠতেন,—"উঠি এবার।"

যত চেষ্টাই করা হোক না কেন,—খোশগল্প এবং হুইস্কি কোনটাই

তাঁকে আর ধরে রাখতে পারত না। অথচ ওই মানুষটিই হয়তো ভীষণ অবিশ্রান্ত সামুদ্রিক ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছেন বহুবার, হয়তো শুধুমাত্র একটি পিস্তল সম্বল করে এক ডজন অসভ্য দ্বীপবাসীদের সঙ্গে লড়াই করতেও এতটুকু দ্বিধা করেন নি কোনদিন। মাঝে মঝে শ্রীমতী নিক্‌ল্‌স্ তাঁর বছর সাতেক বয়সের বিষণ্ণ, রক্তহীন চেহারার মেয়েটিকে হোটেলে পাঠিয়ে দিতেন।

মেয়েটি এসে নাকিস্বরে জানাত,—"মা ডাকছে।"

—"যাচ্ছি সোনা।"

সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন তড়াক ক'রে উঠে পড়ে রাস্তায় বার হয়ে পড়তেন মেয়ের সঙ্গে। আমার মতে, বস্তুর উপর শক্তির বিজয়ক্ষমতার এটা একটা চমৎকার উদাহরণ। এর থেকেই হয়তো আমার প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিতির একটা তাৎপর্যও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

॥ সাতচল্লিশ ॥

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্‌এর কাছ থেকে শোনা বিভিন্ন খবরগুলিকে সাধ্যমত ভালভাবে গুছিয়ে আমি এখানে পেশ করছি।

প্যারীতে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের পরবর্তী শীতকালের শেষাশেষি কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। অন্তর্বর্তী সময়টা যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কিভাবে কাটে তা আমার জানা নেই। তবে মনে হয়, দুরবস্থা তখন তাঁর চরম সীমায় পৌঁছেছিল। কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্ প্রথম তাঁকে দেখেন এ্যাসাইল্ দ্য ন্যুট্-এ। সেই সময় মার্সেলেয় একটা ধর্মঘট চল্‌ছিল। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের তখন পুঁজিপাতি সমস্ত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় অর্থাভাবে তাঁর প্রাণধারণ প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

প্রকাণ্ড একটা পাথুরে বাড়ীর নাম—এ্যাসাইল্ দ্য-ন্যুট্। ধর্মশালা। আবশ্যকীয় কাগজপত্রের সহায়তায় মোহান্তের কাছে নিজেকে কর্মেচ্ছু লোক বলে প্রমাণ করতে পারলে, ভিখিরী আর ভবঘুরেদের সেখানে

সাতদিন বাস করতে দেওয়া নিয়ম। দরজা খোলার আশায় প্রতীক্ষমান জনতার ভিতর হ'তেও স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর অস্বাভাবিক চেহারা ও আকৃতির জোরে। লাইন দিয়ে অফিস ঘরে ঢুকে কাপ্তেন নিক্‌লস মোহান্তকে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলতে শুনতে পান। কাপ্তেনের কিন্তু অতক্ষণের মধ্যে একবারও স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে বাক্যালাপ করার সুযোগ ঘটেনি। কেন না, কাপ্তেনের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে আর একজন ছোট-মোহান্ত (monk) একটা বাইবেল বগলে নিয়ে এসে একটা উঁচু বেদীর উপর দাঁড়িয়ে প্রার্থনা আরম্ভ করে দেন। দুর্ভাগা গৃহহারারাও একটু আশ্রয়ের প্রত্যাশায় বাধ্য হয়ে তাঁর সুরে সুর মেলাবার চেষ্টা করতে থাকে। কাপ্তেন আর স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের জন্য পৃথক ঘর নির্দিষ্ট হয়। ভোর পাঁচটার সময় ছোট-মোহান্তের ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙ্গে কাপ্তেনের তারপর নিজের বিছানাপত্র গুছিয়ে রেখে মুখহাত ধুয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ঘরে এসে কাপ্তেন তাঁকে আর সেখানে দেখতে পান না। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কোথায় উধাও। আধ ঘণ্টা ধরে হাড়কাঁপানো শীতে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে কাপ্তেন নিক্‌লস্ রাস্তাগুলো চষে ফেলতে থাকেন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সন্ধানে। শেষকালে তিনি নাবিকদের আড্ডাখানা প্লেস্ ভিক্তর গিলুতে হাজির হয়ে দেখেন, একটা প্রস্তরমূর্তির গোড়ায় ঠেস দিয়ে স্ট্রিকল্যাণ্ড তখনও বসে বসে ঝিমোচ্ছেন। পা দিয়ে একটা গুঁতো মেরে কাপ্তেন তাঁকে জাগিয়ে তুলে বলেন,—"ওঠ সাঙ্গাৎ। কিছু জলযোগের চেষ্টা দেখা যাক!

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করেন,—"ফতুর তো!"

—"জাহান্নমে যাও!"—স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জবাব দেন।

বন্ধুবর স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সীমাবদ্ধ বাক্যালাপের কথা মনে পড়ায় কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্-এর কথাগুলিকে সত্য বলে মনে হয়।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জবাব দেন,—"উচ্ছন্নে যাও!"

—"চল না হে! জলযোগের যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

মুহূর্তখানেক ইতস্তত করে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর ওঁরা দুজনে গিয়ে হাজির হন বুচি দ্য পাঁই-তে

বুটি দ্য পাঁইতে ক্ষুধার্তদের একটুকরো করে রুটি খয়রাৎ করা হয়। নিয়ম হচ্ছে, সেটা সেখানে বসেই খেতে হবে,—সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। সেখান থেকে ওঁরা যান Cinllere de Sonpe-এতে। এখানে এক সপ্তাহ পর্যন্ত রোজ এগারটা আর চারটের সময় একবাটি করে পাতলা নোন্‌তা সুরুয়া বিলানো হয়। এই দুটি বাড়ীর মাঝে দূরত্বের ব্যবধান অনেকটা,—শুধুমাত্র উপবাসীদের পক্ষেই এ দুটির সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠা সম্ভব। এমনিভাবে প্রাতরাশ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় কাপ্তেন নিকৃল্‌স্‌ ও স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে একটা বিচিত্র সাহচর্য।

প্রায় চারমাস কাল যাবৎ ওঁরা একসঙ্গে মার্সেলেয় কাটান। ওঁদের তৎকালীন জীবনযাত্রায় কোনরকম এ্যাডভেঞ্চারের নাম-গন্ধও দেখা যায় না,—অবশ্য "এ্যাডভেঞ্চার" কথাটির অর্থ যদি অভাবনীয় কিংবা রোমাঞ্চকর ঘটনা হয়। রাত্রে ওঁদের মাথা গোঁজবার মত একটু আস্তানা আর ক্ষুন্নিবৃত্তির উপাদানের জন্য পরিমিত অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টাতেই ওঁদের ব্যস্ত থাকতে হতো।

কাপ্তেন নিকৃল্‌স্‌-এর প্রাণবন্ত বর্ণনা শুনে যেসব রঙীন ও দ্রুত অপস্রিয়মাণ ছবি আমার উদ্দীপ্ত কল্পনায় ভেসে উঠতে থাকে, সাধ্যাতীত হলেও সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

…সমুদ্রতীরবর্তী পোতাশ্রয়-শহরটিতে তাঁদের সেই দুঃখময় জীবন-যাপনকালের বিভিন্ন আবিষ্কার ও উপলব্ধির বিবৃতির উপর চমৎকার একখানা বই গড়ে উঠতে পারে। তৎকালীন জীবনপথে যেসব বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে তাঁদের আসতে হয়, তার বিবরণী লিখে রাখলে দুষ্কর্ম-কারীদের সম্বন্ধে এমন চমৎকার একটি সুসম্পন্ন টীকা-গ্রন্থ সৃষ্টি হতে পারে, যা থেকে যে-কোনও অনুসন্ধিৎসু লোক যথেষ্ট সারবস্তুর সন্ধান পেতে পারেন। অথচ আমাকে বাধ্য হয়ে মাত্র কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। কাপ্তেন নিকৃল্‌স্‌-এর বর্ণনা হতে আমি যে জীবনযাত্রার পরিচয় পেয়েছি, তা একাধারে যেমন কঠোর, মমতাশূন্য ও বন্যভাবাপন্ন,—তেমনি আবার বর্ণ-বৈচিত্র্যময় ও কর্মবহুল। এর ফলে, আমার পরিচিত সেই লীলাচঞ্চল ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল মার্সেলে শহর তার

সম্ভ্রান্ত জনপূর্ণ অজস্র আরামপ্রদ হোটেল ও পান-ভোজনাগার সমেত আমার কাছে যেন নিষ্প্রাণ ও নগণ্য বলে মনে হতে থাকে। কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্‌-বর্ণিত দৃশ্যাবলী যাঁরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের উপর মনে মনে আমার হিংসা হতে থাকে।

এ্যাসাইল দ্য ন্যুট-এর দ্বার ওঁদের কাছে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্‌ ও স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড টাফ্‌ বিল-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। টাফ্‌ বিল ছিল একজন বর্ণশঙ্কর নিগ্রো এবং একটা নাবিকদের আস্তানার মালিক। হাতের থাবা-দুটো ছিল তার প্রকাণ্ড। যতদিন পর্যন্ত না দুঃস্থ নাবিকদের সে আবার কোনও একটা জাহাজে তুলে দেবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারতো, ততদিন তাদের আহার্য এবং আশ্রয় দিয়ে পোষা ছিল তার পেশা। বিলের কাছে ওঁরা মাসখানেক কাটান। একসঙ্গে আরো এক ডজন সুইদেশীয়, নিগ্রো, ব্রেজিলবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশবাসীয়ের সঙ্গে বিলের ভাড়া-করা দুটো আসবাব-বিহীন ঘরে ওঁদের শুতে হতো। আবার রোজ বিল ওদের নিয়ে যেত প্লেস ভিক্তর গিলু বলে একটা জায়গায়,—জাহাজের কাপ্তেনেরা সেখানে আসতেন খালাসী-সংগ্রহের জন্য। বিলের স্ত্রী জনৈকা স্থূলকায়া নোংরা প্রকৃতির মার্কিন মহিলা। কী দুর্মতি বা অবনতির জন্য বিলকে যে এহেন স্ত্রী-রত্নের খপ্পরে পড়তে হয়েছিল তা একমাত্র ভগবানই জানেন। প্রতিদিন আশ্রিতদের পালাক্রমে তাঁর সঙ্গে খাটতে হতো গৃহস্থালীর কাজে। কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্‌-এর মতে, এইসময় স্ট্রিকল্যাণ্ড একটা খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করে বসেন,—অর্থাৎ টাফ্‌ বিলের একখানা ছবি এঁকে দেওয়াতে তাঁকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় সেই পালা হতে। টাফ্‌ বিল স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে শুধু ক্যানভাস, রঙ আর তুলিই কিনে দেয়নি, উপরন্তু তাঁকে এক পাউণ্ড চোরাই তামাকও বখশিশ দিয়েছিল। আমি যতদূর জানি, সেই ছবিটা আজও হয়তো Quair de la Joliette-এর কাছাকাছি কোনও একটা নগণ্য গৃহের বৈঠকখানা অলঙ্কৃত করে রেখেছে। ছবিটা আজ বিক্রি করলে হাজার পনেরো পাউণ্ড দাম পাওয়া যেতে পারে। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল, অস্ট্রেলিয়া কিম্বা নিউজিল্যাণ্ডগামী কোনও একটা জাহাজে স্থান সংগ্রহ করে নেওয়া,—

তারপর সেখান থেকে সামোয়া কিংবা তাহিতিতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া। জানিনা, কেন ওঁর দক্ষিণ-সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার ঝোঁক চাপে! তবে একথাও মনে পড়ে যে তাঁর মনটা দীর্ঘদিন যাবৎ ঘুরে বেড়াত এমন একটা দ্বীপের মাঝে যেখানে অফুরন্ত সূর্যালোক আর অসীম সবুজের সমারোহ,—যার চারদিক ঘিরে আছে এমন একটা গাঢ় নীলাম্বুরাশি যা উত্তর দ্রাঘিমায় সম্ভবপর নয়। আমার মনে হয়, ওটাই ছিল স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্‌-এর সঙ্গে লেগে থাকার কারণ। কেননা, এহেন অঞ্চলগুলি কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্‌-এর পরিচিত এবং কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্‌ ওঁকে বুঝিয়েছিলেন যে তাহিতি-ই হবে ওঁর পক্ষে অধিকতর আরামপ্রদ।

কাপ্তেন আমাকে বোঝাতে থাকেন,—"তাহিতি হলো ফরাসী-প্রভাবাপন্ন। বুঝলেন কিনা? আর, ফরাসীরা এখনো তেমন বিশ্রী-ভাবে যান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি।"

তাঁর বক্তব্যটি হৃদয়ঙ্গম হয়েছে বলে মনে হয়।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কাছে দলিলপত্র কিছুই ছিল না,—কিন্তু টাফ্‌ বিল তাতে দমবার পাত্র নয়,—বিশেষতঃ যেখানে সে লাভের আশা দেখতে পায়। কোনও নাবিককে জাহাজে কাজ জোগাড় করে দিলে তার প্রথম মাসের মাইনেটা বিল নিজে আত্মসাৎ করত। দৈবক্রমে অপর একজন খালাসী বিলের আশ্রয়েই মারা পড়ে। তার কাগজপত্রগুলি বিল স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে গছিয়ে দেয়। কিন্তু স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আর কাপ্তেন নিকল্‌স্‌ দু'জনেরই ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ-সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার,—অথচ বরাতক্রমে সুযোগ যা-কিছু আসতে থাকে তা সবই উত্তরগামী জাহাজে। যুক্তরাষ্ট্র-গামী দেশভ্রমণকারী জাহাজে কাজ নিতে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড দু-দুবার অস্বীকার করে বসেন,—আর একবার নিউক্যাস্‌ল্‌গামী একটা কয়লাবাহী জাহাজে। এহেন একগুঁয়েমীর প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাত্র টাফ্‌ বিল নয়। তাই, শেষকালে আর বেশী বাক্‌বিতণ্ডা না করে সে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আর কাপ্তেন নিকল্‌স্‌ দু'জনকেই দূর করে দেয়।

টাফ্‌ বিলের দক্ষিণা অবশ্য তেমন বেশী ছিল না। তবে তার ওখানে খেতে বসলে উঠতে হতো পেটে প্রায় বসবার সময়কার সমান ক্ষুধা নিয়ে। এরই ফলে, ওঁরা দুজনে ক্ষুধা কাকে বলে তা বুঝতে

শেখেন। ওঁদের কাছে ওর মধ্যেই Cuillere de Soupe এবং এ্যাসাইল দ্য হ্যুট-এর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ওঁদের তখন একমাত্র ভোজ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় বুচি দ্য পাঁইয়ের খয়রাতি রুটির টুকরো-গুলো। শোবার ব্যবস্থা হয় যত্রতত্র,—কখনও হয়তো রেল-ষ্টেশনের ধারে একটা খালি মালগাড়ীর মধ্যে,—কখনও বা একটা গুদামের পিছনে একটা ঠেলাগাড়ীর মধ্যে। দারুণ শীত,—তাই মাত্র দু'এক ঘণ্টা অতৃপ্ত ঢুলুনীর পরই ওঁদের উঠে পথে পায়চারী আরম্ভ করে দিতে হতো। সব চাইতে ওঁদের বেশী অভাব বোধ হতো খানিকটা তামাকের। কাপ্তেন নিকল্‌স্‌-এর তো তামাক না হলে চলতই না। তাই, 'ক্যান্‌এ্যাণ্ড বিয়ারের' ধারে তিনি ধরনা দিয়ে পূর্বরাত্রের পথচারী-দের নিক্ষিপ্ত সিগারেট ও চুরুটের অবশিষ্টাংগুলি কুড়োতে আরম্ভ করে দেন।

বলেন,—"পাইপের কল্যাণে একেবারে জঘন্যতম তামাকের স্বাদও আমি পেয়েছি।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে একটা দার্শনিকসুলভ ঝাঁকানি তুলে আমার দেওয়া বাক্স থেকে গোটাকতক চুরুট তুলে নিয়ে একটা মুখে গুঁজে বাকীগুলো তিনি পকেটস্থ করে ফেলেন।

মাঝে মাঝে ওঁদের যৎকিঞ্চিৎ অর্থোপার্জনও ঘটতে থাকে। কখনও বা কোনও মালবাহী জাহাজ এলে কাপ্তেন নিকল্‌স্‌ তার হাজিরাবাবুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিজেদের দু'জনার জন্যে মালখালাসকারী মুটের কাজ জোগাড় করে নিতেন। জাহাজটা আবার ইংরাজদের হলে ওরা তার গহ্বরে ঢুকে পড়ে খালাসীদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে পরম তৃপ্তিকর জলখাবারটাও জোগাড় করে নিতেন। এমনি করতে গিয়ে একবার জনৈক জাহাজী কর্মচারীর সঙ্গে ওঁদের সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে. বুটের ডগার ঠোক্কর খেয়ে জাহাজের ঢালুপথে ওঁদের ছিটকে বার হয়ে আসতে হয়।

কাপ্তেন নিকল্‌স্‌ জানান,—"পেটে খেলে মশাই পিঠে সয়। অন্ততঃ আমি নিজে তো ওতে খারাপ কিছু দেখতে পাইনি। কর্মচারীদেরও তো আবার শৃঙ্খলার কথাটাও ভাবতে হবে!"

আমার চোখের সামনে একটা জীবন্ত ছবি ভেসে ওঠে।

…জাহাজের সরু নির্গমনপথে কাপ্তেন নিকল্‌স্‌ গড়াচ্ছেন হেঁটমুণ্ডে,—পিছনে উদ্যতপদ ক্রুদ্ধ জাহাজের কর্মচারীটি ইংরাজপুরুষের মতো পরমোল্লাসে সেই দৃশ্য উপভোগ করছেন।

মাঝে মাঝে মেছোবাজারেও টুকিটাকি কাজ ওঁদের জুটে যেতে থাকে। একবার জেটির তলায় সঞ্চিত পচা কমলালেবুর অগণিত বাক্স বয়ে গাড়ীতে বোঝাই করে দিয়ে ওঁদের দু'জনারই একটা করে ফ্রাঙ্ক রোজগার হয়। ওরই মধ্যে একবার হঠাৎ ওঁদের বরাত ফিরে যায়। জনৈক আশ্রয়কেন্দ্রের মালিক ওঁদের একজন মাদাগাস্কারবাসী দেশ-ভ্রমণকারীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করিয়ে দেন তাঁর ছবি আঁকার জন্য। কাজটার জন্য কদিন ওঁদের মরচে-ধরা রঙলিপ্ত জাহাজের খোলের মধ্যে উপর থেকে দোদুল্যমান একটা তক্তার উপর কাটিয়ে দিতে হয়।

এহেন পরিস্থিতিটা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের বিদ্রূপাত্মক রসবোধের কাছে নিশ্চয়ই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। কাপ্তেন নিকল্‌স্‌কে প্রশ্ন করে জানতে চাই যে ওরকম দুঃখময় দিনগুলিকে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কীভাবে গ্রহণ করতেন?

কাপ্তেন উত্তর দেন,—"কখনো ওকে একটা কটুকথা বলতে শুনিনি। মাঝে মাঝে অবশ্য মেজাজটা ওর গরম হয়ে উঠতো বটে; তবু যখন সকাল থেকে দাঁতে কাটবার মত কুটোটি পর্যন্ত আমাদের জুটতো না, এবং 'চিঙ্কে' মাথা গুঁজে একটু শোবার মত পয়সাও থাকতো না আমাদের কাছে, তখনও ওকে প্রাণরসে যেন উপচে পড়তে দেখেছি।"

কাপ্তেনের কথাগুলো একটুও আশ্চর্য লাগে না। স্ট্রিকল্যাণ্ড ছিলেন ঠিক ঐ ধরনেরই মানুষ। এ ধরনের নিষ্করুণ নৈরাশ্যজনক ঘটনাচক্রে পড়েও তাকে ছাপিয়ে ওঠবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তবে ওটা তাঁর মানসিক স্থৈর্যের ফল, কি বিরুদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাত-সম্ভূত, তা বলা শক্ত।

রু বোতারীতে অবস্থিত একজন একচক্ষু চীনাম্যান-পরিচালিত একটি নগণ্য পান্থশালার নাম দিয়েছিল উপকূলবিহারীরা "চিঙ্কস্‌ হেড"। সেখানে ছ স্যু' খরচ করলে শোবার জন্য একটা খাট পাওয়া যেত,—তিন স্যু-তে মেঝের উপর। সেখানে সবাই সমান দুরবস্থায় পড়ে হয়ে ওঠে

পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ। নিদারুণ শীতের রাত্রে ওঁরা কপর্দকহীন অবস্থায় পড়লে ওখানকার অপর জনদের কাছ হতে তাদের দিনের বেলায় উপার্জিত সামান্য অর্থ থেকে কিছু ধার করে নিতেন মাথার উপর একটু-খানি আচ্ছাদনের ভাড়া গোনবার জন্য। সেইসব ভবঘুরেরা কৃপণ নয় মোটেই ;—তাই কারো কাছে অর্থ থাকলে তা তারা আর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে দ্বিধা করতো না আদৌ। দুনিয়ার সব দেশেরই লোক জমা হতো সেখানে,—কিন্তু সেটা কোনদিন তাদের মিতালির প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারেনি। কেননা, তারা সবাই মনে করত তারা এমন একটা দেশের স্বাধীন অধিবাসী, যার সীমানায় এসে তারা সবাই একাত্ম হয়ে গেছে। সেই দেশ হলো,—মহান কোকেন-দেশ।

একটু ভেবে নিয়ে কাপ্তেন নিকল্‌স্ বলে ওঠেন,—"নেশা চাপলে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড হয়ে উঠতো বেয়াড়া। একদিন আমরা টাফ্ বিলের কাছে যেতেই সে চার্লির কাছ থেকে তার দলিলদপ্তরগুলো ফেরত চায়। চার্লি বললো, "—দরকার হলে তুমি নিজে গিয়ে সেগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে এসো।"

…"টাফ্ বিল ক্ষমতাবান পুরুষ,—কিন্তু চার্লির চাহনিটাকে সে বিশেষ পছন্দ করতো বলে মনে হয় না। তাই সে আরম্ভ করল ওকে গাল পাড়তে। যতরকম গাল তার মনে পড়তে পারে তা সবই সে চার্লিকে বলে গেল। আর, টাফ্ বিল একবার গাল পাড়তে আরম্ভ করলে, সেটা বেশ শোনবার মতো ব্যাপার দাঁড়াত। হাঁ,—যা বলছিলাম। চার্লি তো কিছুক্ষণ চুপ করে সেসব শুনলো। তারপর বিলের দিকে আগিয়ে গিয়ে বললো,—"এই রক্তচোষা হারামজাদা! দূর হ বলছি!"

"অবশ্য কথাগুলো তেমন কিছু না হলেও, ওর বলবার ধরনটাই ছিল উল্লেখযোগ্য। টাফ্ বিলের মুখ দিয়ে একটি কথাও আর বার হলো না,—হল্‌দে মেরে গেল। মনে হলো, সেদিন যেন তার একটা ফাঁড়া ছিল।"

কাপ্তেন নিকল্‌স্-এর বিবৃতি অনুসারে আমি যে কথাকটি ব্যবহার করেছি, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড ঠিক হুবহু ঐ কথাগুলিই বলেন নি। তবে যেহেতু

এই বইখানি গৃহস্থদের পাঠের জন্য লেখা, তাই সত্যের খাতিরে আমি অধিকতর সুশোভন ভেবেই গৃহস্থগণ্ডীতে সচরাচর ব্যবহৃত ওই ধরনের কথাগুলি বসিয়ে দিয়েছি তাঁর মুখে।

টাফ্ বিল কিন্তু একজন সাধারণ নাবিকের কাছ থেকে এতখানি অপমান সহ্য করার পাত্র নয় মোটেই। সম্মানের উপরই নির্ভর করত তার প্রতিষ্ঠা। তাই, প্রথমে একজনের কাছ থেকে, তারপর তার আস্তানার আরো অনেক নাবিকের কাছে ওঁরা শুনতে পান যে স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে শায়েস্তা করবে বলে বিল প্রতিজ্ঞা করেছে।

একদিন রাত্রে রু বোতারীর একটা পানালয়ে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড আর কাপ্তেন নিক্ল্স্ বসেছিলেন। রু বোতারী একটা সরু রাস্তার নাম,— দু'ধারে তার সারি সারি একতলা বাড়ী,—প্রত্যেক বাড়ীতে মোটে একখানি করে ঘর,—যেন কোন জনবহুল মেলার ছাউনি সেগুলো, কিংবা যেন কোন সার্কাসের জানোয়ার থাকবার কতকগুলো খাঁচা। প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারে একজন ক'রে স্ত্রীলোক। কেউবা অলসভাবে দরজার পাশের থামে হেলান দিয়ে আপনমনেই গুনগুন করে চলে কিংবা ধরা-গলায় পথচারীদের ডাক দিতে থাকে.—কেউবা আনমনাভাবে বই পড়ে চলে। তাদের মধ্যে ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয়, জাপানী, কৃষ্ণাঙ্গ,—সবারই দেখা মেলে। কেউ মোটা, কেউবা রোগা.—মুখের উপরের ঘন প্রলেপ, চোখের পাতার কৃষ্ণাঞ্জন ও ঠোঁটের রক্ত-আলিপন ভেদ করে ফুটে উঠতে থাকে তাদের বয়োরেখা ও লাম্পট্যের কলঙ্ক-চিহ্ন। কারো পরনে কালো রঙের পোশাক, পায়ে মাংসবর্ণী মোজা ;— কারো বা কোঁকড়া চুলগুলো হল্‌দে রঙে ছোপান, খাটো মস্‌লিনের ঘাঘ্‌রায় স্কুলের মেয়েদের মত সজ্জার প্রচেষ্টা। খোলা দ্বারপথে নজরে পড়ে ভিতরে লাল-টালির মেঝের উপর প্রকাণ্ড একটা কাঠের শয্যা, দেবদারু-তক্তার টেবিলের উপর একটা জলাধার আর একটা প্রক্ষালন-পাত্র।

পথে বহু বিবিত্র চলমান জনারণ্য ;—পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীর লস্কর, সুইদেনের ক্ষুদে জাহাজের তামাটে চামড়ার উত্তরদেশবাসী, যুদ্ধ জাহাজের জাপানী, ইংরাজ নাবিক, স্প্যানিয়ার্ড, ফরাসী যুদ্ধজাহাজের

মনোরম-চেহারার পুরুষ, আফ্রিকার দেশভ্রমণকারী জাহাজের নিগ্রো, —সবার দেখা মেলে তার মধ্যে। দিনের বেলায় জায়গাটাকে বিষাদাচ্ছন্ন বলে বোধ হয়,—কিন্তু রাতের বেলায় শুধুমাত্র কুঁড়েঘরগুলির অভ্যন্তরস্থ আলোকে পাড়াটার উপর নেমে আসে একটা ক্লেদাক্ত বাহার। বাতাসে তখন যেন ভেসে বেড়ায় একটা শ্বাসরোধকারী বীভৎস কামগন্ধ,—তবু যেন সে-দৃশ্যে কী একটা রহস্যময়তার আভাস মেলে যা চঞ্চল করে তোলে মানবচিত্তকে। মনে হয়, কোন একটা আদিম প্রবৃত্তির কবলে পড়ে যেতে হয় সেখানে গেলে,—সমস্ত বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে মন যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়তে চায়। মানবসভ্যতার সবকিছু শোভনতা মুছে গেছে সেখান হতে,—নগ্ন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ। সমগ্র আবহাওয়াটার মাঝে যেন তীব্র আকুলতা ও বিষাদ-ময়তার সংমিশ্রণ।

পানশালার মধ্যে বসেছিলেন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আর কাপ্তেন নিকল্‌স্‌। ভিতরে একটা পিয়ানোয় যন্ত্রচালিতের মত একটানা বেজে চলে একটা উচ্চগ্রামের নৃত্যসুর। ঘরের ভিতরকার টেবিলগুলো ঘিরে আর সবাই বসেছিল চক্রাকারে,—কোথাও আধডজনটাক নাবিক উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করতে থাকে মাতাল হয়ে, কোথাও বা একদল সৈনিক আড্ডা জমিয়ে তোলে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একসঙ্গে ভিড় করে কয়েকজন যুগলে নেচে চলে। দাড়িওলা তামাটে মুখের নাবিকেরা তাদের নৃত্যসঙ্গিনীদের দৃঢ়ভাবে বক্ষলগ্ন করে কড়াপড়া প্রকাণ্ড হাতের থাবায় তালে তালে তাদের চাপড়াতে থাকে। মেয়েদের দেহে শুধুমাত্র একটি করে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। থেকে থেকে দুজন করে নাবিক উঠে পড়ে নাচে যোগ দিতে থাকে। হট্টগোলে কানে তালা ধরে যাওয়ার উপক্রম—গান, চিৎকার, হাসি;—আবার যখনই কেউ তার হাঁটুর উপর উপবিষ্টা মেয়েটিকে দীর্ঘচুম্বনে নিষ্পেষিত করে দেবার চেষ্টা করে, তখনই ইংরাজ নাবিকদের বিচিত্র বিড়াল-ডাকে কোলাহল আরো বেড়ে উঠতে থাকে। ঘরের বাতাস নৃত্যরত পুরুষদের ভারী বুটের ঠোক্করে উৎক্ষিপ্ত ধুলায় ও ধোঁয়ায় ভারী ও ধূসর হয়ে ওঠে। ভীষণ গরম বোধ হতে থাকে। বিক্রয়মঞ্চের পিছনদিকে

একটি নারী বসে বসে একটি বাচ্চাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। সরবরাহক ছোকরাটি বিয়ারপূর্ণ-গ্লাসে-বোঝাই পরাতহাতে ক্রমান্বয়ে এধার-ওধার ছুটোছুটি করতে থাকে। আকৃতিতে ছোকরাটি খর্ব—তার চ্যাপ্টা মুখটা অজস্র দাগে ভর্তি।

একটু পরে দুজন প্রকাণ্ড নিগ্রোকে সঙ্গে নিয়ে টাফ্ বিল এসে উপস্থিত হয় সেখানে। দেখে স্পষ্ট টের পাওয়া যায় যে ইতিমধ্যে সে নিজের প্রায় বারো আনা অংশ বোঝাই করে তুলেছে মদে। যেন একটা ঝঞ্ঝাট বাধানোই তার উদ্দেশ্য। একটা টেবিল ঘিরে তিনজন সৈনিক বসেছিল। বিল সহসা সেই টেবিলটার উপর এমন ভাবে কাত হয়ে পড়ে যে, টেবিলের উপরকার বিয়ারের গ্লাসটা পড়ে ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে যায় ক্রুদ্ধ বাক্‌বিতণ্ডা। শুঁড়িখানার সত্ত্বাধিকারী তার বিক্রয়মঞ্চ ছেড়ে আগিয়ে এসে টাফ্ বিলকে বার হয়ে যেতে বলে। চেহারাটা তার জাঁদরেল গোছের,—খদ্দেরদের কোন রকম বেয়াদবী সহ্য করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। টাফ্ বিল ইতস্তত করতে থাকে। মালিকের তোয়াক্কা সে রাখে না মোটে,—কেননা পুলিশ হলো বিলের দিকে। একটা খিস্তি করে সে ঘুরে দাঁড়াতেই তার নজর পড়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের উপর। টলতে টলতে নীরবে সে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে একমুখ থুথু নিয়ে তাঁর মুখের উপর ছিটিয়ে দেয়। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর গ্লাসটা তুলে নিয়ে বিলের দিকে ছুঁড়ে দেন। নৃত্যরত সকলে সহসা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তখানেকের জন্য ঘরের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে অখণ্ড নীরবতা,—তারপরই টাফ্ বিল ঝাঁপিয়ে পড়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের উপর। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলের মধ্যেই জেগে ওঠে একটি রণোন্মাদনা,—মুহূর্তমধ্যে বেধে যায় একটা এলোপাথাড়ি দাঙ্গা। টেবিলগুলো উল্টে পড়তে থাকে,—মেঝেয় পড়ে গেলাসগুলো খান খান হয়ে ভেঙ্গে যায়। কেলেঙ্কারী চরম হয়ে ওঠে। মেয়েরা কেউ দরজার দিকে, কেউবা বিক্রয়মঞ্চের দিকে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করে দেয়। বাহির হতে পথচারীরা ঘরের মধ্যে ভিড় করে এসে দাঁড়ায়। কানে আসতে থাকে প্রায় সবরকম সম্ভাব্য ভাষার গালিগালাজ, ঘুষোঘুষির শব্দ, চিৎকার,—ঘরের মাঝখানে ডজনখানেক লোক মিলে প্রাণপণে যুঝে

চলে। সহসা একসময় পুলিশ এসে ঘরে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে যে যেমন ভাবে পারে ছুটে চলে দরজার দিকে। পানশালাটি প্রায় জনশূন্য হয়ে এলে দেখা যায়, টাফ্ বিল প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে,— মাথায় তার প্রকাণ্ড একটা ক্ষত হাঁ-হাঁ করতে থাকে। স্ট্রিকল্যাণ্ডের হাতের একটা ক্ষত হতে রক্ত ঝরতে থাকে, পরিধেয় ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে ঝুলতে থাকে। কাপ্তেন নিকলস তাঁকে টানতে টানতে রাস্তায় বার করে আনেন। কাপ্তেনের নিজের নাকের উপরও একটা ঘুষি পড়ায় মুখটা তাঁর রক্তাপ্লুত হয়ে ওঠে।

'চিঙ্কস হেড' এর বাইরে বার হয়ে এসে নিজেদের গা ঝাড়তে ঝাড়তে কাপ্তেন নিকলস্ স্ট্রিকল্যাণ্ডকে উপদেশ দেন, "আমার তো মনে হয় যে টাফ্ বিলটা হাসপাতাল ছেড়ে বার হবার আগেই মার্সেলে ছেড়ে পালানোটাই তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক।"

স্ট্রিকল্যাণ্ড বলেন,—"মুরগীর লড়াইয়ের বেহদ্দ হয়ে গেল।"

আমার মানসনেত্রে তাঁর বিদ্রূপাত্মিক হাসিটুকু স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

কাপ্তেন নিকলস বিব্রত বোধ করতে থাকেন। টাফ্ বিলের প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথা তাঁর অজ্ঞাত নয়। বর্ণশঙ্করটাকে খাতির করার বদলে স্ট্রিকল্যাণ্ড দু-বার তাকে অপদস্থ করেছেন। তাড়াহুড়ো না করে সুযোগের প্রতীক্ষায় ও নিশ্চয়ই ওত পেতে থাকবে। হঠাৎ একদিন রাতে স্ট্রিকল্যাণ্ডের উপর হয়তো নেমে আসবে একটি ছুরিকাঘাত। তারপর হয়তো দু'একদিন বাদে বন্দরের নোংরা জল থেকে ছেঁকে তোলা হবে একজন অজ্ঞাতনামা উপকূলবিহারীর লাশ।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় খোঁজখবর নেবার জন্য নিকলস টাফ্ বিলের আস্তানায় গিয়ে জানতে পারেন, বিল তখনও হাসপাতালে। তাকে দেখতে গিয়ে তার স্ত্রী নাকি শুনে এনেছে যে শুয়ে শুয়ে সে অনবরত গাল পেড়ে চলেছে, আর ছাড়া পেয়ে স্ট্রিকল্যাণ্ডকে সে একবার দেখে নেবে বলেছে।

একটা সপ্তাহ কেটে যায়।

পূর্ব্বস্মৃতির খেই ধরে কাপ্তেন নিকলস বলে ওঠেন,—"আমি তো বলি,—কাউকে মারতে হলে আচ্ছা করেই মারতে হয়। তাতে অন্ততঃ পরের কর্তব্যগুলো ভাববার খানিকটা সময় পাওয়া যায়।"

এরপরেই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সামান্য ভাগ্যোদয় দেখা দেয়।

অস্ট্রেলিয়াগামী একখানা জাহাজের জনৈক খালাসী নাকি দারুণ বিকারের ঘোরে জিব্রাল্টারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যায়। তাই তার জায়গায় একজন খালাসীর খোঁজখবর নেবার জন্য "সেলার্স হোমে" এসে জাহাজটির ক্যাপ্টেন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে বলেন,—"কাগজপত্তর তো সবই তোমার রয়েছে। তবে আর কী? লেগে পড় হে জোয়ান!"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করেন। এরপর থেকে কাপ্তেন নিকল্‌স্-এর সঙ্গে আর কখনও তাঁর দেখা হয়নি। জাহাজটা বন্দরে ছিল মাত্র ছ' ঘণ্টা। সন্ধ্যাবেলা কাপ্তেন নিকলস-এর চোখের উপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জাহাজখানা শীতকালীন নীলাম্বু ভেদ করে পাড়ি জমায় পূর্ব্বমুখে।

ঘটনাগুলিকে আমি সাধ্যমত ভালভাবে সাজিয়ে পেশ করার চেষ্টা করেছি। কেননা, ষ্টক্ ও শেয়ারের কাজে ব্যস্ত যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের আমি দেখা পেয়েছিলাম এ্যাশ্‌লি গার্ডেনের বাড়ীতে, তাঁর সঙ্গে এই ঘটনাগুলির বৈপরীত্য আমাকে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। তবে একথাও আমার বুঝতে বাকী থাকেনি যে আসলে কাপ্তেন নিক্‌ল্‌স্ হলেন একজন দারুণ মিথ্যাবাদী। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যে সব গল্প তিনি আমাকে শুনিয়েছেন তার একটা বর্ণও সত্য নয়। যদি কোনদিন হঠাৎ জানতে পারি যে প্রকৃতপক্ষে জীবনে তিনি কোনদিন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে দেখেন নি পর্যন্ত এবং মার্সেলে সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাটুকু পর্যন্ত কোনও মাসিকের পাতা থেকে ধার নেওয়া, তাহলে আমি আশ্চর্য হবো না।

॥ আটচল্লিশ ॥

ইচ্ছা ছিল বইখানাকে এইখানেই শেষ করার। প্রথমে আমি স্থির করেছিলাম যে তাহিতিতে স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের শেষ জীবনের বছর কয়টি এবং তাঁর ভয়াবহ মৃত্যুর কাহিনী নিয়ে আরম্ভ করে তারপর প্রসঙ্গত পিছু হটে গিয়ে তার প্রথম জীবন সম্বন্ধে যা কিছু আমি জানি তা বিবৃত করব। এটা যে আমি শুধু আপনার খেয়ালবশে করতে চেয়েছিলাম, তা নয়। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, স্ট্রিকৃল্যাণ্ড যাত্রা করছেন একটি অজানা দ্বীপের উদ্দেশ্যে তাঁর নিরালা মনের কল্পনাবিক্ষুব্ধকারী কোন্ এক অজ্ঞাত খেয়ালের নির্দেশে। সাতচল্লিশ বছর বয়সে,—যখন দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে আরামবিলাসী হয়ে উঠতে চায়, ঠিক সেই সময়েই আরম্ভ হচ্ছে তাঁর অভিযান নূতন এক জগতের উদ্দেশ্যে। তাঁকে নিয়ে এই ধরনের ছবি আঁকতে পারলে ভালই লাগত আমার। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম সবকিছু। যেন কুহেলিকাচ্ছন্ন ফেনময় সমুদ্রের বুক থেকে তিনি তাকিয়ে আছেন ফ্রান্সের ক্রম-অপস্রয়মাণ সেই তীরের পানে, যেখানে আবার কোনদিন ফিরে আসা তাঁর অদৃষ্টে ঘটে ওঠেনি। মনে হয়, তবু যেন তাঁর আচরণে ও মনে ছিল কী এক অসমসাহসিকতার ছোঁয়া। যেন 'অজেয় মানবাত্মা' কথাটাকে আরও জোরালো করে তা মনে করিয়ে দিতে থাকে।

তবু, এভাবে লেখা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি আমার পক্ষে। কী যেন একটা খুঁত রয়ে যায় আমার গল্পে। তাই দু'একবার চেষ্টার পর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করে চিরাচরিত প্রথানুসারে আমি আরম্ভ করি গোড়া থেকেই। মনে মনে স্থির করি, স্ট্রিকৃল্যাণ্ডের জীবনযাপন সম্বন্ধে যতটুকু আমি জানি এবং যেমন যেমন আমি জানতে পেরেছি, সব ঠিক তেমনি-ভাবেই পরপর সাজিয়ে যাবো।

পরবর্তী কাহিনীটি খণ্ডখণ্ড ভাবে গ্রথিত। আমি যেন একজন শরীর-বিজ্ঞানী ; মাত্র একটি হাড় থেকে শুধুমাত্র একটি মৃতজনকে আবার গড়ে তুলে রূপায়িত করেই আমার নিষ্কৃতি নেই,—তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও আমায় ব্যক্ত করতে হবে। তাহিতিতে যাঁরা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মনে তিনি কোনও বিশেষ রেখাপাত করে যেতে পারেন নি। তাঁদের কাছে তিনি নিরবধি অর্থাভাবগ্রস্ত একজন উপকূলবিহারী ছাড়া আর-কিছু নন। শুধু তাঁর একটামাত্র উল্লেখযোগ্য জিনিস, যেটা তাদের কাছে বেয়াড়া ঠেকত, সেটা এই যে, তিনি ছবিও আঁকতেন। তিনি মারা যাওয়ার কয়েক বছর পরে, যখন প্যারী এবং বার্লিন থেকে ব্যবসায়ী এবং দালালের দল তাঁর আঁকা তখনও পরিত্যক্ত ছবির তল্লাসে সেই দ্বীপ পর্যন্ত এসে ধাওয়া করতে আরম্ভ করেন, তার আগে পর্যন্ত কেউ বুঝতেই পারেনি যে তারা একজন প্রতিভাধরের সঙ্গে একসাথে সেখানেই বাস করেছে। তাদের তখন এই ভেবে আপসোস হতে থাকে যে মাত্র একটা গান শুনিয়ে তারা তখন চেষ্টা করলে এমন অনেক ছবি বাগাতে পারত, যার দাম অনেক।

কোহেন নামের একজন ইহুদি ভদ্রলোকের হাতে অপ্রত্যাশিতভাবে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের একখানা ছবি এসে পড়ে। বেঁটে খাটো বৃদ্ধ ফরাসী ভদ্রলোক,—চোখ দুটিতে মমতা মাখানো, মুখে স্মিত হাসি। ভদ্রলোক আধা-ব্যবসায়ী—আধা-সমুদ্রবিহারী। নিজে তিনি একখানা ছোট জাহাজের মালিক,—তাইতে বিক্রির মাল বোঝাই করে তিনি অকুতো-ভয়ে পমুতাস্‌ থেকে মার্কোয়েঁসা পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে ফিরে আসতেন আবার নারিকেল, শাঁখ, আর মুক্তা খরিদ করে। শুনেছিলাম, তাঁর কাছে নাকি কালো রঙের একটা বড় মুক্তা সস্তায় বিক্রি আছে। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। শেষ পর্যন্ত মুক্তাটিকে খরিদ করা আমার সাধ্যাতীত টের পেয়ে তাঁর সঙ্গে আমি স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের গল্প আরম্ভ করি। তাঁর সঙ্গে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

তিনি বলে চলেন,—"ব্যাপারটা এই যে, চিত্রকর বলে তাঁর দিকে আমি ঝুঁকে পড়েছিলাম। এই দ্বীপে চিত্রকর তো বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর বদ্‌-স্বভাবের জন্য আমার দুঃখ হতো। আমিই তাঁকে

প্রথম চাকরি দিই। উপদ্বীপে আমার খানিকটা আবাদ আছে। তার জন্যে একজন শাদা চামড়ার ঠিকাদার আমার দরকার হয়ে পড়ে। হয় কী জানেন? মাথার উপর একজন শাদা চামড়ার লোক না থাকলে স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে কোনও কাজ পাওয়া যায় না। তাই তাঁকে বললাম,—'ছবি আঁকবার আপনি ঢের সময় পাবেন। উপরন্তু কিছু রোজগারও হবে এতে।' জানতাম যে তখন একরকম উপোসেই তাঁর দিন যেত। তবু তাঁকে আমি ভাল মাইনেই দিতে রাজী হয়েছিলাম।"

মৃদু হেসে আমি জানাই,—"ঠিকাদার হিসেবে তাঁর যে যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল, তা তো আমার মনেই হয় না।"

—"ওটুকু ক্ষতি আমি স্বীকার করেই নিয়েছিলাম। চিত্রকরদের উপর বরাবরই আমার একটা মমতাবোধ আছে। মানে,—এটা আমাদের রক্তের সঙ্গেই মিশে আছে। তিনি কিন্তু কাজ করেছিলেন মাত্র কটা মাস। যেই-না তাঁর চিত্রপট আর রঙ্ কেনবার মত কড়ি জমে উঠল, অমনি তিনি আমার কাজ ছেড়ে দিলেন। ওখানে বাস করে তিনি যেন হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। তখন আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। কয়েক মাস অন্তর অন্তর পাপীতেতে তিনি কয়েকদিনের জন্য বাস করতে আসতেন। তারপর এর-ওর কাছ থেকে কোন রকমে কিছু অর্থ বাগিয়ে নিয়ে আবার উধাও হয়ে যেতেন। এইরকম একটা সফরে একবার তিনি আমার কাছে দু'শো ফ্রাঙ্ক ধার চান। দেখে মনে হয়েছিল, যেন এক সপ্তাহ ধরে তাঁর কিছু আহার জোটেনি। তাই তাঁকে প্রাণ ধরে আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। অবশ্য, টাকাগুলো আবার কোনদিন ফেরত পাওয়ার আশাও আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। এর বছরখানেক বাদে একখানা ছবি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আবার দেখা করতে আসেন। আমার পাওনা অর্থের প্রসঙ্গটা উল্লেখ না করেই তিনি বল্লেন,—'আপনার জন্যে আপনার আবাদের একটা ছবি এঁকেছি আমি,—এই নিন্!' ছবিখানার পানে তাকিয়ে কী যে আমি বলব তা ভেবে পাই না। তবু প্রকাশ্যে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি চলে যাওয়ার পর ছবিখানা আমি আমার স্ত্রীকে দেখিয়েছিলাম।"

জিজ্ঞাসা করি,—"ছবিটা কী রকম ?

—"সেকথা আর জানতে চাইবেন না। মাথামুণ্ডু কিছু আমি বুঝে উঠতে পারিনি। জীবনে অমন জিনিস আমি আর দুটি দেখিনি। ছবিখানা নিয়ে কী করব জিজ্ঞাসা করায় আমার স্ত্রী বললেন যে, সে ছবি তো আর টাঙিয়ে রাখা চলে না। কেননা, লোকে যে হাসবে তাহলে। তাই ছবিখানা আমার চিলেঘরের মধ্যে আরও নানান জিনিসের সঙ্গে পুরে রেখে দিই। আমার স্ত্রীর আবার এমন স্বভাব যে, কোন জিনিস তিনি ফেলে দিতে পারেন না। তারপর,—মানে,—বুঝুন একবার কাণ্ডটা! ঠিক যুদ্ধের আগে প্যারী থেকে আমার ভাই চিঠিতে জিজ্ঞাসা করে পাঠাল,—তাহিতিতে বাস করত এমন কোন ইংরাজ চিত্রকরের সম্বন্ধে আমি কিছু জানি কি না ? ওখানে নাকি প্রকাশ, তিনি একজন মস্ত প্রতিভাধর,—ছবিগুলো তাঁর বিক্রি হচ্ছে খুব চড়া দরে। আমি যদি এমন কোন ছবি যোগাড় করতে পারি তাহলে তা যেন তাকে পাঠিয়ে দিই,—প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা তাতে। স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলাম যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নিজে যে ছবিখানা আমাকে দিয়েছিলেন সেটা তখনও সেই চিলেঘরের মধ্যে আছে কি না। স্ত্রী বললেন,—"নিশ্চয়ই আছে। জানো তো, কোন জিনিস আমি ফেলে দিতে পারি না,—এমনি আমার স্বভাব।" আমরা দুজনা গিয়ে ঢুকলাম সেই ঘরটাতে। তিরিশটা বছরের জমা আবর্জনার ভিতর থেকে পাওয়া গেল ছবিখানা। ছবিখানার পানে তাকিয়ে আমি বললাম,—"কেই বা ভেবেছিল যে আমারই আবাদের ঠিকাদার, যাঁকে একদিন আমি ধার দিয়েছিলাম দুশো ফ্রাঙ্ক, তাঁর মধ্যে লুকানো ছিল এত বড় ক্ষমতা! হাঁগা, ছবিখানা দেখে কিছু বুঝতে পারছ ?"

"স্ত্রী বললেন,—কিচ্ছু না। আবাদের সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। আর নারকেল পাতার রঙ্ নীল হতে তো আমি কখনো দেখিনি। প্যারীটা হয়েছে যতসব পাগলের আড়ত। দেখ, আমার ভাই যদি এটা সেখানে বিক্রি করে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের দরুণ তোমার পাওনা সেই দুশো ফ্রাঙ্ক উদ্ধার করতে পারে।" যাই হোক,—ছবিখানাকে প্যাক করে পাঠিয়ে দিলাম ভাইয়ের কাছে। শেষে আবার একদিন তার কাছ

থেকে একখানা চিঠি পেলাম। ভাবতে পারেন, কি লিখেছিল সে সেই চিঠিতে? লিখেছিল,—"ছবিখানা তোমার কাছ থেকে পেয়ে প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে তুমি বোধ হয় আমার সঙ্গে রসিকতা করেছ। আমি হলে তো ছবিটার ডাকখরচের পয়সাও দিতাম না। যে ভদ্রলোক আমাকে ছবির কথা বলেছিলেন, তাঁকে ওটা দেখাতে আমার কেমন যেন দ্বিধা হতে থাকে। কিন্তু, ছবিখানা দেখে সেটাকে একটা অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে তিনি আমাকে তার দর দিলেন ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক। বোঝ একবার আবার অবস্থাটা তখন! চাইলে নিশ্চয়ই আরো পাওয়া যেত। তবে সত্যি কথা বলতে কী, আমি তখন এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে মাথায় আমার আর কিছু ঢোকেনি। ধাতস্থ হবার আগেই ওই দরে আমি রাজী হয়ে পড়ি।"

এর পরে মঁসিয়ে কোহেন যে কথা বলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বলেন,—"আহা! আজ যদি বেচারা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বেঁচে থাকতেন! তাঁর ছবির দরুণ উনত্রিশ হাজার আটশো ফ্রাঙ্ক তাঁকে ফিরিয়ে দিলে, কী যে তিনি বলতেন আমাকে তা ভেবে পাই পাই না!"

॥ উনপঞ্চাশ ॥

আমি থাকতাম হোটেল দ্য ফ্লেঁয়ার-এ। হোটেলটির সত্বাধিকারিণী শ্রীমতী জন্‌সন্ একদিন গল্পচ্ছলে তাঁর ফস্‌কে-যাওয়া একটা সুযোগের করুণ কাহিনী জানান।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মৃত্যুর পর পাপীতের বাজারে তাঁর কতকগুলি জিনিস নিলাম হচ্ছিল। নীলামী মালগুলোর মধ্যে একটা আমেরিকান স্টোভ্ ছিল,—আর সেইটা কেনবার জন্যই তিনি নিজে গিয়েছিলেন নীলামে। সাতাশ ফ্রাঙ্ক দাম দিয়ে তিনি কিনেও এনেছিলেন সেটা। শ্রীমতী জন্‌সন্ আমাকে জানান,—"গোটা বারো ছবি ছিল তার মধ্যে। তার একখানাও বাঁধানো নয়,—কেউ কিনতেও চায়নি সেগুলো। তার

ভিতর থেকে কতকগুলো মাত্র গোটা দশেক ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়ে গেল,—বেশীর ভাগ গুলোরই দাম উঠেছিল পাঁচ থেকে ছ' ফ্রাঙ্ক। ইস্! আমি যদি তখন সেগুলো কিনে নিতাম, তাহলে আজ আমি মস্ত বড়-লোক হয়ে উঠতে পারতাম।

তায়ারে জন্সন অবশ্য জীবনের কোনও লগ্নেই কোনদিন বড়লোক ছিলেন না। অর্থ তিনি সঞ্চয় করে রাখতে পারতেন না। তাঁর মা ছিলেন স্থানীয়া মেয়ে, আর বাবা ছিলেন জনৈক ইংরাজ নাবিক, বসবাস ছিল তাঁর তাহিতিতেই। আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় ঘটে—তখন তিনি পঞ্চাশ বছরের মহিলা,—বপুটির বিশালত্বের জন্য তাঁকে আরো বর্ষিয়সী বলে মনে হতো। দীর্ঘোন্নত দৃঢ়গঠনের কাঠামোর জন্য তাঁকে হুকুমদার মহিলা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল—যদি না তাঁর মুখের আদলে সবসময় লেগে থাকত মমতার ছাপ। দুটি হাত তাঁর যেন ভেড়ার দুটি পা,—স্তনদ্বয় প্রকাণ্ড বাঁধাকপি সদৃশ,—চওড়া মাংসল মুখের অভিব্যক্তির মাঝে একটা অসভ্য নির্লজ্জতা। প্রকাণ্ড থুতনির নীচে খাঁজের পর খাঁজ পড়ে যেন অজস্র থুতনির একত্র সমাবেশ বৃহদায়তনে নেমে এসেছে তাঁর বক্ষের বিশাল পরিধির মাঝে। পরনে থাকত তাঁর একটি ফিকে গোলাপী রঙের আলখাল্লা-জাতীয় ঢলঢলে আংরাখা। সারাদিনের মধ্যে মাথার প্রকাণ্ড খোড়ো টুপীটা একটিবারের জন্য নামতে দেখা যেত না। স্বভাবতঃ তিনি প্রায়ই অতিষ্ঠ হয়ে মাথার চুলগুলিকে বন্ধনমুক্ত করে দিতেন। চুলগুলি ছিল তাঁর সুন্দর। দীর্ঘ, কুঞ্চিত, কৃষ্ণ কেশদাম। চোখদুটিতে তাঁর বাসা বেঁধেছিল যুগপৎ চিরতারুণ্য ও হৃষ্টতা। তাঁর মতো আকর্ষণীয় হাসি আর আমি কারো দেখিনি। প্রথমে শোনা যেত কণ্ঠোচ্চারিত মৃদু একটা ধ্বনি,—ক্রমশঃ তা উঠতে থাকত উচ্চ থেকে উচ্চতর স্বরগ্রামে,—যতক্ষণ পর্যন্ত না তার দমকে তাঁর বিশাল বপু কাঁপতে আরম্ভ হয় থর্থর্ করে। তিনটি জিনিস ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়,—রসিকতা, একগ্লাস পানীয় অর্থাৎ মদ, ও রূপবান পুরুষ। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা একটা প্রাপ্তির সামিল।

তিনি যেমন দ্বীপটির মধ্যে ছিলেন সেরা রাঁধুনী, তেমনি ভাল

ভাজ্যবস্তু তৈরি করতে তিনি ভালও বাসতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একপাল চীনা রসুয়ে ও দ্বীপবাসিনী তরুণী-পরিবৃত হয়ে রান্না-ঘরে একটা নিচু চেয়ারের উপর বসে বসে কখনও বা নিজের আবিষ্কৃত মিষ্টগন্ধী ভোজ্যসামগ্রীগুলি চেখে দেখতেন, কখনও আবার হুকুমদারী চালাতেন। কোন বন্ধুকে বিশেষভাবে খাতির করতে হলে তিনি নিজেই রান্না করতেন। অতিথিসেবা ছিল তাঁর শখ। তাই হোতেল দ্য লা ফ্লোঁয়ারে একটি কণা আহার্য অবশিষ্ট থাকতে দ্বীপবাসী কারো অনাহারে থাকবার কোন কারণ ঘটতো না। দাম দিতে পারেনি বলে কোন খদ্দেরকে তিনি কোনদিন বিদায় করে দেননি। বলতেন,—"আজ না দিক, সামর্থ্য হলে দেবে বৈকি!"

অমনিধারা একজনের দুঃখদুর্দশা দেখে তিনি তাকে আশ্রয় দিয়ে কয়েক মাস ধরে তাকে আহার্য পর্যন্ত জুগিয়েছিলেন। চীনা ধোপাটা পর্যন্ত যখন পয়সা না পেয়ে লোকটির জামাকাপড় কাচতে অস্বীকার করে বসে, তখন তিনি সেগুলিকে নিজের জামাকাপড়ের সঙ্গে কাচতে পাঠাতেন। বলতেন যে, গরীব বলে লোকটিকে তো আর তিনি ময়লা জামাকাপড গায়ে দিয়ে বার হতে দিতে পারেন না! উপরন্তু, যেহেতু আশ্রিতটি পুরুষমানুষ এবং পুরুষমাত্রেরই ধূমপান করা উচিত, তাই তিনি রোজ তাকে সিগারেট কেনবার জন্য একটা করে ফ্রাঙ্ক দিতেন। আশ্রিতটি এবং সাপ্তাহান্তিক দেনা-পরিশোধকারী খরিদ্দারের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের মাঝে কোন প্রভেদ ছিল না।

বয়স এবং স্থূলতা তাঁর নিজের প্রেমচর্চার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেও তরুণদলের প্রণয় ব্যাপারে তাঁকে দেখা যেত ব্যগ্র উৎসুক। নারী-পুরুষের সঙ্গলালসাটিকে তিনি স্বাভাবিক বিধান বলেই মনে করতেন।

দরকার হলে সেকথা প্রমাণ করবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে কার্যাবলী ও উদাহরণ উদ্ধৃত করতেও নিজে রাজী ছিলেন। তিনি জানান,—"বয়সটা পনেরো বছর পুরো হবার আগেই বাবা জানতে পারেন যে তার মধ্যেই আমার একজন প্রেমিক জুটে গেছে। 'ট্রপিক বার্ড নামে একটা জাহাজে সে ছিল তৃতীয় মাল্লা। খাসা দেখতে ছিল ছোকরাকে।"

তাঁর বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসে। লোকে বলে,—মেয়েরা নাকি চিরকাল তাদের প্রথম প্রেমাস্পদের কথা সদরদে মনে করে রাখে। তবে মনে হয়, এটা সর্বথা সত্য নয়।

—"আমার বাবা ছিলেন বিচক্ষণ লোক।"

জিজ্ঞাসা করি,—"কী করলেন তিনি?"

—"আগে তো একটি থাপ্পড়ে আমার জান প্রায় বার করে দিলেন। তারপর বিয়ে দিয়ে দিলেন কাপ্তেন জনসন-এর সঙ্গে। এতে আমার অবশ্য কোন দুঃখ হয়নি। বয়সে একটু বেশী বড় হলেও, কাপ্তেনকেও দেখতে ছিল চমৎকার।"

শ্বেতাঙ্গদের ধরনে বাপ মেয়ের নাম রেখেছিলেন 'তায়ারে'। আসলে 'তায়ারে' একটি সুগন্ধী ফুলের নাম। দ্বীপবাসীরা বলে যে ও ফুল যে একবার শুঁকেছে, যতদূরেই পালাক না কেন, শেষে তাকে তাহিতিতে আবার ফিরে আসতেই হবে দুর্বার টানে পড়ে।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সবকথাই তায়ারের পরিষ্কার মনে ছিল।

—মাঝেমাঝে তিনি এখানে এলে আমি তাঁকে পাপীতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। দুঃখ হতো তাঁর জন্য। রোগা ছিলেন দারুণ, কাছে পয়সা থাকতো না মোটে। শহরে তিনি এসেছেন খবর পেলেই আমি ছোকরা পাঠিয়ে দিতাম তাঁকে আমার সঙ্গে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে ধরে আনবার জন্য। দু' একবার তাঁকে কাজও আমি জোগাড় করে দিয়েছিলাম;—কিন্তু কোন কিছুতে লেগে থাকতে পারতেন না তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার সেই বনজঙ্গলে ফিরে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠতেন—এবং একদিন সকাল উঠে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না।"

মার্সেলে পরিত্যাগের প্রায় ছ'মাস পরে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাহিতিতে এসে উপস্থিত হন। অক্‌ল্যাণ্ড থেকে সান্‌ফ্রান্সিসকো-গামী একখানা জাহাজে পাথেয়ের বিনিময়ে কায়িক পরিশ্রম করতেন তিনি। তাহিতিতে যখন তিনি নামেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একবাক্স রঙ্‌, একটা চিত্রফলক, এবং ডজনখানেক চিত্রপট। সিডনীতে কিছুকাল কাজ করার দরুন পকেটে তখনও তাঁর পড়েছিল গোটাকয়েক পাউণ্ড। শহরের বাইরে

একজন স্থানীয়ের বাড়ীতে একটা ঘরে তিনি আশ্রয় নেন। তাহিতিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয় তিনি ফিরে এলেন স্বগৃহে। তায়ারে জানান যে, স্ট্রিকল্যাণ্ড তাঁকে একদিন বলেছিলেন,—"আমি তখন জাহাজের ডেক রগড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ছোকরা এসে বল্লো —'এসে পড়েছি।' দাঁড়িয়ে তাকাতেই দ্বীপটির সীমারেখাগুলি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়নিশ্চয় হলাম যে এই জায়গাটিকেই আমি সারাজীবন ধরে কামনা করে এসেছি। তারপর দ্বীপের কাছাকাছি আসতেই আমি তাকে পুরোপুরি চিনতে পারলাম। দ্বীপটাতে ঘুরে বেডাবার সময় মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এর সবটুকুই যেন আমার চেনা। আমি জোর করে বলতে পারি যে এর আগেও আমি বাস করে গেছি এখানে।"

তায়ারে বলেন,—"এমনটা হয় মাঝে মাঝে। এমন অনেক লোককে আমি জানি যারা হয়তো জাহাজে মাল বোঝাই করার ফাঁকে তীরে নেমেছিল,—আর ফিরে যায়নি কোন দিন। এখনও অনেককে আমি জানি যারা বছরখানেকের জন্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে এখানে এসে যাওয়ার সময় গাল দিতে দিতে বলে গিয়েছিল যে, মরে গেলেও আর কক্ষনো তারা এখানে আসবে না। অথচ ছ'মাস যেতে না যেতেই তারা আবার ফিরে এসেছে এই দেশের মাটিতে। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিয়েছে যে, এখান ছেড়ে অন্য কোথাও তারা টিকতে পারেনি।"

॥ পঞ্চাশ ॥

আমার মনের একটা দৃঢ় ধারণা এই যে, দুনিয়ায় কতক লোক জন্ম নেয় অবাঞ্ছিত স্থানে। ঘটনাচক্রে তারা নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে এসে পড়তে বাধ্য হয় বটে,—তবু তারা যেন কোন এক অজ্ঞাত স্বগৃহের উদ্দেশে উন্মুখ হয়ে থাকে চিরটা কাল। তারা যেন নিজেদের জন্মভূমিতেও ভিন্‌দেশী,—তাদের আবাল্য-পরিচিত শুষ্ক পত্রাচ্ছাদিত

সরু গলিগুলো কিংবা শৈশবের ক্রীড়াভূমি জনবহুল প্রশস্ত পথগুলি চিরকাল তাদের কাছে পথমাত্র রয়ে যায়। আত্মীয়স্বজনের মাঝে বাস করেও তারা যেন পরবাসীমাত্র,—চিরপরিচিত ঘটনাবলীর মাঝে তারা যেন শুধু নিরাসক্ত দর্শক। হয়তো মানবের এই বিচিত্র মনোভাবই তার মধ্যে তাগিদ আনে দূর-দূরান্তের অভিযানে বার হয়ে এমন কোন কিছু শাশ্বতের সন্ধানে, যার সঙ্গে সে মিশিয়ে নিতে পারে নিজেকে। হয়তো মনের গোপন-তলের কোন এক অজ্ঞাত অশরীরীর তাড়নায় এইসব পরিব্রাজকেরা ফিরে যেতে চায় ইতিহাসের কোন স্বপ্নালোকিত প্রারম্ভ-যুগের তাদের পূর্বপুরুষের পরিত্যক্ত ভূখণ্ডে। মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায় যে, কোনও একটা বিশেষ স্থানে এসে মানুষ আর সেখান থেকে নড়তে চায় না,—যেন সে সেই জায়গারই কেউ। আর মনে হয়, এই গৃহটিকেই সে এতদিন ধরে খুঁজে এসেছে। তাই সে বাস করতে চায় সেইখানেই। সেখানকার দৃশ্যাবলী, সেখানকার অধিবাসীদের সে আগে আর কোনদিন দেখেনি,—তবু তারা সবাই যেন তার আজন্ম-পরিচিত। সেখানেই শেষ পর্যন্ত সে পায় শান্তির সন্ধান।

আমার চেনা সেণ্ট টমাস্ হাসপাতালের এমনি একটি লোকের কথা আমি তায়ারেকে গল্প ক'রে শোনাই।

লোকটির নাম আব্রাহাম,—জাতে ইহুদি। তাম্রাভ গাত্রবর্ণের বলিষ্ঠ যুবা, অথচ স্বভাবটা ছিল তার কুণো এবং অত্যন্ত রসহীন গোছের। তবে তার মধ্যে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য গুণও ছিল। একটা বৃত্তি নিয়ে সে হাসপাতালে ভর্তি হয়,—এবং তার পর থেকে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ছাত্রাবস্থায় যতগুলি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার সুযোগ তার সামনে উন্মুক্ত ছিল তার সবগুলিই সে লাভ করে একে একে। তাকে হাসপাতালের গৃহ-চিকিৎসক (House Physician) ও ঘরোয়া অস্ত্রচিকিৎসক (House Surgeon) করা হয়। তার প্রতিভা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। পরিশেষে সে পরিচালকবৃন্দের একজন হয়ে ওঠায় তার ভবিষ্যৎ উন্নতি অবধারিত বলে স্বীকৃত হয়। যতকিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎবাণী করা চলে, তার সম্বন্ধে সেই সবকটির জোরেই

বলা চলত যে, কালক্রমে সে একদিন নিশ্চয়ই তার পেশার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। অর্থ ও প্রতিপত্তি যেন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। নূতন কার্যভার গ্রহণ করার আগে সে দিনকতকের ছুটি নিয়ে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের অভাবে একটি দেশভ্রমণকারী জাহাজের অস্ত্রচিকিৎসকরূপে লেঁভায় (Levant) গিয়ে উপস্থিত হয়। সাধারণত: সেই জাহাজটিতে কোন ডাক্তার নিয়োগ করা হতো না,—তবে হাসপাতালের একজন প্রবীণ সার্জেন তাঁর পরিচিত জাহাজের একজন পরিচালকের কাছে সুপারিশ করায় তাকে অনুগৃহীত হিসাবে নেওয়া হয়।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হাসপাতালের পরিচালকবৃন্দের কাছে এসে পৌঁছায় আকাঙ্ক্ষণীয় পদটির পরিত্যাগ-পত্র। এর ফলে একটা গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়,—নানারকম আজগুবি গুজোব ফিরতে থাকে মুখে মুখে। যখনই কেউ অভাবনীয় কোন একটা কিছু করে বসে, তখনই তার পরিচিত মহল চেষ্টা করে সেই কার্যধারার উপর একটা হীন উদ্দেশ্য আরোপ করতে। কিন্তু আব্রাহামের জায়গায় নিয়োগোপযুক্ত আর একজন লোকের সন্ধান মেলায়, শীঘ্রই সবাই আবার তার কথা ভুলে যায়। তারপর থেকে তার সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যেত না,—যেন সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় দশ বছর পরের কথা।…

জাহাজে চেপে যেতে যেতে একদিন সকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় নামবার আগে বাধ্য হয়ে আমাকেও স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য সার দিতে হয়। অসংস্কৃত বেশধারী মজবুত-গঠনের ডাক্তারটি মাথা থেকে টুপি নামাতে, তাঁর প্রকাণ্ড টাকটি আমার নজরে পড়ে। মনে হতে থাকে, আগে যেন তাঁকে দেখেছি কোথাও। সহসা আমার মনে পড়ে যায়।

ডেকে উঠি,—"আব্রাহাম!"

বিস্মিত দৃষ্টিতে সে আমার পানে ফিরে তাকায়,—তারপরেই আমাকে চিনতে পেরে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। দু'পক্ষেরই বিস্ময়োক্তির পর, সেই রাত্রিটা আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় কাটাতে চাই শুনে সে আমাকে ইংলিশ ক্লাবে তার সঙ্গে খানার নিমন্ত্রণ জানায়।

আবার তার সঙ্গে দেখা হতে তাকে ওখানে দেখতে পাওয়ায় আমি বিস্ময় প্রকাশ করি। অতি সাদাসিধে অবস্থায় সে সেখানে বাস করছিল,—এমন কি তার মধ্যে যেন খানিকটা দুঃস্থতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

আব্রাহাম আমাকে তার কাহিনী খুলে বলে।…

ছুটি নিয়ে ভূমধ্যসাগরের বুকে পাড়ি দেওয়ার সময়ে আবার লণ্ডনে ফিরে সেণ্ট্ টমাসের কাজে যোগ দেবার পুরোপুরি ইচ্ছাই ছিল তার। একদিন প্রাতে জাহাজ এসে লাগে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার উপকূলে। জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সে রৌদ্রকরস্নাত নগরীটিকে দেখতে থাকে।……জাহাজঘাটে দারুণ ভিড়,—তার মধ্যে রয়েছে জীর্ণপ্রায় মলিন বেশ-পরিহিত স্থানীয় অধিবাসীরা, সুদান হতে আগত কৃষ্ণাঙ্গদল, গ্রীক্ ও ইতালীয়দের কলরবমুখর দঙ্গল, বিচিত্র শিরোভূষণধারী গম্ভীর-প্রকৃতি তুর্ক। নীলাভ আকাশ হতে ঝরে পড়ে সূর্যকিরণ।

অকস্মাৎ কী যেন ঘটে যায় তার মধ্যে। প্রথমে ও বলে, যেন একটা বজ্রপাতধ্বনি ; কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কথাটাকে শুধরে নিয়ে ও বলে, সেটা যেন একটা কোন স্মৃতির বিকাশ। কী একটা যেন মোচড় দিতে থাকে ওর হৃদয়টাকে। সহসা ওর মধ্যে দেখা দেয় একটা প্রচণ্ড উল্লাস,—বিচিত্র একটা মুক্তির অনুভূতি। ও যেন এতদিনে এসে পৌঁছেচে ওর স্ব-গণ্ডীর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিনিটের মধ্যে ও সঙ্কল্প করে ফেলে যে জীবনের বাকী ক'টা দিন ও কাটিয়ে দেবে আলেকজান্দ্রিয়াতেই। জাহাজ ত্যাগ করতে ওকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের যাবতীয় মালপত্রসমেত ও নেমে আসে তীরভূমিতে।

মৃদু হেসে বলি,—"জাহাজের কাপ্তেন নিশ্চয়ই তোমাকে একটা মাথা-পাগলা ভেবেছিল ?"

—"অন্যের ভাবনায় আমি ভ্রূক্ষেপ করিনি। যা কিছু ঘটেছিল তা যেন আমি নিজে করিনি,—আমার ভিতর থেকে আমার চেয়েও বলবান কেউ যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিল। একটা গ্রীক্-হোটেলে যাবার ইচ্ছা হওয়ায় ইতস্ততঃ তাকাতেই আমি টের পেলাম

কোথায় তার সন্ধান মিলবে। জান,—সোজা হাঁটতে হাঁটতে যখন সত্যিই সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন দেখামাত্রই সেটাকে চিনে নিতে এতটুকু দেরী হয়নি আমার ?"

—"আগে আর কখনও আলেক্জান্দ্রিয়ায় এসেছিলে ?"

—"না। ওর আগে ইংলণ্ডের বাইরে আর কোথাও আমি যাইনি।"

আলেক্জান্দ্রিয়ায় নেমেই ও সরকারী কাজে ভর্তি হয়ে পড়ে। আর সেই থেকে ও সেখানেই বাস করতে থাকে।

—"এর জন্যে তোমার কী কোনওদিন আপসোস হয়নি ?"

—"কোনদিন একটা মুহূর্তের জন্যেও নয়। কোনমতে খরচটা চালাবার মতো রোজগার আমার,—এতেই আমি সন্তুষ্ট। শুধু মৃত্যু পর্যন্ত এখানে বাস করতে পারা ছাড়া আর কিছুই আমি কামনা করি না। জীবন আমার হয়ে উঠেছে অপরূপ !"

পরদিন আমি আলেক্জান্দ্রিয়া ত্যাগ করি। আব্রাহামের কথা এতদিন ভুলেই গিয়েছিলাম। কিছুদিন আগে আলেক্ কারমাইকেল নামে চিকিৎসাপেশাধারী আমার জনৈক পুরানো বন্ধু ছুটিতে লণ্ডনে আসায় তার সঙ্গে আহার করতে করতে আবার ওর কথা আমার মনে পড়ে। যুদ্ধকালীন প্রশংসনীয় কার্যাবলীর জন্য আলেককে "নাইট" উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছিল। হঠাৎ পথে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ওকে তার জন্য অভিনন্দন জানাই। ঠিক হয় যে পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে আমরা দু'জনে একটা সন্ধ্যা একত্রে কাটাব। ওর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর আলেক জানায় যে যাতে আমরা নির্বিঘ্নে কথা বলতে পারি, সেই জন্য আর কাউকে ও ডাকবে না সেদিন আমাদের মাঝে। কুইন অ্যানি স্ট্রীটে ওর একটা চমৎকার সেকেলে বাড়ী ছিল। নিজে সুরুচিসম্পন্ন হওয়ায় বাড়ীটাকে ও সাজিয়ে রেখেছিল মনোরমভাবে। স্বর্ণখচিত বেশপরিহিত ওর সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীটি উঠে যাবার পরই কৌতুকভরে আমি ওর তৎকালীন অবস্থার সঙ্গে সেই দিনগুলির তুলনার কথা তুলি, যেদিন আমরা দু'জনেই ছিলাম চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্র। তখনকার দিনে ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজ রোডের একটি ইতালীয় রেস্তোরাঁয় আহার

করাটা ছিল আমাদের কাছে ব্যয়বহুল। আর, বর্তমানে আলেক কারমাইকেল হলো গোটাছয়েক হাসপাতালের পরিচালক গোষ্ঠীর অন্যতম ;—বাৎসরিক আয় প্রায় দশহাজার পাউণ্ড। ওর প্রাপ্য সুনিশ্চিত সম্মানগুলির মধ্যে 'নাইট' উপাধি হলো প্রথম প্রাপ্তি।

ও বলে,—"গুছিয়ে অবশ্য নিয়েছি বেশ। তবে, এসবই একটা আশ্চর্য বরাতের ফেরে পাওয়া।"

—"মানে ?"

—"শোন তাহলে। আব্রাহামকে মনে পড়ে ? তার ভবিষ্যৎ ছিল উজ্জ্বল। আমাদের ছাত্রাবস্থায় সে আমাকে বরাবর হারিয়ে দিত। যে-কটা পুরস্কার বা বৃত্তির জন্যে আমি ঝুঁকেছি, তাই সে জিতে নিয়েছে। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বরাবর আমি দ্বিতীয় হতাম। লেগে থাকলে আমার জায়গায় আজ ওরই আসবার কথা। অস্ত্রচিকিৎসায় তার অগাধ পারদর্শিতা ছিল,—জুড়ি ছিল না ওর। ও যখন সেণ্ট টমাসের রেজিস্ট্রারের পদ পেল, আমি তখনও পরিচালক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবার কোনও সুযোগই পাইনি। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাকে একজন "গ্রুপ ফিজিসিয়ান" হয়েই থাকতে হতো। আর, একবার "গ্রুপ ফিজিসিয়ান" হলে তার চিরাচরিত ঘানি থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা যে কতটুকু, তা তো তুমি জানই। কিন্তু আব্রাহাম কাজ ছেড়ে দেওয়ায় ওটা জুটে গেল আমার বরাতে। আমার যাবতীয় সুযোগের সূত্রপাত তাই হতে।"

—"সত্যি।"

—"ভাগ্য ছাড়া এটাকে আর কী বলা যায়! আমার মনে হয়, আব্রাহামের মধ্যে খানিকটা ছিট ছিল। একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। বেচারা! আলেক্জান্দ্রিয়াতে এখন সামান্য মাইনের স্বাস্থ্য-পরীক্ষক, নাকি ঐ ধরনের কী একটা কাজ করে! শুনেছি, একটা কুশ্রী গ্রীক নারী আর গোটাছয়েক হাড়গিলে-মার্কা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস ওর। আসল কথাটা কী জান ? শুধু মগজ থাকলেই হয় না,—দরকার হয় চরিত্রবল। আর, সেই চরিত্রবলই ছিল না আব্রাহামের।"

চরিত্রবল ?···

মাত্র একটি মুহূর্তের সঙ্কল্পে জীবনের অন্য এক গভীরতর ব্যঞ্জনার

খাতিরে ভবিষ্যতের সমস্ত সুখসম্পদ ত্যাগ করতে হলে অসীম চরিত্রবলের প্রয়োজন হয় বলেই আমার ধারণা। আর এই আকস্মিক পদক্ষেপের জন্য পরবর্তী জীবনে এতটুকু আপসোস বা অনুশোচনার প্রশ্রয় না দেওয়ায় আরো বেশী চরিত্রবলের প্রয়োজন। তবু আমি বলি না কিছুই।

আলেক কারমাইকেল পূর্বস্মৃতির অনুসরণ করে বলে চলে,—"অবশ্য আব্রাহামের কাজের জন্য আমি দুঃখিত হবার ভান করলে, সেটা আমার মিথ্যাচার হবে। কেননা, আমার উন্নতির ভিত্তি হলো ওরই ওপর। সুদীর্ঘ 'করোনা' চুরুটটিতে খোশমেজাজে টান দিতে দিতে ও আবার বলে চলে,—তবে,—নিজে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত না থাকলে ক্ষতিটার জন্য নিশ্চয়ই আমি বেদনা বোধ করতাম। জীবনটাকে নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা যে-কোনও মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।"

সত্যই আব্রাহাম জীবনটাকে নিয়ে ছেলেখেলা করেছে কি না ভেবে স্থির করতে পারি না। জীবনের কাম্য হিসাবে তৃপ্তি ও শান্তিকে বরণ করে নেওয়ার নাম কি জীবন নিয়ে খেলা? আর, বছরে হাজার দশেক পাউণ্ড আয়ের সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী লাভ করে প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক বলে গণ্য হওয়াটাই কি একমাত্র চরিতার্থতা?

আমার তো মনে হয় যে এর সবকিছুই নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনবোধের ভিত্তিতে গোষ্ঠী বা ব্যষ্টির কাছে তার দাবী বা কামনার উপর।

এবারেও আমি বাক-সংযমই শ্রেয় মনে করে চুপ করে থাকি। এহেন ধুরন্ধরের সঙ্গে তর্ক করার সামর্থ্য আমার কোথায়?

গল্পটি শুনে তায়ারে আমার জ্ঞানানুশীলনের প্রশংসা করেন। পরবর্তী কয়েক মিনিট ধরে আমরা দু'জনেই নীরবে কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকি। তারপর সহসা তায়ারে তাঁর পাকশালা-সম্পর্কীয় স্বভাবজাত সতর্ক দৃষ্টি তুলতেই চীনা রসুয়েটির একটি কাজ তাঁর নজরে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিক্ততম অসন্তুষ্টিতে তিনি অনর্গল ভর্ৎসনা আরম্ভ করেন তাকে। চীনাটিকেও নিজের পক্ষ সমর্থনে পশ্চাৎপদ দেখা যায় না। ফলে, সৃষ্টি হয় একটা তুমুল বচসার। নিজেদের জাতীয় ভাষায় তাঁরা বাঙ্‌বিনিময় চালাতে থাকেন। সে ভাষার মাত্র গোটা কয়েক শব্দ আমার আয়ত্তে থাকায় তাঁদের কথাবার্তা কিছু বুঝতে না পারলেও তার ধ্বনি-মাধুর্যে মনে হতে থাকে বুঝিবা পৃথিবীর অন্তিমক্ষণ আসন্নপ্রায়। অকস্মাৎ আবার শান্তি স্থাপনা ঘটে যায়। তায়ারে রসুয়েটিকে একটা সিগারেট উপহার দেন। তারপর দু'জনে মিলে পরম তৃপ্তিতে আরম্ভ করেন ধূমপান।

সারা মুখখানি হাসির ছটায় উজ্জ্বল করে তুলে সহসা তায়ারে ব'লে ওঠেন,—"জানেন? আমিই ওর বউ খুঁজে দিয়েছিলাম।"

—"রসুয়ের?"

—"না-না, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের।"

—"কিন্তু স্ত্রী তো তাঁর একজন আগে হতেই ছিল।"

—"হাঁ, তা অবশ্য বলেছিল সে। শুনে আমি একদিন বললাম যে সে-বউ তো আছে ইংলণ্ডে। আর, ইংলণ্ডে মানেই তো দুনিয়ার আর এক পিঠ।"

উত্তর দিই,—"তা সত্যি।"

—"দু'তিনমাস অন্তর অন্তর রঙ, তামাক কিংবা অর্থের দরকার পড়লে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড পাপীতেয় এসে হারানো-কুকুরের মত চারদিকে

টো-টো টহল দিয়ে বেড়াত। দুঃখ হতো তার জন্যে। সেই সময় আমার এখানে গৃহস্থালীর কাজ করার জন্যে আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় একটি মেয়ে থাকত,—নাম ছিল তার আতা। বেচারার বাপ-মা দু'জনেই মরে যাওয়ায় আমি তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলাম। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড প্রায়ই এখানে আসতো,—হয় পেটপুরে খেতে,—নয়তো ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে দাবা খেলতে। লক্ষ্য করতাম, আতা চেয়ে থাকত তার দিকে। একদিন তাই জানতে চাইলাম, তাকে ওর মনে ধরেছে কিনা? বল্লে, —খুব ধরেছে। জানেন তো এখানকার মেয়েগুলোর স্বভাব? সাদা চামড়ার সঙ্গে যাবার জন্যে যে পা বাড়িয়ে রাখে।"

জিজ্ঞাসা করি,—"মেয়েটি কী স্থানীয়া?"

—"হাঁ। একফোঁটা সাদা রক্ত ছিল না তার দেহে। হাঁ, যা বলছিলাম। তার সঙ্গে কথা সেরে ডেকে পাঠালাম স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে। বললাম,—'দেখ বাপু স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড! তোমার এখন দরকার হয়েছে ঘর-সংসার পেতে বসার। এ-বয়েসে তোমার আর বাজারে-মেয়েদের নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়ানো ভালো দেখায় না। ওই সব বদ মেয়েদের সঙ্গে মিশে কোনও দিন তোমার ভালো হবে না। তোমার কাছে নেই টাকাকড়ি, কোথাও দু'একমাসের বেশী কাজ করতেও পারো না, তাই কাজও এখন তোমাকে কেউ দেবে না। তুমি অবশ্য হামেশাই বল যে দুয়েকজন স্থানীয় লোকের উপর নির্ভর করে বনে-জঙ্গলেই তুমি চিরটা কাল কাটিয়ে দিতে পার। তারাও নাকি তোমার মত সাদা-চামড়াকে পেয়ে খুব খুশি হয়। তবে, যে-কোনও সাদা-চামড়ার পক্ষে এটা শোভন নয় মোটেই। তার চেয়ে আমি যা বলি শোনো।"

ফরাসী আর ইংরাজী উভয় ভাষাতেই সমান ব্যুৎপত্তি থাকায় তায়ারে দুটোকেই একসঙ্গে মিশিয়ে এমন একটি গীতস্বরে কথাগুলো বলে চলেন, যা মোটেই শ্রুতিকটু ঠেকে না। মনে হতে থাকে, পাখীর কণ্ঠে ইংরাজী ভাষা উচ্চারিত হলে বুঝিবা এমনি সুর সম্ভব।

তায়ারে বলে চলেন,—"বললাম,—'বল দিকি, আতাকে বিয়ে করতে তোমার মত আছে? খুব ভালো মেয়ে ও, বয়েস মোটে সতেরো। আর-সব মেয়েদের মতন ও কোনদিনই প্রণয়-পসারিনী নয়,

—অবশ্য, হয়তো এক-আধজন জাহাজী কাপ্তেন কি মাল্লাসর্দারের কথা, —তবে হাঁ, স্থানীয় কোন লোক আজ পর্যন্ত ওকে ছুঁতে পায়নি। মানে, বৈলক্ষণ লাজ-সম্ভ্রমবতী মেয়ে ও। 'ওকু' জাহাজের খাজাঞ্চি শেষবার খন এখান থেকে যায়, তখন আমায় বলে গিয়েছিল যে গোটা দ্বীপটায় মন ভালো মেয়ে সে আর দুটি দেখেনি। ওরও এখন সংসারী হওয়া রকার হয়েছে। তারপর, ওসব কাপ্তেন আর মাল্লাসর্দারেরা নিত্য তুন খোঁজে। আমিও মেয়েদের এখানে বেশীদিন আটকে রাখি না। তারাভাওয়ের আশেপাশে ওর খানিকটা সম্পত্তিও আছে। এখন াজারে নারকেল-শাঁসের যা দর, তাতে তুমি বেশ সচ্ছলেই থাকতে ারবে। ওখানে ওর একটা বাড়ীও আছে। সারাটা দিন ছবি এঁকে াটাতে পারবে তুমি। কী বল এখন? রাজী?' "

দম নেবার জন্য তায়ারে থামেন।

—"শুনে ও আমাকে ওর ইংলণ্ডের বউয়ের কথা জানালো। আমি লেলাম,—'বাপুহে! বউ সবারই আছে একটা করে কোথাও না কাথাও। আর, তাইতো তারা ছুটে ছুটে আসে এই দ্বীপে। আতা ুদ্ধিমতী মেয়ে,—বিয়ের জন্যে নগরপালের (Mayor) সামনে একটা ৎসব কাণ্ড করাতেও ও চায় না। ও যে প্রোটেস্টাণ্ট। জানো তো য এ সমস্ত ব্যাপারে ক্যাথলিকদের সঙ্গে ওদের মতে মেলে না?' "

"শুনে ও বলল,—'আতার মত আছে এতে?' "

"আমি বললাম,—'তোমার জন্যে সে তো পাগল হতে বসেছে। শুধু তুমি রাজী হলেই হয়। ডাকবো তাকে?' "

—"নিজস্ব ধারা মতো স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড একটু শুকনো হাসি হাসলো। আতাকে ডেকে পাঠালাম। বেহায়া মেয়েটা জানত কী কথা হচ্ছিল আমাদের। কেননা, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে আমি দেখছিলাম যে আমার একটা কাচা-ব্লাউজ ইস্ত্রি করার ভান করে কান খাড়া রেখে সে সব কথা শুনছিল। হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। তবে, লজ্জাও যে তার খানিকটা হচ্ছিল সেটা আমার কাছে লুকোতে পারেনি। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড কথাটি না বলে তাকিয়ে রইল তার পানে।"

জিজ্ঞাসা করি,—"সুশ্রী চেহারা ছিল বুঝি?"

—"মন্দ নয়; কিন্তু তার ছবি তো আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বহুবার তার ছবি এঁকেছে,—কখনও বা দেহে শুধু একটা 'পারেয়ো' জড়িয়ে, কখনও বা একেবারে নগ্নাবস্থায়। হাঁ, বেশ দেখতে ছিল তাকে। রাঁধতেও জানত,—আমি নিজে শিখিয়েছিলাম তাকে। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে বিষয়টা নিয়ে চিন্তামগ্ন দেখে আমি বললাম,—'ওকে আমি ভালো মাইনেই দিয়ে এসেছি,—সেটা ও জমিয়ে রেখেছে।' এছাড়া ওর চেনা কাপ্তেন আর মাল্লাসর্দাররাও প্রায়ই ওকে এটা-সেটা দিত সবশুদ্ধ কয়েক শো ফ্রাঙ্ক জমেছে ওর কাছে।'"

—"লালচে রঙের লম্বা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড হেসে ওঠে। তারপর বলে,—'কিগো আতা? আমাকে বর বলে মনে ধরে?'"

—"আতা তার কথার কোনও জবাব দিতে পারে না। শুধু হেসে ওঠে খিল্‌খিল্ করে।"

"তখন আমি বলি,—'আমার কথা শোন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড। মেয়েটা তোমার জন্যে পাগল হতে বসেছে।'"

—"তার দিকে তাকিয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলে,—'ধরে হয়তো ঠেঙাব তোমাকে।'"

—"আতা বলে ওঠে,—'তা ছাড়া কিসে বুঝব যে তুমি আমাকে ভালোবাস?'"

তায়ারে তাঁর বিবৃতি বন্ধ করে অতঃপর যেন আত্মগতভাবে আমার কাছে তাঁর ব্যক্তিগত পূর্বকাহিনী বলে চলেন,—"আমার প্রথম স্বামী কাপ্তেন জন্‌সন্ নিয়ম করে বরাবর থাপ্পড় চালাতেন আমার ওপর। একটা পুরুষ মানুষ ছিল বটে! জাঁদরেল চেহারা, ছ ফুট তিন ইঞ্চি, মাতাল হলে কার সাধ্যি তাকে ধরে রাখে? বেশ কিছুদিন না গেলে আমার সর্বাঙ্গের কালশিটের দাগ মেলাতো না। কি কান্নাই কেঁদেছিলাম সে মরে যেতে! মনে হয়েছিল, সে-ধাক্কা আর কোনদিন সামলে উঠতে পারব না। তবে জজ রেনীর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে পর্যন্ত টের পাইনি যে কী জিনিস আমাকে হারাতে হয়েছিল

্রুষমানুষ যে কি চিজ্ তা রেনীকে দেখলে টের পেতেন। অত
কান আর কোনো পুরুষ মানুষ আমাকে ঠকাতে পারেনি। দেখতে
াও ছিল রূপবান আর লম্বাচওড়া। লম্বায় সে ছিল প্রায় কাপ্তেন
ন্সনেরই সমান, চেহারা দেখে বেশ জোয়ান বলেই মনে হতো। কিন্তু
ওপরেই ওসব যা-কিছু। মদ ছোঁয়নি কোনোদিন,—একটা দিনও হাত
তালেনি আমার গায়ে। চেষ্টা করলে সে হয়তো পাদরী হতে পারত।
য-জাহাজই দ্বীপে এসে ভিড়ুক না কেন, তারই কর্মচারীদের সঙ্গে আমি
ালাতাম প্রণয়লীলা, অথচ জর্জ রেনীর তা নজরে পড়তো না। শেষে
ওর ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে আমি বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করলাম।
ওরকম স্বামী থেকে লাভটা কী ? এমনিধারা কতকগুলো লোক আছে,
ারা মেয়েদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যা একবারে অসহ্য।”

পুরুষমানুষেরা যে চিরকালই প্রতারক তা উপলব্ধি করে মুখের
কথায় সায় দিয়ে তায়ারের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করি। তারপর
াবার তাঁকে স্ট্রিকল্যাণ্ডের কাহিনী আরম্ভ করতে বলি।

তায়ারে সুরু করেন,—“আমি তখন তাকে বললাম,—‘এর জন্যে
তামার তাড়াহুড়ো করবার কোনো দরকার নেই। সময়মত ভেবেচিন্তে
দখ। এই বাড়িরই লাগোয়া আতার যে-ঘরটা আছে, সেটা খাসা।
সখানেই তুমি মাসখানেক ওর সঙ্গে থেকে দেখ ওকে তোমার মনে ধরে
ক না ? একমাস পরে যদি ওকে বিয়ে করাই তোমার সিদ্ধান্ত হয়,
তাহলে ওর সম্পত্তির ওপর গিয়ে সংসার পেত’।”

—“স্ট্রিকল্যাণ্ড রাজী হলো সে-প্রস্তাবে। আতা আমার সংসারে কাজ
করত,—আমিও কথা মতো স্ট্রিকল্যাণ্ডকে খেতে দিতাম। আতাকে আমি
ট্রিকল্যাণ্ডের শখের দুয়েকটা রান্না শিখিয়ে দিই। স্ট্রিকল্যাণ্ড তখন খুব
বশি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে শুধু পাহাড়গুলোর আশপাশে ঘুরে বেড়াত,
ান করত ঝরনার জলে। বাড়ির সামনেটায় বসে কখনও বা চেয়ে
াকত হ্রদটার পানে, কখনও দেখত সূর্যাস্ত, আবার কখনও দৃষ্টিটাকে
হলে ধরত মুরীয়ার দিকে। খাদে যেত মাছ ধরতে। বন্দরটাকে চক্কর
দিয়ে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আড্ডা জমাতেও ভালোবাসত। স্বভাবটা
ছল বেশ শান্তশিষ্ট। প্রত্যেকদিন সান্ধ্য-আহার শেষ করে ঘরে ঢুকতো

আতাকে সঙ্গে নিয়ে। লক্ষ্য করতাম, বনে ফিরে যাবার জন্যে মাঝে-মাঝে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠত। তাই একটা মাস কেটে যাবার পরই আমি জানতে চাইলাম তার সঙ্কল্পের কথা। বললে,—আতা রাজী থাকলে সেও সঙ্গে যেতে রাজী। শুনে আমি একদিন ওদের জন্যে একটা পরিণয়-ভোজের আয়োজন করলাম। নিজের হাতে আমি সেদিন রান্না করলাম সবকিছু,—মটরের সুরুয়া, গলদাচিংড়ি, চচ্চড়ি, কপি নারকেলের ঘণ্ট।—আপনি বোধ হয় আমার হাতের কাঁচা-নারকেল-ঘণ্ট খাননি, না? যাবার আগে একদিন আপনাকে খাইয়ে দেব। হাঁ, কুলপীও করেছিলাম ওদের জন্যে। যে যত পারে শ্যাম্পেন আর মদ গিলেছিল সেদিন। উৎসবটাকে যে আমার সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার সাধ হয়েছিল। শেষকালে বৈঠকখানা ঘরে নাচ হলো আমাদের। তখনও অবশ্য আমি এতটা মোটা হয়ে পড়িনি। আর নাচ জিনিসটাকে আমি বরাবরই ভালোবাসি।"

হোতেল দ্য লাঁ ফ্লেঁয়ারের বৈঠকখানা মানে একটা ছোট্ট ঘর ভিতরে একটা পিয়ানো, ছোপধরা ভেলভেট-আঁটা একরাশ আসবাবপত্র চক্রাকারে দেয়াল-ঘেষে সাজানো। গোলটেবিলগুলোর উপর ফটো বই, দেওয়ালে টাঙানো তায়ারে আর তার প্রথম স্বামী কাপ্তেন জনসনের বৃহদায়িত আলোকচিত্র। তায়ারে বয়স্থা ও স্থূলাঙ্গী হলেও মাঝে মাঝে উপলক্ষ ধরে আমরা মেঝের ব্রুসেলস্‌-দেশীয় গালচেখান সরিয়ে পরিচারিকা এবং তায়ারের দু-একজন বন্ধুবান্ধবের সমাবেশে শুধুমাত্র কলের গানের খনখনে সঙ্গীতের সাথে নাচ জুড়ে দিতাম বারান্দায় বাতাস ভারী হয়ে উঠত তায়ারে ফুলের সৌরভে,—মাথার উপর নির্মেঘ আকাশে জ্বলজ্বল করতো 'সাদার্ণ ক্রশ্‌' তারাটা।

বিগত দিনের সুখস্মৃতি মনে পড়ায় তায়ারের মুখে ফুটে ওঠে অ একটু পিপাসু হাস্যরেখা।

—"রাত তিনটে পর্যন্ত চলল স্ফূর্তি। আমরা যখন শুতে গেলা তখন বোধহয় কেউই বিশেষ প্রকৃতিস্থ ছিল না। আমার বলা ছিল রাস্তা যতদূর পাওয়া যাবে ততদূর পর্যন্ত ওরা নিয়ে যাবে আমার গাড়ী খানাকে। কেননা, তারপরেও অনেকটা পথ ওদের হেঁটে পাড়ি দেবা

দরকার ছিল। পাহাড়ের ঠিক ভাঁজটার মধ্যে আতার জমিজমাগুলো। প্রত্যুষে ওরা যাত্রা করলো। যে ছোকরাটাকে আমি ওদরে সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এলো তার পরদিন।

—"শুনলেন তো সব? এই হলো স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের বিয়ের ইতিহাস।"

॥ বাহান্ন ॥

পরবর্তী বছর তিনটিই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের জীবনে ছিল সবচেয়ে সুখকর।

যে-রাস্তাটা দ্বীপটাকে বৃত্তাকারে আবর্তন করেছে, সেটা থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে আতার বাড়িটা। পত্রশাখাবহুল পুরানো বৃক্ষছায়াশীতল একটি চক্র-সর্পিল পথ বেয়ে বাড়িটায় পৌঁছতে হয়। বর্ণ-বিহীন কাঠের তৈরি বাংলো ধরনের বাড়িটা,—দুটি মাত্র ছোট ছোট ঘর, বাইরের দিকে ছোট্ট একটা চালা রান্নাঘরের কাজ করে। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে সম্বল শুধুমাত্র কটা মাদুর;—তাই ওদের বিছানা। একখানা নড়বড়ে চেয়ার,—বারান্দাতেই পড়ে থাকে সেখানা। বাড়ির চারপাশ ঘেঁষে কলাগাছের ভিড়,—বড় বড় ছেঁড়া পাতাগুলো তার যেন কোনও দুঃস্থা সাম্রাজ্ঞীর ছিন্নভিন্ন রাজবেশ। বাড়ীটার ঠিক পিছন দিকে একটা Auigator Pears এর গাছ,—এছাড়া চারিদিকে ছড়ানো অজস্র নারিকেল গাছ। জমির দাম উঠে আসে তার থেকেই। আতার বাবা তাঁর সম্পত্তির চারদিকে পুঁতে গিয়েছিলেন পাতাবাহারের চারা,—সেগুলো তখন ঝাঁকড়া হয়ে মনোহর ও উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্যের শিখা মেলে বাড়ির চারিদিকে বেড়ার কাজ করে। বাড়ির সামনে একটা আমগাছ। ক্ষেতের শেষপ্রান্তে দুটি যমজ পলাশতরু,—তাদের রক্ত-রাঙা ফুলগুলি যেন নারিকেল পাতার স্বর্ণাভার পাশে রচনা করতে চায় একটা বৈষম্য।

পাপীতেয় যাওয়া-আসা কমিয়ে দিয়ে জমির ফসলের উপর নির্ভর করে স্ট্রিকল্যাণ্ড ওখানেই বাস করতে আরম্ভ করেন। অল্প দূরের

যে পার্বত্য নদীটায় তিনি স্নান করতেন, মাঝে মাঝে তাতে দেখা দিত মাছের ঝাঁক। স্থানীয় অধিবাসীরা তখন কীরিচ-হাতে দল বেঁধে সেখানে জমা হয়ে স-কলরবে সমুদ্রাভিমুখী সচকিত মাছগুলিকে গেঁথে তুলত। মাঝে মাঝে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বার হয়ে যেতেন খাদ্যের উদ্দেশ্যে, ফিরে আসতেন এক ঝুড়ি রঙিন চুনোমাছ নিয়ে। আতা সেগুলোকে নারকেল তেলে ভেজে দিত,—কখনও বা রান্না করত গলদা চিংড়ি মিশিয়ে। মাঝে মাঝে আতা বিরাট মেঠো কাঁকড়া দিয়ে মিষ্টগন্ধী ব্যঞ্জন রান্না করে দিত। পাহাড়ের শীর্ষদেশে কমলালেবুর বন। প্রায়ই আতা দু'তিনজন গ্রাম্য নারীকে সঙ্গে নিয়ে বন থেকে কাঁচা সুমিষ্ট রসাল ফলে ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে আসত। এরপরেই, নারিকেলগুলো পেকে পাড়বার উপযুক্ত হয়ে উঠত। স্থানীয় আর সবার মতোই আতার অজস্র আত্মীয় ও জ্ঞাতিভায়েরা এসে গাছ বেয়ে উঠে নারিকেলগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত মাটিতে। খোসা ছাড়িয়ে সেগুলোকে ভেঙ্গে তারপর শুকোতে দেওয়া হতো রোদে। তারপর শাঁসগুলো কেটে বস্তাবন্দী করা সাঙ্গ হলে সেগুলো হ্রদতীরবর্তী গ্রামে ব্যবসায়ীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। ব্যবসায়ীরা তার বদলে ওদের দিত, চাল, সাবান, কৌটাভর্তি মাংস আর কিছু নগদ অর্থ। মাঝে মাঝে প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে একটা করে শুয়োর মেরে আনন্দ-ভোজের ব্যবস্থা হতো। ওরা সবাই দল বেঁধে যোগ দিত তাতে,—আকণ্ঠ খেয়ে নাচতে আরম্ভ করত ছড়া-গানের সঙ্গে সঙ্গে।

ওদের বাড়িটা গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে। তাহিতিবাসীরা আবার স্বভাবকুড়ে। গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াতে কিংবা খোশ গল্প করতে ওরা ভালোবাসে,—কিন্তু পায়ে হাঁটে বেড়াতে ওরা গররাজী। তাই,—সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আর আতাকে থাকতে হতো নিরালায়। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সময় কাটাতেন ছবি এঁকে আর বই পড়ে। সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলে তাঁরা দু'জনায় গিয়ে বসতেন বারান্দাটায়,—রাত্রির আঁধারের পানে তাকিয়ে থেকে চলত ধূমপান।

ক্রমে আতার কোলে আসে একটা সন্তান। যে বুড়ীটা তখন আতার পরিচর্যা করতে আসে, সে রয়েই যায় ওদের সঙ্গে। তার

অল্পকালের মধ্যে বুড়ির নাতনীও এসে তার সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করে দেয়। তারপরে আসে আর একটি তরুণ। তরুণটি যে কে, আর আসেই বা কোথা হতে, তা কেউ সঠিক না জানলেও সেও তাদের সঙ্গে মনের আনন্দে মিশে গিয়ে একই সাথে বাস করতে আরম্ভ করে দেয়।

॥ তিপ্পান্ন ॥

একদিন আমি আর তায়ারে দু'জনে বসে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কথা আলোচনা করছিলাম, এমন সময় তায়ারে বলে উঠেন,—"ঐ যে! কাপ্তেন ব্রুনো এসে গেছেন। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে ওর বেশ পরিচয় ছিল। তার বাড়িতেও যেতেন দেখা করতে।"

নজরে পড়ে,—একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক, লম্বা কালো দাড়ির দু'একটা চুলে পাক ধরেছে,—দীর্ঘায়িত মুখটি রৌদ্রদগ্ধ, চোখ দুটি তাঁর জ্বলজ্বলে। ভদ্রলোকের পরনে নিখুঁত হংসশুভ্র পোশাক। খাবার টেবিলে তাঁকে লক্ষ্য করেছিলাম। হোটেলের চীনা ছোকরা আ-চিন খবর দিয়েছিল যে, যে-জাহাজটি সেদিনই এসে পৌঁছেচে সেইটাতে তিনি এসেছেন পমোতাস থেকে। তায়ারে আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার পর তিনি একটা কার্ড দিলেন আমাকে। কার্ডটা আকারে বড়,—উপরে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে,—"রেনী ব্রুনো", তার তলায় "লং কোর্স-এর কাপ্তেন"।

রান্নাঘরের বাইরের দিকে ছোট্ট বারান্দাটাতে আমরা বসেছিলাম। তায়ারে তাঁর গৃহস্থালীর একটা মেয়ের জন্য একটা জামা কেটে তৈরি করছিলেন। ভদ্রলোক উঠে এসে আমাদের পাশে ব'সে পড়েন।

বলেন,—"হাঁ, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে আমি ভালো ক'রেই চিনতাম। দাবা খেলার দারুণ শখ আমার,—সেও একবাজী খেলতে পেলে সুখী হতো। ব্যবসার জন্যে আমাকে বছরে তিন-চারবার আসতে হয়

তাহিতিতে ;—পাপীতেতে থাকলে সেও তখন এসে হাজির হতো এখানে। খেলা চলত আমাদের। তার যখন বিয়ে হলো—"

কাপ্তেন ব্রুনো সহাস্যে কাঁধে একটা ঝাঁকানি তুলে বলতে থাকেন, "—মানে, তায়ারে-প্রদত্ত মেয়েটিকে নিয়ে সে যখন ঘর বাঁধতে গেল, —তখন সে আমাকে বলে যায় তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে। বিয়ের ভোজে আমিও একজন নিমন্ত্রিত ছিলাম।"

ভদ্রলোক একবার তায়ারের পানে ফিরে তাকাতেই তাঁরা দু'জনেই হেসে ওঠেন।

—"এরপর থেকে পাপীতেতে সে আর বড় একটা আসতো না! বছরখানেক বাদে কী যেন একটা দরকারে আমাকে দ্বীপটার ওধারে গিয়ে পড়তে হয়। কাজ মিটে যাবার পর আমার মনে হয়, একবার বেচারা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে এই ফাঁকে দেখা ক'রেই যাই না কেন? স্থানীয় দু'একজন লোকের কাছে খোঁজ ক'রে জানতে পারি যে সেখান থেকে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের বাসস্থান পাঁচ কিলোমিটার-এর বেশী নয়। কাজেই আমি এগোতে আরম্ভ করে দিই। সেইদিনের সেই দৃশ্যগুলি আমার মনের উপর যে ছাপ রেখে যায় তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। আমার নিজের বাস একটি "আতোলে".—মানে, একটা ছোট্ট দ্বীপে,—অর্থাৎ চারদিকে হ্রদের মাঝে একখানি জমির উপর। জায়গাটার সৌন্দর্যের সাথে মিশে গেছে আকাশ ও সমুদ্র। হ্রদটির পরিবর্তনশীল বর্ণবৈচিত্র্য আর নারিকেল গাছের অপূর্ব সুষমা। কিন্তু, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যেখানে বাস করত সেখানকার সৌন্দর্য শুধুমাত্র ইডেন উদ্যানেই সম্ভবপর। জায়গাটার মোহময় মাধুর্যটুকু আমি যদি দেখাতে পারতাম? বিশ্বজগৎ হতে সংগুপ্ত একটা ছোট্ট কোণ যেন,—মাথার উপরে নীল আকাশ, চারদিকে শাখাপত্রবহুল অগণিত বৃক্ষরাজি,—রঙের যেন মেলা সেখানে,—চারিদিক সুশীতল, সুগন্ধময়। সে অপার্থিব দৃশ্যের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এমনি একটা জায়গায় সে বাস করত। জগৎ সম্বন্ধে সে ছিল আনমনা,—জগৎও তাকে গিয়েছিল ভুলে। য়ুরোপীয়ান্দের চোখে এটা হয়তো বিস্ময়করভাবে বিসদৃশ বলে মনে হবে। ওদের বাড়ীটা ছিল পড়ো,—ভালো করে পরিষ্কার করাও নয়।

কাছে যেতে আমার নজরে পড়ে বারান্দার উপর শুয়ে আছে তিন-চারজন স্থানীয়। তো, ওরা কী ' জটলা পাকাতে ভালোবাসে ? একটি জোয়ান চিৎপাত হয়ে শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট টানছিল,—পরনে তার একটা পারেয়ো ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না।

"পারেয়ো" জিনিসটা খানিকটা দিশী কাপড়ের লাল কিংবা নীল রঙের টুকরা,—উপরে শাদার ছাপ। কোমরে বেড় দিয়ে পরা হয় সেটাকে,—ঝুল থাকে হাঁটু পর্যন্ত।

—"বছর পনেরোর একটি মেয়ে কচুপাতার বিনুনি করে একটা টুপী তৈরি করছিল। একটা কুঁজী বুড়ি বসে বসে পাইপ টেনে যাচ্ছিল। এমন সময়ে আতার দেখা পেলাম। একটি নবজাত শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিল সে,—তার পায়ের কাছে খেলা করছিল আর একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ শিশু। আমাকে দেখতে পেয়েই সে ডাক দিতে স্ট্রিকৃল্যাণ্ড এসে দাঁড়ায় দরজার কাছে। তারও সারা দেহে একমাত্র পারেয়ো ছাড়া আর কোনও পরিধেয় দেখতে পাই না। চেহারাটা তার ঠেকতে থাকে অস্বাভাবিক,—মুখে লালচে দাড়ি, মাথায় পাতা-কাটা চুল, বিস্তৃত বক্ষে অজস্র লোম। পায়ের পাতা-দুটি ফাটা-ফাটা,—কড়াপড়া। বুঝতে পারি, খালি পায়েই হাঁটে সে। সে যেন রাগ করে পুরোপুরি স্থানীয় অধিবাসী হয়ে উঠেছে। আমাকে দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে,—আতাকে একটা মুরগী মারতে বলে আমাদের খাবার জন্য। ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে যে-ছবিটা সে আঁকছিল সেটা আমায় দেখায়। ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে একটা চিত্রফলকের উপর একটা চিত্রপট। তার জন্য দুঃখ হতো বলে খুব অল্প দামে তার কতকগুলো ছবি আমি কিনেছিলাম। ফ্রান্সে আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছেও কয়েকখানা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ছবিগুলো করুণাভরে কিনলেও, একসঙ্গে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ আমি সেগুলোকে পছন্দ করতে আরম্ভ করি। সত্যি, একটা আশ্চর্য সৌন্দর্যের সন্ধান পাই আমি সেগুলোর মধ্যে। সবাই আমাকে পাগল ভাবত। তবে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আমি ভুল করিনি। এই দ্বীপে আমিই ছিলাম তার প্রথম ভক্ত।"

তায়ায়ের পানে ফিরে কাপ্তেন একটু অনুকম্পার হাসি হাসেন।

সঙ্গে সঙ্গে তায়ারে আবার সখেদে বলে চলেন,—কিভাবে নীলামে তিনি স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ছবিগুলোকে অবহেলা করে সাতাশ ফ্রাঙ্কে খরিদ করেছিলেন একটা আমেরিকান স্টোভ।

জিজ্ঞাসা করি,—"সে ছবিগুলো এখনো আছে আপনার কাছে?'

—"আছে। আমার মেয়ে বিবাহযোগ্যা হলে সেগুলোকে বিক্রি করব বলে রেখে দিয়েছি। তার বিয়েতে সেগুলো হবে যৌতুক।"

অতঃপর আবার তিনি বলে চলেন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কাহিনী।

—"সেদিনের সেই সন্ধ্যাটির কথা আমি কোনওদিন ভুলব না। আমি অবশ্য ঠিক করেছিলাম যে ঘণ্টাখানেকের বেশী থাকবো না সেখানে,—কিন্তু সে-ই আমাকে রাতটা কাটিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। আমি একটু ইতস্ততঃ করতে থাকি। স্বীকার করতে বাধা নেই যে, যে-মাদুরগুলোর ওপর সে আমার শোবার কথা জানায়, সেগুলোর চেহারা আমার বিশেষ পছন্দসই ঠেকে না। তবু জোর করে সমস্ত দ্বিধাকে আমি ঝেড়ে ফেলে দিই। পামোতাসে আমার নিজের বাড়ী তৈরি করাবার সময় হপ্তার পর হপ্তা ধরে ওর চেয়েও শক্ত বিছানায় আমি শুয়েছিলাম। শুধু বুনো ঝোপ ছাড়া মাথার ওপর আর কোনও আচ্ছাদন থাকত না। আর পোকামাকড়? তাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যেত আমার কর্কশ চামড়ার ওপর।"

—"আতা খানা তৈরী করতে থাকে। আমরা বার হয়ে পড়ি পাহাড়ে স্রোতস্বিনীটিতে স্নান করবার জন্যে। আহার শেষ করে বারান্দায় এসে বসে আমরা দু'জনে ধূমপান করতে করতে গল্প করতে থাকি। স্থানীয় যুবকটি তার ছোট্ট বাজনাটিতে বাজিয়ে চলে বছর বারো আগে প্রচলিত নাচঘরের কয়েকটা জনপ্রিয় সুর। সভ্যতা হতে সহস্র মাইল দূরে, সেই অপরূপ রাত্রে সুরগুলো শোনাতে থাকে অপূর্ব। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে জিজ্ঞাসা করি, ওধরনের অজ্ঞাতবাসে সে কোন রকম ব্যথা অনুভব করে কিনা? সে বলে,—না। হাতের কাছে মডেলগুলো নিয়ে থাকতে তার ভালই লাগে। একটু পরে সশব্দে হাই তুলে স্থানীয়

লোকগুলি শুতে চলে যায়। আমি আর স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বসে থাকি নির্জনে। সেই রাতটির সেই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার বর্ণনা আমি আপনাকে দিতে পারবো না। আমার নিজের দ্বীপ পমোতাসে কোন রাত্রে ওখানকার মত পরিপূর্ণ স্তব্ধতার অস্তিত্ব আমি পাইনি। পমোতাসে রাতের বেলায় সমুদ্রতীর থেকে ভেসে আসতে থাকে অজস্র জন্তু-জানোয়ারের চলা-ফেরার শব্দ;—শামুক প্রভৃতি ছোট ছোট খোলবিশিষ্ট প্রাণীরা ঘুরে বেড়ায় সশব্দ অবিশ্রান্ততায়,—মেঠো কাঁকড়াগুলো খরখর শব্দে ছুটোছুটি করে। মাঝে মাঝে হ্রদের বুক হতে ভেসে আসে এক-আধটা মাছের উল্লম্ফন-ধ্বনি,—কখনও বা আবার বাদামি রঙের হাঙর-তাড়িত প্রাণ-ভীত মাছের ঝাঁকের দ্রুত পলায়ন-ধ্বনি। সবার উপর, অবিচ্ছিন্ন সময়-ধারার মতো পাহাড়ের খাঁজ হতে উঠতে থাকে শৈলগাত্রে প্রতিহত ঢেউয়ের অবিরাম একটানা গর্জন। ওখানে একটা শব্দও শোনা যায় না,—বাতাস সুগন্ধময় হয়ে ওঠে রাত্রিকালীন শ্বেতপুষ্পের গন্ধ বয়ে। রাত্রির সেই অপার সৌন্দর্যে মানুষের মনটাকে তার দেহের বাঁধনে বন্দী করে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে হতে থাকে, মনটা যেন সেই অপার্থিব বায়ুতরঙ্গে ভেসে যেতে চায়,—মৃত্যু যেন রূপায়িত হয়ে ওঠে সেখানে প্রিয়তম সুহৃদের রূপে।"

তায়ারে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন,—"হায়রে! বয়সটা আবার যদি আমার পনেরো বছর হয়ে যেত!"

সহসা তিনি দেখতে পান, টেবিলের উপর একখানা চিংড়ি মাছের দিকে তাগ করছে একটা বিড়াল। অমনি অনর্গল গাল পাড়তে পাড়তে সুনিপুণ লক্ষ্যে তায়ারে পলায়নপর বিড়ালটির পুচ্ছ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন একখানা বই।

—"জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আতাকে নিয়ে সে সুখে আছে কিনা?"

—"জবাব দেয়,—'ও আমাকে একা থাকতে দেয়,—রান্না করে, বাচ্চাদের দেখে। যা করতে বলি, তাই করে। নারীর কাছ থেকে আমি যা চাই, তা আমি পাই ওর কাছ থেকে।"

'—"য়ুরোপের জন্যে তোমার মনে কখনও আক্ষেপ দেখা দেয় না? প্যারী আর লণ্ডনের পথের আলোকমালা, তোমার বন্ধুদের সাহচর্য,

থিয়েটার, সংবাদপত্র, বাঁধানো পথের উপর ছুটন্ত বাসের গড়গড় শব্দ,—এর কোনোকিছুর জন্যে তোমার মনটা বিষাদভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না?' ”

—“অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড চুপ করে থাকে। তারপর বলে,—‘আমৃত্যু আমি এখানেই থাকব।' ”

—“‘কিন্তু কখনো কি তোমার নিজেকে একা বা বিরক্ত বোধ হয় না?’”

“—স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড হেসে ওঠে। বলে,—‘তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। বুঝতে পারছি,—শিল্পীর স্বরূপ কী তা তুমি জান না।' ”

কাপ্তেন ব্রুনো মৃদুহাস্যে আমার পানে ফিরে তাকান। তার দরদী কালো চোখ দুটিতে একটা আশ্চর্য দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

—“আমার ওপর সে একটা অবিচার করেছিল। কেননা, স্বপ্ন যে কী তা আমিও জানি। আমার নিজেরও স্বপ্ন আছে। আমার নিজস্ব ধারানুযায়ী আমি তো একজন শিল্পী।”

আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি।

বিরাট পকেটটা হাতড়ে তায়ারে একমুঠো সিগারেট বার করে আমাদের প্রত্যেককে একটা করে দেন। তিনজনে আমরা ধূমপান করতে থাকি।

অবশেষে তায়ারে বলে ওঠেন,—“ওঁর যখন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে এত আগ্রহ, তখন ওঁকে ডাক্তার কোতরাশের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন না কেন কাপ্তেন ব্রুনো? ডাক্তার ওঁকে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ব্যাধি আর মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে পারবেন।”

—“সাগ্রহে!”

আমার পানে তাকিয়ে কাপ্তেন ব্রুনো বলে ওঠেন।

ধন্যবাদ জানাই তাঁকে।

ঘড়ির পানে তাকিয়ে তিনি বলেন,—“ছ'টা বেজে গেছে। আপনি যদি এখুনি আসতে পারেন, তাহলে তাঁকে বাড়ীতে পাওয়া যেতে পারে।”

অনর্থক কালক্ষয় না করে আমি উঠে দাঁড়াই। তারপর ডাক্তারের বাড়ীর পথ ধরে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করে দিই।

শহরের বাইরে তাঁর বাড়ী। হোতেল দ্য লা ফ্লেঁয়ারটিও শহরের সীমারেখার উপর। শীঘ্রই আমার শহরতলীতে এসে পড়ি। পথটি অশ্বত্থগাছের ছায়াসমাচ্ছন্ন,—দুধারে নারিকেল গাছ,—ভ্যানিলার আবাদ। 'পাইরেট্' পাখীগুলো তালগাছের পাতার ভিতর হতে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে চীৎকার করতে থাকে। চলতে চলতে একটা অগভীর নদীর বুকে একটা পাথরের সেতুর উপর এসে দাঁড়িয়ে আমরা স্থানীয় বালকদের স্নানলীলা দেখতে থাকি। তীক্ষ্ণ চিৎকার আর হাস্যধ্বনি তুলে তারা পরস্পরকে তাড়া করতে থাকে। তাদের জলসিক্ত তাম্রাভ দেহগুলি সূর্যালোকে চিকচিক করতে থাকে।

॥ চুয়ান্ন ॥

দু'জনে একসঙ্গে পথচলার ফাঁকে ফাঁকে একটা কথা আমার মনের মধ্যে খোঁচাতে থাকে। স্ট্রিক্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে ইদানিং যতকিছু শুনেছিলাম, তা হতে অদ্ভুত এই ব্যাপারটি যেন বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখা যায় যে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড স্বদেশে সবার কাছ হতে পেয়েছিলেন যে বিতৃষ্ণা, এই নিরালা দ্বীপটিতে কিন্তু ওঁর প্রতি সে মনোভাব কারো দেখা যায় না। বরং, তিনি কুড়িয়ে পেতেন সবার দরদ। ওঁর খেয়াল-গুলোও সবাই সহ্য করে নেয়। এখানকার স্থানীয় অধিবাসী ও য়ুরোপীয় সবার কাছেই তিনি যেন একটা বিচিত্র চরিত্র। তবে বিচিত্র চরিত্রের দেখা পাওয়া তাদের অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় তারা ওঁকেও স্বীকার করে নেয়। তারা বুঝত যে দুনিয়াটা বেয়াড়া লোক বা বেয়াড়া জিনিসেতে ভরা। বোধহয় তারা আরো জানত যে বস্তুতঃ মানুষ যা হয়ে দাঁড়ায়, সে তাই,—যা হতে চায় তা সে নয় আদৌ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড ছিলেন একান্ত বেমানান,—কিন্তু এখানে সবরকম লোকের অস্তিত্ব থাকায় তিনিও মানিয়ে যান। তিনি যে এখানে এসে আগের তুলনায় বেশী ভদ্র কিংবা কম স্বার্থান্বেষী ও নৃশংস হয়ে উঠেছিলেন, তাও আমার

মনে হয় না। তবে এখানকার পরিবেশটা ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর অনুকূল। এমনি পরিবেশের মধ্যে চিরটাকাল কাটিয়ে যেতে পারলে হয়তো অন্য যে-কোন লোকের সঙ্গে ওঁর কোনও পার্থক্য নজরে পড়ত না। এখানে এমন একটা জিনিস তিনি পেয়েছিলেন যা তিনি স্বজাতির মধ্যে কোন দিন আশা বা কামনা করেন নি। সেটা হলো,—দরদ এবং সহানুভূতি।

কাপ্তেন ব্রুনোকে আমি আমার বিস্ময়টা আংশিকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি। কিছুক্ষণ তিনি কোন জবাব দেন না। অবশেষে বলে ওঠেন,—"আমার পক্ষে, সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, তার প্রতি দরদী হয়ে ওঠা আশ্চর্য নয়। কেননা, টের না পেলেও, আমাদের দু'জনেরই লক্ষ্য ছিল এক।"

সহাস্যে জিজ্ঞাসা করি,—"বলেন কী? এমন কী জিনিস থাকতে পারে যা আপনাদের মত দুটি বিভিন্ন-প্রকৃতির লোকের কাছে একসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠা সম্ভব?"

—"সৌন্দর্য!"

অস্ফুটস্বরে আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে,—"পরিধিটা ওর বিরাটই বটে!"

—"মানুষ প্রেমে পড়ে' কিভাবে দুনিয়ার আর সবকিছুকে ভুলে যায়, দেখেছেন তো? নির্বাসনপোতে শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসের মতোই মানুষ নিজের ওপর প্রভুত্ববিহীন। যে-প্রেরণার কাছে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করেছিল, তা প্রেমের চাইতে কোনও অংশে কম দুর্বার নয়।"

বলি,—"আপনার কাছে একথা শুনে আশ্চর্য হলাম। অনেকদিন আগে আমার ধারণা হয়েছিল যে ওঁকে শয়তানে পেয়েছে।"

—"যে-প্রেরণা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে কবলিত করেছিল, তা হচ্ছে সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা। সে-প্রেরণা তাকে স্বস্তি দেয়নি কোনোদিন, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে স্থান হতে স্থানান্তরে। সে ছিল কোন অপার্থিব স্বগৃহান্বেষী এক চিরন্তন তীর্থযাত্রী,—ওর ভিতরকার দানবটা ছিল নৃশংস। এক একজন লোক থাকে যাদের সত্যানুরাগ এত তীব্র যে তার নাগাল পাবার জন্যে তারা আত্ম-জগতের ভিত্তি পর্যন্ত ভেঙে খানখান করে

ফেলতে পারে। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডও ছিল ঠিক এই ধরনের, শুধু তার বেলায় সত্যের স্থান অধিকার করেছিল সৌন্দর্য। তার ওপর সহানুভূতিতে মন আমার ভরে ওঠে।"

—"এও একটা আশ্চর্য ব্যাপার! স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের চরম অবিচারে দুঃস্থ একটি লোক আমাকে বলেছিলেন যে ওঁর জন্যে তাঁর মনে জমা আছে অসীম মমতা।"

একটু চুপ করে থেকে আমি আবার বলি,—"আমার মনে হয়, এমনি ভাবেই হয়তো দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আচ্ছা, একথা আপনার মনে উদয় হলো কী করে?"

মৃদুহাস্যে আমার পানে ফিরে তাকিয়ে তিনি বলেন,—"বলিনি যে আমার স্বকীয় ধারানুযায়ী আমিও একজন শিল্পী? যে কামনা ওকে উত্যক্ত করে তুলেছিল, তার অস্তিত্ব আমি নিজের মধ্যেও টের পেতাম। তবে ওর মাধ্যম ছিল চিত্রাঙ্কন, আর আমার হলো জীবন।"

অতঃপর কাপ্তেন ব্রুনো আমাকে একটা গল্প শোনান। গল্পটির পুনরুক্তি এখানে অবশ্য প্রয়োজন। কারণ, এর বিরুদ্ধ সংঘাতশীলতার জন্য আমার মনে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ছাপ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তাছাড়া এর একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে।

কাপ্তেন ব্রুনো নিজে ব্রিটেন্, কাজ করতেন ফরাসী নৌ-সেনায়। বিবাহের পর কর্মত্যাগ করে কুইম্পারের কাছে নিজের একটুখানি ভূসম্পত্তির উপর বাসা বেঁধে জীবনের বাকী কটা দিন তিনি শান্তিতে কাটিয়ে দেওয়া মনস্থ করেন। কিন্তু, অকস্মাৎ জনৈক এটর্নী দেউলিয়া হয়ে পড়ায় তিনি নিজেও হয়ে পড়েন কপর্দকশূন্য। যেখানে একদিন তাঁরা সঙ্গতিপন্ন বলে পরিচিত ছিলেন, সেখানেই আবার দারিদ্র্য বরণ করে নিয়ে বাস করতে তিনি বা তাঁর স্ত্রী, কেউই রাজী হন না। তাঁর সমুদ্র-অভিযান-কালে তিনি দক্ষিণ সমুদ্রটাকে চষে বেড়াতেন, তাই তিনি তখন ঐ অঞ্চলেই ভাগ্যান্বেষণ করতে কৃতসঙ্কল্প হন। অভিজ্ঞতাঅর্জন ও কার্যসূচী নির্ণয়ের জন্য তিনি কিছুকাল পাপীতেতে কাটান। তার পর তাঁর ফ্রান্স-নিবাসী একটি বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ ধার নিয়ে তিনি পামোতাসে একটা দ্বীপ খরিদ করেন।

জায়গাটা একটা গভীর হ্রদের চারদিকে একফালি জমির বেষ্টনী যেন। মনুষ্যবাসরহিত বুনো জঙ্গল আর বুনো পেয়ারা গাছে ভরা। সাহসিকা স্ত্রী ও জনকয়েক স্থানীয় অধিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপে পদার্পণ করে তিনি একটি গৃহ নির্মাণ করেন ও বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে জায়গাটাকে নারিকেল-গাছের আবাদোপযোগী করে তোলায় মনোনিবেশ করেন। এঘটনা বিশ বছর আগেকার। যা ছিল একদিন একটা অনুর্বর দ্বীপ, আজ তা হয়ে উঠেছে একটি উদ্যান।

—"গোড়ার দিকে খাটুনিটা কঠিন ও ক্লান্তিকর বলে মনে হতো। তবু আমরা দুজনেই অক্লান্ত উৎসাহে খেটে যেতাম। প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে কাজ আরম্ভ করতাম,—পরিষ্কারসাধন, চারাপোঁতা, গৃহকাজ, সবকিছু। রাত্রে বিছানার উপর দেহটা এলিয়ে দিতেই মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুম ভাঙ্‌ত আবার ভোরে। আমার স্ত্রীও সমানে আমার সঙ্গে কাজ করে যেতেন। তারপর জন্মাল আমাদের সন্তানেরা, প্রথমে একটি ছেলে, তারপর একটি মেয়ে। তারা যা কিছু শিখেছে তা সবই তাদের শিখিয়েছি আমি আর আমার স্ত্রী। ফ্রান্স থেকে আমরা একটা পিয়ানো আনিয়ে নিই। আমার স্ত্রী ওদের সেটা বাজাতে শিখিয়েছেন, ইংরাজী বল্‌তে শিখিয়েছেন, আমি পড়িয়েছি ওদের লাতিন ভাষা আর গণিত, ইতিহাসটা আমরা সবাই একসঙ্গে মিলে পড়ি। ওরা নৌকা বাধতে জানে, স্থানীয় লোকেদের মত ওরা সাঁতার কাট্‌তেও পারে, দ্বীপটাতে এমন কিছুই নেই যার সম্বন্ধে ওরা অনভিজ্ঞ। আমাদের গাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে। খাদের মধ্যে পাওয়া যায় শাঁখ, আর ঝিনুক। তাহিতিতে আমি একটা ছোট-খাটো জাহাজ খরিদ করতে এসেছি। খরচ পোষাবার মত যথেষ্ট শাঁখ ওখানে আমি পেতে পারি। আর হয়ত কোনদিন তার ভিতর থেকে মুক্তোও মিলে যেতে পারে। যেখানে কিছু ছিল না, সেখানে আমি একটা কিছু অন্ততঃ গড়ে তুলেছি, সঙ্গে সঙ্গে করেছি সৌন্দর্য-সৃষ্টি। সেইসব দীর্ঘোন্নত, সুপুষ্ট গাছগুলোর পানে তাকিয়ে যখন আমি ভাবি যে ওগুলো আমারই হাতে পোঁতা, তখন কী যে ভাবের উদয় হয় মনে তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না।'

—"স্ট্রিকৃল্যাণ্ডকে একদিন যে প্রশ্ন আপনি নিজে করেছিলেন, এখন তা আমি আপনাকেও করতে চাই। ফ্রান্স কিংবা আপনার নিজের পুরানো বাসস্থান ব্রিটানীর জন্যে কোনোদিন কী আপনার মন খারাপ হয় না ?"

—"যখন আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে আর আমার ছেলেও স্ত্রীলাভ করে দ্বীপটাতে আমার স্থান দখল করতে পারবে, তখন আমরা বাকী জীবনটা কাটাবার জন্যে ফিরে যাব সেই পুরানো বাড়ীটাতে যেখানে আমি জন্ম নিয়েছিলাম।"

বলি,—"জীবন আপনার সুখময় হয়ে উঠবে !"

"হয়তো। আমার দ্বীপটাতে উত্তেজনার কোন উপাদান নেই, সভ্য জগৎ থেকেও আমরা বহুদূরে বিক্ষিপ্ত। তবু আমরা ওখানে সুখে থাকি। সহজ, অনাড়ম্বর আমাদের জীবনযাত্রা। কোনোরকম দুরাশার রেখামাত্র নেই আমাদের মধ্যে। আমাদের যা কিছু গর্ব তা হলো আমাদের নিজে-হাতে-গড়া সৃষ্টি নিয়ে। আমাদের মধ্যে ঈর্ষা নেই, বিদ্বেষ নেই ! লোকে 'পরিশ্রমের দান' কথাটাকে অর্থহীন বাক্যবিন্যাস বলে উড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু আমার কাছে ওটা হলো গভীরতম অর্থ-সম্পন্ন। আজ আমি সত্যিই সুখী।"

স্মিত মুখে জানাই,—"ওটা আপনার প্রাপ্য।"

"হয়তো তাই। জানি না, কোন্ ভাগ্যবলে এমন স্ত্রী আমি পেয়েছি।" একাধারে সে যুগপৎ আদর্শ সুহৃৎ, সহকারী, যথার্থ গৃহিণী ও মা।"

কিছুক্ষণ ধরে আমি কাপ্তেনবর্ণিত জীবনায়নটিকে আমার কল্পো-লোকে প্রতিফলিত করে দেখবার চেষ্টা করতে থাকি।

"এভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হলে কিংবা অতবড় সার্থকতা লাভ করতে হলে যে যথেষ্ট বলিষ্ঠ চেতনা ও সুদৃঢ় চারিত্রিক বলের প্রয়োজন সেবিষয়ে কোনোও সন্দেহ নেই।"

"বোধহয় তাই। কিন্তু আর একটা কারণ ব্যতিরেকে আমরা হয়তো কিছুই লাভ করতে পারতাম না।"

"কী সেটা ?"

একটুখানি চুপ করে থাকেন তিনি। তারপর একটা নাটকীয় ভঙ্গিতে বাহু প্রসারিত করে তিনি বলে ওঠেন—"ভগবৎ বিশ্বাস। ওটা না থাকলে আমরা হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যেতাম।"

ইতিমধ্যে আমরা ডাক্তার কোতরাশের গৃহে উপস্থিত হই।

॥ পঞ্চান্ন ॥

ডাক্তার কোতরাশ একটি বিশালবপু ভুঁড়িদার ফরাসী ভদ্রলোক। আকারে দেহটি তাঁর যেন একটা প্রকাণ্ড হাঁসের ডিম। নীলাভ মমতাময় তীক্ষ্ণ দুটি চোখ, মাঝে মাঝে আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠে সে-চোখের দৃষ্টি নিবিষ্ট হয় তাঁর ভুঁড়িটির উপর। গায়ের রঙ্ উজ্জ্বল, মাথার চুলগুলি শাদা। যে-কোনও লোক মুহূর্তমধ্যে তাঁর অনুরক্ত হয়ে ওঠে। যে ঘরটার মধ্যে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানান, সেটা ফ্রান্সের যে-কোন প্রাদেশিক শহরের গৃহকর্ম বলে গণ্য হতে পারে। আভ্যন্তরীণ দুএকটি পলিনেশিয়ান সংগ্রহ সেখানে বেমানান ঠেকে। প্রকাণ্ড দুটি হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে চেয়ে থাকেন, তাঁর সেই দৃষ্টির মাঝে যথেষ্ট বিচক্ষণতার আভাস লক্ষ্য করি। কাপ্তেন ব্রুনোর সাথে করমর্দনের পর বিনয়-সহকারে তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের খবর জিজ্ঞাসা করেন। কিছুক্ষণ ধরে নানাপ্রকার শিষ্টাচার বিনিময় ও দ্বীপটি নিয়ে চলতি গল্প চলতে থাকে, নারিকেল শস্য ও ভ্যানিলা ফসলের সম্ভাবনার কথা ওঠে। তার পর যে-উদ্দেশ্যে আমার আগমন, সেই কথা ওঠে।

ডাক্তার কোতরাশ আমাকে যা কিছু বলেছিলেন তা আমি তাঁর মুখের কথায় না বলে নিজের জবানিতে বলব। কেননা, তাঁর সেই মনোরম বিবৃতির পুনরুক্তি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর বিশাল দেহের অনুযায়ী তাঁর কণ্ঠস্বরটিও ছিল উদাত্ত গম্ভীর,—একটা সূক্ষ্ম নাটকীয়তার আভাস মেলে তার মধ্যে। চলতি কথানুযায়ী, তাঁর

কথা শোনা আর ক্রীড়ারত হওয়া একই জিনিস। মোটকথা, অধিকাংশের চাইতে তাঁর বলার ভঙ্গি অনেক ভালো।

ডাক্তার কোতরাসকে একা তারাভাওতে যেতে হয় একটি অসুস্থ সর্দারনীকে দেখবার জন্য। কথায় কথায় ডাক্তার সেই স্থূলকায়া বৃদ্ধা রমণীর একটা সুস্পষ্ট ছবি এঁকে ধরেন। প্রকাণ্ড বিছানার উপর শয়িতা বৃদ্ধা সিগারেট টেনে চলেন ;—তাঁর চারপাশে ভিড় করে ছেঁকে ধরে থাকে একপাল কৃষ্ণাঙ্গ পোষ্য ও অনুগত।

বৃদ্ধাকে দেখা সাঙ্গ হলে তাঁকে আর-একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে খানা খেতে দেওয়া হয়—কাঁচা মাছ, শুকনো কলা, মুরগী, স্থানীয় অধিবাসীদের বিচিত্র খানা খেতে খেতে তিনি দেখতে পান, একটি তরুণী মেয়েকে অশ্রুসিক্ত চক্ষে দ্বারপ্রান্ত হতে বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটাকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দেন না, কিন্তু বাইরে এসে নিজের গাড়িতে চেপে গৃহ প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করতেই আবার তিনি দেখতে পান, মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষাদাচ্ছন্ন নেত্রে তাঁর পানে তাকাতে থাকে,—দু'চোখ বেয়ে তার পড়তে থাকে অবিরল অশ্রুধারা। মেয়েটির কী হয়েছে সেকথা একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানতে পারেন যে একটি রুগ্ন শ্বেতাঙ্গ লোককে দেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতে মেয়েটি এসেছে পাহাড়ের উপত্যকা হতে। এরা ওকে ডাক্তারকে বিরক্ত করতে মানা করেছে। ডাক্তার নিজে তখন মেয়েটিকে কাছে ডেকে তার দরকারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। মেয়েটি বলে যে হোতেল দ্য লা ফ্লেঁয়ারের পরিচারিকা আতা তাকে পাঠিয়েছে,—'রাঙা লোকটি'-র অসুখ। মেয়েটি একটি তালপাকানো সংবাদপত্রের টুকরা ডাক্তরের হাতের মধ্যে গুঁজে দেয়। সেটা খুলে তিনি দেখতে পান, তার মধ্যে রয়েছে একটা একশো ফ্রাঙ্কের নোট।

নিকটে দণ্ডায়মান একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"এই 'রাঙা লোকটি' কে ?"

লোকটি জানায যে একজন ইংরাজ চিত্রকরকে তারা ওই নামে ডাকে। সেখান থেকে সাত কিলোমিটার দূরে একটি উপত্যকায় লোকটি আতার সঙ্গে বাস করে। বর্ণনা শুনে তিনি স্ট্রিকল্যাণ্ডকে চিনতে পারেন।

অথচ সেখানে যেতে হলে হাঁটাছাড়া উপায় নেই,—তাঁর পক্ষে একা যাওয়াও অসম্ভব,—তাই হয়তো ওরা চেষ্টা করেছিল মেয়েটিকে তাড়িয়ে দিতে।

আমার পানে ফিরে ডাক্তার বলেন,—"স্বীকার করছি, আমি একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। একে ওরকম বিশ্রী পথে চোদ্দ মাইল পাড়ি দেবার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না কোনোদিন,—তার উপর আবার সে রাত্রে পাপীতেতে ফিরে আসবার কোনও সম্ভাবনাও আমি দেখতে পাইনি। তাছাড়া, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতাও ছিল না। লোকটা কুড়ে, একটা অপদার্থ বর্বর,—আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে খেটে খাওয়ার চাইতে সে একটা স্থানীয় মেয়েকে নিয়ে থাকতেই বেশী ভালোবাসত। কী করে তখন জানব বলুন যে সারা দুনিয়া একদিন তাকে অসাধারণ প্রতিভাধর বলে মেনে নেবে! মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করি যে আমার সঙ্গে এসে দেখা করার মত সুস্থতা লোকটির আছে কি না এবং আসলে লোকটির হয়েছে কী? মেয়েটি কোন জবাব দিতে চায় না। পীড়াপীড়ি করতে করতে আমি হয়তো রেগে উঠে-ছিলাম। মেয়েটি মাথা নিচু করে কাঁদতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত আমি জ্বালাতন হয়ে উঠি। মনে হয়, যাওয়াটাই বোধহয় আমার কর্তব্য। অত্যন্ত বদমেজাজে মেয়েটিকে বলি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে।"

ডাক্তার যখন ঘর্মসিক্ত দেহে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছান, তখন অবশ্যই তাঁর মেজাজটা বিশেষ ভালো ছিল না। আতা বসেছিল তাঁরই প্রতীক্ষায়,—খানিকটা পথ এগিয়ে এসে সে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়।

ডাক্তার বলে ওঠেন,—"কাউকে দেখবার আগে আমাকে কিছু পানীয় এনে দাও, নইলে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মারা যাব। যে-কোনও পানীয়,—অন্ততঃ একটা ডাব।"

আতা ডাক দিতেই একটি ছেলে ছুটে এসে দাঁড়ায়। ছেলেটা একটা নারিকেল গাছে উঠে ছুঁড়ে দেয় একটা ঝুনো নারকেল। আতা সেটাতে একটা ফুটো করে দিতেই ডাক্তার বেশ খানিকটা জলপান

করে তবে যেন সুস্থ হন। তারপর একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে ধরাতে তিনি যেন অনেকটা ধাতস্থ হন।

জিজ্ঞাসা করেন,—"এখন বল দিকি, সেই রাঙা লোকটি কোথায়?"

—"বাড়ীর মধ্যে,—ছবি আঁকছেন। আপনি যে আসছেন সেকথা আমি তাঁকে বলিনি। ভিতরে গেলেই তাঁর দেখা পাবেন।"

—"কিন্তু ব্যাধিটা তার কী তাহলে? যদি সে সুস্থ শরীরে ছবি আঁকতে পারে, তাহলে তো সে তারাভাওতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে এই কষ্টকর পাড়ির হাত থাকে আমাকে সে রেহাই দিতে পারত। তার চাইতে আমার সময়টা কম দামী বলে তো মনে হয় না!"

আতা কোন জবাব দেয় না। ছেলেটা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় বাড়ীর মধ্যে। যে মেয়েটি ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সে ইতিমধ্যে এসে বসে পড়ে বারান্দার উপর। একটি বৃদ্ধা মহিলা দেওয়ালের দিকে পিঠ করে শুয়ে শুয়ে দিশী সিগারেট পাকাতে থাকে। আঙুল তুলে আতা দরজাটা দেখিয়ে দেয়। ওদের বিচিত্র ব্যবহারের রহস্যোদ্ঘাটন করতে না পেরে বিরক্তিভরে ডাক্তার ভিতরে প্রবেশ করেন। দেখতে পান, স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর বর্ণাধারটি সাফ করছেন! চিত্রফলকের উপর একটা ছবিও তিনি দেখতে পান। শুধুমাত্র পারেয়ো-পরিহিত স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বিসদৃশভাবে দ্বারের দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। জুতার শব্দ পেয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে তাকান। ডাক্তারকে দেখে তিনি যেমন বিস্মিত হন, তেমনি আবার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বিরক্তও হয়ে ওঠেন। ডাক্তার কিন্তু একটা দম নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তাঁর পানে। মনে হয়, তাঁর পা দুটি যেন গেঁথে গেছে মাটির সাথে। এমনটা তিনি মোটেই আশঙ্কা করেন নি। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলে ওঠেন,—"সাড়া না দিয়েই যে ঢুকে পড়লেন দেখছি! কী দরকার আপনার?"

ডাক্তার আত্মস্থ হন বটে, কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফিরিয়ে আনতে তাঁকে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়। ইতিমধ্যে মুছে যায় তাঁর সবটুকু বিরক্তি, মমতায় বিগলিত হয়ে যান তিনি।

"আমার নাম ডাক্তার কোতরাশ। তারাভাওতে এসেছিলাম আমি একটি সর্দারণীর চিকিৎসা করতে। আপনাকে দেখবার জন্য আতা আমাকে সেখান থেকে ডেকে আনিয়েছে।"

"নিরেট একটি মাথামোটা ঐ মেয়েটা। সম্প্রতি আমার গায়ে সামান্য একটু ব্যথাবেদনা আর অল্প জ্বর দেখা দিয়েছিল, কিচ্ছু নয় সেটা, এমনিই চলে যেত। ভাবছিলাম এবার কেউ পাপীতেতে গেলে তাকে দিয়ে খানিকটা কুইনিন আনিয়ে নেব।"

"আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বটার পানে তাকিয়ে দেখুন তো!"

ডাক্তারের পানে একটা কটাক্ষ করে অল্প একটু হেসে দেওয়ালে টাঙ্গানো কাঠের বেষ্টনী-মোড়া ছোট সস্তা আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড।

—"তারপর?"

—"মুখে যে আপনার একটা আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে তা কি দেখতে পাচ্ছেন না? দেখতে পাচ্ছেন না, আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কী ভাবে ফুলে উঠেছে? আপনার চাহনি, তাইতো,—কী বলে বোঝাই এটাকে? বইয়ের ভাষায় ওকে বলা হয় 'সিংহমুখো'। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে খুব একটা সাংঘাতিক ব্যাধিতে আপনি আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।"

—"আমি?"

"আয়নার পানে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আপনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কুষ্ঠরোগের বিশেষ লক্ষণগুলি।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড বলে ওঠেন, "ঠাট্টা করছেন আপনি।"

—"ভগবান করুন, আমার কথাগুলো যেন তাই হয়!"

—"আপনি কী সত্যিই বলতে চান যে আমার কুষ্ঠরোগ হয়েছে?"

—"দুর্ভ্যাগ্যবশতঃ! এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

বহুজনকে ডাক্তার মরণ-রায় শুনিয়েছেন এবং প্রতিবারই তা শোনাতে যে-আতঙ্কে তাঁর মন ভরে উঠেছে, তা তিনি কোনোদিন জয় করতে পারেননি। তাঁর মত সুস্থ সবল ডাক্তারের জীবনের সাথে নিজেদের মৃত্যুকবলিত জীবনের তুলনা করে তাঁর প্রতি মন যে

তাদের তিক্ততম বিতৃষ্ণায় স্বভাবতই ভরে উঠেছে, তা যেন তিনি নিজে বরাবর অনুভব করে এসেছেন। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নীরবে তাঁর পানে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর সেই জঘন্য ব্যাধি-কলঙ্কিত মুখে কোন অভিব্যক্তি দেখা যায় না।

দরজার বাহিরের লোকগুলি তখন একটা অস্বাভাবিক অহেতুক নীরবতায় স্থাণুর মত বসেছিল।

তাদের দেখিয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড অবশেষে জিজ্ঞাসা করেন,—"ওরা জানে?"

ডাক্তার জবাব দেন, "স্থানীয় লোকেরা এর লক্ষণগুলো ভালো করেই চেনে। ভয়ে আপনাকে কিছু বলেনি।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরের পানে তাকান। হয়তো তাঁর মুখে নিশ্চয়ই একটা বীভৎস কিছু ফুটে উঠে থাকবে। কেননা, সহসা তারা সরব ক্রন্দন ও আক্ষেপোক্তিতে ভেঙে পড়ে। কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে উচ্চতরগ্রামে তুলে তারা কাঁদতে আরম্ভ করে। একটা মুহূর্ত তাদের পানে চেয়ে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আবার ঘরের মধ্যে ফিরে আসেন।

"আর কতদিন আমার পরমায়ু আছে বলে আপনার মনে হয়?"

—"কী জানি! কখনও কখনও বিশ বছর ধরেও এ রোগের জের চলে। তবে, জেরটা যতই কম হয় ততই মঙ্গল।"

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড চিত্রপটটির কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে ছবিটার উপর লক্ষ্য নিবিষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—"অনেকটা পথ ভাঙ্‌তে হয়েছে আপনাকে। এমনি একটা গুরুত্ব-পূর্ণ সংবাদের বাহককে পুরস্কৃত করা উচিত। ছবিটা নিয়ে যান। আজ হয়ত এর দাম আপনার কাছে কিছু নয়, কিন্তু এমন একটা দিন আসতে পারে যখন এর মালিকানার জন্যে আপনি হয়ত আনন্দ বোধ করবেন।"

ডাক্তার কোতরাশ প্রতিবাদে জানাতে চেষ্টা করেন যে তাঁর পথশ্রমের জন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক চান না। ইতিমধ্যেই তিনি আতাকে সেই একশো ফ্রাঙ্কের নোটটা ফেরত দিয়েছিলেন। তবু স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁকে ছবিখানা নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। অতঃপর তাঁরা

দুজনেই বারান্দায় বার হয়ে আসেন। স্থানীয় লোকগুলি তখন আকুল হয়ে কাঁদছিল।

স্ট্রিক্ল্যাণ্ড আতাকে ডেকে বলেন,—"থাম! চোখ মোছ! বিশেষ ভয় পাবার কিছু নেই। শীগগিরই আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব।"

আভা সরোদনে বলে ওঠে,—"ওরা কী তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে?"

তখনকার দিনে দ্বীপটিতে পৃথকীকরণের কোনো কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। ইচ্ছা থাকলে, কুষ্ঠরোগীদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেওয়া হোত।

স্ট্রিক্ল্যাণ্ড বললেন—"পাহাড়ের ওধারে গিয়ে থাকব আমি।"

"যার যেখানে খুশি থাক্, আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে থাকবো না। তুমি স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। আমাকে তুমি ছেড়ে গেলে বাড়ীর পিছনের ঐ গাছটার ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরব আমি। ভগবানের দিব্যি করে বলছি,—আমি মরবই!"

তার কথার মধ্যে একটা গভীর আবেগ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সেই নিরীহ নমনীয় স্থানীয়া মেয়েটি তখন হয়ে ওঠে একটি দৃঢ়চেতা মহিলা। আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে তার!

—"তুমি কেন থাকবে আমার সঙ্গে? এখনও পাপীতেয় ফিরে গেলে শীগগিরই হয়তো আর একজন শ্বেতাঙ্গ তুমি যোগাড় করে নিতে পার। বুড়ীটা তোমার বাচ্চাগুলোর তদারক করতে পারবে'খন। আর, তোমাকে আবার ফিরে পেলে তায়ারে খুশিই হবে।"

—"তুমি স্বামী—আমি স্ত্রী। তুমি যেখানে যাবে, আমি যাব সেখানেই।"

মুহূর্তের জন্য যেন স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের সংযম শিথিল হয়ে পড়ে। তাঁর দুটি চোখের কোণেই একফোঁটা করে অশ্রু দেখা দেয়,—ধীরে ধীরে তা গড়িয়ে নামতে থাকে তাঁর গাল বেয়ে। তারপর আবার তিনি হেসে ওঠেন তাঁর স্বভাবজাত বিদ্রূপমাখানো স্বরে।

ডাক্তার কোতরাশকে তিনি বলেন,—"মেয়েরা এমনিই অদ্ভুত।

ওদের সঙ্গে কুকুরের মতন ব্যবহার করুন, যতক্ষণ না আপনার হাত ব্যথা হয়ে যায় ততক্ষণ ধরে ঠ্যাঙান, তবু ওরা আপনাকে ভালোবাস্‌বেই।”

বিতৃষ্ণাভরে তিনি কাঁধে একটা ঝাঁকানি তোলেন।

আবার বলেন,—“কেন যে ক্রীশ্চান ধর্মে ওদেরও আত্মা আছে বলে একটা বিশ্রী মতবাদ প্রচার করে থাকে?”

সন্দেহভরে আতা জিজ্ঞাসা করে,—“কী বলছ গো তুমি ডাক্তারকে? যাবে না তুমি?”

“আমি থাকলেই যদি তুমি খুশি হও, তাহলে আমি থাকব। কেমন?”

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে বসে পড়ে আতা দুহাতে তাঁর পা-দুটি জড়িয়ে ধরে তার উপর এঁকে দেয় চুম্বনচিহ্ন। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড মৃদুহাস্যে তাকান ডাক্তার কোতরাশের পানে।

বলেন,—“শেষ পর্যন্ত হার মেনে আত্মসমর্পণ করতেই হয় ওদের কাছে। শাদা, কালো, সবাই ওরা সমান।”

মানুষের অত বড় বিপদে শুধু মুখের কথায় দুঃখ জ্ঞাপন করাটা নেহাত বেমানান মনে করে ডাক্তার বিদায় নেন। তানে নামের ছেলেটিকে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁকে গাঁয়ের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলেন। ডাক্তার কোতরাশ মুহূর্তখানেকের জন্য চুপ করে থাকেন। তারপর আত্মগত-ভাবে আমাকে বলে ওঠেন,—“ওকে আমি দেখতে পারতাম না। আপনাকে তো বলেছি যে ওর সঙ্গে আমার কোন অন্তরঙ্গতা ছিল না। তবু তারাভাওয়ে প্রত্যাবর্তনের পথে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ওর অনন্য-সাধারণ সাহসের কথা মনে করে ওর ওপর একটা অনিচ্ছাকৃত শ্রদ্ধা পোষণ না করে পারি না। মানবজীবনের শোচনীয়তম দুর্দশাকে এভাবে স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষমতা সত্যই বিরল। তানেকে বিদায় দেওয়ার সময় আমি বলে দিই যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ব্যবহারযোগ্য কিছু ওষুধ আমি পাঠিয়ে দেব। অবশ্য স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যে সেগুলো গ্রহণ করবে, সে-আশা কম বলেই আমি ধরে নিই এবং গ্রহণ করলেও সেগুলো বস্তুতঃ ওর কোন উপকার সাধন করতে পারবে বলেও আমার ঠিক মনে হয়নি। তার মারফত আতাকে বলে পাঠাই যে, তার কাছ থেকে খবর

পেলেই আমি আবার আসব। জীবন মমতাহীন,—প্রকৃতিও মাঝে মাঝে তাঁর সন্তানদের পীড়ন করে যেন একটা নির্মম আনন্দ লাভ করে থাকেন। বিষণ্ণহৃদয়ে আমি আমার পাপীতের সুখনীড়ে ফিরে আসি।”

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেউ কোনও কথা বলি না।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আবার বলতে আরম্ভ করেন,—“কিন্তু আতা আমাকে কোনও খবর পাঠায় নি। আমারও অনেকদিন আর দ্বীপটির ও অঞ্চলে যাওয়ার কোন কারণ ঘটেনি। তাই স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডেরও কোন খবর পাইনি। দু'একবার শুনেছিলাম যে আতা পাপীতেয় এসেছিল রঙ্‌-টঙ্‌ কিনতে,—কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। প্রায় দু'বছর বাদে আবার আমাকে তারাভাওয়ে যেতে হয় সেই বৃদ্ধা সর্দারণীটিকে দেখবার জন্যে। ওদের জিজ্ঞাসা করি, কেউ স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের খবর রাখে কিনা? ইতিমধ্যে চারদিকেই রটে গিয়েছিল যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কুষ্ঠরোগ হয়েছে। সবার আগে তানে বলে ছেলেটা বাড়ী ছেড়ে পালায়। তার কিছুকাল পরেই যায় পৌত্রসমেত বৃদ্ধাটি। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আর আতা তাঁদের বাচ্চা-গুলিকে নিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেইখানেই বাস করতে থাকে। কেউ আর সেই আবাদটার ত্রিসীমানা মাড়াত না। ও রোগটাকে স্থানীয় লোকেরা অতীব ভীতির চোখে দেখে থাকে। আগেকার দিনে তো রোগ ধরা পড়লেই রোগীকে মেরে ফেলা হতো। তবে মাঝে মাঝে গাঁয়ের ছেলেরা পাহাড়টার কাছে ছুটোছুটি করতে গিয়ে লাল-দাড়িওলা লোকটিকে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেত। কখনও বা রাতের বেলায় আতা নিচের গাঁয়ে নেমে এসে ব্যাপারীকে ডেকে তুলে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনে নিয়ে যেত। আতা জানত যে স্থানীয় লোকেরা স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের মতো তাকেও খানিকটা ঘৃণার চোখে দেখে। তাই, সে তাদের এড়িয়ে চলতে থাকে। একবার জনকয়েক মেয়েছেলে প্রচলিত ব্যবধানের চাইতে আবাদটির কিছু বেশী কাছে গিয়ে পড়ে; আতাকে তারা নদীর জলে কাপড়চোপড় কাচতে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। এর পরে আতাকে জানাবার জন্য ব্যাপারীটিকে বলে দেওয়া হয় যে, ফের যদি সে কোনদিন নদীট

ব্যবহার করার চেষ্টা করে তাহলে গ্রামের পুরুষেরা তার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবে।"

আমি বলে ফেলি,—"যত সব অমানুষ!"

—"তাই বটে। মানুষ চিরকালই অমনিধারা। আশঙ্কা তাদের করে তোলে নির্মম। স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে দেখতে যাব স্থির করে সর্দারণীকে দেখা সাঙ্গ করে আমাকে পথ দেখাবার জন্যে ওদের একটা ছোকরা দিতে বলি আমার সঙ্গে। কেউ আমার সঙ্গে যেতে চায় না,—বাধ্য হয়ে আমাকে একাই খুঁজে নিতে হয়।"

আবাদটাতে পৌঁছানোর পর ডাক্তারকে যেন একটা অস্বস্তিতে পেয়ে বসে। পথশ্রমে উত্তপ্ত হয়ে না উঠলেও তিনি কাঁপতে থাকেন। বাতাসে কী যেন একটা বিরুদ্ধতার আভাস পেয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মনে হতে থাকে যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি তাঁর পথে বাধা দিতে চেষ্টা করে। অদৃশ্য হাতে কে যেন তাঁকে টানতে থাকে পিছন পানে। ইদানিং কেউ আর নারকেল কুড়োতে এদিকে আসে না; তাই সেগুলো মাটিতে পড়ে পচতে থাকে। চারিদিক জনহীন। ঝোপগুলো বাহুবিস্তার করে এগিয়ে চলে। দেখে মনে হয় যেন শীঘ্রই আবার আদিম বনজঙ্গল এসে তার কাছ থেকে একদিন বহু আয়াসে ছিনিয়ে-নেওয়া ভূখণ্ডটিতে আবার স্থাপন করবে তার অধিকার। তাঁর মনে হতে থাকে যেন জায়গাটা হয়ে উঠেছে বেদনার আকর। বাড়ীটার কাছাকাছি এসে তার অপার্থিব নিস্তব্ধতায় তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। প্রথমে সেটাকে জনপরিত্যক্ত বলে তাঁর ধারণা জন্মায়। এমন সময়ে তিনি আতাকে দেখতে পান। সরু ফালিমত যে জায়গাটা তার রান্নাঘরের কাজ করে, সেখানে উবু হয়ে বসে সে একটা পাত্রে চাপানো কি একটা ফুটন্ত রান্নার তদারক করছিল। তার কাছেই ধূলার উপর একটা ছোট্ট ছেলে নীরবে খেলা করে চলে। ডাক্তারকে দেখতে পেয়েও আতার মুখে হাসি ফুটে ওঠে না। ডাক্তার জানান,—"স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডকে দেখতে এলাম।"

—"খবর দিচ্ছি তাঁকে।"

বারান্দায় ওঠবার সিঁড়ির ধাপ কটা ভেঙে সে ঘরে ঢোকে।

ডাক্তার কোতরাশ তার পিছু পিছু অগ্রসর হয়ে তার ইশারামত ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

ঘরের দরজাটা খুলতেই এক ঝলক পূতিগন্ধ তাঁর নাকে এসে পৌঁছয়। এই গন্ধের জন্যেই কেউ কুষ্ঠ রোগীর কাছে টিকতে পারে না,—বমি আসে। আতার কথা তাঁর কানে যায়। তারপরেই শুনতে পান স্ট্রিকল্যাণ্ডের জবাব। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরটাকে চিনে নিতে ডাক্তারের কষ্ট হয়,—অস্পষ্ট, রুক্ষ কণ্ঠস্বর। ডাক্তার কোতরাশের ভ্রূদ্বয় কুঁচকে ওঠে। বুঝতে পারেন যে স্ট্রিকল্যাণ্ডের স্বরনলি ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। একটু পরে আতা আবার বার হয়ে আসেন।

বলে,—"উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান না। ফিরে যান আপনি।"

ডাক্তার কোতরাশের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আতা তাঁকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় না। হতাশ হয়ে মুহূর্তকাল ডাক্তার কি ভেবে ফিরে চলেন। আতাও এগোতে থাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। ডাক্তার বুঝতে পারেন যে আতাও তাঁর সঙ্গ এড়াতে চায়।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন,—"কিছুই কী করতে পারি না আমি তোমাদের জন্যে ?"

আতা উত্তর দেয়,—"ওঁর জন্যে কিছু রঙ পাঠিয়ে দিতে পারেন। আর কিছুই উনি চান না।"

—"এখনো কী ও ছবি আঁকতে পারে ?"

—"ঘরের দেওয়ালগুলো এখন উনি চিত্রিত করছেন।"

—"বুঝতে পারছি জীবনটা তোমার দুঃসহ হয়ে উঠেছে।"

তাঁর কথা শুনে এবার আতার মুখে দেখা দেয় মৃদু হাস্যরেখা। তার চোখের চাহনিতে ফুটে ওঠে অপার্থিব প্রেমচ্ছায়া। ডাক্তার কোতরাশ যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হন। বলার মত কোন কথা তিনি আর খুঁজে পান না।

আতা বলে,—"উনি আমার স্বামী।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমার আর একটি ছেলে কোথায় ? গতবারে এসে তো দুটিকে দেখেছিলাম।"

—"হাঁ। একটি মারা গেছে। আমগাছটার তলায় তাকে আমরা সমাধিস্থ করেছি।"

ডাক্তারের সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আতা জানায়, এবার তাকে ফিরে যেতে হবে। ডাক্তার কোতরাশ অনুমান করেন যে তাঁর সঙ্গে আরো অগ্রসর হ'লে পথে কোন গ্রাম্যলোকের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতেই আতার সেই আপত্তি। তিনি তাকে আবার জানিয়ে দেন যে, যদি কখনও তাঁকে দরকার হয়, তাহলে তার কাছ হতে খবর পেলেই তিনি আবার উপস্থিত হবেন।

॥ ছাপ্পান্ন ॥

এর পর আরো দু'তিনটি বছর কেটে যায়।

তাহিতিতে সময় এমন চুপিসাড়ে কেটে যায় যে তার হিসাব রাখা শক্ত।

অবশেষে একদিন ডাক্তার কোতরাশের কাছে খবর আসে,—স্ট্রিকল্যাণ্ড মৃত্যুশয্যায়।

পাপীতে-গামী ডাকবাহী গাড়ীটিকে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে আতা তার গাড়োয়ানকে তখুনি খবরটা ডাক্তারকে পৌঁছে দেবার জন্য মিনতি জানায়। অথচ খবরটা যখন এসে পৌঁছায় তখন ডাক্তার বাড়ীতে ছিলেন না,—সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে তিনি তা' টের পান। অতরাত্রে যাওয়া অসম্ভব,—তাই পরদিন সকালের আগে তাঁর যাত্রা করা হয়ে ওঠে না। তারাভাওয়ে উপস্থিত হয়ে শেষবারের মত তিনি আতার গৃহে উপস্থিত হবার জন্য পাড়ি দেন সাত কিলোমিটার পথে। পথটি ভরে উঠেছে আগাছায়; স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিগত কটা বছরের মধ্যে তা' মনুষ্যপদস্পৃষ্ট হয়নি। পথ চিনে নেওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। কখনো বা শুকনো নদীর চরে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়েন,—কখনও আবার তাঁকে কণ্টকাকীর্ণ বনজঙ্গল ভেঙ্গে পথ করে নিতে হয়। প্রায়ই মাথার উপর

গাছের ডাল থেকে দোদুল্যমান বোলতার চাকের সাথে সংঘর্ষ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে উঠতে হয় পাহাড় বেয়ে। চতুর্দিকে বিরাজ করতে থাকে একটা গাঢ় নিস্তব্ধতা।

শেষকালে সেই ছোট পলস্তরাহীন বাড়ীটার কাছে উপস্থিত হয়ে ডাক্তার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাড়ীটা ইতিমধ্যে হয়ে পড়েছে আরো জরাজীর্ণ, শ্রীহীন। সেখানে যেন বিরাজ করতে থাকে সেই একই অসহ নিস্তব্ধতা। ডাক্তার এগিয়ে চলেন। একটি ছোট ছেলে আপনমনে রোদে খেলা করছিল। ডাক্তারের আবির্ভাবে চমকে উঠে সে ছুটে পালায়। তার কাছে অপরিচিত লোকমাত্রেই শত্রু।

ডাক্তার কোতরাশ যেন অনুভব করতে থাকেন যে ছেলেটি একটি গাছের আড়ালে হতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখতে থাকে। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ডাক দেন,—কোনও সাড়া মেলে না। এগিয়ে গিয়ে তিনি দ্বারে করাঘাত করেন,—এবারও কোনও সাড়া পান না। দ্বারের হাতল ঘুরিয়ে তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাকে এসে ঢোকে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ। নাকে রুমাল চেপে ধরে জোর করে তিনি ভিতরে ঢোকেন। প্রথম সূর্য্যকিরণের পরই প্রায়ান্ধকার ঘরটিতে ঢুকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন কিছুই দেখতে পান না। সহসা ডাক্তার চমকে ওঠেন। বুঝতে পারেন না কোথায় তিনি আছেন। তাঁর মনে হয় যেন তিনি পা বাড়িয়েছেন কোন্ এক মায়াপুরীতে। তাঁর চোখের সামনে যে অস্পষ্টভাবে ভাসতে থাকে প্রকাণ্ড একটা আদিকালের বন,—গাছের তলায় ঘুরে বেড়ায় কত নগ্ন নরনারী! অবশেষে তিনি টের পান যে সেগুলো প্রাচীর-চিত্র।

অস্ফুটকণ্ঠে আপনমনেই তিনি বলে ওঠেন,—"তাইতো! রোদে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি আমার!"

সহসা একটা অঙ্গ সঞ্চালনের শব্দে সেদিকে তাঁর নজর পড়ে। দেখতে পান, মেঝের উপর পড়ে নিঃশব্দে কেঁদে চলে আতা। ডাক্তার ডাকেন,—"আতা! আতা—"

আতা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। আবার সেই বিশ্রী দুর্গন্ধে তাঁর যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। ডাক্তার একটা চুরুট ধরিয়ে নেন। ক্রমশঃ

অন্ধকারটা তাঁর চোখে সহে আসে। দেওয়ালের পানে আবার নজর পড়তেই একটা অভিভূতকারী অনুভূতিতে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ছবি সম্বন্ধে তিনি কিছুই বুঝতেন না,—তবু এগুলোর অত্যাশ্চর্য প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত জুড়ে একটা বিচিত্র ও শ্রমসাধ্য কলানৈপুণ্য,—অপূর্ব, অবর্ণনীয়, রহস্যময়। ডাক্তার রুদ্ধশ্বাসে তা দেখতে থাকেন,—একটা দুর্জ্ঞেয় ও অনির্ণেয় ভাবাবেশে ছেয়ে যায় তাঁর মন। যুগপৎ তিনি হর্ষোৎফুল্ল ও বিস্ময়াহত হয়ে পড়েন,—যেন সৃষ্টির প্রারম্ভ-ক্ষণটি ধরা পড়েছে তাঁর দৃষ্টির সামনে। যেন একটা বিরাট, চিত্তোন্মাদক এবং লাস্যময় সৃষ্টি,—অথচ তবু যেন তার এমন একটি বিভীষিকা। ডাক্তার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। এ যেন এমন কোন একজনের সৃষ্টি, যে প্রকৃতির অজ্ঞাত গভীরতার মাঝে ডুব দিয়ে সৌন্দর্য ও বীভৎসতা দুয়েরই রহস্যোদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছে। সে যেন জেনে ফেলেছে এমন অনেককিছু যা জানা মানুষের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ। ছবিটার মধ্যে আভাস পাওয়া যায় ভীতিজনক একটা আদিম কোনকিছুর,—যেন একটা অমানবীয় সৃষ্টি। ডাক্তারের মনে পড়ে যায় ভোজবাজির কথা। সে যেন একই সাথে সুন্দর ও জঘন্য।

—"আশ্চর্য্য! অপূর্ব প্রতিভা!

কথাগুলো অজান্তে তাঁর মুখ হতে বার হয়ে আসে।

কোণের দিকে মাদুরের উপর বিছানাটার পানে নজর পড়তেই ডাক্তার সেদিকে এগিয়ে যান। চোখে পড়ে,—একটা বীভৎস, বিকলাঙ্গ, বিবর্ণ দেহ,—ওটারই একদিন পরিচয় ছিল চার্লস স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড,—যে এখন মৃত। ডাক্তার কোতরাশ অসীম মনোবলে গলিত বিভীষিকাটির উপর ঝুঁকে পড়েন। সহসা নিদারুণ আতঙ্কে তাঁর চোখদুটি যেন ঠিকরে বার হয়ে আসতে চায়। কে যেন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বলে টের পান। ফিরে দেখেন,—আতা। কখন যে সে উঠে দাঁড়িয়েছে তা তিনি টের পাননি। তাঁর কাধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আতাও দেখতে থাকে একই জিনিস। ডাক্তার বলে ওঠেন,—তবু ভাল! ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছ তুমি আমায়। আর একটু হলে হয়ত মূর্চ্ছা যেতাম।

আবার একবার সেই মৃতদেহটার পানে তাকিয়ে ডাক্তার ফিরে চলেন বিষণ্নমনে। ওই দেহটাই একদিন ছিল রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ।...

—"দেখছি, ও অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।"

—"হাঁ। প্রায় একবছর হলো।"

॥ সাতান্ন ॥

ঠিক সেই সময় মাদাম কোতরাশের আগমনে আমাদের আলোচনায় বাধা পড়ে। মাঝে মাঝে তাঁর সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। তিনি ঘরে ঢুকলেন,—যেন একটি পুরাদমে চলন্ত জাহাজ। চেহারাটা লম্বাচওড়া, প্রভুত্বব্যঞ্জক,—তাঁর বিশাল বক্ষ ও স্থূলতা সম্মুখপ্রসারী অন্তর্বাসের বাঁধনে সুস্পষ্টভাবে ঠেলে উঠেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ কোনোরকম দৈহিক দুর্বলতার আভাস মেলে না তাঁর পক্ষে,—উল্টে বরং তাঁকে অধিকতর কর্মঠ, হুঁসিয়ার এবং স্থিরচিত্ত বলে মনে হয়। ও অঞ্চলে অমন কারো দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। পরিচয়ে টের পাওয়া যায় যে তিনি অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন। কেননা, ঘরে ঢুকে তিনি এক-নিঃশ্বাসে এমন গল্প আর টিপ্পনী আরম্ভ করেন যার তোড়ে আমাদের সদ্যসমাপ্ত কথার খেই হারিয়ে যায়।

একটু পরে ডাক্তার কোতরাশ আমার পানে তাকিয়ে বলেন,—"স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড যে ছবিটা আমাকে দিয়েছিলেন, সেটা আজো রয়েছে আমার খাস-কামরায়। দেখবেন?"

—"সাগ্রহে।"

আমরা উঠে পড়ি। তিনি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। যে বারান্দাটা তাঁরি বাড়ীর চারদিকে বেড় দিয়ে আছে, সেখানে এসে আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি। দেখতে থাকি, বাগানের অজস্র ফোটা ফুলের নয়নানন্দকর সমারোহ।

পূর্বস্মৃতির স্মরণে ডাক্তার বলেন,—"ঘরটির প্রাচীরগাত্রের সেই শিল্পনৈপুণ্যের স্মৃতি ও প্রভাব থেকে বহুদিন পর্যন্ত আমি মুক্ত হতে পারি নি।"

আমিও ওই একই কথা ভাবছিলাম। মনে হয়, ওরই মধ্যে শেষ পর্যন্ত স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন পুরো-পুরিভাবে। ঐটাই তাঁর শেষ সুযোগ বুঝতে পেরে নিঃশব্দ কাজের ফাঁকে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর সবকিছু জীবন-জ্ঞান ও বক্তব্য উজাড় করে দিয়েছিলেন। একথাও ভাবি যে হয়তো ওরই মধ্যে শেষ পর্যন্ত তিনিও পেয়েছিলেন সাধনার সন্ধান—যে-সাধনায় তাঁর সারা জীবনটা হয়ে উঠেছিল একটা বেদনার আকর। তাঁর সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তাঁর অন্তর্নিহিত শয়তানটা তাঁকে মুক্তি দেওয়াতেই তাঁর অতৃপ্ত ও উত্যক্ত আত্মার উপর নেমে এসেছিল প্রশান্তি। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তখন তাঁর কাম্য হয়ে উঠেছিল মৃত্যু।

জিজ্ঞাসা করি,—"ছবির বিষয়বস্তুটা কী?"

—"ঠিক জানি না। জিনিসটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি গোলমেলে। যেন সৃষ্টি-প্রারম্ভের একটা স্বপ্নচ্ছবি,—ইডেন উদ্যানে আদম ও ঈভ।—যেন নর ও নারীর দেহের আবরণে একটা সৌন্দর্য-গাথা,—প্রকৃতির স্তুতি,—মহান, নিস্পৃহ, চমৎকার অথচ নির্মম। তা থেকে অসীম ব্যাপ্তি ও অনন্তকালের একটা বিস্ময়কর আভাস পাওয়া যায়। যেসব গাছ প্রায়ই নজরে পড়ে,—নারিকেল, অশ্বত্থ, পলাশ,—সেই-গুলোরই ছবি এঁকেছিল ও। অথচ তার পর থেকে ওগুলোকে আমি ভিন্নদৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করি। সেগুলোর মধ্যে একটা প্রাণময়তা ও রহস্যময়তার সন্ধান পাই,—অথচ ধরি ধরি করেও তা যেন পিছলে যায়। রঙগুলো সবই চেনা হয়েও ভিন্নতর। প্রত্যেকটার যেন একটা করে নিজস্ব অর্থ আছে। চিত্রিত নর-নারীগুলি যেন পার্থিব হয়েও সৃষ্টিছাড়া। যেন যে-মাটি হতে তাদের সৃষ্টি, তার খানিকটা অস্তিত্ব তখনও তাদের মধ্যে বর্তমান; সেইসঙ্গে খানিকটা অপার্থিব আরো কিছু। যেন তাদের মধ্যে রূপ পেয়েছে মানবের আদিম মনোভাবের নগ্নতা। শিউরে উঠতে হয় দেখে,—সে যেন আত্মদর্শন।

ডাক্তার কোতরাশ নৈরাশ্যজনকভাবে মৃদু হাসেন।

—"আপনি হয়তো আমার কথা শুনে হাসছেন। আমার মতো একজন বাস্তবপন্থী, মোট্‌কা লোকের মুখে কথাগুলো যেন আজগুবি বলে মনে হয়, না? সত্যি, কাব্যোচ্ছ্বাস আমার আসে না,—নিজেরই হাসি পায় তাতে। তবু, এর আগে আর কোনও ছবিই আমার মনে অত গভীর ছাপ রাখতে পারেনি। ঠিক এইরকম আমার মনের অবস্থা হয়েছিল যখন আমি রোমের সিস্টাইন চ্যাপেল দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানেও ছাদের অভ্যন্তরভাগের চিত্রনৈপুণ্য দেখে চিত্রকরের বিরাটত্বে আমি এমনিধারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। এ হলো অপূর্ব প্রতিভার পরিচায়ক,—বিরাট, অভিভূতকারী। নিজেকে আমার অতি ছোট ও নিরর্থক বলে মনে হচ্ছিল। তবে কথা এই যে, মাইকেল এঞ্জেলোর অসাধারণত্বের জন্যে আমরা আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকি। অথচ, সভ্যতা হতে বহুদূরে অবস্থিত তারাভাওয়ের উপরে পাহাড়ের খাঁজের ভিতরে একটা দিশী কুটিরের মধ্যে এত বড় বিস্ময়কর ছবির জন্যে আগে হতে প্রস্তুত হবার কোনও অবকাশই আমার ঘটেনি। আর, মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন সুস্থ, প্রকৃতিস্থ। তাঁর সবকিছু বিরাট সৃষ্টির মধ্যে মেলে একটা মহান স্নিগ্ধতা,—কিন্তু এর সবকিছু সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে উঠতে চায় যেন পীড়াদায়ক একটা কিছু। সেটা যে কী, তা আমি জানি না। তবে আমাকে সেটা অস্থির করে তুলেছিল। কী রকম মনে হয়েছিল জানেন? মনে করুন, কোনও একটা ঘরে আপনি বসে আছেন। জানেন যে পাশের ঘরটা খালি, তবু কোন কারণে যদি আপনার মনে হতে থাকে যে কে যেন রয়েছে সেই পাশের ঘরে, তাহলে আপনার মানসিক অবস্থাটা যা দাঁড়ায়,—ঠিক তাই। নিজেকে নিজেরই ধমকাতে ইচ্ছা হয়,—বুঝতে পারেন যে ওটা স্নায়বিক দৌর্বল্য ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু—তবু যেন…। কিছুক্ষণের মধ্যেই আতঙ্ক দমন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে,—অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয় কোন্ এক অদৃশ্য বিভীষিকার কবলে। সত্যি কথা স্বীকার করতে হলে আজ আমি বলব যে, যখন খবর পেলাম যে এহেন বিচিত্র ও অপরূপ শিল্পসম্পদগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন আমার খুব বেশী দুঃখ হয়নি।"

সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা করি,—"ধ্বংস হয়ে গেছে ?"

—"কেন ? আপনি জানেন না ?"

—"আমি জানব কী করে ? একথা অবশ্য সত্যি যে এই ছবিগুলোর কথা আমি এর আগে আর কখনো শুনিনি। তবে আমার ধারণা ছিল যে এগুলো হয়তো কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে উঠেছে। এখনো পর্যন্ত তো স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ছবিগুলোর কোন সঠিক তালিকা তৈরি হয়নি।"

—"অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যে-দুটো ঘরের দেওয়ালে সে ছবি এঁকেছিল, তার মধ্যে সে বসে থাকত। নিজের সৃষ্টির পানে দৃষ্টিহীন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত—দেখত ; হয়তো সত্যিই সারা জীবনের তুলনায় ঐ সময়টাতেই সে সবচেয়ে ভাল দেখতে পেত। আতার কাছে শুনেছি,—কোনদিন সে অদৃষ্টের দোষ দেয়নি, সাহস হারায়নি। অন্তিমমুহূর্ত পর্যন্ত তার মনটা ছিল শান্ত, নিরুদ্বেগ। তবে আতাকে সে শপথ করিয়ে নিয়েছিল যে তাকে গোর দেওয়ার পর,—ভালকথা,—আপনাকে বলেছি কী যে আমি নিজের হাতে তার গোর খুঁড়েছি ? দেশীয়রা কেউ ওই ছোঁয়াচে বাড়ীটার ত্রিসীমানায় আসতে চায় নি,—কাজেই আমরাই তাকে সমাধিস্থ করেছিলাম,— মানে, আমি আর আতা। তিনখানা পারেয়ো একসঙ্গে জুড়ে সেলাই করে তাই দিয়ে ঢেকে আমগাছটার তলায় আমরা ওকে গোর দিয়েছিলাম। হাঁ,—যা বলছিলাম। আতাকে সে শপথ করিয়ে নিয়েছিল যে বাড়ীটায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার শেষ কণাটুকু পর্যন্ত তাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে হবে।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বার হয়না,— তলিয়ে যাই চিন্তার মধ্যে। তারপর বলি,—"তাহলে অন্তিমকাল পর্যন্ত তিনি একই রকম ছিলেন দেখছি।"

"—বুঝতেই তো পারছেন। অবশ্য একবার আমার মনে হয়েছিল যে আতাকে ওকাজ থেকে নিরস্ত করা আমার উচিত।"

—"এইমাত্র আপনি যা শোনালেন তার পরেও ?"

—"হাঁ।—আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ছবিগুলো ছিল সত্যসত্যই

অসামান্য এবং দুনিয়াকে তা থেকে বঞ্চিত করার কোনও অধিকার আমাদের নেই। অথচ আতা আমার কথা কানেই তুল্‌লে না,—শপথ করেছে সে। তাই আমি স্থির করলুম নিজের চোখে ওই বর্বর কাণ্ডকারখানা আমি দেখব না। অবশ্য আতার কীর্তির কথা আমি পরে শুনেছিলাম। ঘরের শুকনো মেঝে আর কচুপাতার মাদুরগুলোয় মোম ঢেলে দিয়ে সে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। একটু পরে শুধু জ্বলন্ত অঙ্গারগুলো ছাড়া আর কিচ্ছু পড়ে থাকেনি। এমনি ভাবে একটা মহান সম্পদকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়।"

—"আমার মনে হয় যে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড জানতেন, ওটা একটা অপরূপ সৃষ্টি। তাঁর কাম্য তিনি লাভ করেছিলেন, জীবন তাঁর ভরে উঠেছিল। একটা নূতন জগৎ তিনি সৃষ্টি করলেন,—দেখলেন সেটা হয়ে গেছে রমণীয়। তার পরেই, অহঙ্কার ও অবজ্ঞাভরে তাকে তিনি ধ্বংস করে ফেললেন।"

এগোতে এগোতে ডাক্তার কোতরাশ বলেন,—"আপনাকে আমার ছবিটা দেখাই।"

—"আতা আর তার সন্তানটার কী হলো?"

—"মার্কোয়েসাসে আতার জনকয়েক আত্মীয়-স্বজন ছিল,—তারা সেখানেই চলে গেল। ছেলেটা নাকি ঠিক বাপের মতো দেখতে হয়েছে। শুনেছি, কোন একটা ছোট জাহাজে কাজ করে সে।"

বারান্দা হতে নেমে ডাক্তারের পরামর্শ-কক্ষে ঢোকবার দরজাটার সামনে ডাক্তার কোতরাশ দাঁড়িয়ে পড়ে অল্প একটু হাসেন।

—"এটা হচ্ছে কতকগুলো ফলের ছবি। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে একজন ডাক্তারের পরামর্শকক্ষে এটা ঠিক মানানসই ছবি নয়,—কিন্তু আমার স্ত্রীও এটাকে কিছুতেই বৈঠকখানা ঘরে রাখতে রাজী নন। তাঁর মত হলো,—তাহলে নেহাত বিশ্রী দেখাবে।"

বিস্ময়াধিক্যে বলে উঠি,—"ফলের ছবি!"

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটার উপর আমার নজর পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে সেটার পানে তাকিয়ে থাকি।…

একরাশ ফল,—আম, কলা, কমলালেবু,—কী যে নেই তার মধ্যে!

প্রথমদৃষ্টিতে নেহাত সাদাসিধে ছবি বলে মনে হয়। যে-কোনও বেদরদী লোকের কাছে সেটা পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্টদের কোনও একটা প্রদর্শনীতে তাদেরই দলের যে কোন একজনের একখানা চমৎকার অথচ অনুল্লেখ্য নমুনা বলে চলে যেতে পারত,—কিন্তু তবু সেটার স্মৃতি তাকে খোঁচাতে থাকত তার পরেও। সে যে কোনদিন সেটার কথা একেবারে ভুলে যেতে পারত, তাও আমার মনে হয় না।

অদ্ভুত রঙগুলো কী যে একটা পীড়াদায়ক ভাবোদ্রেকের কারণ হয়ে ওঠে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ফিকে নীল,…স্বচ্ছ…যেন সূক্ষ্মভাবে কাটা Lapis Lazuly-র অন্তর্দেশ;—অথচ তার মধ্যে একটা সকম্পিত লাস্য,…যেন রহস্যময় জীবনের স্পন্দনাভাস। বেগুনী, …যেন কাঁচা ও গলিত মাংসের মতো বীভৎস, তবু তারও মধ্যে একটা প্রদীপ্ত কামনাময় ইন্দ্রিয়ানুরক্তি,…হেলিও গেবালাসের রোম সাম্রাজ্যের একটা অস্পষ্ট স্মৃতি এনে দিতে চায়। লাল,…হোলী-লতার ফলের মতো তীক্ষ্ণবর্ণ,…যেন কচি ছেলের আনন্দ ও উল্লাসমুখরিত তুষারমণ্ডিত ইংলণ্ডে খ্রীষ্টোৎসব,…অথচ তবু যেন কোন মায়াবলে তা মৃদু হতে হতে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় ঘুঘুর বুকের তন্দ্রাচ্ছন্ন কোমলতায়। গাঢ় হলদে…একটা অস্বাভাবিক উন্মাদনায় তার যেন আত্মবিলোপ ঘটেছে বাসন্তীঘন পার্বত্য নদীর উচ্ছল জলধারার মতো নির্মল সবুজের মাঝে। কত বিক্ষুব্ধ মনস্তাপের ফল সেই ফলগুলি তা কে জানে! যেন হেস্পারাইডিসের বাগানে উৎপন্ন কত বিচিত্র দেশের ফল সেগুলো। সেগুলো যেন বিস্ময়কর ভাবে প্রাণবন্ত,…যেন তাদের সৃষ্টি হয়েছিল সৃষ্টির সেই অন্ধকারময় যুগে যখনও পর্যন্ত বস্তু পায়নি তার স্বতন্ত্র অখণ্ড রূপ। ফলগুলো যেন রসপ্রাচুর্যে টলমল, কোন রূপকথাসুলভ গন্ধে ভরপুর। তাদের নিজেদের যেন রয়েছে একটা সকরুণ কামনা। যেন মায়াফল,—আস্বাদে হয়তো চোখের সামনে খুলে যাবে আত্মার কোন এক গুপ্ত রহস্য আর কল্পলোকের কত জাদুপুরীর দ্বার। তারা যেন কত আসন্ন দুর্যোগের ভারে ম্রিয়মাণ,…খেলে হয়তো মানুষ হয়ে যাবে বনের জানোয়ার,—কিংবা হয়তো আকাশের দেবতাও। যা-কিছু সহজ আর স্বাভাবিক,—যা-কিছু মিলে গড়ে ওঠে সুখসম্পর্ক—নিরীহ মানুষের

নির্দোষ প্রমোদ,—তা যেন নিঃশেষে মুছে গেছে সেগুলোর ভিতর থেকে। তবু সেগুলোর মধ্যে রয়েছে একটা সশঙ্ক আকর্ষণ,—যেন হিতাহিত জ্ঞানবৃক্ষের ফলের মতো তারাও কোন অজানার সম্ভাবনাসমৃদ্ধ।

অনেকক্ষণ পরে ছবিটা থেকে আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই। মনে হয়, স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গোপন রহস্যটিও চাপা পড়ে গেছে সমাধির অতলে।

কানে আসে মাদাম্ কোতরাশের প্রফুল্ল কণ্ঠের আহ্বান।

-"শুনছো? ও রেণী! কী করছো বলো তো তোমরা এতক্ষণ ধরে? খানা তৈরি। মঁসিয়েকে জিজ্ঞাসা করো তো যে তিনি এক গ্লাস কুইন্কুইনা দুবোনঁ। পান করবেন কি?

—"সানন্দে মাদাম্।"

বারান্দায় বার হয়ে এসে আমি জবাব দিই।

ব্যাহত হয় মন্ত্রমুগ্ধতা।

॥ আটান্ন ॥

তাহিতি হতে আমার বিদায় নেবার ক্ষণটি এসে পড়ে।

দ্বীপের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পরিচিত সকলেই আমাকে পাঠাতে থাকেন উপহার,—নারিকেলপাতার ঝুড়ি, কচুপাতার মাদুর আর পাখা। তায়ারে উপহার দেন তিনটি ছোটছোট মুক্তা আর তাঁর মেদ-বহুল স্বহস্তে তৈয়ারি তিনশিশি পেয়ারার মোরব্বা।

ওয়েলিংটন থেকে সানফ্রান্সিস্কো-গামী বন্দরে চব্বিশ ঘণ্টা আটকে থাকার পর যাত্রীদের সচেতন করবার জন্য বংশীধ্বনি করে ওঠে। তায়ারে আমাকে টেনে নেন তাঁর বিশাল বুকের মাঝে। আমি যেন তলিয়ে যাই একটা তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মাঝে। নিজের রক্তাভ ঠোঁট দুটি তায়ারে চেপে চেপে ধরেন আমার ওষ্ঠের ওপর, তাঁর দুচোখে চিকচিক করে ওঠে অশ্রুকণা।

হ্রদটিকে পিছনে ফেলে পর্বতসানুদেশ ঘেঁষে সতর্কভাবে জাহাজখানা মুক্ত সমুদ্রে এসে পড়তেই বিষণ্ণ হয়ে যাই। বাতাস তখনও বয়ে আনতে থাকে চিত্তপ্রফুল্লকর মাটির গন্ধ। তাহিতি সরে যায় বহুদূরে, জীবনে আর কোন দিন দেখা হবে না তার সাথে। জীবনের একটা অধ্যায় আমার শেষ হয়ে গেল। অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর পানে এগিয়ে গেলাম আরও খানিকটা।

প্রায় মাসখানেকের মধ্যেই আমি লণ্ডনে এসে উপস্থিত হই। গোটা-কয়েক বিশেষ জরুরী কাজ সেরে নিয়েই শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে লিখলাম একটা চিঠি। মনে হয়, হয়তো স্বামীর শেষজীবন সম্বন্ধে আমার জানা কথাগুলো শোনার আগ্রহ তাঁর হতে পারে। যুদ্ধের আগে থেকে বহুকাল যাবৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, টেলিফোন-সূচী দেখে তাঁর ঠিকানাটা আমায় খুঁজে নিতে হয়।

শ্রীমতীর স্থিরীকৃত দিনটিতে তাঁর তৎকালীন বাসস্থান ক্যাম্পডেন হিলের ছোট ঝরঝরে বাড়ীটায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। ইতিমধ্যে ষাটের কোঠায় পা দিলেও বয়সটাকে তিনি এমনিভাবে আঁকড়ে ধরে রাখেন যে, পঞ্চাশের বেশী বলে কিছুতেই মনে হয় না। লম্বাটে মুখ-খানিতে তাঁর একটিও বয়োরেখা পড়েনি,—দেখলে মনে হয় যেন যৌবনে তিনি বাস্তবাপেক্ষা আরও বেশী সুন্দরী ছিলেন। স্বল্প শুভ্র কেশগুচ্ছ তাঁর নিপুণভাবে বিন্যস্ত, কালো রংয়ের গাউনটি তাঁর পরিচ্ছদপ্রিয়তার নিদর্শন। মনে পড়ে, শুনেছিলাম যে শ্রীমতী ম্যাকএ্যাণ্ড্রু তাঁর স্বামী বিয়োগের পর আরো কয়েকটা বছর বেঁচে থেকে মারা যাওয়ার সময় তাঁর অর্থসম্পদ সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমতী স্ট্রিকল্যাণ্ডকে। বাড়ী এবং বাড়ীর সুবেশা পরিচারিকাটিকে দেখে ধারণা জন্মায় যে সেই অর্থ-সম্পদের অঙ্কটা একটি বিধবার সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার পক্ষে যথেষ্ট।

বৈঠকখানা ঘরটির ভিতরে ঢুকে দেখতে পাই শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ডের আরো একজন অভ্যাগত রয়েছেন সেখানে। তাঁকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে দেরি হয় না যে আমাকে ঠিক ঐ সময়টাতেই আসতে বলাটা সম্পূর্ণ অহেতুক নয়। অভ্যাগতটি জনৈক মার্কিণ ভদ্রলোক,—নাম শ্রীযুত ভ্যান্ বুশি টেলর। ক্ষমালিপ্সুর মত তাঁকে একটুখানি

মনোরম মৃদু হাসি উপহার দিয়ে শ্রীমতী আমাকে তাঁর পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন।

—"আমরা,—ইংরাজজাতটা যে কতবড় অনভিজ্ঞ তা তো আপনি জানেন। তাই যদি কিছু ব্যাখ্যা করার দরকার হয়ে পড়ে, তার জন্যে মার্জনা চেয়ে রাখছি আপনার কাছে।"

তারপর আমার দিকে ফিরে তিনি বলতে থাকেন—"শ্রীযুত ভ্যান্ বুশি টেলর প্রখ্যাত মার্কিন সমালোচক। তাঁর বই যদি আপনি না পড়ে থাকেন, তাহলে আপনার বিদ্যার্জনই হয়েছে লজ্জাকরভাবে বৃথা। এ ত্রুটি আপনার শিগগীরই শুধরে নেওয়া উচিত। প্রিয় চার্লি সম্বন্ধে উনি একখানা বই লিখছেন—তাই আমার সাহায্যের জন্যে এখানে এসেছেন।

শ্রীযুত ভ্যান বুশি টেলর-এর দেহটি নিদারুণ কৃশ, প্রকাণ্ড মাথা-জোড়া টাকটা তাঁর চকচক করতে থাকে। বিরাট গোলকসদৃশ মাথার খুলির নীচে তাঁর গভীর রেখাঙ্কিত পীতাভ মুখখানি নেহাতই ছোট দেখায়। ভদ্রলোক যথেষ্ট শান্ত এবং বিলক্ষণ নম্র। কথায় তাঁর নিউ ইংলণ্ডের টান। তাঁর আচরণে একটা নিষ্প্রাণ উৎসাহহীনতা লক্ষ্য করে সাশ্চর্যে আমি ভাবতে থাকি যে, চার্লস স্ট্রিক্ল্যাণ্ড-প্রসঙ্গে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার কী এমন প্রয়োজন থাকতে পারে তাঁর? স্বামীর নামটা উচ্চারণ করার সময় শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ড যেটুকু ভদ্রতার পরিচয় দেন তাতে আমি খানিকটা খুশি হয়ে উঠি। তাঁদের দুজনার আলাপের ফাঁকে ঘরটাকে আমি যাচাই করে নেবার প্রয়াস পাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী স্ট্রিকল্যাণ্ডের রুচির পরিবর্তন ঘটেছে দেখতে পাই। সেই মরিস কাগজ আর রঙচঙে পাতাবাহার বিদায় নিয়েছে, তাঁর অ্যাশলী গার্ডেনের বৈঠকখানার দেওয়াল অলঙ্কৃত করে রাখত যেসব অ্যারুন্ডেল, তারাও বিদায় নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। ঘরটি জ্বলজ্বল করতে থাকে বর্ণসুষমায়। ফ্যাসানের চাপে পড়ে এই নবতর বর্ণচাতুর্যের প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। অথচ একথাটা তাঁর জানা আছে কিনা ভেবে পাইনা যে, তার সবটুকুই হলো দক্ষিণ-সামুদ্রিক দ্বীপবাসী জনৈক দুঃস্থ চিত্রকরের কল্পনাপ্রসূত।

শ্রীযুত ভ্যান্ বুশি টেলর বলে ওঠেন,—"আপনার গদিগুলো কী চমৎকার !"

স্মিতহাস্যে শ্রীমতী বলেন,—"ভালো লাগে আপনার ? ওগুলো বাক্সট।"

দেওয়ালে-টাঙ্গানো বার্লিনের জনৈক প্রকাশকের অসমসাহসিকতার নিদর্শন স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের কয়েকটি সেরা ছবির বর্ণময় পুনর্মুদ্রণ।

আমার দৃষ্টির অনুসরণ করে তিনি বলে ওঠেন,—"আমার ছবিগুলো দেখছেন ? আসলগুলো যদিও আমার নাগালের বাইরে, তবু এগুলো পাওয়াতেও সুখ আছে। প্রকাশক নিজে আমাকে ওগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওগুলো আমার কাছে একটা মস্ত সান্ত্বনা।"

শ্রীযুত ভ্যান বুশি যোগান দেন,—"সত্যি ! ওগুলোর সঙ্গে এক ঘরে থাকাতেও আনন্দ।"

—"হাঁ, সত্যিই ওগুলো শোভাবর্ধক !"

শ্রীযুত ভ্যান বুশি বলে ওঠেন,—"মহান শিল্পকলা যে চিরদিনই শোভাবর্ধক, এটা আমার একটা দৃঢ়সিদ্ধান্ত।"

একখানা ছবির পানে তাঁরা দেখতে থাকেন।···একটি শিশুকে স্তন্যদানরতা একটি নগ্ন নারী,···পাশে বসে একটি নতজানু বালিকা নিস্পৃহ শিশুটির দিকে বাড়িয়ে ধরেছে একটা ফুল।···তাদের সবার পানে তাকিয়ে আছে একটি বলিরেখাঙ্কিত মুখ, কুশ্রী নারী।···

স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের আঁকা "পুণ্যের সংসার"-এর ছবি। আমার মনে হয় যে এই চরিত্রগুলি স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড তাঁর তারাভাওয়ের সংসারে বসেই পেয়েছিলেন;—নারী এবং শিশুটি হয়তো আতা আর তার প্রথম সন্তান। শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড হয়তো এর বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

তাঁদের আলোচনা চলতে থাকে। সাশ্চর্যে লক্ষ্য করতে থাকি যাবতীয় সামান্যতম বিরক্তিকর প্রসঙ্গগুলিকে শ্রীযুত ভ্যান বুশি টেলরের এড়িয়ে যাওয়ার অপূর্ব নৈপুণ্য, আর সমস্ত সত্যকথাকে চাপা দিয়ে স্বামীর সাথে তাঁর নিজের সম্পর্কটাকে চিরমধুর বলে প্রকাশ করায় শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের অনুপম চাতুর্য।

অবশেষে শ্রীযুত ভ্যান বুশি টেলর বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে

দাঁড়ান। গৃহকর্ত্রীর হাত দুটি ধরে তিনি কায়দাদুরস্তভাবে একটু বেশী মাত্রায় বিনিয়ে বিনিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর দরজাটা বন্ধ করে শ্রীমতী বলেন,—"ওঁর জন্যে উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠেননি নিশ্চয়! সত্যি বটে, মাঝে মাঝে ব্যাপারটা নেহাত বেয়াড়া হয়ে ওঠে,—তবু চার্লি সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি যথাযথভাবে সবাইকে জানানোটা আমি উচিত বলেই মনে করি। প্রতিভাধরের স্ত্রী হওয়ার ঝক্কি কম নয়!"

শ্রীমতী তাঁর মনোহর চোখ দুটি মেলে আমার পানে তাকান। বিশ বছর আগেও যেমন ছিল, এখনও সে দুটি ঠিক তেমনি আছে দেখতে পাই,—তেমনি অকপট আর দরদী। ঠিক বুঝতে পারি না, আমাকে বোকা বানাচ্ছেন কিনা!

জিজ্ঞাসা করি,—"ব্যবসাটা নিশ্চয়ই ছেড়ে দিয়েছেন,—না?"

ভাসাভাসাভাবে তিনি জবাব দেন,—"হ্যাঁ। ওটা আমি দরকারের চাইতে বেশী করে অভ্যাসবশেই চালাতাম। ছেলেমেয়েরা জেদ ধরল বিক্রি করে দেবার জন্যে। বলল, ওর জন্যে নাকি আমার সামর্থ্যের ওপর গুরুভার পড়ে।"

দেখতে পাই যে শ্রীমতী স্ট্রিকল্যাণ্ডকে যে কোনদিন শুধুমাত্র জীবিকার্জনের জন্য মর্যাদাহানিকর কোন কারবার চালাতে হয়েছিল, তা তিনি ভুলে গেছেন। পরের পয়সায় সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে তাঁর মানসিকতাটাও হয়ে উঠেছে মহীয়সী মহিলার মতো।

বলেন,—"ওরা এখন এখানেই আছে। আমার তো মনে হয় যে ওরা সাগ্রহে আপনার কাছে ওদের বাবার কাহিনী শুনতে চাইবে। রবার্টকে আপনার মনে আছে তো? একটা খোশ-খবর দিচ্ছি,—ওকে এবার মিলিটারী ক্রশ দেবার জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে।"

দ্বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে শ্রীমতী ডাক দেন ওদের। ঘরে ঢোকে একটি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। তার পরনের খাকীর পোশাকের সঙ্গে একটা পাদ্রীর কলার চাপানো,—কায়দাটা খানিকটা জবড়জং গোছের হলেও তাকে সুশ্রী দেখায়,—চোখদুটিতে তার ঠিক সেই ছেলেবেলাকার মতোই খোলাখুলি ভাব। পিছনে এসে ঢোকে তার

বোনটি। ওর মাকে যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম, ওর বয়সটাও এসে পৌঁছেচে ঠিক সেখানেই,—দেখতেও হয়েছে অবিকল মায়ের মতো। ওকে দেখলে মনে হয় যে বালিকা বয়সে ও-ও ছিল বাস্তবাপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী।

সগর্বহাস্যে শ্রীমতী স্ট্রিক্ল্যাণ্ড বলেন,—"মোটেই চিনতে পারছেন না তো ওদের? মেয়ে আমার এখন শ্রীমতী রোনাল্ডসন্। ওর স্বামী 'গানার'দের একজন মেজর।"

সহর্ষে শ্রীমতী রোনাল্ডসন্ বলে ওঠেন,—"জানেন, ও হলো একেবারে একটি পাক্কা সৈনিক। তাইতো মেজর হতে পেরেছে।"

মনে পড়ে যায়, বহুদিন আগেকার আমার অনুমানের কথা যে, ওর সঙ্গে একজন সৈনিকের বিয়ে হবে।…এটা ছিল অবধারিত। সৈনিকজায়া হবার উপযোগী সবকিছু গুণই ওর ছিল। ও ছিল ভদ্র, সভ্যভব্য;—তবু ও সেই নিগূঢ় গোপন সত্যটুকুকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি যে ও ঠিক আর পাঁচজনের মতো নয়। রবার্ট ছিল চপল। রবার্ট বলে,—"খুব ভাগ্য যে আমার লণ্ডনে থাকার সময়েই আপনিও এসে পড়েছেন। আর মাত্র তিনটি দিন আছে আমার বিদেয় নেবার।" ওর মা বলেন,—"কাজে ফিরে যাবার জন্যে ও ছট্‌ফট করছে।"

—"তা ওকথা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যস্ততার মাঝে বেশ কাটত আমার। বহু বন্ধু জুটে গিয়েছিল,—ওটা হলো সেরা জীবন। যুদ্ধটা অবশ্য বীভৎস, কিন্তু এরই ফলে যে মানুষের সেরা গুণগুলোর বিকাশ ঘটে, তাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।"

এর পর, ওদের আমি তাহিতিতে স্ট্রিক্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে যাকিছু জানতে পেরেছিলাম, তা গল্প করে শোনাই। আতা আর তার ছেলের সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। বাকী সমস্তটুকু একেবারে খোলাখুলিভাবে ওদের আমি বলে যাই। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর কথা বলে আমি গল্প শেষ করি।

পরবর্তী কয়েক মিনিট আমরা সবাই চুপ করে থাকি। তার পর দেশলাই জ্বেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ঈষৎ গম্ভীর ভাবে রবার্ট

বলে ওঠে,—"ভগবানের জাঁতা আস্তে আস্তে ঘোরে বটে, তবে গুঁড়ো হয় তাতে অতি সূক্ষ্ম।"

শ্রীমতী স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড আর শ্রীমতী রোনাল্ডসন্ দু'জনেই খানিকটা ভক্তিগদগদভাবে অধোদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। দেখে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায় যে তাঁদের ধারণায় বরার্টের কথাটা কোনও ধর্ম্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি। রবার্ট স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডও যে ওদের সেই ছলনার সাথে ভিড়ে যেতে চায় তা বুঝে নিতে আমার কষ্ট হয় না।

কেন জানিনা, সহসা আমার মনের মধ্যে উদয় হয় স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ডের ঔরসজাত আতার ছেলেটির কথা। শুনেছিলাম, সে নাকি সদাপ্রফুল্ল প্রাণখোলা তরুণ। আমার মানসপটে ভেসে ওঠে তার ছবি।....দাঁড়িয়ে আছে তার কর্মস্থল জাহাজটিতে,—পরনে শুধুমাত্র একটা খাটো পাৎলুন ছাড়া আর কিছু নেই তার। নেমে আসে রাত্রি।···মৃদু ঝিরঝিরে বাতাসে গুমোট কেটে যায়।···নাবিকেরা সবাই এসে জড়ো হয় উপর-তলার ডেকে !···জাহাজের কাপ্তেন ও পাণ্ডাখালাসী ডেক-চেয়ারের উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে পাইপ টানতে থাকেন।···তরুণটি নাচতে আরম্ভ করে আর-একটি ছেলের সঙ্গে,···কন্সার্টিনার ফাটা আওয়াজের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে থাকে তাদের উদ্দাম নাচ।···মাথার উপরে তাদের নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ,···চারিদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম নিরালা ব্যাপ্তি।

বাইবেলের একটা উদ্ধৃতি আমার ঠোঁটের ডগায় এসে পড়ে,—তবু মুখ বন্ধ করে রাখি। জানতাম যে অপুরোহিত লোকেরা পুরোহিতদের নিজস্ব ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে চাইলে সেটাকে দেবদ্বেষী আচরণ বলে তাঁরা ধরে নেন।

আমার হেনরি-খুড়ো পঁচিশ বছর ধরে হোয়াইটস্টেবলের মোহান্ত ছিলেন। এমনিধারা কাণ্ড দেখলেই তিনি বলতেন যে, শয়তানেরা ইচ্ছা করলেই ধর্মগ্রন্থ হতে তাদের প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি আওড়াতে পারে।

স্বপ্ন দেখতেন তিনি সেই দিনগুলির যখন মাত্র একটি শিলিং-এ পাওয়া যেত তেরটি রাজকীয় ক্রীতদাস।

—শেষ—